গ্রন্থাবলী সিরিজ।

গিরিশ গ্রন্থাবলী

(ত্রয়োদশ ভাগ)

১। শঙ্করাচার্য্য, ২। গৃহলক্ষ্মী, ৩। য্যায়সা-কা-ত্যায়সা, ৪। প্রেমের জ্বালা,
৫। বিগতা-যৌবনা, ৬। মদিরা, ৭। স্মৃতি, ৮। শূন্যপ্রাণ, ৯। বহুরূপী বিদ্যা,
১০। বর্ত্তমান রঙ্গভূমি, ১১। পিতৃ প্রায়শ্চিত্ত, ১২। শ্রীরামকৃষ্ণ ও
বিবেকানন্দ, ১৩। বিবেকানন্দের গান।

গিরিশচন্দ্র ঘোষ প্রণীত।

শ্রীউপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় প্রকাশিত।
বসুমতী সাহিত্য-মন্দির।

১৬৬ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট "বসুমতী ইলেক্‌ট্রিক্ মেসিন যন্ত্রে"
শ্রীপূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় দ্বারা মুদ্রিত।

১৩২৪

মূল্য ২, দুই টাকা

গ্রন্থাবলী সিরিস।

গিরিশ গ্রন্থাবলী

(ত্রয়োদশ ভাগ)

১। শঙ্করাচার্য্য, ২। গৃহলক্ষ্মী, ৩। য্যায়সা-কা ত্যায়সা, ৪। কবিতা-মালা,
৫। বহুরূপী বিদ্যা, ৬। বর্ত্তমান রঙ্গভূমি, ৭। পিতৃ-প্রায়শ্চিত্ত,
৮। শ্রীরামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দ, ৯। বিবেকানন্দের গান

গিরিশচন্দ্র ঘোষ প্রণীত।

শ্রীউপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় প্রকাশিত।
বসুমতী সাহিত্য-মন্দির।

১৬৬ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট "বসুমতী ইলেক্‌ট্রিক্‌ মেসিন যন্ত্রে"
শ্রীপূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় দ্বারা মুদ্রিত।

১৩২৪

মূল্য ২৲ দুই টাকা।

শঙ্করাচার্য্য।

(ধর্ম্মমূলক নাটক)

গিরিশচন্দ্র ঘোষ প্রণীত।

(১৩১৬ সাল, ২রা মাঘ, শনিবার, মিনার্ভা থিয়েটারে প্রথম অভিনীত)

উৎসর্গ।

আনন্দময় সহচর আনন্দধামবাসী—

কালীপদ ঘোষ।

ভাই,

আমরা উভয়ে একত্রে বহুবার শ্রীদক্ষিণেশ্বরে মূর্ত্তিমান্ বেদান্ত দর্শন ক'রেছি। তুমি এখন আনন্দধামে, কিন্তু আমার আক্ষেপ—তুমি নরদেহে আমার "শঙ্করাচার্য্য" দেখ্‌লে না। আমার এ পুস্তক তোমায় উৎসর্গ ক'র্‌লেম, তুমি গ্রহণ কর।

গিরিশ।

সময় সংক্ষেপার্থ * [ ] * চিহ্নিত অংশ অভিনয়কালীন পরিত্যক্ত হয়।

চরিত্র

(পুরুষ)

মহাদেব । ব্রহ্মা । ব্যাসদেব । শঙ্করাচার্য্য ।

গোবিন্দনাথ ... ... শঙ্করাচার্য্যের গুরু ।

শঙ্করাচার্য্যের শিষ্যগণ ।—

সনন্দন (পরে পদ্মপাদ), শান্তিরাম, গণপতি, মণ্ডনমিশ্র (পরে সুরেশ্বর), হাবা (পরে হস্তামলক), আনন্দগিরি, চিৎসুখ, তোটকাচার্য্য ।

রামদাস ও সখারাম	...	...	শঙ্করাচার্য্যের প্রতিবাসী ।
জগন্নাথ	...	...	ঐ পুরাতন ভৃত্য ।
কুমারিল ভট্ট	..	..	কর্ম্মকাণ্ডের প্রবর্ত্তক ।
প্রভাকর	...	...	ঐ শিষ্য ।
ক্রকচ	...	...	কাপালিক গুরু ।
উগ্রভৈরব	...	...	কাপালিক ।
অভিনব গুপ্ত	.	...	তান্ত্রিক পণ্ডিত ।
শিউলি ।			

ইন্দ্রাদি দেবগণ, জনৈক ঋষি, বিদ্যাধরগণ, চণ্ডালবেশী ভৈরবগণ, বৃদ্ধ বৌদ্ধকাপালিক ও তৎশিষ্যগণ, চণ্ডালবালক, সুধন্বা রাজার সেনাপতি ও সৈন্যগণ, কুমারিল ভট্টের শিষ্যগণ, পণ্ডিতগণ, শিউলি বালকগণ, মণ্ডনমিশ্রের পুরোহিত, অমরক রাজার মন্ত্রী, ব্রাহ্মণ ও প্রেতাত্মা, প্রভাকর (হাবার পিতা) ও তৎপ্রতিবাসী, কাপালিকগণ, ভূতপ্রেতগণ, ভৈরব, অভিনব গুপ্তের শিষ্য, ভগন্দর ব্যাধি, গৌড়পাদ, কাশ্মীর-সারদাপীঠের মন্দির-রক্ষক, ইত্যাদি ইত্যাদি ।

(স্ত্রী)

মহামায়া ।			
বিশিষ্টা	...	...	শঙ্করাচার্য্যের মাতা ।
রমা ও গঙ্গা	...	...	ঐ প্রতিবেশিনী ।
উভয়ভারতী	...	...	মণ্ডনমিশ্রের স্ত্রী (শাপভ্রষ্টা সরস্বতী
সরমা ও অম্বালিকা	...	...	অমরক রাজার রাণীদ্বয় ।
কামকলা	...	...	ক্রকচের উপপত্নী ।
শিউলিনী ।			

মহামায়ার বিদ্যা ও অবিদ্যাসঙ্গিনীগণ, বিদ্যাধরীগণ, চণ্ডালিনীবেশী ভৈরবীগণ, দুইজন স্ত্রীলোক, কুমারী, নর্ত্তকীগণ, যমজ-শিশুমাতা, শিউলিনীর প্রতিবেশিনী, অমরক রাজার অন্যান্য রাণীগণ, কলাবিদ্যাগণ, প্রভাকরপত্নী, কামকলার সঙ্গিনীগণ, বিকটাগণ, কামাখ্যাদেবী ইত্যাদি ইত্যাদি ।

শঙ্করাচার্য্য।

প্রস্তাবনা।

কৈলাস।

মহাদেব, ব্রহ্মা, ইন্দ্র, ও অন্যান্য দেবগণ।

ব্রহ্মা। হে সর্ব্বজ্ঞ, কিবা তব অজ্ঞাত ভুবনে ;-
তথাপি চরণাম্বুজে করি নিবেদন,
হেরিয়ে রোরুদ্যমান ক্ষুধার্ত্ত বালকে
মাতার মমতা হয় যেমতি বর্দ্ধিত,
তেমতি একান্ত আর্ত্ত দেবতামণ্ডল
আসিয়াছে মনস্তাপ করিতে জ্ঞাপন,
জগৎ-জনক, তব স্নেহ-বৃদ্ধি হেতু।
নিষ্ঠুরতা-বারণ-কারণ নারায়ণ,
ব্রাহ্মণের বিদ্যাদর্প করিতে দমন--
হইলেন বুদ্ধ অবতার,
যুক্তিবলে পরাজিয়ে বেদজ্ঞমণ্ডলে
শূন্যবাদ প্রচারিলা রমেশ সংসারে।
হীনমতি নরে, দেবমায়া বুঝিতে না পারে,
বেদবিধি যাগ-যজ্ঞ রহিত ধরায়।
নিরীশ্বর স্বেচ্ছাচার শূন্যবাদ মতে,
পাপভার বৃদ্ধি দিন দিন,—
যজ্ঞভাগ বিনা যত দেবতা মলিন।
কর দেব উপায় ইহার,
বেদবিধি করহ উদ্ধার,
সংসারে কল্যাণ পুনঃ হউক্ স্থাপন।

মহা। চিন্তা দূর কর দেবগণ,
ধরার রোদন নিত্য স্পর্শে কর্ণে মোর,
তাহে আমি মনে মনে করিয়াছি স্থির,
ধরি ভবে নরের আকার,
অতি গুহ্য তত্ত্ব আমি করিব প্রচার
মানব-কল্যাণ হেতু ;
যেই গুহ্য তত্ত্ব মম আত্মার স্বরূপ —
প্রিয় গৌরী-গণপতি-কার্ত্তিকেয় হ'তে—
বিশুদ্ধ অদ্বৈত-জ্ঞান দানিব সংসারে।
যা'বে কার্ত্তিকেয় ভবে,
বৌদ্ধগণে দমিয়া প্রভাবে
কর্ম্মকাণ্ড করিবে উদ্ধার।
ধরি নরের আকার, শিষ্যরূপে তা'র
পদ্মযোনি, কর্ম্মকাণ্ড করহ প্রচার—
'মণ্ডন' নামেতে খ্যাত হও ধরাতলে।
নরকায় ধরাতলে ধর, জা
নিজ আচরণে, আদর্শ-প্রদানে,
বৈদিক নিয়ম কর পুনঃ সংস্থাপন।
ব্রহ্মসূত্র বেদার্থের করিতে প্রচার
লইলাম ভার।
শিষ্যসহ হবে মম ধরায় বিহার।
যুক্তিবলে বৌদ্ধমত করিব খণ্ডন,
দমিব দুষ্কৃতগণে আছে যে যথায়।
যাও ইন্দ্র, ধর নর-কায়—
বাজ্যেশ্বর হয়ে রহ মম প্রতীক্ষায়,
ঘুষিবে সুধন্বা নামে তোমা সবে ভবে।
যাও সবে মায়ার প্রভায় ধর নর-কায়।

দেবগণ। জয় জয় উমাপতি, জয় মহেশ্বর,
বেদসূত্র প্রচারিতে প্রতিশ্রুত হর।

[দেবগণের প্রস্থান।

মহা। এস মহামায়া, লীলায় আশ্রয় কর দান।

(পট-পরিবর্ত্তন)

সঙ্গিনীগণসহ মহামায়ার আবির্ভাব।

(গীত) *

স্বপন-গঠিত সময় বহিয়ে স্বপন-গঠিত স্থানে।
অষ্ট বরষ শোক-হরষ জাগাও মানব-প্রাণে॥
স্বপনঘোরে আপন পাসরে,
জনম-মরণে ঘূর্ণিত নরে,
মোহ তমসা যামিনী ঘোরা
জড়িত স্বপন-ডোরে ;
সহিয়ে যাতনা, যাতনা কামনা, অবসাদ নাহি মানে॥
মানব-বেদনা স্মরণে, স্বপন ঘোর হরণে,
জ্ঞান-কিরণ-দানে -
নর-শঙ্করে হের ধরাপরে,
জাগাইতে মোহ-নিদ্রিত নরে,
বিমল বেদগানে॥

* সঙ্গীতকালীন দৃশ্যপটে শঙ্করাচার্য্যের অষ্টবর্ষব্যাপী লীলা যথা—মাতৃক্রোড়ে শঙ্কর, 'মাতৃমুখে শঙ্করের পুরাণ শ্রবণ,' 'পিতার নিকট শঙ্করের শাস্ত্রপাঠ' 'গুরু-গৃহে শঙ্কর,'—দৃশ্য-চতুষ্টয় ক্রমান্বয়ে পরিদৃশ্যমান।

প্রথম অঙ্ক।

—:*:—

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

শঙ্করাচার্য্যের বাটী। *

(শঙ্কর)

শঙ্কর। ব্যোম সমীরণ তপন সলিল ধরা,
অধঃ ঊর্দ্ধ মধ্যস্থল পূর্ণ সমুদয়।
নিত্য যেন কর্ণে মোর আসে,
কহে কত জন অশরীরী ভাষে—
"অলসে আবাসে কিবা হেতু?
প্রতীক্ষায় ব্রহ্মাণ্ড তোমার।"
এ কি ঘোর মস্তিষ্ক-বিকার!
কেবা আমি!—
কেন হেন উত্তেজনা মম প্রতি!
না না, কভু নয় মস্তিষ্ক-বিকার,
সিংহ সম গর্জ্জি অনিবার
অন্তরাত্মা কহে,—"কর আঁখি নিমীলন,
হের নিত্য চৈতন্য-স্বরূপ তুমি।
কার্য্যে নরকায়, এসেছ ধরায়,
যাও নিত্যধামে পুনঃ কার্য্য-অবসানে।"

(বিশিষ্টার প্রবেশ)

বিশিষ্টা। বাবা, তুমি কেন এমন চুপ ক'রে ব'সে থাক? তোমার শাস্ত্রপাঠ সমাপ্ত হয়েছে। যদি তোমার অষ্টমবর্ষ বয়ঃক্রম না হ'তো, আমি তোমার বিবাহের উদ্যোগ করতেম। তুমি বিষয়কার্য্যে মনোযোগী হও। তিনি বড় সাধ ক'রে মহাদেবের নিকট পুত্র-কামনা ক'রেছিলেন, তাঁর কৃপায় তুমি সেইরূপ পুত্রই জন্মগ্রহণ করেছ। তাঁর মৃত্যুর সময় তুমি বালক ছিলে, তিন বর্ষ অতিক্রম কর নি. আমার হাত ধ'রে তিনি অনুরোধ ক'রেছিলেন, এই বালক হ'তে আমার সংসার উজ্জ্বল হবে, পিতৃদেবগণের নাম চিরস্মরণীয় হবে, তুমি একে যত্নে লালন-পালন ক'রো। বাবা, আমি তো তাঁর সে আজ্ঞা পালন করতে পারচি নে।

শঙ্কর। কেন মা—কেন এ কথা বলছেন? তোমার অসীম যত্নে আমি এক বৎসর বয়ঃক্রমে বর্ণ উচ্চারণ করতে শিখেছি, দ্বিতীয় বর্ষে তোমার শ্রীমুখে পুরাণ শ্রবণ ক'রে পুরাণ-পাঠে অনুরাগী হয়েছি, তৃতীয় বর্ষে পুরাণের অমৃতলহরী পান ক'রে অনির্ব্বচনীয় আনন্দ লাভ করেছি। তোমার লালন-পালন, তোমার শিক্ষায় গুরুজনের সেবা অভ্যাস করেছি, গুরুর কৃপালাভে সক্ষম হয়েছি, সেই অনির্ব্বচনীয় করুণায় তিনি আমায় বেদবিদ্যা প্রদান করেছেন। তুমি আদর্শ-জননী, সকলই তোমার শিক্ষাপ্রভাবে। মা গো, বহু তপস্যায় তোমার ন্যায় জননীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করে।

বিশিষ্টা। বাবা, তুমি যে দিবারাত্র অন্যমনে থাকো, তোমায় বাহ্যজ্ঞান শূন্য দেখি। যেমন বিদ্যানুরাগ, বিষয়ানুরাগ সেরূপ নাই, এতে আমার বড়ই আশঙ্কা মনে হয়।

শঙ্কর। মা গো, কিবা ফল সামান্য বিষয়-অনুরাগে?
উচ্চ প্রাণে বিষয়ের অনুরাগ কিবা?
বিষয়জড়িত চিত্ত উন্নতি-সাধনে
অক্ষম সতত মাতঃ!
জনম-পত্রিকা মম হেরি সাধুগণে
করিয়াছিলেন তব সম্মুখে গণনা—
দীর্ঘায়ু নহিক আমি।
তবে মাতা কয়দিন ভঙ্গুর জীবনে,
কি কারণে করিব বিষয়-আলোচনা?
চতুর্থ আশ্রম সার শাস্ত্রে এ প্রচার,
একমাত্র মুক্তিপথ চতুর্থ আশ্রম।
তাই মা গো, সন্ন্যাস-গ্রহণে সাধ সদা মনে,
দেহ যদি অনুমতি, জননি, কৃপায়—
মানব-জনম হয় সার্থক আমার।

বিশিষ্টা। বৎস, বাক্যে তোর—
আতঙ্কে শিহরে মম প্রাণ!
যাদুমণি, অন্ধের নয়ন তুমি দুখিনীর ধন;
পতিহীনা অনাথিনী আমি—
তব চাঁদমুখ হেরি পাসরি সকল জ্বালা;
দারুণ কথায়,
কেন পুত্র, দেহ ব্যথা মায়ের হৃদয়ে?

শঙ্কর। জনক-সমীপে মাতা অঙ্গীকৃত তুমি
উচ্চশিক্ষা দানিতে সন্তানে।

---

* ত্রিবাঙ্কুর প্রদেশের অন্তর্গত 'কাল্‌ডি' গ্রামে শঙ্করাচার্য্যের জন্মস্থান। এক্ষণে এই গ্রামের নাম 'ক্যালাডি।'

সাধ সদা আছিল পিতার,
যাহে কুমার তাঁহার,
হয় তাঁর বংশমান-রক্ষণে সক্ষম।
যতি-পন্থা লভে কেহ যদি,
উচ্চগতি হয় সে বংশের,
সেই পন্থা-প্রার্থী পুত্র তব,
তাহে তুমি বিঘ্নদান ক'রো না জননি!

(জগন্নাথের প্রবেশ)

জগ। হ্যাঁ মা, তুই যেন চিম্‌ড়ে মড়া মাগী, বাবাঠাকুর মরা থেকে ক্ষিদেতেষ্টা খেয়েছিস্, কচি ছেলেটাকেও সেই ধারা শিখুচ্ছিস্। এখানে দু'জনে বিজ-বিজ কচ্ছিস্, এখনো খেতে দিস্ নি।

বিশিষ্টা। বাবা জগন্নাথ, শঙ্কর কি বলে শোনো,—

জগ। কি বলে শোনো,—কচি ছেলে দু' একটা বায়না নেবে নি? আমরা ওদিনে খাবার দেরী হ'লে হ্যাতাল দিয়ে হাঁড়ী ভেঙ্গে তবে ছাড়্‌তুম।

বিশিষ্টা। বাবা শোন্—বলে 'সন্ন্যাস নেবো'।

জগ। হাউড়ে মাগী, ছেলে ভুলুতে জানে নি। সন্ন্যাস বায়না নিয়েছে, বল্ না কেনে সন্ন্যাস কিনে দেবো। (শঙ্করের প্রতি) আয় রে আয়, হাটে যাবো, ভাল ভাল সন্ন্যাস কিনে এনে দেবো। নে রে খাবি আয়, চল্ মাগী দিবি আয়। ওঠ্ ওঠ্—খাবি চল্।

শঙ্কর। জগা দাদা, এখনো সন্ধ্যাবন্দনা শেষ হয় নাই।

জগ। নে—তখন খেয়েদেয়ে সার্‌বি। আমরা বুড়ো মিন্সে, নাবার বেলা হ'লো, ক্ষিদেয় পেট চুঁই চুঁই ক'চ্চে, আর তুই খাস্‌নি। তা ছেলের দোষ কি বল, ঐ মাগী সব শিখোয়।

শঙ্কর। না জগা দাদা, বলে ব্রাহ্মণের না সন্ধ্যা সেরে খেতে নাই। মার এখনো স্নান হয় নাই, মা স্নান ক'রে এসে অন্ন দেবেন।

জগ। এখন দু'ক্রোশ পথ চান্‌কে যাবি না কি? তা যা মর্‌গা! এই ছেলেটাকে শিকের টাঙ্গিয়ে শুকো। জাত যাবে যে, নইলে দেখ্‌তুম—কেমন উপোসী রাখিস্, আমি তিনবার এড়া ভাত তেঁতুল লঙ্কার চাট্‌নি দিয়ে খাওয়াতুম। নে—কি ন্যাখা-পড়া সার্‌বি আয়, নে মাগী নেয়ে আয়! এই ঘরে দু'ঘটি জল মাথায় দে কেন্নাই?

বিশিষ্টা। না বাবা, নদীতে অবগাহন কর্‌বো।

জগ। যাস্ যাবি, রোদে পুড়ে মর্‌বি, তা আমার কি! আয়, ছেলেটায় লেগে ভাত চাপা দিয়ে যাবি আয়।

বিশিষ্টা। আমি ঠিক ক'রে রেখে দিয়েছি, তুমি বাবা খাইও। আমার বাবা শিবের মাথায় জল ঢেলে আস্‌তে দেরী হবে।

জগ। বুঝেছি—বুঝেছি, আজ বুঝি কি পালপার্ব্বণের দিন, দাঁত ছিরকুটে থাক্‌বি, কিছু খাবি নি। ছেলেটাকেও তাই বুঝি শিখুচ্ছিস্?

[বিশিষ্টার প্রস্থান।

নে রে নে, কি ন্যাখাপড়া সায় ক'র্‌বি কর্, তোরে খাইয়ে তবে নাওয়া খাওয়া ক'র্‌বো। শীগ্‌গির শীগ্‌গির সেরে নে, খেয়ে দেয়ে দু'জেরে হাটে যাব। তুই সন্ন্যাস চাচ্চিস্ তো, তোর জন্যে খুব ভাল সন্ন্যাস কিনে আন্‌বো।

শঙ্কর। এসেছি কি কাজে—কিবা কাজে যায় দিন!
ভীষণ তরঙ্গ রঙ্গে খেলে মহামায়া,
জীবকুল ভাসমান মহা অন্ধকারে,
ঘোরে ফেরে জন্ম-মৃত্যু-ঘূর্ণিপাক-মাঝে।
ভ্রম-বলে রহে ভুলে কল্যাণ না চায়;
বার বার ঠেকে, পুনঃ পুনঃ দেখে,
শিখেও না শিখে হায়!
মহাভ্রম অতিক্রম করিবারে নারে,
জেনে শুনে আছি বদ্ধ আপন পাসরি।
অন্ধকারে কত দিন র'ব—কত দিন স'ব—
ভ্রমে ভ্রম গাঢ়তর ক্রমে।
যাই—যাই, হেথা আর তিল নাহি র'ব,
হাহাকার ধ্বনি হায় কতই শুনিব,
ছেদিব—ছেদিব মায়ার বন্ধন দৃঢ়;
জীবকুল ব্যাকুল সংসারে।

[শঙ্করের প্রস্থান।

জগ। ওই—ও—ও খেপ্‌লো পারা! আমার গালে মুণ্ডে চড়ুতে ইচ্ছা হচ্ছে। সেই বামুনা বুড়োকে বলেছিলুম, তা শুন্‌লে? যে কচিছেলেকে ন্যাখা-পড়া শিখিও নি, মাথা ঠিক থাক্‌বে নি।

* (রমার প্রবেশ) *

রমা। জগন্নাথ, বিশিষ্টা কি স্নানে গিয়েছে?

জগ। আরে সে মরে কেন্নাই, এখানে এক ঢং দেখ মাসী, দুদের ছেলেটা বল্‌তেছে কি জানো, "যাই যাই আমায় ডাক্‌তেছে!" আমি মাগী-মিন্সেকে

মাথা খুঁড়ে বল্লুম, তা শুন্‌লে নি। বল্লে—এখন ন্যাখাপড়া শিখিওনি, এখন মাঠে খামারে নিয়ে যাই, নাচুক কুঁদুক ; হুদের ছেলে ন্যাখাপড়া শিখিওনি,—তা মাগীও বুড়বুড় ক'রে পুরাণ বলে, আর মিন্সেও পুঁথি নিয়ে বসে। এখন ছেলের যে মাথা বিগুড়্‌লো, সামাল দেয় কে ?

রমা। কি হয়েছে রে—কি হয়েছে ?

জগ। ওগো মাসী, যদি দেখ্‌তে তো জান্‌তে। গোটা দুটো চোক কপালে না তুলে বলে, "আমায় ডাক্‌তেছে - ডাক্‌তেছে, আমি যাই।" এই ছেলে বয়সে খেপে গেলো মাসী, আমার মাথামুড় খুঁড়্‌তে ইচ্ছে ক'চ্চে।

রমা। ওরে বাছা, খ্যাপেনি রে খ্যাপে নি। তবে শুন্‌বি ?—ঠাকুরপো তখন বিদেশে, বিশিষ্টী ছুঁড়ীকে মানা কর্‌তুম যে, ভর সন্ধ্যাবেলা শিবের মন্দিরে যাস্ নি, তা সে বাছা রোজ না গেলেই নয়। একদিন কালামুখী এসে ব'ল্‌ছে কি জানিস্—লজ্জার কথা, তুই ছেলের মতন, তাই বলি,—বলে 'ও দিদি, আমার গর্ভ হয়েছে।' শুনে আমার আহ্লাদ হলো, বল্লুম—"বেশ তো রে বেশ তো, তোরা মাগী-মিন্সেতে ছেলে ছেলে করিস্।" তা কালামুখী বল্লে কি জানিস্—বল্লে 'ও দিদি, মন্দিরে আমার পেটে হাওয়া সেঁদিয়েছে।' ভাগ্যিস্ ঠাকুরপো ফিরে এলো—তাই লজ্জা রক্ষে হ'লো।

জগ। ক্যানে মাসী ক্যানে ?

রমা। তুই ছোঁড়া আমার ন্যাকা,—স্বামী ঘরে নাই, গর্ভ হ'লো, তা'হলে কি আর মুখ দেখানো যেতো !

জগ। তবে পেটে হাওয়া সেঁদুলো কি মাসী ?

রমা। ওরে গর্ভসঞ্চার হয়েছিল। মাগী বুঝ্‌তে পারে নি, ওই শিবের মন্দিরে গর্ভ থেকে কোন উপদেবতা আশ্রয় করেছে। তা আমি এত মিন্সেকে বোঝালুম যে, ঠাকুরপো, ভাল গুণিন-টুনিন এনে ছেলেকে দেখাও, তা আমার কথায় কান দিলে ?

জগ। না মাসী না, সোনার চাঁদ ছেলে, উপদেবতা দৃষ্টি দেবে ক্যানে ?

রমা। তুইও ঐ হাউড়ো বামুনের ভাত খেয়ে হাউড়ো হয়েছিস্ কি না।

জগ। ক্যানে গো—আমি কি কল্লুম ? আমার খেত-খামারের কাজে যদি একটু এদিক ওদিক পাও, তা'হলে আমায় কানদুটী দিয়ে দিও।

রমা। তুই আর কি কর্‌বি ? তোর তো সব মনে আছে। ছেলে যে দিন হ'লো,—হুদো হুদো মিন্সে, হুদো হুদো মাগী সব ছেলে দেখ্‌তে এলো না ? সাত পুরুষে কেউ চেনে যে, কোত্থেকে তারা এলো ? আর এক মাগী এসেছিল—তা দেখেছিলি ? তার সঙ্গে গোটা আষ্টেক ছুঁড়ী।

জগ। হ্যাঁ হ্যাঁ—সেই মাগীকে আজ মাঠের দিকে দেখ্‌লুম।

রমা। বটে ! সে অলক্ষণে মাগী যত দিন দেশে থাকে, ছেলেপুলেকে সাবধানে রাখ্‌বো, বেরুতে দেবো না। তুইও বাছা মাঠে ঘাটে বেশী রাত করিস্‌নি।

জগ। ওগো—ওই বুঝি সেই মাগী আস্‌ছে !

রমা। এক পাশে দাঁড়া—এক পাশে দাঁড়া, মাগীটা বেরিয়ে যাক্, কি অলক্ষণ হয়—কে জানে ! ঠাকুরপো মর্‌বার দিনও শুনেছি শ্মশানে মাগীরা এসেছিল। (অদূরে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া) তোদের বাড়ীর ভেতর দিকে চল্লো যে রে !

জগ। দাঁড়াও, আমি দেখে নিচ্চি [*] হই অলুক্ষুণে মাগী রে হই ! ঘর বিগে যে চলেছিস্ ? তোরা কে বটিস্ বল্ তো ? জানিস্ বেটীরা, জগা এখনো মরে নাই, তোদের ভিরকুটী চল্‌বে নি। ছেলে-টার মাথা বিগুড়্‌তে এসেছিস্ ?

(অষ্টসখী-বেষ্টিতা হইয়া মহামায়ার প্রবেশ)

মহামায়া। হাঁ বাবা হাঁ।

জগ। ভাল চাস্ তো এখান থেকে যা, নইলে কাস্তে দিয়ে তেরে নাক কেটে নেবো।

(মহামায়া ও সঙ্গিনীগণের গীত)

বেলপাতা নেয় মাথা পেতে, গাল বাজালে হয় খুসী।
মান-অপমান সমান তো তার,
তার কাছে নয় কেউ দোষী ॥
এত তো ভুলে থাকে, নেচে আসে যে তায় ডাকে,
'বোম্ ভোলা' ব'লে কেন, নাও না যেচে যা খুসী।
যা ফেলে রেছে, নেয় সে বেছে,ভাল মন্দ নাই হুঁস্-ই ॥

জগ। হই, আমাকেও নাচায় গো ! বোম্ ভোলা,—বোম্ ভোলা—

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

নদীতে স্নান করিতে যাইবার পথ।

(রমা, গঙ্গা ও পশ্চাৎ বিশিষ্টার প্রবেশ)

রমা। এসো না গো—এসো না, এমন পায়ে পায়ে গেলে তো সাত দিনে নদীর ধারে পঁউছোবো না।

বিশিষ্টা। তোমরা যাও দিদি, আমার শরীর কেমন ক'চ্চে।

(পথিমধ্যে উপবেশন)

রমা। দেখ দিদি, তোমার মিছে ভাব্‌না দেখে বাঁচি নে। আট বছরের ছেলে কোথায় যাবে? এই আমাদের ঘরের ছেলে একটা বায়না নেয় না? এই যে ভুতো সে দিন মেলা দেখ্‌তে যেতে চাচ্ছিল,—আমি হাত ধ'রে টেনে এনে ঘুম পাড়ালুম—ভুলে গেল। সন্ন্যাসী হওয়া মুখের কথা কি না, দুদের ছেলে সন্ন্যাসী হ'য়ে বেরিয়ে যাবে, উনি ভেবে বাঁচ্‌চেন না। এসো—এসো, বেলা প'ড়ে গেলে নাইবে না কি?

বিশিষ্টা। না দিদি, তোমরা এগোও, আমি আর চল্‌তে পাচ্ছি নি।

(শয়ন)

গঙ্গা। ও ভাই, দেখ্ দেখ্—সত্যি সত্যি ভিরমি গেলো নাকি? বউ- বউ! ও মা, কি কর্‌বো গো --কি হবে!

বিশিষ্টা। বাবা, দরিদ্রের নিধি দিয়ে কেন হ'রে নিতে চাচ্চ? আমি যে জনমদুখিনী, আমার অন্ধের নড়ি কেন কেড়ে নিচ্চ? আমি কি ক'রে প্রাণ ধর্‌বো! আমি যে বাছাকে একদণ্ড না দেখ্‌লে ত্রিভুবন অন্ধকার দেখি। এ কি এ কি! বাবা আমার ছেলে কোথা গেল—ছেলে কোথা গেল—

রমা। হ্যাঁগা—এ কি সত্ত সত্ত বিকার হ'লো নাকি। মাগী কি ব'কচে গো!

(দ্রুতবেগে শঙ্করের প্রবেশ)

শঙ্কর। মা মা—ওঠো মা!

বিশিষ্টা। বাবা, বাবা—আমার পুত্র দাও—আমার পুত্র দাও!

শঙ্কর। এই যে মা—আমি তোমার কাছে র'য়েছি।

বিশিষ্টা। কে রে শঙ্কর! বাবা বল্—আমায় ছেড়ে যাবি নি?

শঙ্কর। মা, তুমি না অনুমতি দিলে আমি কোথায় যাবো?

রমা। দেখ দেখি মাগীর আক্কেল! বাবা শঙ্কর, তোমার মাকে এতদুর আর স্নান ক'র্‌তে আস্‌তে দিও না। এখন অথর্ব্ব হ'য়েছিস্, নেই এতদুর নাইতে এলি। এতদুর আস্‌তে দিও না বাবা!

শঙ্কর। আপনারা আশীর্ব্বাদ করুন, আপনাদের আশীর্ব্বাদে মা স্রোতস্বতী আমার উপর সন্তুষ্ট হয়ে, আমাদের বাড়ীর নিকট দিয়ে যাবে,—অনায়াসেই মা আমার অবগাহন-স্নান করতে পার্‌বে।

গঙ্গা। দেখ্‌ছিস্ লো দেখ্‌ছিস্—এই ছেলে নাকি সন্ন্যাস নিয়ে বেরিয়ে যাবে। কচি ছেলে—আক্কেল কি বল, মার এতদুর আস্‌তে দুঃখ হয়, তাই মনে করেছে, নদীটা বাড়ীর দোর-গোড়ায় নিয়ে আস্‌বে।

রমা। হাঁ বাবা, তাই করো। তোমাদের বাড়ীর দোরের কাছ দিয়ে নদী নিয়ে যেও, তা'হলে আমাদেরও কাছে হবে, নাইতে পার্‌বো।

(জগন্নাথের প্রবেশ)

জগ। এখন যদি হাঁতালি, তোর কোন্ বাবা রাখে! অপঘাতে না ম'লে তোর চল্‌বে নি লয়? খুদে দাদা আয়, আমি মাকে ধীরি ধীরি নিয়ে যাই।

[শঙ্কর ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

শঙ্কর। এস দেবি সলিলরূপিণি, শস্য-প্রদায়িনি,
জীব-প্রাণ-সন্তাপহারিণি,
এস ভূধর-নন্দিনি, সাগর-গামিনি,
দুখিনী ব্রাহ্মণী ক্ষীণা জননী আমার—
তব পূত-বারি চির-কাঙ্গালিনী।
বরদে বন্দিনী, ভক্ত-নিস্তারিণি,
এস গো মা পশ্চাতে আমার,—
যথা সুরধুনী পতিত-পাবনী,
শুনি অগ্রগামী ভগীরথ-শঙ্খধ্বনি
ঋষি-শাপে ভস্ম বংশ উদ্ধার কারণ;
তেমতি গো, হে পূতসলিলে,
এস পাছে করতালি শুনি
বিলোল-তরঙ্গে জল-রাশি!

মুকুতা-নির্ঝর
ফুৎকারে ফুৎকারে নিরন্তর করিয়া সৃজন।
হৃদে ধর' রবি-শশী-তারামালাছবি,
তা'হতে সুন্দর দয়াদ্র হৃদয় তব।
এসো দয়ময়ি পাছে পাছে,
দুখিনীর সন্তাপ বারিতে,
ভেদি শাল তাল তমাল কানন,
রক্ষা করি দেবতা ভবন-
পিতৃগণ স্থাপিত দাসের;
এস নৃত্য করি তরঙ্গে তরঙ্গে পূতকায়া!
এস মাতা,—
শঙ্খ-ধ্বনি বিনা দাস দেয় করতালি।
ওই যে—ওই যে—বরদে বরদে—
কৃপাময়ী উল্লাসে নাচিয়া আসে।
সার্থক জীবন মম,
মাতৃকার্য্যে—
করুণায় সমাগত আমোদিনী বারি।
(করতালি দিয়া)
নমো নমঃ শেখর-নন্দিনি জননি,
তরল-তরঙ্গিণি, সাগরগামিনি!
পূতসলিলে, সন্তাপহারিণি,
শ্যামলা-মেদিনী-শস্য-বিধায়িনি।
ভক্তজনাশ্রয়-সম্পদ-সুখদে,
নমস্তে তটিনি, অভয়ে বরদে!
[করতালি দিয়া অগ্রে অগ্রে শঙ্করের গমন
এবং পশ্চাৎ স্রোতস্বিনী প্রবাহিতা হওন।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

শঙ্করাচার্য্যের বাটীর সম্মুখ।

মহামায়া উপবিষ্টা।

(বিশিষ্টার প্রবেশ)

বিশিষ্টা। মা, তুমি কে? তুমি একাকিনী হেথা ব'সে র'য়েছ কেন মা?

মহা। মা, আমি আশ্রয়হীনা, পতি-পরিত্যক্তা, আমার আর এখান সেখান কি?

বিশিষ্টা। তোমার সধবার মত বেশ দেখ্‌চি।

* এই নদীর প্রাচীন নাম পূর্ণা বা চূর্ণী, এক্ষণে 'আলোয়াই' নামে পরিচিত।

মহা। আমার সধবা বিধবা কি? আমায় যা ব'লে ডাকো—তাই। যখন যে অবস্থায় পড়ি—সেই অবস্থায় থাকি। আমি সংসারে একরকম বহুরূপী সেজেই বেড়াই।

বিশিষ্টা। মা, তুমি এই যুবতী, তোমার তো পথে পথে বেড়ান ভাল নয় মা, লোকে যে তোমায় নিন্দা কর্‌বে।

মহা। আমার আর কি আছে মা, আমার নিন্দা-স্তুতি দুই সমান। আমি আছি বল আছি, না আছি বল না আছি। আমার সকল অবস্থাই সইতে হয়।

বিশিষ্টা। যদি তোমার আশ্রয় না থাকে, যদি ইচ্ছা করো, আমার গৃহে থাক্‌তে পারো।

মহা। কৃপা ক'রে স্থান দাও—থাক্‌বো। কিন্তু মা, আমি বড়ই চঞ্চলা, কখন্ কি ভাবে থাকি, আমিই জানি না। পতি রমণীর একমাত্র আশ্রয়, সে আশ্রয় যার নাই, তার দশা কি, তা তো তুমি জানো মা!

বিশিষ্টা। আচ্ছা মা, তোমার যত দিন ইচ্ছা হয়, এইখানে থাকো।

মহা। মা, তুমি আমায় স্থান দেবে? আমি আশ্রয়-হীনা হয়ে বেড়াই। আমার জাত নাই, কুল নাই, মান নাই, অপমান নাই, আমার সব সমান হয়েছে, আমায় স্থান দিলে লোকে যে তোমায় নিন্দা করবে মা।

বিশিষ্টা। নিন্দা হয় হবে, অনাথাকে আশ্রয় দিতে আমি নিন্দাভয় করি না। এমন কি আমার পুত্রের অন্ন নিয়ে অনাথাকে দিতে আমার পতির আজ্ঞা।

মহা। আমি যদি কোথাও চ'লে যাই, তার পর এলে আমায় আশ্রয় দেবে?

বিশিষ্টা। হ্যাঁ মা, তুমি যখন কোথাও না আশ্রয় পাবে, এসো।

মহা। তবে মা, আমি এখন যাই, আবার আস্‌বো।

(জগন্নাথের প্রবেশ)

জগ। হ্যাঁ, হ্যাঁ—তুই যা, তোরে আর আস্‌তে হবে নি।

বিশিষ্টা। বাবা জগন্নাথ, ও অনাথিনী, ওকে কেন রূঢ় কথা বলচ?

জগা। হ্যাঁ হ্যাঁ—ও সেই বটে। বেটী বহুরূপী, কাল এসেছিল—অম্‌নি গেরুয়া প'রে আট্‌টা ছুঁড়ী নিয়ে। আজ আবার ঢং ক'রে শাঁখা প'রে গেরস্তের বউ হয়েছে।

মহা। বাবা, তুমি তো আমায় চেনো না, আমায় চিন্‌লে কি আমি গৃহস্থের বউ, সাম্‌নে থাক্‌তুম। যে আমায় চেনে, তার কাছে তো আমি থাকি না।

জগ। শোনো শোনো—বেটীর ঢংএর কথা শোনো; বেটী সৃষ্টি ঘোরে, আর বলে চিন্‌লে সাম্‌নে দাঁড়ায় না। কাল বেটী কি কর্‌লে—আমায় ধেই ধেই নাচালে!

বিশিষ্টা। মা, তুমি কিছু মনে করো না, ও হেলা-গোলা মানুষ কারে কি বল্‌তে কি বলে। তুমি এসো বাছা, তোমার যখন ইচ্ছা হয়, আমার কাছে এসে থেকো।

মহা। মা, যদি বাঁধা থাকি, তোমার কাছেই থাক্‌বো

[মহামায়ার প্রস্থান।

জগ। মা, খুদে দাদা তো যে সে নয়। শুন্‌চি, নদীটে নাকি টেনে হিঁচুড়ে নিয়ে এলো গো!

(শঙ্করের প্রবেশ)

শঙ্কর। না জগা দাদা, মা ইচ্ছা ক'রে এসেছেন।

জগ। উঁহুঁ—তোরে চিন্‌তে লারলুম, তা আমার চেনাচিনিতে কাজ নেই, তোদের খেয়ে মানুষ, যত দিন পারি, তোকে ছোট ভাইয়ের মতনই দেখ্‌বো।

শঙ্কর। হ্যাঁ দাদা—তাই দেখো।

জগ। আমি খামারে যাই।

[সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

শঙ্করাচার্য্যের বাটীর সম্মুখস্থ নদী।

শঙ্কর।

শঙ্কর। সংসার-বাসনা
আজি বৈরাগ্য-প্রভাবে এ শরীর ত্যজি
শীঘ্র হও স্বতন্তর।
ধরি ঘোর কুম্ভীর আকার, স্বরূপ তোমার,
তটিনী-সলিল-মধ্যে কর অবস্থান।
যদ্যপি আমারে হের এ সংসারে—
করি আক্রমণ, সলিলে করিহ নিমগন,
পাপ-পঙ্কে প্রাণীরে করহ নিত্য যথা।
কিন্তু যদি পারি ল'তে সন্ন্যাস-আশ্রম,
ত্যজি এই পূতবারি করিও গমন।
যুগ-যুগান্তরে—
অন্য দেহে কভু যদি আসি এ সংসারে,
দেখা হবে তব সনে।

(নদীতে অবতরণ।)

(রমা ও গঙ্গার প্রবেশ)

রমা। লোকে যে বলে—কলিতে ছেলের মুখে আর পাগলের মুখে দৈববাণী হয়, দেখ্‌ছি তো ভাই, তা তো সত্যি! ছেলেটা কাল বল্লে যে, নদীটা আমার বাড়ীর দোর-গোড়ায় টেনে নিয়ে যাবো, তা তো ঠিক।

গঙ্গা। আমাদের কর্ত্তা বলে—অমন হয়। অমন অনেক নদীর মুখ ফেরে। নদীর মুখে নাকি চড়া পড়েছে, কাল্‌কের ঘোর বৃষ্টিতে এই দিকে জল ভেঙ্গেছে।

রমা। ঠিক ওদের দোর দিয়ে জল ভাঙ্‌লো, ওদের লক্ষ্মী-নারায়ণ ঠাকুরের মন্দিরের পাশ দিয়ে বেঁকে এলো, সোজা এলে মন্দিরটে ডুবে যেতো। এ সব ভাই ঠিক দৈব ঘটনা মনে হয়।

গঙ্গা। (সহসা নদীগর্ভে শঙ্করকে দেখিয়া) ও শঙ্কর—ও শঙ্কর!—জলে নামিস্‌ নে—কুমীর দেখা দিয়েছে, ওরে উঠে আয়—উঠে আয়—

শঙ্কর। (জল হইতে) ওগো, আমায় বুঝি কুমীরে ধরেছে, আমার মাকে ডাকো—

রমা। ওরে সর্ব্বনাশ হলো রে—সর্ব্বনাশ হলো, শঙ্করকে কুমীরে ধরেছে!

(বিশিষ্টার বেগে প্রবেশ)

বিশিষ্টা। বাবা মহাদেব—রক্ষা করো—রক্ষা করো—

শঙ্কর। মা, আমায় কালে ধরেছে, আমায় কেউ রক্ষা কর্‌তে পার্‌বে না, তবে যদি আমায় সন্ন্যাস-গ্রহণে অনুমতি দাও, তা'হ'লে আমার রক্ষা হয়।

বিশিষ্টা। ওগো আমার সর্ব্বস্ব নাও, কেউ রক্ষা করো।

শঙ্কর। মা, রক্ষা নাই, অনুমতি দাও, বৃথা কেন জলে অবতরণ কচ্ছ? এই দেখ, আমায় দূর জলে নিয়ে যাচ্চে। মা, অনুমতি দাও, দুরন্ত কুম্ভীর এইবার গভীর জলে নিমগ্ন কর্‌বে—

বিশিষ্টা। আমি অনুমতি দিলুম—আমি অনুমতি দিলুম,—বাবা আয়—

শঙ্কর। (জল হইতে উত্থিত হইয়া) মা, কুম্ভীর আমায় পরিত্যাগ করেছে। মা গো, গর্ভে স্থান দিয়ে অশেষ যন্ত্রণা ভোগ করেছ, অশেষ ক্লেশে লালন-পালন করেছ, আজ আমার জীবন দান কর্‌লে। মা, যে মহাপুরুষেরা আমার জন্ম-পত্রিকা দেখেছিলেন, তাঁরা তোমার সম্মুখে আমি অল্পায়ু, এইমাত্র প্রকাশ করেছিলেন। কিন্তু তাঁরা পরস্পর বলাবলি করেছিলেন, আমার তাঁদের বাক্য কর্ণগোচর হয়, তাঁরা বলেছিলেন, আমার অষ্টবর্ষমাত্র পরমায়ু। আজ সেই অষ্ট বর্ষ পূর্ণ; কিন্তু তাঁদের আদেশ ছিল, যদি অষ্টম বর্ষে আমি সন্ন্যাস গ্রহণ করি, আমার পরমায়ু বৃদ্ধ হবে। আমি এ সংবাদ অবগত হয়েই পুনঃ পুনঃ তোমার নিকট সন্ন্যাস-গ্রহণের অনুমতি প্রার্থনা করেছিলেম। পুত্র স্নেহে তুমি সে অনুমতি দিতে অসম্মতা ছিলে; কিন্তু মা, আজ প্রত্যক্ষ দেখ্‌লে, অন্তক কাল কুম্ভীররূপে আমায় বধ কর্‌তে উপস্থিত হয়েছিল। কৃপাময়ি, তুমি অনুমতি দান ক'রে আমার জীবন রক্ষা করেছ।

বিশিষ্টা। বৎস! আজ আমি বুঝ্‌লেম যে, কামনা অপেক্ষা হীনকার্য্য আর পৃথিবীতে নাই। আমি পুত্র-কামনা করেছিলেম, পুত্রকামনা ক'রে অশেষ যন্ত্রণাভোগ করেছি। আজ আমি তোমা হেন রত্ন পেয়ে গৃহ হ'তে বিদায় দেবো—মা হয়ে সকলের সম্মুখে প্রতিশ্রুত হয়েছি। আমায় কি যন্ত্রণা সহ্য কর্‌তে ভগবান্ সৃজন করেছিলেন! আমি অভাগিনী রমণী, তাঁরই ইচ্ছা পূর্ণ হোক! এসো বাবা ঘরে এসো, আজ তোমায় কোলে অন্নব্যঞ্জন দিই, কিন্তু কাল যেন আর সূর্য্যোদয় না দেখ্‌তে হয়।

[উভয়ের প্রস্থান।

গঙ্গা। হ্যাঁ লো, কিছু তো বুঝ্‌তে পার্‌লুম না। মাগী অনুমতি দিলে আর কুমীর ছেড়ে দিলে!

রমা। বোন্, সকলই আশ্চর্য্য! আজ আমার বিশ্বাস হ'চ্চে, শিবের মন্দিরে যে বিশিষ্টার গর্ভে একটা জ্যোতি প্রবেশ করেছিল, এ কথা সত্য। শঙ্করের সকলই আশ্চর্য্য।

গঙ্গা। হ্যাঁ ভাই, সব আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য কথা শুন্‌তে পাই! যখন গুরু-গৃহে ভিক্ষা কর্‌তো, এক দুঃখিনী ব্রাহ্মণীর কাছে ভিক্ষা কর্‌তে যায়, ব্রাহ্মণী তিনটি আমলকী দিয়ে কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে ব'লেছিল, "বাবা, বিধাতা আমাদের দীন-দুঃখী করেছেন, গৃহে মুষ্টিমাত্র অন্ন নাই,—কি দিয়ে তোমার সেবা কর্‌বো?" শুন্‌তে পাই, ছয় বছরের ছেলে ধ্যান ক'রে মা লক্ষ্মীকে বৈকুণ্ঠ থেকে এনে তাদের ঘরে অচলা করেছে!

রমা। চল্ না দেখি, ওরা মায়ে পোয়ে কি ক'চ্চে।

গঙ্গা। না ভাই, আমি দেখ্‌তে পার্‌বো না। আট বছরের ছেলে সন্ন্যাস নিয়ে দেশত্যাগ ক'র্‌বে, দেখে বুক ফেটে যাবে।

রমা। সত্যি সত্যি কি ওর মা মাগী ছেড়ে দেবে?

গঙ্গা। শঙ্করের মা পরিহাস ক'রেও কখন মিথ্যা কথা বলে না, যখন অনুমতি দিয়েছে, বারণ কর্‌বে না।

রমা। আমরা ভাই প্রাণ ধ'রে পারতুম না। মিথ্যা কথায় নরক হয় হ'তো, ঐ ছেলেকে বিদায় দিয়ে কি স্থির থাকা যায়!

[উভয়ের প্রস্থান

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক।

শঙ্করাচার্য্যের বাটী।

শঙ্কর ও বিশিষ্টা।

শঙ্কর। মা, তোমার অনুমতি পেয়ে মনে মনে সন্ন্যাস গ্রহণ করায়, কালরূপী কুম্ভীরের কবল হ'তে পরিত্রাণ পেয়েছি। সন্ন্যাসীর একদিনও গৃহে বাস অবৈধ; বিদায় দাও।

বিশিষ্টা। বাবা, শুনেছি, তুমি সকল শাস্ত্র প'ড়েছ, বল্‌তে পারো, কি উপাদানে বিধাতা রমণী সৃজন করেন? সামান্য মৃত্তিকার দেহ হ'লে কি এত সহ্য হয়? সে কি তোমার মত পুত্রকে সন্ন্যাসের অনুমতি দিয়ে প্রাণ ধ'র্‌তে পারে? তুমি চ'লে যাবে, তাতেও কি মৃত্যু হবে? জানি নি বাবা, কেন রমণী এত কঠিনা হয়!

শঙ্কর। কর শোক পরিহার জননি আমার,
ভঙ্গুর শরীরে, ক্ষণপ্রভা দীপ্তি সম
ক্ষণস্থায়ী প্রভামাত্র মানব-জীবন ;
ভূত ভবিষ্যৎ অসীম অনন্ত মেঘময় ;
শোক দুঃখ আনন্দ বৈভব,
ক্ষণস্থায়ী এ ক্ষণ-জীবনে।
অসীম অনন্ত ভবিষ্যৎ।
ক্ষণস্থায়ী এ জীবনে ক্ষণিকের হেতু
উপেক্ষিয়া ভবিষ্যৎ সুখের প্রয়াস,
হেন ভ্রান্তি ভ্রান্তিময়ী অবিদ্যা-প্রভাবে!
যাব গৃহ ত্যজি,
কিন্তু প্রাণ মম রহিবে তোমার পাশে।
দেখ মা দেখ মা—আনন্দিত পিতৃলোকগণে—
সন্ন্যাস-গ্রহণে মম।
তুমি ভাগ্যবতী,
সন্ন্যাসীরে দেছ গর্ভে স্থান।
ছিল বালক সন্তান মাত্র রক্ষক তোমার,
এবে মহা আশ্রমের বলে,
দেবতামণ্ডলে
নিয়ত রবেন সবে রক্ষণে তোমার।
ক্ষুদ্র শক্তি মম,
তব সেবা কি সম্ভব আমা হ'তে!
শত গুণে সেবাপ্রাপ্ত হবে গো জননি,—
কমলা আপনি
ধনধান্যে গৃহ পূর্ণ রাখিবেন তব।
তৃপ্ত তুমি অতিথি-সেবায় চিরদিন,
অতিথি না বিমুখ হইবে এই গৃহে।
দান-ধর্ম্মে পূজা-ব্রতে রহ মা নিয়ত।
যেইক্ষণে করিবে স্মরণ,
করি সত্য পণ—
সেই ক্ষণে আসিব মা তোমার সদনে।

বিশিষ্টা। কেন বাবা, কেন আর দুঃখিনী জননীকে প্রতারণা করো? আমি তোমার গুরুর নিকট শুনেছিলেম, তুমি দেবকার্য্যে এসেছ, দেবকার্য্যে ভুবন ভ্রমণ ক'রে জীবের উদ্ধারসাধনে নিযুক্ত থাক্‌বে। আমি দুঃখিনী, আমার কি তোমার স্মরণ থাক্‌বে? স্মরণ থাক্‌লেও তোমায় সংবাদ কি ক'রে দেবো যে, তুমি আমার নিকট আস্‌বে? অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার জন্য সন্তান কামনা করে, তোমার পৈতৃক সম্পত্তি জ্ঞাতিগণকে দিয়েছ, তাঁরা আমার গ্রাসাচ্ছাদনের ভার গ্রহণ করেছেন। আর আমি বিধবা ব্রাহ্মণী, আমারই বা গ্রাসাচ্ছাদন কি, ভিক্ষায়ে অনায়াসে জীবন নির্ব্বাহ হ'তে পারে। কিন্তু বাবা, তোমার চাঁদমুখ দেখে আমার আশ্বাস হয়েছিল যে, গর্ভজাত পুত্রের হস্তে অগ্নি গ্রহণ কর্‌বো, সে আশায় আজ নিরাশ হলেম।

শঙ্কর। দেবকার্য্যে হয় যদি জনম আমার,
তিলমাত্র ভুলিব মাতায়,
হেন কি সম্ভব তার দেবকার্য্যে জনম যাহার?
সত্য কহি দেবতার নামে,
যবে দেবি করিবে স্মরণ—
স্তন্যদুগ্ধ আস্বাদন পাব আমি মুখে ;
যথা রহি তখনি আসিব,
তিলেক না বিলম্ব করিব—
অন্তকালে অগ্নিক্রিয়া করিব নিশ্চয়।
চিন্তা দূর কর গো জননি,
অসঙ্কোচ-চিত্তে দেহ বিদায় আমায়।

বিশিষ্টা। চিন্তা দূর করিব কেমনে,
চিন্তার সাগর-মাঝে ফেলেছ আমায়।
যার মুখ তিলেক না হেরি,
দশদিশি অন্ধকার নয়নে আমার—
তারে না দেখিব,
শ্মশান সমান গৃহে একাকিনী রব,
বিজ্ঞ হয়ে কহ তুমি চিন্তা ত্যজিবারে?
আজীবন চিন্তা তব মাতার সঙ্গিনী!
মৃত্যুকালে চিন্তা সনে বিচ্ছেদ আমার।

শঙ্কর। জননি আমার—
এ হৃদিদৌর্ব্বল্য দেবি কর পরিহার,
নহে তব উপযুক্ত হেন দুর্ব্বলতা।
যেহেতু করেছ মা গো পুত্রের কামনা,
পূর্ণ ক'রেছেন হর তোমার বাসনা।
দেবকার্য্যে জীবন-যাপন—
অতি বাঞ্ছনীয় কার্য্যে রবে পুত্র তব।
ক্ষণিক বিচ্ছেদ হেতু চিন্তা নহে শ্রেয়,—
মাত্র মাতা দৈহিক বিচ্ছেদ,
বিচ্ছেদ আশঙ্কা কেন স্বপ্নের মিলনে!
যেই কালে করিলে প্রসব,
হের সে আকার নাহি আর মম,—
কালে অন্য ব্যতিক্রম ঘটিবে এ ক্ষণস্থায়ী কায়।

তবে কোন্ দেহ পুত্রের তোমার,
বিচ্ছেদ আশঙ্কা যার করে সন্তাপিত ?
কৌমার, যৌবন—শরীরের করিছে বর্ত্তন,
মৃত্যুকালে জীর্ণবাস প্রায়
প'ড়ে রবে শরীর ধরায়।
শারীরিক বিচ্ছেদ আশঙ্কা করো দূর।
জ্ঞানচক্ষে নেহার জননি,
তুমি আমি বিশ্ব অবিচ্ছেদ,
দেখ, তুমি আমি—নাহি ভেদাভেদ,
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপি আছি এক হয়ে।
অলক্ষিতে কালস্রোত ধায়,
আর মা রহিতে নারি গৃহে—
বিদাও তনয়ে, পদে প্রণাম জননি।

[শঙ্করের প্রস্থান।

বিশিষ্টা। চল চল—আমারই বা কিসের গৃহ, আমি তোমার সঙ্গে যাই।

[পশ্চাৎ প্রস্থান।

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক।

রামদাসের বাটী।

রামদাস ও সখারাম।

রামদাস। দেখ্, ছোঁড়া ধাপ্পাবাজী ক'রে আমায় প্রতিশ্রুত ক'রে নিয়েছে, কাজেই ওর মার গ্রাসাচ্ছাদন আমায় যোগাতে হবে। কিন্তু সে খরচটা বাজে, ও আবার ফিরে এসে আপনার পৈতৃক বিষয় কেড়ে নেবে।

সখারাম। তুমি দেবে কেন ?

রাম। কি কর্‌বো বল ? রাজা রাজশেখর ওর সহায়, স্বয়ং ওর কুটীরে এসে টাকা ঢেলে গেছেন।

সখা। ও সে টাকা ফিরিয়ে দিয়েছিল না শুনেছি ?

রাম। ঢং ক'রে ফিরিয়ে দিয়েছে। রাজা জেনে গেল—বড় সাধু, একেবারে গোলাম হয়ে রইল। দেখিস্ নে, ছদ্মবেশে রাজার লোক এসে ভারে ভারে ওর বাড়ীতে সামগ্রী দিয়ে যায়। ওর মা রাজরাণীর মত দুহাতে বিলোয়! ঐ দেখ্ দেখ্ —ঐ সব সামগ্রী নিয়ে যাচ্চে। ওঃ—বিস্তর সামগ্রী! দেখ্, ওর মার গ্রাসচ্ছাদনের ভার নিয়ে বড় বুদ্ধির কাজই করেছি। আমার বাড়ীতে মাগীকে নিয়ে আস্‌বো, যা জিনিস-পত্র আস্‌বে, তা আমিই পাবো। মাগীর এক বেলা একমুটো খাওয়া আর একখানা কাপড়, সেটা বড় গায়ে লাগ্‌বে না। কিন্তু ছোঁড়া ফিরে এসে বিষয়টা কিন্তু ফিরিয়ে নেবে।

সখা। মেজো খুড়ো, তুমি বিষয়টা আমাকে দাও দেখি, কই কে ফিরিয়ে নেয় ? দাও—তুমি আমায় দাও।

রাম। না রে ছোঁড়া—লোভ করিস্ নি—লোভ করিস্ নি, ফিরিয়ে নেয় নেবে—ফিরিয়ে নেয় নেবে; তোরে বল্লুম ব'লে কি সম্পত্তির আমি পিত্যেশ রাখি। জ্ঞাতির বউ, যদি কিছু নাই-ই থাক্‌তো, আমি প্রতিপালন কর্‌তুম না ?

(বিশিষ্টার প্রবেশ)

বিশিষ্টা। ওগো, বাছা আমার কোন্ পথে গেল ? আমি যে তার পিছু পিছু এসে তারে দেখ্‌তে পাচ্ছি না। কোথায় গেল ? আমি আর একটি-বার দেখ্‌বো। আমি বিদায় দেবো তো ব'লেছি, আর একটিবার দেখে বিদায় দেবো। ঐ যে —ঐ যে—ঐ বুঝি যাচ্চে—ঐ বুঝি যাচ্চে—

সখা। মেজো খুড়ো, তোমার বরাৎ ভাল, মাগী বুঝি এইখানেই অক্কা পায়।

রাম। আরে দূর পোড়াকপালে, তা হ'লে সর্ব্বনাশ হবে, ছোঁড়া এখনি ফিরে এসে মুখাগ্নি কর্‌বে আর বিষয় আশয় বেচে কিনে চ'লে যাবে; বুকের উপর ব'সে আর এক বেটা ভোগ কর্‌বে।

(মহামায়ার প্রবেশ)

মহা। ও মা, আমি যে তোমার বাড়ী থাক্‌তে এসেছি। ওঠো, না মা, ওঠো না।

রাম। এ আহ্লাদী বেটী আবার কে রে—মা ব'লে এলো !

মহা। ওঠো ওঠো—ঘুমিও না। (অঙ্গ স্পর্শকরণ)

বিশিষ্টা। (উত্থিত হইয়া)
এ কি ! এ কি ! এ কি দেখি একাকার !
বিশাল বিস্তার—আমি আমি—নাহি কেহ আর,
অসীম অসীম—দশদিশি অনন্ত অসীম—

মহা। মা. তোমার শঙ্করকে আমি দেখে এলুম। সে বল্লে, মাকে নিয়ে বাড়ীতে থাক্ গে। আমি আস্‌ছি, আমি এলুম ব'লে।

বিশিষ্টা। এই যে—এই যে—এই যে আমার শঙ্কর

এসেছে! দেখ মা দেখ, আমার এক শঙ্কর ছিল —কত শঙ্কর হয়েছে—আমার শঙ্করময়! এই যে আমার কোলে শঙ্কর, আমার স্তনপান ক'চ্চে শঙ্কর, এই যে আমার আঁচল ধ'রে শঙ্কর, এই যে আমার শঙ্কর বেদ পাঠ ক'চ্চে!

মহা। হ্যাঁ মা, এসো এসো ঘরে এসো,—তোমার শঙ্কর তোমার ঘরে, আমি তাইতে তোমায় দেখ্তে এসেছি।

[বিশিষ্টাকে লইয়া মহামায়ার প্রস্থান।

সখা। মোক্তো খুড়ো, এ মাগী চোর! এ পুত্রশোকে পাগল হয়েছে, টাকা আছে সন্ধান পেয়েছে, হাতাবে, তাই 'মা' ব'লে এসেছে। খুড়ো, ও মাগীকে তাড়াও।

রাম। তুই যা তো বাবা, দেখ্ তো—

সখা। খুড়ো, তুমিও এসো,—ও ডাকাতনি, আমি একলা ওর কাছে যেতে পার্বো না। ঐ দেখ, পাঁজাকোলে ক'রে তুলে নিয়ে গেল! বেটী ডাকাতনি, বেটীর সঙ্গে লোক আছে।

রাম। চল্ তো—চল্ তো—দেখি।

[উভয়ের প্রস্থান।

সপ্তম গর্ভাঙ্ক।

নর্ম্মদা-তীর—গোবিন্দনাথের আশ্রম

ধ্যানমগ্ন গোবিন্দনাথ।

(শঙ্করের প্রবেশ)

শঙ্কর। হেরি এই বিভ্রমান গুরুদেব মম,
স্ব-স্বরূপে অবস্থিত সম্মুখে আমার,
প্রত্যক্ষ অনন্তদেব নর-কলেবরে!
হেরি যার সহস্র বদন
ত্রাসিত হইল জনগণ,
তাই ধরি মানব-মূরতি
ভগবান্ পাতঞ্জলরূপে
বসিতেন প্রভু মম পাতাল-ভুবনে।
এবে মম কল্যাণ-সাধনে
যতিবর উদয় গুহায়
গোবিন্দনাথের কলেবরে।
তুমি ব্রহ্মা, তুমি বিষ্ণু, তুমি মহেশ্বর,
পরব্রহ্ম মানব-শরীরে,
করি নমস্কার শত চরণ-অম্বুজে।
অজ্ঞান-তিমিরে অন্ধ নয়ন আমার,
জ্ঞানঞ্জনে দিব্য চক্ষু করিতে প্রদান,
অবতীর্ণ তুমি ভগবান্!
কর কৃপা কাতর কিঙ্করে।

(জনৈক ঋষির প্রবেশ)

ঋষি। বাপু, কার অনুসন্ধান করো?

শঙ্কর। প্রণাম যতিবর!—আমার ইষ্টদেবের নিকট আগমন করেছি, তিনি অন্তরে অন্তর আকর্ষণ পূর্ব্বক কৃপায় এ স্থানে আমায় ল'য়ে এসেছেন।

ঋষি। বৎস, বুঝেছি তুমি কে!

[ঋষির প্রস্থান।

শঙ্কর। কিবা শান্তিময় স্থান!
যেন তরুলতা ফুলপুষ্প
একতানে করে বেদগান,
অলির গুঞ্জন ঐক্যতানে সম্মিলিত;
ঈর্ষ্যাদ্বেষ-বর্জ্জিত প্রদেশ,
হেরি সমুদয় নিত্যানন্দময়।
এ কি! অকস্মাৎ ঘোর কলনাদে
প্রবাহিণী নর্ম্মদা জননী!
শান্ত হও কল্লোলিনি,
কল্লোলে তোমার—
ভঙ্গ হবে সমাধি প্রভুর।
শান্ত হও, শান্ত হও—কল-নিনাদিনি!
এ কি! উচ্চতর কল্লোল উত্থিত,
শুন বাণী, শান্ত হও নর্ম্মদা জননি,
সমাধিতে বিঘ্ন নাহি করো।
তথাপিও উচ্চনাদ—
ক্ষমা কর অপরাধ—
বদ্ধ রহ কমণ্ডলু-মাঝে
যদবধি সমাধিস্থ রহিবেন প্রভু।

[নর্ম্মদার শঙ্করের কমণ্ডলু-মধ্যে প্রবেশ)

গোবিন্দ। (চক্ষু উন্মীলন করিয়া)
বৎস, মুক্ত কর' নর্ম্মদায়;
হের জলচর ব্যাকুল সকলে,
জল বিনা ত্যজিবে জীবন।

(শঙ্করের নর্ম্মদাকে মুক্তকরণ।

কহ বৎস, কেবা তুমি, কি নাম তোমার?

শঙ্কর। নাহি রূপ, নাহি নাম, বর্ণ বা উপাধি,
নাহি জল, নাহি স্থল, সূর্য্য, সমীরণ—
চিদানন্দ শিবময় স্বরূপ আমার।

গোবিন্দ। প্রত্যক্ষ হইল মম ব্যাসের বচন।
অবগত হইয়াছি শ্রীমুখে তাঁহার,
বেদবিধি উদ্ধারের তরে, ধরণী-মাঝারে
বিশ্বনাথ আসিবেন নর-কলেবরে।
হ'লে শিব অবতার, লক্ষণ তাহার—
কমণ্ডলু-মাঝে হবে আবদ্ধ তটিনী।
বাড়াইতে গৌরব আমার
আগমন তব এ আশ্রমে।
এস কহি তত্ত্ব-কথা শ্রবণে তোমার।

(কর্ণে সন্ন্যাস-মন্ত্র প্রদান)

শঙ্কর। গুরুবাক্যে শাস্ত্রবাক্য প্রত্যক্ষ সকলি,
বিকশিত বিজ্ঞান-নয়ন—
অনন্তের প্রতিরূপ হেরি।
কল্পব্যাপী সসীম ধরায়
চক্রাকারে মায়া প্রবাহিতা,
বাঁধে কত কার্য্য-কারণের শ্রেণী,
গঠে আকাশে প্রস্তর;
'আমি' অহঙ্কার—ক্ষুদ্র কীটের ভিতর,
প্রহেলিকা অনন্তের সসীম আকার গড়ে।
এই ঘোর প্রহেলিকা-মাঝে
আত্মতত্ত্ব জীব নাহি হেরে;
সূর্য্য যথা কুজ্ঝটিকাবৃত,
মায়া-ঘোরে চৈতন্য ছাদিত।
ভীম রোলে কারণ-প্রবাহ বহে,
ভাতে সূর্য্য চন্দ্রমা তারকা—
অনন্ত—অনন্ত কোটী ধায়।
অহর্নিশি গর্জ্জিছে সলিল—
অহম্-পূর্ণ অখিলমণ্ডল,
স্বপ্ন সমুদয়—আমি মাত্র জ্ঞানময়—
সত্য নিত্য আনন্দ-স্বরূপ।

গোবিন্দ। বৎস, লীলার কারণ চক্ষু কর' আবরণ।
সন্ন্যাস-গ্রহণ পূর্ণ তব।
কার্য্য মম অবসান—
এবে নিজ স্থানে করিব প্রয়াণ।
যাও তুমি বারাণসীধামে,
এই দণ্ড করহ গ্রহণ—শিবদত্ত দণ্ড সন্ন্যাসীর।
সন্ন্যাস-আচারে যেই এই দণ্ড ধরে,
নরত্ব মোচন সেইক্ষণে।

(দণ্ড প্রদান)

এই দণ্ড-বলে ভ্রমি ভূমণ্ডলে
দমিবে দুষ্কৃত জনে।
জনম সফল, বৎস, শিষ্যত্বে তোমার;
যাত্রা কর বারাণসীধামে।

শঙ্কর। প্রভু, তব সেবা-অধিকার করুন প্রদান;
কিছু দিন রহি এই স্থানে
পূজিব রাজীব পদযুগ,
অভিলাষ অন্তরে দাসের।

গোবিন্দ। হইয়াছে গুরুসেবা সম্পূর্ণ তোমার।
সমাধির বিঘ্ন কল্লোলিনী
কমণ্ডলু-গর্ভে বদ্ধ করিয়াছ তুমি,
তাহে তব পূর্ণ গুরুসেবা।
এস বৎস, যাত্রা করি দুই জনে,
নর-হর মহেশ-প্রস্তর—
একত্রে করিব দরশন।
শুন, পুলকিত চরাচর,
গন্ধর্ব্ব কিন্নর—
জয় জয় রবে, সম্ভাষিছে তোমায় চৌদিকে।
হের অপ্সরী, কিন্নরী, বিদ্যাধরী আদি
নৃত্য করে শিব-সঙ্কীর্ত্তনে—
ত্রিভুবনে জয় জয় রব।

(বিদ্যাধর ও বিদ্যাধরীগণের প্রবেশ)

সকলে। জয় জয় বিশ্বনাথ!

(সকলে গীত)

বিমল কান্তি বিরাজে শান্তি, নেহার নর-শঙ্কর।
বেদসূত্র—মুক্ত ব্যক্ত, সত্যমূর্ত্তি সুন্দর॥
মোচন মোহ-অঞ্জন, সন্দ-দ্বন্দ্ব-ভঞ্জন,
জ্ঞানালোক রঞ্জন,—
উচ্চতান বেদগান—পূর্ণ অবনী-অম্বর।
জয় জয় জয় জগত-জ্যোতি, যতীশ যোগেশ্বর॥

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

বারাণসী—মণিকর্ণিকার ঘাট।

(গঙ্গাস্নানার্থে শঙ্করের প্রবেশ)

শঙ্কর। জগন্মাতা জগৎপিতা বিরাজিত ধামে ;—
বিশ্বেশ্বর বিশ্বেশ্বরী আসি
ধরাবাসী বিশ্বপ্রেমে,
যাহে জগজ্জন লভি দরশন
মুক্তিধনে হয় অধিকারী।
শিব-শিরোজটাবিহারিণী সুরধুনী
উত্তরবাহিনী বেড়ি পুরী, মেখলা যেমতি।
কৃতার্থ—কৃতার্থ নর-জনম আমার।

(সদলে চণ্ডালবেশী মহাদেবের বেদরূপী কুকুর চারিটি সহ প্রবেশ)

(সকলের গীত)

ভরপুর নেসা কেন কর্‌বি ফিঁকে।
এটা সেটা ছুটো ফিঁকে দেখে॥
মজা তো মজা আর ফিকে বেলফুল,
পুরা মজা লিয়ে থাক্ না মজগুল,
ন্যাকা ভেকা পারা চাস্‌নে জুল্ জুল্ ;
আপনা মজাতে দেল পুরা রেখে।
বে-মজা আস্‌বে তো দিবি ফিঁকে॥

শঙ্কর। এ কি বিঘ্ন! সুরাপানোন্মত্ত চণ্ডাল-চণ্ডালিনী কুকুর সমভিব্যাহারে পথ রোধ করেছে। (প্রকাশ্যে) আরে চণ্ডাল, এ কিরূপ তোমার আচরণ? গঙ্গাস্নানের পথ রোধ ক'রে উন্মত্তের ন্যায় নৃত্যগীতে মগ্ন আছ। তুমি অস্পৃশ্য, পথ দাও, দূরে অবস্থান করো।

চণ্ডাল। (কুকুরকে সম্বোধন করিয়া) হাদে কেলো, এটা কে বটে রে?

স্ত্রীগণ। আরে কে বটে রে—কে বটে!

শঙ্কর। আরে বর্ব্বর, তুমি কথায় কর্ণপাত কচ্ছ না? দূরে গমন করো।

চণ্ডাল। (অন্য কুকুরকে সম্বোধন করিয়া) কি বল্‌ছে রে ধ'লো, কি বল্‌ছে বুঝ কর্‌তে পাচ্ছিস্? আমি ত লার্‌চি। এটা মদ খেয়ে কি আবল-তাবল বকে রে?

স্ত্রীগণ। আরে কি বকে রে—কি বকে!

* [শঙ্কর। (স্বগত) এ সুরাপায়ী তো গঙ্গাস্নানের বড় বিঘ্ন কর্‌লে। (প্রকাশ্যে) রে চণ্ডাল, সত্বর পথ মুক্ত কর্—দূরে যা।

চণ্ডাল। আরে এটা খ্যাপা পারা! খেপ্‌ছ কেনে? তোমার বাতটা তো বুঝ্‌তে লার্‌চি।

স্ত্রীগণ। আরে কি বলে রে—কি বলে?

শঙ্কর। উন্মত্ততা পরিত্যাগ কর্—দূর হ!

চণ্ডাল। দেখ্‌ছি তো তুমি সন্ন্যাসী, লেকেন তোমার আক্কেলটা তো দেখি না। সাজাগোজা ক'রে গেরস্তিকে ভোগা দিয়ে পেট চালাও। (কুকুরের প্রতি নির্দ্দেশ করিয়া) এই কেলোধলোর আঁতে যা আছে, তোমার তা মালুম নেই। তুমি কি নেলাখেলা বাৎ বল্‌চ বটে?

স্ত্রীগণ। আরে কে বটে রে—কে বটে!] *

শঙ্কর। (স্বগত) এ বর্ব্বরের আচরণে ক্রোধ সংবরণ করা কঠিন। (প্রকাশ্যে) সত্বর আমার নিকট হ'তে দূরে অবস্থান করো।

চণ্ডাল। আরে কেমন ধারা বাৎ বলে রে? হাঁ রে কেলো, তোর আঁতের কথা জানে না, সন্ন্যাসী হয়েছে! কে কাকে কোথায় সর্‌তে বল্‌ছে রে? হাঁ কেলো হাঁ রে ধলো, অন্নময় কোষ ছেড়ে কোথায় যাবে রে? ওরে চৈতন্যকে জুদা কয়ে রে! সৎচিৎ অখণ্ড আনন্দ রূপটা চেনে না, অজুদাকে জুদা কর্‌তে চায়! চৈতন্যকে ফারাক্ কর্‌বে। এ কেমন মানুষটা রে? এর আক্কেলটা তো দেখি না।

স্ত্রীগণ। আরে কে বটে রে—কে বটে!

শঙ্কর। (স্বগত) কে এ চণ্ডাল, এ যে বেদ-নির্ণীত বাক্য প্রয়োগ কচ্ছে! চণ্ডালের মুখে এ কি বার্ত্তা! সত্য—অসঙ্গ, সৎ, অদ্বিতীয় সুখরূপ ব্রহ্মবস্তুর তো ভেদ নাই।

চণ্ডাল। আরে থোড়া থোড়া আক্কেল বুঝি আস্‌ছে রে কেলো! আরে ধলো, তোর আঁতের বাতটা সমজ করিয়ে দে!—বল তো—গঙ্গাজীকে সূর্য্যি আর হাঁড়িয়ার সরাপ যে সূর্য্যি চমকে, এ কি জুদা জুদা সূর্য্যি? এ বাতটা বুঝে না! বুঝে না, সোনার কল্‌সীর বিচে আর কাঁজির হাঁড়ির বিচে

আকাশটা জুদা জুদা বলচে। ও তো ফারাক্ দেখে—এক দেখে না। ও কেমন সন্ন্যাসী রে ?

স্ত্রীগণ। আরে কে বটে রে—কে বটে !

চণ্ডাল। কি অভিমান রাখে রে ! এ চণ্ডাল, এ সন্ন্যাসী, এ :কি ব'লে রে ? আঁধারে এককে নানান্ দেখে, শুক্তিকে রূপা দেখে, দড়িকে সাপ দেখে,—এক জানে না, জুদা জুদা জানে !—তুই কেমন মানুষ রে ?

স্ত্রীগণ। আরে কে বটে রে—কে বটে !

শঙ্কর। মহাত্মন্, কি হেতু ছলনা অজ্ঞ দাসে ?
দেহ পরিচয়, কোন্ মহাশয়
উদয় সম্মুখে মম।
শত কোটী প্রণাম চরণে,
অভাজনে ঈদৃশ করুণা তব।
পূর মন-আশ, কর দেব স্বরূপ প্রকাশ,
ধন্য জন্ম হোক্ দরশনে।
অকিঞ্চনে করো না বঞ্চনা,
পাদপদ্ম-পরশনে দেহ অধিকার।

চণ্ডাল। হের মম স্বরূপ আকার শক্তি-সমন্বিত,
চারি বেদ শুনীরূপে সাথে।

(সহসা চণ্ডালের মহাদেবমূর্ত্তি ধারণ এবং চণ্ডাল-চণ্ডালিনীগণের ভৈরব-ভৈরবীরূপে ও কুক্কুর চারিটির চারিবেদরূপে রূপান্তরিত হওন)

শঙ্কর। নমো নমঃ চিদানন্দ শঙ্কর মহেশ,
নমঃ লোকলোকেশ্বর, প্রকাশ যাহায়,
যে আত্মা সত্তায় জ্ঞাতা জ্ঞেয় ভাসমান,
কাশীনাথ বিশ্বেশ্বর শিব,
ব্রহ্মবিদ্যা বিশ্বেশ্বরী চির-আলিঙ্গিত,
ধর প্রভু শত নমস্কার।
শ্রোতব্য মন্তব্য বিধি-বিধায়ক গুরু,
ভিক্ষুবর যোগেশ্বর শূলী শম্ভু ভব,
ভাবাতীত, শত শত নমস্কার পদে।
সদানন্দ ঘন, বোধরূপ চিন্ময়,
বিশ্বস্রষ্টা, ঘটে ঘটে সম বিভাসিত
নির্লেপ আকাশ সম—
পরব্রহ্মে নমস্কার মম।
যাঁর কৃপা-সুধাদানে সংসার-দহনে
শান্তি প্রাপ্ত হয় জনগণ।
নমো নমঃ চরণে তোমার,
দেহ জ্ঞানে আমি তব দাস,
অংশ জীব জ্ঞানে,
আত্মজ্ঞানে অভেদ, চৈতন্যে সংমিলিত।
দিব্যজ্ঞান জন্মিয়াছে তব দরশনে ;
ভ্রান্তি দূর শান্তিদাতা তোমার প্রসাদে।
লোকনাথ, কোটী প্রণিপাত
আশে পাশে পশ্চাতে সম্মুখে তব।

মহা। তব প্রতি তুষ্ট অতি শুন যোগিবর !
বৎস, তুমি স্বরূপ আমার,
বেদজ্ঞ সর্ব্বজ্ঞ মহাকৃতী।
কর মম কার্য্য সমাধান ভবে !
কার্য্য অবসানে,পুন এক আত্মা হব দুই জনে ;
বোধরূপে রহিব অনন্তকাল।
বেদবিধি বিশৃঙ্খল হের ধরাতলে,
জ্ঞানহীন শাস্ত্রব্যাখ্যাকার
বেদমর্ম্ম ক'রেছে ছাদন।
* [বেদবেত্তা বেদব্যাস,
ব্রহ্মাদ্বৈত মীমাংসা নির্ম্মাণে
ক'রেছেন সাঙ্খ্যাদি খণ্ডন।
ভ্রান্ত ব্যাখ্যা আবরণে লুপ্ত সে সকল।
সর্ব্বজ্ঞ ব্যতীত, সাধ্যায়ত্ত নহে তো কাহার
স্বরূপ সূত্রের মর্ম্ম করিতে প্রকাশ।
তুমি মুনে, সর্ব্বশক্তি সর্ব্বজ্ঞতা আধারস্বরূপ
অবনীতে অবতীর্ণ নরদেহে।
ব্রহ্মতত্ব শ্রুতি সুনির্ণীত,
অদ্বৈতপরতা ভাষ্য করিয়া প্রস্তুত] *
জনহিত করহ সাধন,
অজ্ঞানতা করহ দমন,
বিমল অদ্বৈত-পন্থা দেখাও মানবে।
ভাষ্য তব ভাস্করস্বরূপ
মোহ-তম করিবে বিনাশ।
সহ শিষ্য করিয়ে ভ্রমণ
ভ্রান্তমত খণ্ডন করহ প্রিয়তম।

[সদলে মহাদেবের অন্তর্দ্ধান।

শঙ্কর। নমঃ বিশ্বেশ্বর, শক্তি দেহ হর,
তব কার্য্যভার করিব উদ্ধার
শক্তিতে তোমার শক্তিময়।

[শঙ্করাচার্য্যের প্রস্থান।

(সনন্দনের প্রবেশ)

সনন্দন। এ তাপপূর্ণ সংসার-অরণ্যে আর কত দিন একাকী ভ্রমণ ক'র্‌বো? বহুস্থান ভ্রমণ ক'র্‌লেম্, দৈববিড়ম্বনায় সজ্জনলাভ তো হলো না! তবে তো বৃথা মানব-দেহ, মুক্তি-বাসনা কে পূর্ণ ক'র্‌বে? মনুষ্যত্ব, মুমুক্ষুত্ব, সজ্জনসংসর্গ,—তিনের যোগাযোগ ব্যতীত তো মুক্তিলাভ হয় না। হায়, মহাজনের তো কৃপা হলো না, দর্শন তো দিলেন না!

(শঙ্করাচার্য্যের পুনঃ প্রবেশ)

শঙ্কর। এসো কে কোথায়,
মহাকার্য্যে যে আছে সহায়,
এসো ত্বরা কাল ব'য়ে যায়।
মহাকার্য্যভার—ধর্ম্ম-সংস্কার,
জ্ঞানজ্যোতি বিকাশ ধরণীতলে;
স্বার্থপরতায় কপট ব্যাখ্যায়
শাস্ত্রমর্ম্ম আচ্ছন্ন ধরায়।
শুদ্ধ তত্ত্ব করিতে প্রচার, জীবের উদ্ধার,
স্বেচ্ছায় সে মহাভার করেছি গ্রহণ।
উচ্চ প্রয়োজনে আবাহন করি তোমা সবে,
এস, এস বিলম্ব না সহে আর,
অনাচার ব্যভিচারে কলুষিত ধরা!

সনন্দন। এই যে যতীশ্বর স জ্জ তেজঃপুঞ্জ
মহাপুরুষ গুরুদেব আমার সম্মুখে!
অকিঞ্চনে চাহ প্রভু করুণা-নয়নে।
দাবদগ্ধ শশকের প্রায় ভ্রমি এ ধরায়
শান্তিহীন ত্রিতাপ-পীড়িত;
বিপ্রকুলোদ্ভব দীন দাস—
কাবেরী তটিনীতটে চোলদেশবাসী,
আশ্রিত শরণাগতে কর কৃপা দান।

শঙ্কর। বৎস, তব দর্শন-আশায়
প্রতীক্ষায় বহুদিন আছি কাশীধামে।
শান্তিদাতা বৈরাগ্য তোমার,
বিবেক বৈরাগ্য তব সাথী
বিরক্ত সন্ন্যাসী তুমি;
সাহায্যে তোমার,
বহুকার্য্য করিব উদ্ধার।
'তত্ত্বমসি' মহাবাক্য করহ গ্রহণ,
নরত্ব ত্যজিয়ে নারায়ণ তুমি আজি।
যথায় ভ্রমিবে—তব অঙ্গবায়ু-পরশনে
জীব স্নিগ্ধ হবে;
কৃপায় তোমার,
অজ্ঞানতা-অন্ধকার হবে বিদূরিত;
জ্ঞানচক্ষুবলে—
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে ব্রহ্ম করিবে দর্শন।

সনন্দন। গুরুদেব—গুরুদেব—পতিতপাবন দয়াময়,
স্নিগ্ধ প্রাণ, নবীন জীবন দান ক'রেছ কৃপায়।

শঙ্কর। এস বৎস, ওই বটবৃক্ষমূলে আসন আমার,
সানন্দে করিব দোঁহে শাস্ত্র-আলোচনা।

[উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

শঙ্করাচার্য্যের বাটীর প্রাঙ্গণ।

(জগন্নাথের প্রবেশ)

জগ। বামুনগুলোর আক্কেল দেখ দেখি, বাড়ীতে অতিথ-পতিত ফেরে না, তাইতে ভাব্‌ছে মাগীর পোঁতা টাকা আছে। মাগীকে তাড়িয়ে তাই লিবে। মাগীকে তাড়াতে এলে হ্যাঁতাল ঝাড়্‌বো নি—যা থাকে বরাতে শেষে। সর্ব্বস্ব দিয়ে গেল, তাতে মন উঠ্‌ছে নি।

(বিশিষ্টার প্রবেশ)

বিশিষ্টা। কে রে, কে আমায় মা ব'লে ডাক্‌লি! শঙ্কর এলি?

জগ। (স্বগত) ইস্, মাগীর আর বাঁচ্‌বার ধারা নেই। ব্রহ্মদত্যি মাগী এলে যে ছুটি খাওয়াতো। সে বেশ ভূতের ভূত, আমি তাকে খুব ভালবাসি—তবে একটু ভয়ও লাগে।

বিশিষ্টা। বাবা এসো—তুমি যে অনেকক্ষণ মা ব'লে ডাকো নি, তোমার চাঁদমুখে মা বলা যে অনেকক্ষণ শুনি নি।

জগ। মা মা—তুই বাড়ীর বার্‌কে আস্‌বি? চান্ কর্‌বি? আয় কেন্‌না, একটু ফাঁকায় যাবি, ঘরে ব'সে কি ক'র্‌বি? চান ক'র্‌বি আয় আয়, আয়—

বিশিষ্টা। বাবা, আমার শঙ্কর এ বাড়ী ছেড়ে যাবে না। সে এখানটি না হ'লে বসে না, ঐ ঘরটি নইলে তার পড়া হয় না, ঐখানে সে

শুতে ভালবাসে,— খানে ব'সে ছুটি খায়। লোকে বলে, বিদ্যা শিখেছে—কিন্তু বাছা খেতে জানে না। আমি না খাইয়ে দিলে খেতে পারে না। আমি আবাগী স্নানে গিয়েছিলুম,— হেঁসেলে দেখ্‌বে এসো না, যেমন অন্ন তেমনি প'ড়ে আছে, বাছা খেতে পায় নাই।

জগ। এঃ, মাগী একটা ভাত দাঁতে কাটে নি। দূর তোর ল্যাখাপড়ার মুণ্ডে ছাই! আমাদের চাষার ঘরে ল্যাখাপড়া শেখে না—বেশ আছে। আমার মাগছেলে যে নাই, তাহ'লে কি ক'রে ছেলে শিখোয় দেখাতুম—পুঁথিমুখো হ'লে খাবাড়ে দিতুম। বামুনগুলো ওইটে যুত্‌ করেছে, আমাদের ল্যাখাপড়া শিখোয় না। ল্যাখাপড়া ছেলেকে শিখোয়, আর আপনারা মরে।

(মহামায়ার প্রবেশ)

হ্যাঁগা তুমি কেমন ধারা গো—কেমন বেহ্মদত্তির ঘরের মেয়ে গো? মাগী ক'দিন খায় নি, তা দেখনি,—আর 'মা' ব'লে ধেয়ে ধেয়ে এসো। লাও—পারো ছুটি খাওয়াও; আর দেখ—ওর জ্ঞাত্‌গুলোন মাগীকে বাড়ী থেকে খেদিয়ে দেবার যোগাড়ে ফিরচে। চাষের জমী নিয়ে মন উঠে নি, ছুটো খেতে দিতে জিব বেরুচ্ছে। তা নেই দিগ্‌কে, তো মাগীর ভূত বেঁচে থাক্‌। অতিথ-পতিত নাগা-ফকীর কেউ তো ফেরে নাই, তা দেখে পাড়ার লোক বুক ফেটে ম'রচে। সলা ক'চ্চে গো, মাগীকে তাড়াবে, ব'লেচে এসবে।

মহা। আসুক, কার সাধ্য মাকে এখান থেকে তাড়ায়।

জগ। বেশ কথা, আমায় দেখে শুনে চিনে রাখো। রাতভিতে একলা ছুকুলো মাঠ থেকে আসি, আমার ঘাড়ে চেপো নি। লাও আজ একটি বামুন আনা করাও, ছুটি রান্নাবান্না করাও।

মহা। তুমি যাও, আমি খাওয়াচ্চি।

জগ। হ্যা দেখ বাছা, তুমি ভাল বেহ্মদত্যির ঘরের মেয়েটি বটে, কিন্তু তোমার ভুতুড়ে ভাবটি গেলো নি। ও বেটার শোকে প্রাণ ছাড়্‌বে, তার বুঝ্‌ রাখো?

মহা। তুমি ভেবো না, আমি খাওয়াবো।

জগ। শোন—একটা পরামর্শ করি?

মহা। কি?

জগ। তুমি আমার ঘাড়ে চাপ্‌তে পারো? তাহ'লে আমি এ বামুনাগুলোনের কল্‌জে ছিঁড়ে খাই। আর দেখ, তোমার সঙ্গে আমার এই কথা,— আমার কেউ কোথাও নাই যে, রোজা এনে ঝাড়ান-ঝোড়ান কর্‌বে। তুমি আপ্‌নি ছেড়ে দিয়ে যেও।

মহা। জগন্নাথ, তুমি আমায় ভয় কর কেন? তুমি মাকে ভালবাস,—আমি তোমার উপর বড় সন্তুষ্ট, আমি তোমায় বড় ভালবাসি।

জগ। হ্যা দেখ্‌—ভালবাসায় কাজ নেই, তুমি মায়ের খোঁজ-খবরটা রেখো, আমি পালপার্ব্বণে এক আধটা কেলে ছাগল যোগাড় ক'রে খাওয়াবো।

বিশিষ্টা। বাবা বাবা—আমার হৃদয় ছেড়ে কোথায় গেলি? আমি যে তোকে না দেখে থাকৃতে পারি নি। আমি যে চারদিক অন্ধকার দেখ্‌চি, আয় বাবা আয়।

মহা। মা—মা—কেন কাঁদ্‌চ? তোমার শঙ্কর আস্‌বে; শিষ্য পড়াচ্চে দেখে এলুম।

বিশিষ্টা। অ্যাঁ—কখন্‌ আস্‌বে? সে যে খায়নি! তাকে ডেকে আনো।

মহা। না মা, সে এখন শিষ্যদের পাঠ দিচ্ছে— সে কি এখন আস্‌বে? তার কি এক আধ জন শিষ্য যে, পড়ান শেষ ক'রে আস্‌বে? সে তোমায় খেতে ব'লেছে, তোমার প্রসাদ নিয়ে যাবো, তবে সে খাবে।

জগ। হুঁ—সন্ধান রাখে। এই যে কাশী থেকে লোক এয়েছে, তার মুখে শুন্‌লুম, খুদে দাদার পোণ পোণ শিষ্যি সেবক হয়েছে। (প্রকাশ্যে) হ্যাঁগা—তুমি কি ক'রে জান্‌লে?

* [মহা। আমি যে এই দেখে এলুম।

জগ। (স্বগত) হুঁ—গাছ চেলে যাওয়া-আসা করে। (প্রকাশ্যে) তা হ্যাঁগা, একদিন গাছে চাপিয়ে ছেলেটাকে এনো না, মাগী হা-হুতাশ করে,— দেখিয়ে নিয়ে যেও না।

মহা। সে আস্‌বে না, আমি তো তার খবর এনে রোজ দিই।

জগ। তুমি তার কাছে যাওয়া-আসা করো না কি ?] *

মহা। আমি যে তার কাছে নিরত আছি। আমরা যে অভেদ, আমি যে তার শক্তি, তাকে ছেড়ে তো আমি একদণ্ড থাকি না।

জগ। এঃ! তার কাছে আর তোমায় ঘেঁস্‌তে হয় নি! সে—সে বামুনের বামুন নয়, গায়িত্রী ঝাড়্‌লে কাউকে আর টেঁক্‌তে হবে নি।

মহা। সে কি ? আমি যে তারে ধ'রে নৃত্য ক'রে বেড়াই।

জগ। ঐ নাচন-কোঁদন তফাতে—সে চিড়িং-চাড়াং ছাড়্‌বে, তোর বাবার বাবা তার কাছে ঘেঁস্‌তে লার্‌বে।

মহা। আমি কে জানো ?

জগ। তুই বল্লি কই ? আমি তো এগুতে এগুতে তোর গাই-গোত্র জান্‌তে চেয়েছিলুম, আমি যার গয়ায় গিয়ে তোর পিণ্ডি দিতে চেয়েছিলুম, তা তুই বল্লি কই ? তা না বলেছিস্ নেই নেই, তুই যে এই মাগীকে দেখিস্ শুনিস্, এইতে মনে করি, তুই বাপের ঠাকুর পেত্নী। তা দেখ, ছেলের শোকে যা দেখছি, মাগী আর দিন কতক টেঁক্‌বে, তার পর তোর খুসী হয় আমায় বলিস্ —আমি তোর পিণ্ডি দেবো।

মহা। যে হাতে প'ড়েছি, আমার কোটিকল্পেও নিস্তার নেই। চঞ্চল হ'য়ে বেড়িয়েছি বেড়াচ্ছি বেড়াবো।

জগ। আচ্ছা তুই কে ?] *

মহা। আমায় চিন্‌বে; আমি তোমায় পরিচয় দিয়েছি—বুঝ্‌তে পারো নি। যখন বুঝ্‌বে— তখন চিন্‌বে।

(গীত)

যে আমায় চেনে, আমায় জেনে আপ্‌নি থাকে না।
সবাই জানে, জেনে-শুনে মনে রাখে না॥
যে আমায় জান্‌তে পারে, তার কাছে থাকি স'রে,
এই ধরে ধরে ধ'র্‌তে নারে, দেখে দেখে না॥
ভালবাসি খেল্‌তে আসি, খেলার ছলে কান্না-হাসি,
কত দেখে কত ঠেকে, খেলা শেখে না॥

জগ। ভূতুড়ে গানও এমন মিষ্টি!

বিশিষ্টা। মা, দেখ' দেখ'—ছেলে-বুদ্ধি কি না, শঙ্কর আমার শিব সেজে এসেছে। আহা, দেখ' দেখ' —আভূতি-বিভূতিতে বাছার যেন রূপোর শরীর হয়েছে। আ-মরি মরি—কি জটাজুটধারী, কি সুন্দর ললাটে শশিকলা এঁকেছে! কি উজ্জ্বল চোখের দীপ্তি! সখ ক'রে কপালে আর একটি সুন্দর চোক এঁকেছে! ও মা ও মা—কি ক'রে গো—বুড়ো মিন্সেগুলোর আক্কেল নেই গা, ত্রিকেলে মিন্সেরা আমার বাছার অকল্যাণ হবে বোঝে না! দেখ' মা দেখ' মা—বারণ করো, আমার বাছার পায়ে যেন বিল্বপত্র দেয় না। কই রে—কই,—আমার শঙ্কর কোথায় গেলি! বাছা, দেখে যা, পল আমার যুগ জ্ঞান হ'চ্ছে, কেঁদে কেঁদে চক্ষু অন্ধ হয়েছে, তো বিনা আমার দশ-দিক্ শূন্য! আয় যাদু—আমার অঞ্চলের নিধি ঘরে আয়। এই যে আমার বাবা এসেছে,— ওই যে—ওই যে—আমায় মা ব'লে ডাক্‌ছে।

[বেগে বিশিষ্টার প্রস্থান, তৎপশ্চাৎ মহামায়া ও জগন্নাথের গমন।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

বারাণসী—গঙ্গাতীরস্থ শঙ্করাচার্য্যের আশ্রম-সম্মুখ।

গণপতি ও শান্তিরাম।

গণপতি। সনন্দনের প্রতি প্রভুর সর্ব্বাপেক্ষা স্নেহ, তা উনি ইচ্ছাময়, উনি সব কর্‌তে পারেন। এ দিকে অনাচারী দেখ্‌তে পারেন না, কিন্তু সনন্দন যে আচারভ্রষ্ট, তা দেখেও দেখেন না। শীতের ভয়ে এক দিনও গঙ্গাস্নান করে না।

শান্তি। বড় ফিকির শিখেছে, বলে কি জানো, গুরুদেব ব'লেছে, "গঙ্গা আর আমি এক।" গুরু-গঙ্গা এক—তা আমরাও জানি, তা আমাদের অত নিষ্ঠা নাই; আমরা গঙ্গাস্নান না ক'রে তো বিশ্বেশ্বর দর্শনে যেতে পারি নে।

(শঙ্করাচার্য্যের প্রবেশ)

শঙ্কর। সনন্দন কোথা গেল ?

গণপতি। (জনান্তিকে) পলকে প্রলয় দেখ্‌ছেন

শান্তি। আজ্ঞে, আপনি যে পারে কি কার্য্যে পাঠিয়েছেন। ঐ যে—ও পারে এসে সনন্দন দাঁড়িয়েছে পার হ'তে পাচ্চে না।

শঙ্কর। সনন্দন—সনন্দন, শীঘ্র এসো—সনন্দন এসো—এসো—

সনন্দন। (গঙ্গার পর পার হইতে স্বগত) যাঁর কৃপায় ভবসিন্ধু পার হ'বো, তিনি আহ্বান ক'চ্চেন, আমি সামান্য নদী পার হ'তে চিন্তা ক'চ্চি।

শঙ্কর। সনন্দন, এসো—

সনন্দন। যাই প্রভু যাই—জয় গুরুদেব!

(গঙ্গায় অবতরণপূর্ব্বক আগমন এবং সনন্দনের প্রতিপদক্ষেপে গঙ্গায় পদ্মের আবির্ভাব।)

শঙ্কর। বৎস, দেখ'—দেখ'—কি আশ্চর্য্য!—সনন্দনের পদবিক্ষেপের নিমিত্ত নদী-বক্ষে পদ্ম প্রস্ফুটিত হ'চ্চে।

সনন্দন। (নিকটবর্ত্তী হইয়া প্রণামপূর্ব্বক) প্রভু, দাসের প্রতি কি আজ্ঞা হয়?

গণপতি। প্রভু, অজ্ঞানের অপরাধ মার্জ্জনা করুন। (সনন্দনের প্রতি) ভাই সনন্দন, ঈর্ষ্যাবশতঃ তোমার কতই নিন্দা করেছি, এতে গুরুদেবের নিকট অপরাধী হয়েছি, তোমার কৃপা না হ'লে সে অপরাধ মার্জ্জনা হবে না।

সনন্দন। কেন ভাই - কেন ভাই—মিনতি ক'চ্চ? ভাই ভাইয়ে তো প্রেমের কলহ অনেক হয়। গুরুদেব যখন তোমাদের শাস্ত্রব্যাখ্যা করেন, আমার মনে ঈর্ষ্যা হয়, প্রভু বুঝি আমায় ওরূপ ব্যাখ্যা ক'রে বুঝিয়ে দেন না। কিন্তু পুত্রের প্রতি পিতার সমান কৃপা, আমরা অজ্ঞানতা বশতঃ বুঝ্‌তে পারি না। মাতা যেরূপ কোন্ পুত্রের কিরূপ আহার-বিহারে স্বাস্থ্য-বর্দ্ধন হবে, তার ব্যবস্থা করেন, গুরুদেব তদ্রূপ অধিকারিভেদে জ্ঞান-সুধা বিতরণ করেন। ভাই, এসো—আমরা গুরুদেবের জয়ধ্বনি করি।

সকলে। জয় গুরুদেবের জয়!

শঙ্কর। বৎস সনন্দন, আজ হ'তে তোমায় পদ্মপাদ ব'লে ডাকবো। তোমার কি আশ্চর্য্য মহিমা, কি আশ্চর্য্য গুরুভক্তি, তোমার গুরুভক্তিতে আমার ঈর্ষা হয়। গুরুভক্তিতে তোমার আদর্শ যে গ্রহণ কর্‌বে, ভব-সমুদ্র তার গোষ্পদ।

(ছদ্মবেশে ব্যাসদেবের প্রবেশ)

ব্যাস। অহে, এখানে কে আচার্য্য আছেন, শুনচি না? তিনি না বেদান্তসূত্রের ভাষ্য করেছেন? তিনি কোথায়?

শঙ্কর। প্রভু, দাস আপনার সম্মুখে।

ব্যাস। কে—তুমি—তুমি ভাষ্যকার? তুমি বালক, শুদ্ধ বেদান্তসূত্রের ভাষ্য প্রস্তুত কর্‌বার স্পর্দ্ধা রাখো নাকি?

শান্তি। কে আপনি—কাকে কি বলছেন? সর্ব্বজ্ঞ মহাপুরুষকে কি ভাষায় সম্বোধন কচ্চেন?

ব্যাস। ভাল ভাল—সর্ব্বজ্ঞ বটেন? কি ভাষ্য করেছ হে—শুন্‌তে পাই?

শঙ্কর। প্রভু, যে সকল গুরুপদস্থ মহাপুরুষেরা সূত্রার্থ অবগত আছেন, তাঁদের আমি প্রণাম করি। আমি তাঁদের অনুগামী, আমি ভাষ্যকার ব'লে স্পর্দ্ধা করি না, মহাশয় যদি অনুগ্রহ ক'রে প্রশ্ন করেন, আমি যথাসাধ্য উত্তর দিতে প্রস্তুত।

ব্যাস। ভাল—ভাল,—আমি তোমার ভাষ্য-দর্শনে উৎসুক। আমার অনেক প্রশ্ন আছে। এই স্থানেই কি আমাদের প্রশ্নোত্তর হবে?

শঙ্কর। কৃপানিধে, যদি পদার্পণে আমার আশ্রম পবিত্র করেন, দাস কৃতার্থ হয়।

ব্যাস। ভাল ভাল, তোমার আশ্রমই উত্তম স্থান।

[শঙ্করাচার্য্য ও ব্যাসের প্রস্থান।

সনন্দন। ভাই, এ বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ কে? কোন অসামান্য ব্যক্তি নিশ্চয়; নচেৎ গুরুদেবের যেরূপ খ্যাতি জগদ্বিখ্যাত, কোন মহাপুরুষ ব্যতীত এঁর সহিত তর্কে অগ্রসর হ'তে সাহস করা সম্ভবপর নয়।

গণপতি। তোমার ওই কেমন,—চার দিকে মহাপুরুষ দেখ্‌ছ। ইদানীং কিছু বাড়াবাড়ি—যোগিনী দেখ্‌চ, সিদ্ধচারণ দেখ্‌চ, গজানন দেখ্‌চ, তোমার সম্মুখ দিয়েই সব বিশ্বেশ্বর-দর্শনে যায়, আর তো তাদের বিশ্বেশ্বরের মন্দিরে যাবার পথ নাই!

সনন্দন। ভাই, আমার সামান্য দৃষ্টি, মহাপুরুষেরা যদিচ আমাদের হিতার্থে আমাদের নিকট সর্ব্বদা আগমন করেন, আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে আমরা বুঝ্‌তে পারি না। চল না—শোনা যাক্—কিরূপ পূর্ব্বপক্ষ সিদ্ধান্ত হয়।

শান্তি। আর কি শুনবে, দু'কথায় গুরুদেব থ বানিয়ে দেবেন।

সনন্দন। না ভাই, আমি বড়ই উৎসুক হচ্ছি।

গণপতি। আরে'যেও এখন—শোনই না,—কি বুজরুকিটে কর্‌লে বল তো? নদীর জলে পদ্ম ফোটালে কি ক'রে?

সনন্দন। ভাই, আমি কিছুই জানি নে। গুরুদেব আজ্ঞা কর্‌লেন, আমি চ'লে এলেম।

[সনন্দনের প্রস্থান।

গণপতি। হ্যা দেখ—বুঝেছ—বল্‌লে না! গুরুদেব নিরিবিলি ওকে ভোজবিদ্যা দেন। আমি তাই তো ভাবি, এত গুরুভক্তি কিসের? অষ্টপ্রহর গুরুসেবায় থাকেন,ওর অর্থ আছে—অর্থ আছে।

শান্তি। না ভাই, পদ্মপাদ গুরুভক্ত মহাপুরুষ, ওর শ্রদ্ধায় নদীবক্ষে পদ্ম প্রস্ফুটিত হয়েছে।

গণ। ইস্ ইস্—তুমি যে একেবারে ভাবে গদগদ হয়ে গেলে! আজ থেকে উনি পদ্মপাদ হলেন না কি? পদ্মপাদ কারে বলে জানো? এক নারায়ণই পদ্মপাদ, আর পদ্মপাদ কে?

শান্তি। কেন, তুমিও ত তখন পদ্মপাদের নিকট মার্জ্জনা প্রার্থনা কর্‌লে?

* [গণ। আবার পদ্মপাদ—কানে যেন খোঁচার মত বাজে। এতে নারায়ণের প্রতি অশ্রদ্ধা প্রকাশ হয়—জানো? সে কথা যাক্—এই যে, এত দিন পাঠ নিচ্চি, কিছু বুঝ্‌তে-সুজ্‌তে পাচ্চ? আমি তো ভাই,কিছুই বুঝ্‌তে পারি নাই। উনি আজ এক কথা বল্‌লেন,কাল এক কথা বলেন। আমার এখানে পোষাবে না। স্পষ্ট কথা বল্‌চি, অন্য একটা অধ্যাপক দেখে নেবো।

শান্তি। ছিঃ ছিঃ—কি বল্‌চ—এতে যে অপরাধী হবে! এঁর চরণাশ্রয় পরিত্যাগ ক'রে কোথায় যাবে?

গণ। ভাই, আমার স্পষ্ট কথা,—ভেবেছিলুম, দু'এ-কটা বিদ্যালাভ কর্‌বো। শুনেছিলুম, ওঁর কথায় কোন দরিদ্র ব্রাহ্মণের গৃহে লক্ষ্মী অচলা হয়েছেন, নদীর গতি ওঁর আজ্ঞায় পরিবর্ত্তিত হয়েছে, নর্ম্মদা-সলিল কমণ্ডলুস্থ করেছেন,—তাই লোভে লোভে এসে পড়েছিলুম; তা কৈ, একটাও তো বিদ্যে দিলেন না। দুটো একটা যদি ওষুধ-পালা শেখাতেন, তা হলেও যা হোক্, একরকম ক'রে-কর্ম্মে খেতেম। বিফল পরিশ্রম কর্‌লেম।

শান্তি। কি হে—তুমি কি আমায় পরীক্ষা কচ্চ? ব্রহ্মবিদ্যালাভের প্রয়াস না ক'রে সামান্য চিকিৎসাবিদ্যার প্রয়াসী? ক্ষুদ্র ভোজবিদ্যা শিক্ষা করা তোমার ইচ্ছা?

গণ। ভোজবিদ্যাটা ক্ষুদ্র হ'ল বুঝি? ওই সনন্দন একটা বিদ্যের চোটে ওর কাজ গুছিয়ে নিলে; পদ্মপাদ নাম বাগিয়ে নিয়েছে। এখন যেখানে যাবে—ওর সম্মান কত? আর ব্রহ্মবিদ্যা—ব্রহ্মবিদ্যা কচ্চ—সে আর আমার মাথামুণ্ড কি—তা বলো না? "তত্ত্বমসি"—"সোঽহং"—পাঠ নিতে গেলে, এই নিয়ে লাটালাটি হানাহানি। ওই সব আস্‌ছে, আশ্রমে ছিল, আবার এইখানে এসে কিটিমিটি বাধাবে, আমি চল্লুম।

[গণপতির প্রস্থান।

(শঙ্করাচার্য্য, ব্যাস ও সনন্দনের পুনঃ প্রবেশ)

ব্যাস। ভাল ভাল, মধ্যাহ্ন-সন্ধ্যা সমাপ্তে আবার আমাদের তর্ক হবে। তুমি সুপণ্ডিত বট, তোমার তর্কশক্তি অতি প্রখর। আমি তোমার প্রতি পরম সন্তুষ্ট হয়েছি। তোমার সহিত তর্ক ক'রে পরম আনন্দলাভ হয়েছে। এইবার দেখ্‌বো—তুমি কিরূপ উত্তর প্রদান করো।

শঙ্কর। প্রভু, আপনি আনন্দলাভ করেছেন, এ অপেক্ষা দাসের ভাগ্য-প্রসন্নতার অধিক পরিচয় আর নাই। আমার ভাষ্যে যদি দোষ থাকে, আপনার দ্বারাই সে দোষ সংশোধিত হবার সম্ভাবনা।

ব্যাস। হ্যাঁ হ্যাঁ, তুমি খুব সাবধানী তার্কিক, এই-বার তর্কে তোমার সতর্কতা বুঝ্‌বো।

সনন্দন। আপনাদের শ্রীচরণে প্রণাম পূর্ব্বক দাসের নিবেদন, হরিহরের বাদানুবাদ তো কোটিকল্পে অবসান হবে না। গুরুদেব, যদিচ আমি অজ্ঞান, আপনার কৃপায় আমি যেরূপ দৃষ্টিলাভ করেছি, তাতে আমার অনুমান—ইনি স্বয়ং ব্যাসদেব—সাক্ষাৎ নারায়ণ আর শঙ্করাচার্য্য—সাক্ষাৎ শঙ্কর! "শঙ্করঃ শঙ্করঃ সাক্ষাৎ ব্যাসো নারায়ণঃ স্বয়ম্" আমি উভয়ের চরণে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করি। আপনাদের উভয়ের বিবাদ, এ স্থলে আমাদের কি কর্ত্তব্য আজ্ঞা করুন।

শঙ্কর। বৎস পদ্মপাদ, তুমিই ধন্য! আমি অজ্ঞ, বুঝ্‌তে পারি নাই, ইনি ব্যাসরূপী স্বয়ং নারায়ণ নিশ্চয়। হে লোকপালক, হে স্থিতিকর্ত্তা নারায়ণ, আপনি ঋষিরূপ ধারণ ক'রে অষ্টাদশ পুরাণ প্রণয়ন করেছেন, বেদ-বিভাগ করেছেন, ভারত-

সাগর নির্ম্মাণ করেছেন। এ মহৎ কীর্ত্তি আপনাতেই সম্ভব; আপনার বেদসূত্রের ভাষ্য করতে আসি সাহসী হয়েছি, নিজগুণে দাসের প্রতি কৃপা প্রদর্শনপূর্ব্বক আমার ভাষ্যের সংস্কার করুন।

ব্যাস। ভাষ্যের সংবাদ তব পাই শিবলোকে,
দুর্জ্ঞেয় সূত্রের ভাষ্য অন্যে অসম্ভব,
তোমাতেই সম্ভব কেবল।
বেদমর্ম্ম প্রচারার্থে তব আগমন,
অভিলাষ পূর্ণ বৎস হইয়াছে মম,
দুর্জ্ঞেয় সূত্রের ভাষ্য করেছ রচনা।

শঙ্কর। প্রভু,
কার্য্য যদি পূর্ণ মম ধরণীমণ্ডলে,
পরমায়ু অবসান হ'য়েছে নিশ্চয়।
কৃপায় করুন সাথী অপেক্ষা করিয়ে,
জাহ্নবী-সলিলে আমি করি তনু ত্যাগ।

ব্যাস। অষ্টবর্ষ পরমায়ু করিয়ে গ্রহণ
এসেছিলে ধরাতলে,
অষ্ট বর্ষ বৃদ্ধি আয়ু সন্ন্যাস-গ্রহণে;—
ষোড়শ বৎসর পূর্ণ যদিচ তোমার,
হয় নাই কার্য্য অবসান।
মায়া-আবরণ করি উন্মোচন—
দেবলীলা কর' দরশন,
কেবা তুমি, এসেছ কি কাজে,
নরসাজে কোথায় কে বসে দেবগণ।
শিষ্যত্ব গ্রহণ তব প্রয়াস সবার,
দিগ্বিজয়ে হবে সবে সহায় তোমার।
হের যোগবলে—
বৌদ্ধগণ বিনাশ কারণ,
কর্ম্মকাণ্ড করিতে প্রচার,
কার্ত্তিকেয় অবতার শঙ্কর আদেশে,
বিখ্যাত ধরণীতলে কুমারিল্ল নামে।
যবে তুমি দেবে দরশন,
করিবেন ষড়ানন স্বধামে গমন,
শক্তিধর র'য়েছেন তব প্রতীক্ষায়।
স্বয়ং ব্রহ্মা শিষ্য তাঁর মণ্ডন নামেতে,
কর্ম্মিশ্রেণী-মাঝে সেই আচার্য্য প্রধান,
গার্হস্থ্যের প্রবর্ত্তক—
নিবৃত্তিতে অনাদর তাঁর।
পরাজয় করি তায়,
শুদ্ধ সত্ব 'তত্ত্বমসি' জ্ঞান করি দান,
জ্ঞানকাণ্ড-মাহাত্ম্য প্রকাশ' যতীশ্বর।
জ্ঞানলাভে কর্ম্মকাণ্ড আশ্রয় কেবল,
মুক্তিপ্রদ কর্ম্ম ক নহে,
করহ প্রমাণ—
মিশ্রে করি 'তত্ত্বমসি' দিব্যজ্ঞান দান।
নারীরূপে সরস্বতী গৃহিণী তাঁহার,
ধরাধামে বদ্ধ দেবী তব প্রতীক্ষায়।
আয়ুর্ব্বৃদ্ধি মম বরে হউক তোমার,
ষোড়শ বৎসর রহ অধিক সংসারে।
নাস্তিকতা পুণ্যভূমে হোক বিদূরিত,
ভ্রান্ত বেদব্যাখ্যা হোক নাশ,
দুষ্কৃতি-দমন, পাপাচার-নিবারণ
কর' বৎস প্রভাবে তোমার;
জ্ঞান-সূর্য্য হোক প্রকটিত,
ভারত উজ্জ্বল হোক গৌরব-প্রভায়।

শঙ্কর। প্রভু, বর প্রদান করুন, আপনার শক্তিতে আমার ভাষ্য যেন লোকসমীপে গৃহীত হয়।

ব্যাস। তথাস্তু।

(অন্তর্দ্ধান)

শঙ্কর। কৃতার্থোঽহং—কৃতার্থোঽহম্!—(শিষ্যগণের প্রতি) বৎস, তোমরা প্রস্তুত হও, অদ্যই আমরা প্রয়াগধামযাত্রা করবো।

শান্তি। প্রভুর যেরূপ আজ্ঞা।

সনন্দন। যদি অনুমতি হয়, একবার নগর-প্রান্তর ভ্রমণ করি। অতি মনোহর স্থান, যেন তপোবন।

শঙ্কর। বৎস, ওরূপ কৃত্রিম তপোবন এক্ষণে ভারতবর্ষে অসংখ্য, এই সকল প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধদিগের আবাস। ব্যভিচার, অনাচারের বিলাসভূমি। তুমি অগ্রসর হও, আমরা ঐ পথেই গমন করবো।

সনন্দন। প্রভু, যদি এরূপ কুৎসিত স্থান, তবে আমাকে একক অগ্রসর হ'তে আজ্ঞা কচ্চেন কেন?

শঙ্কর। বৎস, কি বিরাট্ অত্যাচার দমনের নিমিত্ত দেবদেব আমাদের উপর ভারার্পণ করেছেন, তা একাকী গমনে তুমি প্রত্যক্ষ করবে। আমি অচিরে তোমার পশ্চাৎ গমন কচ্চি।

[সকলের প্রস্থান

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধাশ্রম।*

বৃদ্ধ বৌদ্ধ-কাপালিক ও শিষ্যগণ।

শিষ্য। আপনার কি অদ্ভুত কৌশল! এ কুমারী যে আপনার করগত হবে, এ আমরা সম্ভবপর বিবেচনা করি নাই। আর অসূর্য্যম্পশ্যা, আপনি সন্ধানই বা কিরূপে কর্‌লেন?

কাপা। বাপু, থাকো—থাকো, ক্রমে ঐ সকল শক্তি তোমাদেরও আমি প্রদান কর্‌বো। তোমরাও কত শত রাজকুমারীকে বশীভূত কর্‌তে পার্‌বে।

শিষ্য। অদ্য চন্দ্রমাশালিনী রজনী, যদি আজ্ঞা দেন, ফুলশয্যা প্রস্তুত আছে, কুমারীকে লয়ে প্রভু আজই বিহার করুন।

কাপা। আমার অশীতিবৎসর বয়ঃক্রম অতীত হয়েছে। সেই সকল বালকের হৃৎপিণ্ডে যে সমস্ত সুরা প্রস্তুত হয়েছে, সে সুরা উপর্য্যুপরি একপক্ষ পান ক'রেও আমি প্রকৃত যৌবন লাভ কর্‌তে পারি নাই। আজ যে যমজ শিশু তাদের মাতার সহিত আনীত হয়েছে, তাদের বক্ষের উষ্ণ শোণিতে সুরা প্রস্তুত ক'রে পান করি, দেখি—যদি সবল হই।

শিষ্য। কেন প্রভু, চণ্ডালের হৃৎপিণ্ডে যে নূতন সুরা প্রস্তুত করেছিলেন, তার তো আশ্চর্য্য শক্তি আজ্ঞা করেছেন। অদ্য সেই সুরা পান করুন, আমরা আপনার প্রসাদভোজী, কুমারীর আলিঙ্গনতৃষা দিন দিন বড়ই প্রবল হয়েছে।

কাপা। কুমারীকে আজও আমাদের কার্য্যতৎপরা করা হয় নাই। যদি তোমরা নিতান্ত ব্যগ্র হয়ে থাক, দেখি সুরা ও সঙ্গীতপ্রভাবে আমায় আলিঙ্গনে কুমারী সম্মতা হয় কি না। নর্ত্তক-নর্ত্তকী ও উদ্দীপক সুরা ল'য়ে এসো, আর কুমারীকেও আনয়ন কর্‌তে বল।

শিষ্য। প্রভু, আমরা সকল আয়োজনই করেছি, কেবল আপনার আজ্ঞা অপেক্ষা।

[বাঁশরী দ্বারা সঙ্কেতকরণ।

(দুইজন স্ত্রীলোকের এক কুমারীকে লইয়া প্রবেশ)

[নর্ত্তক ও নর্ত্তকীগণের যুগলে যুগলে আগমন]

১মা স্ত্রী। (কুমারীর প্রতি) বসো, এইখানে বসো, এখনই দেবী-শরীর লাভ কর্‌বে। তোমার প্রতি প্রভুর বড় কৃপা, সেই জন্য তোমায় প্রধানা সঙ্গিনী কর্‌বেন।

কুমারী। কি বল্‌ছ? আমি ইষ্টদর্শনের নিমিত্ত এসেছি। আজ পূর্ণিমা, আজ ইষ্টদর্শন করাবেন—যোগিরাজ আমার নিকট প্রতিশ্রুত। সঙ্গিনী কর্‌বেন, এরূপ অনুচিত কথা কি জন্য বল্‌ছ? আমি চিরকুমারী-ব্রত অবলম্বন করেছি, ইষ্টধ্যানে চিরজীবন অতিবাহিত কর্‌বো।

২য়া স্ত্রী। বালিকা! পূজার বিধি জানে না, দেহ-দানে যেমন পূজা হয়, সেরূপ কি অপর পূজায় হ'তে পারে? ইনি তোমার ইষ্ট, এখনই বুঝ্‌বে যে, ইনি মনুষ্য নন, নররূপী দেবতা। চরণামৃত পান কর।

কুমারী। না, আমি ইষ্টদর্শন ব্যতীত চরণামৃত পান কর্‌বো না।

কাপা। ব্যস্ত হয়ো না, আমার প্রসাদ প' ন কর্‌বে।

(নর্ত্তক-নর্ত্তকীগণের নৃত্যগী)

ফুলকাননে—
চোখে চোখে মুখে মুখে থাকি দু'জনে।
ধরি আদরে করে, কত রাখি আদরে,
তারই সোহাগে মাতি হৃদয়রাগে—
কত আশ-পিয়াস জাগে;
দোঁহে দোঁহা চাহি কত সাধ মনে!
রসরঙ্গ তরঙ্গিত তারই সনে॥

কাপালিক। (কুমারীর প্রতি) প্রসাদ পান করো।

কুমারী। এ কি কুৎসিত সঙ্গীত! এ কি কুৎসিত নৃত্য! আমি এ কোন্ স্থানে এসেছি?

শিষ্য। (জনান্তিকে) প্রভু, সহজে হবে না—সহজে হবে না। বিভীষিকা প্রদর্শন করা যাক্।

কাপা। মাতার সহিত যমজ বালককে নিয়ে এসো। মাতৃহস্তে বালকের বক্ষঃ বিদারিত দেখুক, মন্ত্রপূত সেই শোণিতের ফোঁটা ললাটে দিলেই মুগ্ধ হবে। আর সেই চণ্ডাল-বালককে লয়ে এসে সম্মুখে বধ করো।

[জনৈক শিষ্যের প্রস্থান।

* ভারতে বৌদ্ধধর্ম্মের অবনতির সময় এইরূপ কুৎসিত-প্রকৃতি অনেক কপটাচারী বৌদ্ধ ভারতের নানাস্থানে প্রচ্ছন্নভাবে অবস্থান করিয়া জগতের অকল্যাণকর সাধনায় নিযুক্ত থাকিত।

(নৃত্য গীত চলিতেছে, এমন সময়ে মাতার সহিত যমজশিশু ও চণ্ডাল-বালককে লইয়া শিষ্যের পুনঃ প্রবেশ)

শিষ্য। নাও, চরণামৃত পান করো।

(যমজশিশু-মাতার চরণামৃত পানকরণ)

তোমার সন্তান রক্ষা হয় না, সেই নিমিত্ত প্রভু তোমার প্রতি কৃপা ক'রে এই যুগল সন্তান বলি গ্রহণ কর্‌বেন। এই যুগল শিশুর শোণিতে তোমার দেবতার ন্যায় পুত্র এই দণ্ডেই উদ্ভব হবে, সে পুত্রের কোন কালে ক্ষয় নাই। নাও, এই দুই ছুরিকা দ্বারা দুই শিশুর বক্ষঃ বিদীর্ণ করো। (চণ্ডালের প্রতি) এই নে ছুরী নে, গুরুদেবের সম্মুখে বক্ষের রক্ত দান কর্—চণ্ডালত্ব ঘুচে ব্রাহ্মণত্ব ও অমরত্ব লাভ কর্‌বি।

চণ্ডাল। না না, আমায় ছেড়ে দাও, আমি বুকে ছুরী মার্‌তে পার্‌বো না।

শিষ্য। খড়্গ দ্বারা বধ কর্‌বো ?

কাপা। না, তিষ্ঠ, অগ্রে এই কার্য্য সমাধা হোক্।

শিষ্য। (যমজ শিশু-মাতার প্রতি) নাও নাও, সন্তান বলি প্রদান করো।

কাপা। যুবতীকে অগ্রে আমার কোলে স্থাপন করো, নচেৎ যুবতী ভীতা হবে।

কুমারী। কি বিভীষিকা! এ যে অনাচারী ব্যভিচারী কাপালিক!

শিষ্য। (যমজ শিশু মাতার প্রতি) নে—বলি দে।

মাতা। না বাবা, আমার সন্তান না বাঁচে না বাঁচুক, আমি সন্তান বলি দিতে পার্‌বো না।

চণ্ডাল। ও বাবা! মেরো না—মেরো না—

কুমারী। (আকম্পিতা হইয়া) কপট সন্ন্যাসী, আমায় স্পর্শ করিস্ নে—

কাপা। প্রেয়সি, স্ত্রীলোকের মানা—উদ্দীপনা মাত্র।

কুমারী। মহাদেব—মহাদেব, রক্ষা করো—

(বেগে সনন্দনের প্রবেশ)

সনন্দন। ভয় নাই—ভয় নাই। (কাপালিকের প্রতি) আরে দুরাচার কাপালিক—

কাপা। কে ও? সন্ন্যাসী!—তোমার মস্তকের প্রয়োজন। (শিষ্যগণের প্রতি) বন্ধন ক'রে বধ করো।

সনন্দন। আমায় বধ ক'র্‌বে করো, এদের পরিত্রাণ দাও।

(সকলের উচ্চ হাস্যকরণ)

কাপা। বন্ধন ক'রে অগ্রে সন্ন্যাসীকে বধ কর।

(শিষ্যগণসহ শঙ্করাচার্য্যের প্রবেশ)

শঙ্কর। সন্ন্যাসীকে বধ করা নিতান্ত সহজসাধ্য নয় কাপালিক। (কমণ্ডলু হইতে জল নিক্ষেপ পূর্ব্বক) দুরাচারগণ, নিস্পন্দ হও।

(কাপালিক ও তৎশিষ্যগণের তদবস্থাপ্রাপ্তি হওন)

(সসৈন্যে সুধন্বারাজার সেনাপতির প্রবেশ)

সেনাপতি। এই যে, যতীশ্বর! আমরা মহারাজ সুধন্বার অনুচর, যতীশ্বর ভ্রমণে বহির্গত হয়েছেন, রক্ষার্থে আমরা প্রেরিত।

শঙ্কর। বীরবর, মহাদেবীই আমার রক্ষাকর্ত্রী। নরনাথকে আমার আশীর্ব্বাদ প্রদান কর্‌বে, আর আমার অনুরোধ জ্ঞাপন কর্‌বে যে, এই ব্যভিচারীদিগকে যেন ভারতবর্ষ হ'তে বহিষ্কৃত করেন। এদের বন্দী ক'রে লয়ে যাও।

(রাজসৈন্যগণ কর্ত্তৃক কাপালিক ও তৎশিষ্যগণকে বন্ধনকরণ)

(যমজ শিশু-মাতার প্রতি) মা, তোমার পুত্রদ্বয় শতবৎসর পরমায়ু লাভ কর্‌বে। (কুমারীর প্রতি) কুমারী জননি, অচিরে তোমার ইষ্টদর্শন হবে। (চণ্ডালের প্রতি) যুবক, তুমি কায়মনে ব্রাহ্মণ-সেবায় রত হও, তোমার চণ্ডালত্ব দূর হয়ে যোগি-গৃহে জন্ম হবে।

সকলে। জয় যতীশ্বর শঙ্করাচার্য্যের জয়!

শঙ্কর। সেনাপতি, এদের নিজ নিজ স্থানে লয়ে যাও।

[সশিষ্য শঙ্করাচার্য্য ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

বৎস, স্বচক্ষে অবলোকন কর্‌লে, কিরূপ অত্যাচার! শক্তিধর কুমারিলভট্ট বৌদ্ধগণের সম্পূর্ণ বিনাশসাধন কর্‌তে পারেন নাই। অনেকেই কৃত্রিম তপোবন নির্ম্মাণ ক'রে প্রচ্ছন্নভাবে অবস্থান কচ্ছে। এদের প্রক্রিয়া দ্বারা দানবীয় শক্তি লাভ হয়, সেই জন্য অনেক ভ্রান্ত জীব এই দুরাচারদিগের অনুগামী। এই দুরাচার-দমন ভার মহাদেব তোমাদের উপর স্থাপন ক'রেছেন

তোমরা সকলে মহাবাক্য গ্রহণ করো, বলো,
শিবোঽহং—শিবোঽহম্।
সকলে। শিবোঽহং—শিবোঽহম্।

(সকলের গীত)

মনোবুদ্ধ্যহঙ্কারচিত্তাদি নাহং,
ন শ্রোত্রং ন জিহ্বা ন চ ঘ্রাণনেত্রম্।
ন চ ব্যোম ভূমির্ন তেজো ন বায়ু-
শ্চিদানন্দরূপঃ শিবোঽহং শিবোঽহম্॥
ন পুণ্যং ন পাপং ন সৌখ্যং ন দুঃখং,
ন মন্ত্রো ন তীর্থং ন বেদা ন যজ্ঞাঃ।
অহং ভোজনং নৈব ভোজ্যং ন ভোক্তা,
চিদানন্দরূপঃ শিবোঽহং শিবোঽহম্॥
ন মে দ্বেষরাগৌ ন মে লোভমোহৌ,
মদো নৈব মে নৈব মাৎসর্য্যভাবঃ।
ন ধর্ম্মো ন চার্থো ন কামো ন মোক্ষ-
শ্চিদানন্দরূপঃ শিবোঽহং শিবোঽহম্॥
ন মৃত্যুর্ন শঙ্কা ন মে জাতিভেদঃ,
পিতা নৈব মে নৈব মাতা ন জন্ম।
ন বন্ধুর্ন মিত্রং গুরুর্নৈব শিষ্য-
শ্চিদানন্দরূপঃ শিবোঽহং শিবোঽহম্॥
অহং নির্ব্বিকল্পো নিরাকাররূপো,
বিভুর্ব্যাপী সর্ব্বত্র সর্ব্বেন্দ্রিয়াণাম্।
ন বা বন্ধনং নৈব মুক্তির্ন ভীতি-
শ্চিদানন্দরূপঃ শিবোঽহং শিবোঽহম্॥

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক।

কুমারিলভট্টের আশ্রম।

তুষানলে তনুত্যাগাভিলাষী তুষমঞ্চোপরি উপবিষ্ট
কুমারিলভট্ট, সম্মুখে প্রভাকর
প্রভৃতি শিষ্যগণ।

কুমারিল। যাই বৎস, তোমা সবে করিয়া কল্যাণ।
পূর্ব্বকৃত মহাপাপ-প্রা'শ্চিত্ত কারণ,
তুষানলে দেহত্যাগ বিধান কেবল।
শোক পরিহর, কর্ত্তব্যে না হও পরাঙ্মুখ।
প্রভাকর। প্রভু, অকৃতী এ অভাজনগণে,
বঞ্চনা করিছ কি কারণে!—
পাপ কি পরশে কভু এ দেব-শরীরে?
তবে কেন সঙ্কল্প দারুণ—
তুষানলে তনু সমর্পণ?
হেন কঠিন ব্রত কোন্ প্রয়োজনে?
সংসার আঁধার হবে তব অদর্শনে।
প্রভু, তব আজীবন কঠোর সাধনে
কর্ম্মকাণ্ড বেদের হয়েছে প্রবর্ত্তিত;
যোগ্যব্রত সংস্থাপিত পুনশ্চ ভারতে।
বিহনে তোমার—
কর্ম্মকাণ্ড লুপ্ত দেব হবে পুনর্ব্বার।
শিষ্য প্রতি তব স্নেহ জননীর প্রায়,
পুত্রগণ-মুখপানে চাহ করুণায়,
ক্ষান্ত হও মহাত্মন্, পুত্রের মায়ায়!
কুমারিল। চিন্তা দূর কর বৎসগণ!
ছিল যেবা প্রয়োজন শরীরধারণে,
সে কার্য্য হয়েছে সমাধান।
যন্ত্রমাত্র জেনো এ শরীর;
কার্য্য অবসানে কিবা যন্ত্রের আদর?
কর্ম্মকাণ্ড বিলুপ্ত না হবে কদাচন।
বেদবিধি উদ্ধার কারণ, হইয়াছে মহান্ উদ্ভব!—
বালসূর্য্য প্রায় তাঁর কিরণমালায়
দশদিশ প্রকাশিত।
মধ্যাহ্ন-মার্ত্তণ্ড-জ্যোতি যবে বিকশিবে,
ভ্রান্তি-তম কোথাও না রবে—
ভারতে হইবে পুনঃ উচ্চ বেদধ্বনি।
প্রভাকর। প্রভু, কেন হেন ছলনা এ দীনপুত্রগণে!
নির্ম্মল শরীরে দেব প্রায়শ্চিত্ত কিবা!
কুমারিল। জানো না জানো না বৎস পাপের প্রভাব!
একমাত্র নিরঞ্জন নির্ম্মল কেবল,
সমল সকলি আর এ তিন ভুবনে,
কেবল অপাপবিদ্ধ বিভু সনাতন।
শুন বৎস, যৌবন যখন,
বৌদ্ধগণে করিতে ছলনা—
করিলাম শিষ্যত্ব স্বীকার।
শিষ্যত্ব না করিলে গ্রহণ,
গুহ্য বৌদ্ধ-তত্ত্ব নাহি হব অবগত।
করি এই কপট আচার,
হইলাম জ্ঞাত বৌদ্ধ গুহ্য সমাচার;
করিয়াছি ব্যক্ত ব্যভিচার সে সবার।
সুধন্বা রাজার স্থানে পাইয়া আশ্রয়,
সাধিয়াছি বৌদ্ধের সংহার।
২য় শিষ্য। বিনাশিয়ে কপট-আচারী বৌদ্ধগণে
পাপস্পর্শ হইল কেমনে?

কুমারিল। যে হোক সে হোক বৎস, শিক্ষাদাতা যেই,
এক বর্ণ শিক্ষাদান যে জন করিবে,
গুরুপদবাচ্য সেই, শাস্ত্রের বচন।
বৌদ্ধনাশে স্পর্শিয়াছে গুরুবধ-পাপ।
অন্য মহাপাপ মম করহ শ্রবণ—
বেদ সত্য করিতে প্রমাণ,
বেদহীন বৌদ্ধবাদ খণ্ডন কারণ,
কোন এক বৌদ্ধ সনে রাজার সভায়,
আছিল সে বৌদ্ধ মম প্রধান শিক্ষক,
দৃঢ়পণে কহিলাম সবার নিকটে—
ঝম্প দিব গিরি-শৃঙ্গ হ'তে,
বেদ যদি সত্য হয়, রবে মম প্রাণ।
শৃঙ্গ হ'তে লম্ফদানে রহিল জীবন।
কিন্তু সংশয়ব্যঞ্জক বাক্য করি উচ্চারণ,
"বেদ যদি সত্য হয়"—হেন দ্বিধা ভাবে,
পাপস্পর্শে হইলাম একচক্ষু-হীন।
"যদি" বাক্য উচ্চারণে সংশয় বুঝায়;
সে মহাপাতকী, যার বেদেতে সংশয়।
দৃঢ়রূপে কর শেষ বচন গ্রহণ,—
সংশয় বুঝায় যাহে হেন বাক্য কভু—
বেদের সম্বন্ধে বৎস, করো না প্রয়োগ।
প্রিয় পুত্র তোমরা আমার,
অন্তকালে কর দেহে অগ্নি-সংস্কার।

প্রভাকর। প্রভু, মার্জ্জনা করুন, সন্তানগণকে এ কঠোর আজ্ঞা প্রদান করবেন না।

কুমারিল। দেখ বৎস, পাপ-তাপ তীব্র কি প্রকার!
পাপানল দেহ দহে দেখহ আমার।

(অকস্মাৎ কুমারিল ভট্টের দেহে অগ্নি উদ্দীপ্ত হওন)

শিষ্যগণ। প্রভু কি করলেন—হায় হায়, কি হলো!

কুমারিল। রোদন সংবরণ করো, আমার ধৈর্য্যচ্যুতি ক'রো না। প্রভু, কোথায় তুমি! এখনো তো দর্শন দিলে না? এখনি তো দেহ-যন্ত্র ভস্ম হবে, আর কিরূপে তোমায় দর্শন করবো! কই প্রভু,—এখনো তো দয়া হলো না! এই যে, এই যে দয়াময় কৃপা ক'রে উদয় হয়েছেন!

(শিষ্যগণসহ শঙ্করাচার্য্যের প্রবেশ)

শঙ্কর। অহো ধৈর্য্য—অহো তেজ!

কুমারিল। প্রভু, আজ্ঞা দেন, অনলে দেহ আহুতি প্রদান করেছি—পূর্ণাহুতি হ'লে তোমায় দর্শন ক'রে স্বস্থানে গমন করি।

শঙ্কর। বাক্য মম ধর তেজীয়ান্!
মতিমান্ হও হে সম্মত,
যোগবলে করি তোমা যৌবন প্রদান,
পূর্ণ-অঙ্গ দেহ লাভ করিবে এখনি।
চিত্ত তব অনুতপ্ত পাপে,
'তত্ত্বমসি' বাক্যে তাপ হইবে নির্ব্বাণ।
তুলা যথা অগ্নি-পরশনে,
জ্ঞানাগ্নিতে সে প্রকার দগ্ধ পাপচয়।
মহাবাক্যে দেহে পাপ না রহিবে আর।
হে ধীমান্ কর মোরে সম্মতি প্রদান।

কুমারিল। মহাভাগ, অবসান কার্য্য এ সংসারে,
তবে আর পঞ্চভূত-নির্ম্মিত বিকার
সহিবারে কহ দেব কোন্ প্রয়োজনে?
মায়াধীশ তুমি প্রভু, তবু যোগীশ্বর,
মায়ার প্রভাব কি প্রকার
দেখ দেব মানব-শরীরে!
মহামায়া কাঁদে, ব্রহ্ম তায় কাঁদে,
মুক্ত কর দারুণ বন্ধনে।
যাই নিজ ধামে, করিয়াছি আদেশ সাধন;
লভিতে পরম দেহ আজ্ঞা দেহ দাসে।
অভ্যুদয় তব জ্ঞান করিতে প্রচার;
লয়েছ অদ্বৈতবাদ স্থাপনের ভার,
তাহে নাহি হবে তব মোরে প্রয়োজন।
মণ্ডন নামেতে সুধী মিশ্রকুলোদ্ভব,
কর্ম্মকাণ্ড অধ্যয়ন করি মম স্থানে,
কর্ম্মিশ্রেণী-মাঝে সেই আচার্য্য প্রধান,
গার্হস্থ্যের প্রবর্ত্তক, নিবৃত্তিতে অনাদর তার।
পরাজয় কর প্রভু তায়
শুদ্ধতত্ত্ব 'তত্ত্বমসি' জ্ঞান করি দান,
জ্ঞানকাণ্ড-মাহাত্ম্য প্রকাশ' যতীশ্বর!
জ্ঞানলাভে কর্ম্মকাণ্ড আশ্রয় কেবল।
মুক্তিপ্রদ কর্ম্ম কভু নহে,
কর্‌হ ত্রাণ—
মিশ্রে করি 'তত্ত্বমসি' দিব্যজ্ঞান দান।

শঙ্কর। কহ ধীর, কোথা সেই মিশ্রের আশ্রম,
কোন্ মহাশয় সেই জন,
কিবা কার্য্য সিদ্ধ হবে পরাজয়ি তারে?
মম সহ দ্বন্দ্বে বা কি হেতু প্রবেশিবে,
বেদ-দ্বন্দ্বে মধ্যস্থ কে হবে?
জয়-পরাজয় কেবা করিবে নির্ণয়?

কুমারিল। রেবাতটস্থিত মাহিষ্মতীপুরবাসী।
পরাজয়ে তার, হবে তব মহাকার্য্যোদ্ধার,
প্রধান অদ্বৈত-পন্থা মানিবে সকলে।
শাস্ত্র-দ্বন্দ্ব তব সনে বাধিবে যখন,
মধ্যস্থ স্বীকার ক'রো পত্নীরে তাহার ;
সরস্বতী শাপগ্রস্তা হয়ে ব্রহ্মলোকে
মিশ্র-প্রণয়িনীরূপে আছেন ভূতলে।
দম্পতীর পরাজয়ে মানিবে বিস্ময় ;
মোক্ষলুব্ধ যথা যেই সাধু সদাশয়,
আদরে অদ্বৈত-পন্থা করিবে আশ্রয়।
কহি শুন মণ্ডনের আবাস-লক্ষণ,—
তথা বেদমন্ত্রগান করে পক্ষিগণ,
কর্ম্ম হেতু পুনঃ পুনঃ বেদ উচ্চারণে
বেদবাক্য শিখিয়াছে বন্যপক্ষিগণে।
যজ্ঞধূম সতত উত্থিত সেই পুরে,
কার্য্য সিদ্ধ হবে বশে আনি কর্ম্মবীরে।
যাবৎ এ পাপ-তনু ভস্ম নাহি হয়,
কৃপায় এ স্থানে তিষ্ঠ দেব দয়াময় !
(শিষ্যগণের প্রতি)
শুন মম প্রিয় শিষ্যগণ
ত্রাণকর্ত্তা হের, কর আশ্রয় গ্রহণ।

শঙ্কর। ভট্টরাজ, বলো—শিবোঽহম্—

কুমারিল। (শিষ্যগণের প্রতি) মহাবাক্য গ্রহণ করো, বলো—শিবোঽহং শিবোঽহম্—

সকলে। শিবোঽহং শিবোঽহম্।

(সকলের গীত)
মনোবুদ্ধ্যহঙ্কারচিত্তাদি নাহং ইত্যাদি।

তৃতীয় অঙ্ক।

—:*:—

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

বনপথ।

উভয় পার্শ্বে তাল, নারিকেল ও খর্জ্জুরবৃক্ষশ্রেণী।
(কাতালহস্তে জনৈক শিউলীর প্রবেশ)

শিউলী। (একটি তরুর প্রতি লক্ষ্য করিয়া) এই-বার তোকে দেখ্‌ছি, তুই খুব বেহায়া, আবার খুব পালা ছেড়েছিস্। আয়, মাথা নামা। (তরুর মস্তক অবনতকরণ ও শিউলীর পালা কর্ত্তন) কেমন, আবার পালা ছাড়্‌বে? এই কাতান আমার কাছেই রইলো, যা—ঘাড় তোল্।
[মস্তকত্যাগ ও তরুর পূর্ব্বাবস্থাপ্রাপ্তি।
পালা কটা গুছিয়ে নিই, মাগী রাঁধ্‌বে।

(শঙ্করাচার্য্যের প্রবেশ)

শঙ্কর। (স্বগত) কি আশ্চর্য্য বিদ্যা, এঁর নিকট বিদ্যা গ্রহণ করি। (প্রকাশ্যে) প্রভু, অকিঞ্চনের প্রতি কৃপাকটাক্ষ করুন।

শিউলী। আরে কে রে? তুই কাকে বল্‌ছিস্? এই মড়াগাছটা দেখে বুঝি বামুন ঠাওরালি? তোদের গাঁয়ে বুঝি বামুন নাই, পৈতে চিনিস্ নি? তোদের গাঁ-খানি তো বেশ, বামুনের দৌরাত্মি নাই! আমাদের এখানে বামুনে হাড় জ্বালিয়ে খায়,আর যেগুলো জটা রাখে—সেগুলো ডাকাত। ছোটলোকের ঘরে বউ-ঝি বা'র করে রে—বউ-ঝি বা'র করে। তোদের গাঁখানি বেশ, বামুন নেই বেঁচেছিস্।

শঙ্কর। প্রভু, আমার প্রতি কৃপা করুন।

শিউলী। আ গেল যা, আমি বল্‌চি—আমি বামুন নই। বামুন দেখ্‌বি তো চ,—দেখাই গে। তোর কাঁথাকে কাঁথা কেড়ে নিবে। আমি তাই ভয়ে বামুনের ছাঁই মাড়াই নি। আর যদি জোয়ান বউ-ঝি দেখেছে তো অম্‌নি নোলা সক্‌সকিয়েছে। বউ-ঝিরা রাত ক'রে সব জলকে যায়, নইলে টেনে নিয়ে চ'লো। মদ খাওয়ালে, জবা ফুল পরালে, এই এমন বাধায়ের বাধারে এই বামুনগুলো। * [বুঝ্‌লি—জাত-জন্ম আর রাখে নি।

শঙ্কর। আপনার বিদ্যা আমায় দান করুন।

শিউলী। আরে ওই—এ কোন্ গাঁয়ের ছেলেটা! আমার সাত পুরুষে ল্যাখাপড়া করে নি। যদি বিল্তে চাস্, একটা বামুন দেখে ধর্‌গা যা, তবে জল তুলিয়ে নিবে, কাট কাটিয়ে নিবে। আর দেখ্, তোর বাড়ীতে যদি তোর বুন-টুন থাকে, দেখাস্ নি—দেখাস্ নি, জবার মালা গলায় দি জাত খাবে। এই তো তোকে বলুনু, বামুন দেখেছি কি বউ-ঝি সরিয়েছি। আর আমরা তো

পদে আছি, চাঁড়ালগুলোর বউয়ের ভাত খাবে, সদ্য ছেলেটা দুটো পিঁড়ের মাঝে ফেলে চেপে মারবে, শুকিয়ে তার উপর ব'সে মদ খাবে, বল্‌বে পদ্মে ব'সে মধু খাচ্চে।] * বিচ্ছু বেটারা যেন কেলে ভোম্‌রা, আর জোয়ান চাঁড়াল রাত ভিতে দেখেছে কি ঠেঙ্গিয়ে মেরেছে।

শঙ্কর। শিব—শিব—শিব! কি অত্যাচার! দেব দেব, শক্তি প্রদান করুন, এই বামাচার দমন করি। বেদদ্বেষী বৌদ্ধ, মানব অহিতকর কুৎসিত শক্তি-অর্জ্জনের জন্য এইরূপ কুৎসিত আচারে প্রবৃত্ত হয়।

শিউলী। তুই কি চাঁড়াল? তো স'রে যা। জোয়ান চাঁড়াল মেরে হাড় বেছে নিয়ে মালা বানায়, আবার মদে ডুবিয়ে রাখে।

শঙ্কর। প্রভু, দয়া করুন, আমি আপনার শরণাগত।

শিউলী। তুই রস-টস্ খাস্ না কি? তা আয়—তোরে ঠোঙা ক'রে ঢেলে দেবো। আর রসুই হ'চ্চে, দু'গরাস খেয়ে নিস্ তো খেয়ে নিবি।

শঙ্কর। প্রভু, আমি এ সকল প্রার্থী নই।

শিউলী। তুই কি শিউলীর ছা? আমার কাস্তে-খানা নিবি?

শঙ্কর। না, আপনি যে মন্ত্রে বৃক্ষের মস্তক অবনত কল্লেন, আবার পূর্ব্ববৎ হ'তে আদেশ দিলেন, সেই মন্ত্র আমায় প্রদান করুন।

শিউলী। ও! তুই দেখেছিস্ না কি? মাগী বুঝ্‌তে নারে, ওই ভরে তো রাত ক'রে কামাতে আসি। কেউ যদি দেখে তো ব'ল্‌বে ভুতুড়ে মন্ত্র শিখেছে। বাম্‌নাগুলো ধ'রে নিয়ে গিয়ে বলি দেবে।

শঙ্কর। দিন প্রভু, আমায় কৃপা ক'রে মন্ত্র দিন।

শিউলী। তুই কি শিউলীর ছা?

শঙ্কর। না বাবা, আপনার দাস—আপনার পুত্র।

শিউলী। ওরে পরাণটা জুড়িয়ে দিলি রে! আমার ঘরে 'বাবা' বল্‌বার ছ্যালো, সেটা যমে নিয়েছে। ভাখ্, মন্ত্র তোরে শিখুচ্চি, যত দিন এ গাঁয়ে থাক্‌বি, এক একবার আমায় বাবা বল্‌বি, আর তা না বলিস্—মাগীকে এক একবার মা বলিস্। মাগী ব্যাটাটার জন্যে বড় কাঁদে জানিস্! তোর চাঁদমুখে মা বাক্যি শুন্‌লে তার মনটা একটু সামাই খাবে। আয়, মন্ত্র দিবো।

[উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

মণ্ডন মিশ্রের বাটী।

মণ্ডন মিশ্র ও উভয়ভারতী।

মণ্ডন। বিরক্ত ক'রে তুলেছে—বিরক্ত ক'রে তুলেছে। কোথা হ'তে এক সম্প্রদায় শাস্ত্র-জ্ঞানহীন পাষণ্ডেরা এসেছে, পরিচয় দেয় সন্ন্যাসী, মূঢ়েরা অবগত নয় যে, কলিতে সন্ন্যাস নিষেধ।

এরূপ সন্ন্যাসগ্রহণ তো কলিতে বিধি আছে?

মণ্ডন। কে বলে বিধি আছে?—তারা বেদার্থ বোঝে না, সেই জন্য বলে বিধি আছে। আর সন্ন্যাসপন্থা, বিধি থাক্‌লেও সে পন্থা-গ্রহণ কদাপি উচিত নয়। তারা এক প্রকার বৌদ্ধের ন্যায় নাস্তিক, কর্ম্মকাণ্ড যাগযজ্ঞের প্রতি আস্থাহীন। ঈশ্বর, জ্ঞান, এই সমস্ত অযৌক্তিক বাক্য সর্ব্বদাই আলোচনা করে। ভগবান্ জৈমিনি মীমাংসা-শাস্ত্রে দৃঢ়রূপ প্রতিপন্ন করেছেন, মন্ত্ররূপ ঈশ্বর ব্যতীত "ঈশ্বরো নাস্তি।"

উভয়। তুমি বুঝি আজ তর্ক কর্‌তে পণ্ডিত পাও নি, তাই আমার সঙ্গে তর্ক কর্‌তে এসেছ?

মণ্ডন। এক প্রকার যথার্থই অনুমান করেছ।

উভয়। কেন—এত লোকের সঙ্গে বক্ বক্ ক'রে মন ঠাণ্ডা হ'ল না?

মণ্ডন। আরে নাও, একটা যুক্তি খণ্ডন কর্‌বার শক্তি কারো নাই, তাদের সঙ্গে তর্ক ক'রে কি তৃপ্তি হয়?

উভয়। না, আমায় মার্জ্জনা করো, আমি তোমার সঙ্গে ব'সে সমস্ত রাত বকাবকি কর্‌তে পার্‌ব না। কল্য তোমার পিতৃশ্রাদ্ধ, ভোরেই আয়োজন কর্‌তে হবে।

মণ্ডন। কি অযৌক্তিক কথা সব বল্লে, শুনে তুমি হাস্য সংবরণ কর্‌তে পার্‌বে না। আরে মূর্খ, অযৌক্তিক কথা কি মণ্ডন মিশ্রের সঙ্গে চলে! ঈশ্বর ফলদাতা, এ অযৌক্তিক কথা শিষ্যকে বোঝা গে যা। নিত্য প্রত্যক্ষ দেখে কর্ম্মফল মানে না, একটা ঈশ্বর এনে ফলদাতা উপস্থিত করে। আরে মূর্খ, অগ্নিতে হস্তক্ষেপ কর্‌লেই দগ্ধ কর্‌বে। কর্ম্মফল প্রত্যক্ষ, যুক্তিসাপেক্ষ নয়। যা প্রত্যক্ষ, তার বৈপরীত্য যুক্তির দ্বারা প্রমাণ কর্‌বার প্রয়াস পায়।

উভয়। একটু স্থির হও ঠাকুর, আমি তো আর তর্ক কচ্ছি না যে,তুমি আমার কাছে হাত-মুখ নাড়চ।

মণ্ডন। আঃ, শোনো না—শোনো না—কথাটাই শোনো না, আমি ভগবান্ জৈমিনি হ'তে শ্লোক উদ্ধৃত ক'রে একেবারে শঙ্করকে নিরস্ত করলুম।

উভয়। আর বলায় কাজ নাই—থামো।

মণ্ডন। তুমি বড় স্বার্থপর। এই তুমি যখন গণনাদি করো, আমি তোমার আনন্দের নিমিত্ত তোমার নিকট গিয়ে সে সকল আলোচনা করি। আর আমি আমোদ ক'রে বলতে এসেছি, তুমি আমার তর্কের কথা শোনো না। আজ হ'তে আমার প্রতিজ্ঞা,তোমার গীতও শুনবো না.বীণা-বাদ্যও শুনবো না, তোমার অঙ্কবিচারও দেখবো না। হ্যাঁ, আমি এমন মিশ্র নই, আমার এক কথা, তখন বুঝবে। হ্যাঁ—আমোদ ক'রে বলতে এসেছি, উনি শুনবেন না, কেন বল দেখি?

উভয়। তুমি আমার বীণা না শোনো নেই শুনবে, আজ আমি তোমার তর্ক শুনবো না।

মণ্ডন। তবে যাও, আমার মন্দাগ্নি হয়েছে,আজ আমি আহার করবো না। কাল পিতৃ-শ্রাদ্ধ, চণ্ডী-মণ্ডপে গিয়ে শয়ন করি।

উভয়। না না, রাগ ক'রো না, শুনবো বই কি, তুমি জলযোগ করতে করতে বলবে, আমি শুনবো।

মণ্ডন। যাচ্ছি—যাচ্ছি. শোনো না; শোনো না—

উভয়। এসো এসো, সব প্রস্তুত, নষ্ট হবে।

মণ্ডন। উদর এক মহা বিঘ্ন, ভগবান্ জৈমিনি উদরের দৌরাত্ম্যে কেন অভিসম্পাত প্রদান করেন নি, আমি তাই ভাবি।

উভয়। এসো এসো—

মণ্ডন। অতি মূঢ়ের ন্যায় কথা, কর্ম্মফল প্রত্যক্ষ—

[মণ্ডন মিশ্রের হস্তধারণ পূর্ব্বক টানিয়া লইয়া উভয়ভারতীর প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

শিউলী-পল্লীর অপরাংশ।

শিউলিনী উপবিষ্টা ও সম্মুখে তৎপ্রতিবেশিনীগণ।

প্রতিবেশিনী। সর্দ্দারণী, তুই ইখানকে ব'সে ব'সে কান্বি? আহা! কেনে কি কর্‌বি! যা ঘরকে যা।

শিউলিনী। আমার ঘর আর কোন্ খানকে মা! আমার ঘর যে আঁধার হয়ে গিয়েছে।

প্রতিবেশিনী। তা মা, সাঁজ হয়ে এলো, ইখানকে ব'সে কি কর্‌বি? যা, সর্দ্দার খেটে আসবে, তার খাওয়া-দাওয়া দেখ্‌বি নি?

শিউলিনী। আর মা, সে কি মুণ্ডে ভাত দেই, আমি যে তার ডরে ঘরকে কানি নি, বুকে পাথর বেঁধে থাকি, আমাকে কান্‌তে দেখ্‌লে সে ভেউ ভেউ ক'রে কানে, তাই ইখানকে কান্‌তে এনু। আমার সে চাঁদা গিয়েছে, আমার পরাণটা এখনো রয়েছে! এতক্ষণকে সে পালা কুড়িয়ে ঘরকে আস্‌তো, খাবার নেগে হুজ্জুত কর্‌তো, বড় বান্দেরে ছ্যালো, বল্‌তো খাল হয় নি, নুন হয়নি, গোসা কর্‌তো; আমি ভুলিয়ে ভালিয়ে মুখে খাবার দিতুম। এই কাল পাড়্‌ছে, এই পালা কাট্‌ছে, এই হ্যাতা-সেথা দৌড়ুচ্ছে, এই মা ব'লে ঘরকে আস্‌ছে। মিন্সেকে কাজে যেতে দিতো নি, বল্‌তো—"কেনে—এখন আমি ডাগর হয়েছি, আমি গাছে ভাঁড় বান্‌বো, হাটকে গিয়ে রস বেচ্‌বো।" মোর হাত থেকে ঘোঁটন-কাটী নিয়ে বল্‌তো—"গুড় বনাবো।" আমার সে চাঁদা ব্যাটাকে যমে নিলে মা—যমে নিলে! যাবার সময় বল্লে, দু'চক্ষে জল গড়ুচ্ছে, বল্লে—"মা আমায় রাখ্‌তে নার্‌বি। তোরা মোর ছাতিতে পা টা দে, আমার পরাণটা জুড়ুক!" মিন্সের নেগে ঘরকে থাকি মা—নইলে এক বিষ দিয়ে চ'লে যেতুম!

প্রতিবেশিনী। তা সর্দ্দারণী, কেনে কি কর্‌বি! পোড়ার মুণ্ডো যম, ঘর-ঘর কাঁদাচ্ছে। নে ওঠ্—ঘরকে যা, আবার মিন্সে এসে চ'ড়ুবে।

শিউলিনী। যাই মা, ঘর তো নয় মা, আমার বন পারা ঠেকুচে।

(শঙ্করাচার্য্যকে লইয়া শিউলীর প্রবেশ)

শিউলী। ওরে মাগী, দেখ্ দেখ্—কারে সাথে নিয়ে এসেছি দেখ্! আঁখ মেলে দেখ্, দেখে পরাণটা জুড়ুবে!

শিউলিনী। আহা! কার ছা রে কার ছা?

শঙ্কর। মা, আমি তোমার ছেলে।

শিউলিনী। ও বাছা! আমায় মা ব'লে ডেকো নি,

আমি রাক্ষসী, আমায় মা বলা সয় নি! আহা, পরের বাছা, আমায় মা বলো নি?

শঙ্কর। কেন মা, তুমি আমার মা, তোমায় কেন মা বল্‌বো না?

শিউলিনী। ওরে বাছমণি—যাছমণি—বাপ্‌ধন—আমার চাঁদাধন, আয় আয় ঘরকে আয়, আমার আঁধার ঘর আলো কর্‌বি।

শিউলী। মাগী মাগী,—চাঁদা, চাঁদ-মুখে আমায় বাপ্‌ বলেছে!

শিউলিনী। আয় চাঁদা আয়, ঘরকে বস্‌বি আয়।

প্রতিবেশিনী। (স্বগত) আহা, কার বাছা রে—আহা, কি চাঁদপারা ছেলেটি রে! মা বাক্যিতে মাগীর পরাণটা জুড়ুলো!

(শিউলী-বালকগণের প্রবেশ)

১ম বালক। সর্দ্দার মারি—সর্দ্দার মারি! এ কি নূতন চাঁদা দাদা এসেছে?

শঙ্কর। হ্যাঁ ভাই, আমি তোমাদের চাঁদা দাদা।

বালকগণ। বাঃ বাঃ, বেশ নূতন চাঁদা দাদা!

১ম বালক। চাঁদা দাদা, তুমি খেলাও?

শঙ্কর। হ্যাঁ।

২য় বালক। তুমি নাচো?

শঙ্কর। হ্যাঁ।

৩য় বালক। তুমি মোদের আদর ক'র্‌বে?

শঙ্কর। তোমরা যে আমার ভাই, আদর কর্‌বো না?

বালকগণ। বাঃ বাঃ বাঃ!

শিউলিনী। আয় আয়, তোরাও তোর চাঁদা দাদার সঙ্গে চল্‌, আমি ফুল্‌কো বানাবো, তোরাও এক এক গাল খাবি।

(বালকগণের গীত)

বাঃ বাঃ বাঃ—নূতন চাঁদা দাদা নিয়ে খেল্‌বো।
নেচে নেচে বাটে চল্‌বো—দুল্‌বো—হেল্‌বো॥
খেল্‌বো ছুটাছুটি, খেল্‌বো ধুলালুটী,
খেল্‌বো ঝুলঝাঁপ্‌, খেল্‌বো তুড়িলাফ্‌,
চাঁদাকে কাঁধে নিব, কাঁধে চাপ্‌বো।
চাঁদা দাদা নিয়ে, গাব তালি দিয়ে,
লতার দোলায় ব'সে দুল্‌বো॥

[বালকগণের গান গাহিতে গাহিতে প্রস্থান।

(জনৈক পণ্ডিতের প্রবেশ)

পণ্ডিত। হেথায় কোথায় নীল জবা, মণ্ডন মিশ্রের যেমন আক্কেল—শিউলীপাড়ায় নীলজবা—দুর্ল্লভ পুষ্প তাঁর জন্য এখানে ফুটে থাক্‌বে! আরে! ওই শিউলী ছোঁড়াগুলো কাকে বেষ্টন ক'রে নৃত্য ক'চ্ছে? মুণ্ডিত মস্তক, গৈরিক বস্ত্র পরিধানে, এ তো দেখ্‌ছি একজন সন্ন্যাসী বালক, রহস্যটা কি দেখ্‌তে হ'লো।

[প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

শঙ্করাচার্য্যের আশ্রম।

শঙ্করাচার্য্য ও সনন্দন।

সনন্দন। অদ্য মণ্ডনের পিতৃশ্রাদ্ধ, দ্বারবানেরা কদাচ প্রবেশ কর্‌তে দেবে না। সন্ন্যাসী মস্তক মুণ্ডন পূর্ব্বক নিজের পিণ্ড নিজে দান করে, সে নিমিত্ত গৃহে শব থাকায় যেরূপ কার্য্য পণ্ড হয়, সন্ন্যাসীর আগমন সেইরূপ বিঘ্নকর, গৃহস্থের ধারণা। সেই হেতু পিতৃশ্রাদ্ধে সন্ন্যাসীর দ্বারস্থ হওয়ার প্রতি মণ্ডনের বিশেষ নিষেধ। আর শুন্‌লেম, মণ্ডন মিশ্র উগ্রস্বভাব। আপনার আগমনে কার্য্য পণ্ড হ'লে আপনাকে অপমানিত কর্‌তে পারেন।

শঙ্কর। বৎস, মহাদেব মহাদেবী দিয়াছেন ভার,
দেবকার্য্য করিব উদ্ধার,
ইথে বিঘ্ন কদাচ না হবে।
স্নেহময়ী জননী যেমতি
রাখেন সন্তানে বক্ষে করিয়ে ধারণ,
সেইমত জগন্মাতা এ দীন সন্তানে
মহাশক্তি আবরণে রক্ষেন সতত।
দেবকার্য্যে বিঘ্ন অসম্ভব!
করিয়াছি বিদ্যালাভ গুরুর প্রসাদে,
যেই বিদ্যাবলে
মণ্ডনের গৃহ-পার্শ্বে নারিকেল তরু
করি মোরে মস্তকে ধারণ
মণ্ডন-প্রাঙ্গণ-মাঝে করিবে স্থাপন।
চিন্তা ত্যাগ কর' মতিমান্‌,
মহামায়া প্রসন্ন সন্তানে,—
পুত্র তার কুত্রাপি না পাবে পরাজয়।

পরম পণ্ডিতগণ হ'লে সম্মুখীন,
বিদ্যা তার মহামায়ী করেন হরণ ;
সেই হেতু সর্ব্বত্র বিজয়, মম শক্তি-বলে নয়;
অজেয় জগতে আমি মায়ের প্রভাবে।

সনন্দন। বুদ্ধিশক্তিহীন এই দীন দাস তব,
সন্দেহ-ঝটিকা করে আলোড়িত হৃদি।
শাস্ত্র-তর্ক হৈল তবে ব্যাসদেব সনে ;
তাহে মম জন্মেছে ধারণা,
মীমাংসা সম্ভব নহে তর্ক-বলে কভু।
শাস্ত্রজ্ঞান-লাভে তব কিবা প্রয়োজন ?
প্রত্যেক দর্শনশাস্ত্র ঋষি-বিরচিত,
কিন্তু দর্শন বিরোধী পরস্পর ;
এ বিরোধে আকুল অন্তর মম।
যদিও চরণাশ্রিত সন্তান তোমার,
তথাপি সন্দেহ মনে হয় নিরন্তর,
ব্রহ্মজ্ঞান অর্জ্জন কিরূপে হবে মম,
প্রত্যক্ষ কিরূপে হবে সত্যের মূরতি !

শঙ্কর। বৎস, স্থিরচিত্তে করহ শ্রবণ,
তর্কযুক্তি শক্তিহীন সত্য-নিরূপণে—
তর্কে তাহা হয় নিরূপিত ;
তর্ক-বুদ্ধি-নাশ হেতু তর্ক প্রয়োজন
শুন বৎস,
যে কারণ হইয়াছে দর্শন রচনা।
মানব-কল্যাণ হেতু মহাঋষিগণ,
যে সময় মানবের অবস্থা যেমন,
করেছেন উপযোগী দর্শন রচনা।
বেদমর্ম্ম-বর্জ্জিত কুতর্করত জন—
নিরাস কারণ, দর্শনের প্রয়োজন।
নির্ম্মল হৃদয়ে হয় সত্যের উদয়,
সত্যমূর্ত্তি নাহি হয় দর্শনে দর্শন !

সনন্দন। মস্তিষ্ক ঘূর্ণায়মান দাস অকিঞ্চন,
বিমল অদ্বৈতপন্থা বুঝিতে না পারি,
জ্ঞানদাতা, করো জ্ঞান দান।

শঙ্কর। বৎস ! অস্তি, ভাতি, প্রিয়—
এই মহা বাক্যত্রয়ে,—
সমুদয় বেদার্থ স্থাপিত।
বিদ্যমান পরব্রহ্ম, নিত্য সপ্রকাশ,
প্রিয় তিনি,—এই সার জ্ঞান।
এই মহা সত্যের আভাস
যে মুহূর্ত্তে পাইবে হৃদয়ে,
অরুণ-উদয়ে যথা হয় তমোনাশ,
সেইক্ষণে হবে তব সন্দেহ দূরিত।
'ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে * সংশয়াঃ'
হয় বৎস জ্ঞানের প্রভায়।
অস্তি, ভাতি, প্রিয়—মহা আলোক-প্রভাবে
আলোকিত হয় হৃদিস্থল।
তর্কযুক্তি দার্শনিক মীমাংসা সকল
স্থান নাহি পায়,
এক জ্ঞানে বহু জ্ঞান-ক্ষয়।

সনন্দন। প্রভু ! ব্রহ্ম অস্তি, সপ্রকাশ,
প্রিয় বস্তু সেই,—
তিনি আমি দ্বৈত বোধ, অদ্বৈত কিরূপে ?
এক জ্ঞান জন্মিবে কেমনে—
তিনি আমি ভেদ বস্তু-জ্ঞানে ?

শঙ্কর। ধীরভাবে কর বৎস, মন সন্নিবেশ,
আমা হ'তে প্রিয় আর কি আছে আমার ?
পুত্র পরিবার—প্রিয় বস্তু যা আছে সংসারে,
প্রিয় তাহা আমার বলিয়ে।
ব্রহ্মবস্তু প্রিয় মম আমার সমান,
জন্মিলে এ জ্ঞান—
আমি তিনি ভেদ নাহি রহে,
প্রিয় জ্ঞানে এক জ্ঞান জন্মে ব্রহ্ম সনে।
এই প্রিয় জ্ঞানে ক্ষুদ্র অহম্ বিনাশ,
ক্ষুদ্রত্ব ত্যজিয়া হয় অসীম অহম্!
ব্রহ্মজ্ঞানে বিলুপ্ত অহম্,
উদয় সোহং-ভাব অহং-বর্জ্জনে !
মনোবুদ্ধি অহঙ্কার লয় সমুদয়,
আত্মজ্ঞানে অবস্থান ক্ষুদ্রাহং-ক্ষয়ে।
সাধন-সাপেক্ষ এই মহা জ্ঞানার্জ্জন,
সাধন-নিবৃত্তি,—তেঁই সন্ন্যাস-গ্রহণ।

সনন্দন। নিবৃত্তি সাধন যদি এই জ্ঞানার্জ্জনে,
তবে কেন আমা সবে দেন কার্য্যভার ?
কি হেতু বা কার্য্যভার করেন গ্রহণ ?
মণ্ডনের সনে বাদ কিবা প্রয়োজন ?

শঙ্কর। দেহধারী মাত্র বৎস মায়ার অধীন।
মায়া, কার্য্যে নিয়োগ করিছে নিরন্তর।
সদসৎ কার্য্য দ্বিপ্রকার।
অসৎ কার্য্যেতে জ্ঞান করে আবরিত,
কার্য্য ক্ষয় হয় সৎকার্য্য অনুষ্ঠানে।
সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কার্য্য বিদ্যাদান,

যে কার্য্য-প্রভাবে,
অবিদ্যা-বিনাশে হয় মহা বিদ্যার্জ্জন।
রহ সবে ভ্রাতৃবৃন্দ একত্র আশ্রমে,
চিন্তা কর দূর—
করিবে মণ্ডন মম শিষ্যত্ব গ্রহণ।

[উভয়ের প্রস্থান।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক।

পথ।

উগ্রভৈরব ও গণপতি।

গণপতি। দেখো গুরুজি, তোমার জন্মে যে প্রকৃতি বাগিয়ে রেখেছি, যদি তুমি হাত করতে পার।

উগ্র। কোথায়—কোথায়?

গণ। দেখ গুরুজি, দেখ্‌লেই তোমার মুণ্ড ঘুরে যাবে।

উগ্র। বটে বটে—কোথায় বল্ দেখি?

গণ। এই সহরেই বেড়াতে দেখেছি, সে এলো ব'লে।

উগ্র। তবে কোন সামান্যা বনিতা।

গণ। না গুরুজি—না, পিরীতবাজ—পিরীতের জন্মে মরা। মনের মানুষ পায় না ব'লে কেঁদে বেড়ায়।

উগ্র। তবে যোগাড় করো বাবা—যোগাড় করো।

গণ। যোগাড় কি আমার কর্ম্ম গুরুজি? তা হ'লে তো আমি বাগিয়ে নিতুম। বাগিয়ে তোমায় নিতে হবে।

উগ্র। তার কিছু আছে টাছে?

গণ। আছে না আছে, কেমন ক'রে জান্‌বো গুরুজি? অষ্টালঙ্কার-ভূষিতা! সে দিন গজ-গমনে আমার সাম্‌নে ঝম্-ঝম্ ক'রে চ'লে গেল, আমি হুমড়ি খেয়ে পড়্‌তে সাম্‌লে গিয়েছি। (অদূরে মহামায়াকে দেখিয়া) ঐ—ঐ—

উগ্র। আহা হা! দেখ শিষ্য, আমি একটি ফুল পড়ে দেবো, তুমি যোগাড় ক'রে ঐ ফুলটি ওর নাকের গোড়ায় ধর্‌তে চাও।

গণ। সে খুব সোজা, এ দিকে খুব মোলায়েম মেয়েমানুষ।

উগ্র। তুই আলাপ করেছিস্ না কি—তুই আলাপ ক'রেছিস না কি?

গণ। খুব আলাপী—ইয়ার মেয়েমানুষ, আমার সঙ্গে যেচে আলাপ করেছে।

(অবিদ্যারূপিণী মহামায়ার প্রবেশ)

মহা। কি হে ছোকরা—কি দেখ্‌ছ?

গণ। গুরুজি, এগোও, পাল্লা দাও।

মহা। উনি তোমার কে? গুরুজী না কি? এগিয়ে আসুন না।

উগ্র। এগিয়েই তো আছি—এগিয়েই তো আছি, এই তোমার প্রতীক্ষায় দাঁড়িয়ে আছি।

মহা। আমিও তোমার জন্মে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছি। তোমার মতন লোক পেলে আমি প্রেম ক'রে প্রাণ ঠাণ্ডা করি।

গণ। তা দেখ মেয়েমানুষ, আমার গুরুজী খুব রসিক।

মহা। শুধু রসিকের কর্ম্ম নয়, আমার একটি কাজ কর্‌তে হবে।

উগ্র। কি হুকুম করো—কি হুকুম করো?

মহা। দেখ, মনের কথা তোমায় খুলে বলি, আমি বড় দুখিনী।

উগ্র। তোমার কিসের দুঃখ, কি কর্‌তে হবে, হুকুম করো?

মহা। আমি শত্রুর জ্বালায় অস্থির হয়েছি, আমার বিস্তৃত রাজ্য, হঠাৎ শত্রু উপস্থিত হয়ে বুঝি আমার রাজ্য কেড়ে নেয়।

উগ্র। বল না বল না—কথাটা কি বল না?

মহা। আমি সত্যই বলেছি। আমার শত্রু প্রবল হয়ে দিন দিন আমায় রাজ্যচ্যুত কর্‌চে, তাই তোমার আশ্রয় নিতে এসেছি।

উগ্র। কি তোমার যৌবনরাজ্য না কি?

মহা। হ্যাঁ—ধন-জন-যৌবন-সৌভাগ্য—সমস্তই আমার অধিকারে।

উগ্র। এ্যাঁ!

মহা। তুমি মিথ্যা বিবেচনা ক'রো না, এই আমার অলঙ্কার দেখ,—এ বহুমূল্য তোমার মনে হয় কি? আর তুমি কি চাও আমায় বলো—আমি এখনি তোমায় দেবো।

গণ। (জনান্তিকে) গুরুজি, কিছু টাকা আদায় করো না?

মহা। কি—টাকা চাও? নাও—এই এক থলে মোহর নাও, আমার যা কিছু আছে, সব তোমায় দিতে প্রস্তুত, যদি তুমি স্বীকার পাও—আমায় তুমি প্রাণ দেবে।

গণ। (জনান্তিকে) গুরুজি, দিয়ে ফেলো—দিয়ে ফেলো।

উগ্র। চুপ কর্ না বেটা, রসের কথা হচ্চে। (মহামায়ার প্রতি) হ্যাঁ, তোমায় দিলুম, কায়মনপ্রাণ তোমায় দিলুম।

মহা। অমন না—চন্দ্র-সূর্য্য সাক্ষী ক'য়ে বলো, যে, তুমি আমার।

উগ্র। (স্বগত) কি বলে বেটী!

গণ। (জনান্তিকে) গুরুজি, ধোঁকা খাচ্ছ কেন? ব'লে ফেলো না।

মহা। তুমি পেছুচ্চো, আমি চল্লুম। আমি আর এক জায়গায় মনের মতন লোক দেখে নিই গে।

উগ্র। না না—পেছোবো কেন—পেছোবো কেন, কায়মনোবাক্যে আমি তোমার।

মহা। তবে আমার শত্রু দমন করো। আমার প্রধান শত্রু শঙ্করাচার্য্য।

গণ। কেন—কেন—তিনি তোমার শত্রু কিসে?

মহা। তুমি ছেলেমানুষ—তুমি কি বুঝ্‌বে? ওই শঙ্করাচার্য্য-সহায়ে আমার শত্রু মাথা কাড়া দিয়েছে, নইলে কোথা তারে এক কোণে ঠেলে রেখে দিয়েছিলুম। এত দিন শঙ্করাচার্য্য না হ'লে হয় তো সে মারা পড়্‌তো।

উগ্র। কে সে?

মহা। সে আমার ভগ্নী। এক মায়ের পেটে আমরা যমজ সন্তান। ঠিক আমার মতনই দেখ্‌তে,—আমার ঐশ্বর্য্য আছে, তার বিনা ঐশ্বর্য্যতেই ঐশ্বর্য্য; আমার শক্তি আছে, তার বিনা শক্তিতেই শক্তি; আমার ভোগ আছে, তার বিনা ভোগেই আনন্দ!

উগ্র। আচ্ছা, তোমার এত ঐশ্বর্য্য, তুমি তারে দমন কর্‌তে পারো না?

মহা। না—সে দুর্দ্দম। তারে দমন কর্‌তে যদি পারে—সে একজন, বোধ হয় তুমি।

উগ্র। কিসে জান্‌লে?

মহা। আমায় দেখ্‌ছ—সুন্দরী, কিন্তু আমি তোমার চেয়ে বড়; তুমি আমার সঙ্গে প্রেম কর্‌তে আস্‌ছ।

উগ্র। ও শাস্ত্রে আছে, রমণী জননী—জননী রমণী

মহা। এইতেই তুমি আমার প্রাণের অধিক। তুমি শঙ্করাচার্য্যকে বধ করো, তোমার এই শাস্ত্র জগতে প্রচার করো; তা'হলেই আমার শত্রু-দমন হবে

উগ্র। আমিও তো তাই খুঁজ্‌চি—আমিও তো তা খুঁজ্‌চি। শঙ্করাচার্য্যকে বলি দিলে আমি যে অষ্টসিদ্ধি লাভ করি।

মহা। দেখ, তুমি আমার প্রিয় সন্তান।

গণ। (জনান্তিকে) ও গুরুজি, এ যে বেয়াড়া বাকি ঝাড়ে?

উগ্র। তুই কি বুঝ্‌বি ছোঁড়া, ও খুব রসিকা।

গণ। এরা আবার ঝম্ ঝম্ ক'রে কারা আস্‌ছে গো!

মহা। ওরা আমার সখী, বুঝেছ? যখন তুমি আমার হলে, তোমার সঙ্গে সঙ্গে আমরা থাক্‌বো।

(অবিদ্যা-সহচরীগণের প্রবেশ)

(গীত)

হেসে হেসে কাছে ব'সে মন্‌মোহিনী মন মজাই।
যে রসে যে জন রসে, সে রসে তারে ভোলাই॥
কারু প্রেমিকা নারী, কার' করে দিই তরবারি,
মানের কানে কেউ জটাধারী;
কাঞ্চনে বা সিংহাসনে, ভুলিয়ে আনি প্রাণের টানে,
পায় বা না পায় সাধের ফেরে, আশা ধ'রে পায়ে ফেরে,
বুঝে না বুঝ্‌তে পারে, ধর্‌তে সোনা ধরে ছাই॥

[মহামায়া ও তৎসহচরীগণের প্রস্থান।

উগ্র। নিদয় হয়ে চ'লে যাচ্ছ যে—নিদয় হয়ে চ'লে যাচ্ছ যে?

[উগ্রভৈরব ও গণপতির পশ্চাৎ পশ্চাৎ প্রস্থান।

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক।

মণ্ডন মিশ্রের কক্ষ।

পিতৃশ্রাদ্ধোদ্যত মণ্ডনমিশ্র ও পুরোহিত।

(সহসা নতশির নারিকেলবৃক্ষ হইতে মুণ্ডিতমস্তক ও কন্থাধারী শঙ্করাচার্য্যের অবতরণ)

মণ্ডন। এ কি বিঘ্ন! আরে অস্পৃশ্য শবদেহ-স্বরূপ কার্য্যহন্তা মুণ্ডিতমস্তক কোথা হ'তে!

শঙ্কর। আপনার তো চক্ষু আছে, দেখ্‌ছেন—এই মুণ্ডিত মস্তক গলদেশ হ'তেই উঠেছে।

মণ্ডন। আরে গর্দ্দভ, শিখা-ধারণ যজ্ঞোপবীত ধারণ তোমার ভার হয়েছে, তাই ত্যাগ করেছ; কিন্তু দেখ্‌ছি, গর্দ্দভের ন্যায় কন্থাবহন করতে পটু।

শঙ্কর। কিন্তু তোমাদের পুরুষানুক্রমে শ্রুতির নিবৃত্তি-মার্গ ভার বোধ হয়ে আসছে। গর্দ্দভ যেরূপ কেবল অন্নযষ্টি-বহনে অক্ষম, সেইরূপ নিবৃত্তি-মার্গ তোমাদের বংশে অসহ্য; সেই নিমিত্ত নারী-সেবার জন্য কর্ম্মী গৃহস্থ ভাণে শিখা ও যজ্ঞোপবীত ইন্দ্রিয়পরতার আবরণ করেছ।

মণ্ডন। হ্যাঁ হ্যাঁ, বোঝা গেছে বোঝা গেছে,—স্ত্রীর ভরণপোষণে অক্ষম হয়ে তাকে পরিত্যাগ ক'রে এসেছ। এ দিকে শিষ্য করেছ, পুঁথির ভার বহন ক'রে লোককে ব্রহ্মনিষ্ঠা দেখাচ্চ।

শঙ্কর। আর তোমারও কর্ম্মনিষ্ঠা কর্ম্মকাণ্ড বুঝ্‌তে আমার কিছু বাকী নাই। ব্রহ্মচর্য্য পরিত্যাগ ক'রে গুরুসেবায় অলস হয়ে স্ত্রীর সেবা করতে এসেছ; আর মধ্যে মধ্যে কিঞ্চিৎ ঘৃত দাহন ক'রে কর্ম্মবীর নামে আপনাকে প্রচার কচ্চ।

মণ্ডন। আরে কৃতঘ্ন মূর্খ, স্ত্রীলোকের গর্ভে বাস করেছিস্, স্ত্রীলোকের দ্বারা পালিত হয়েছিস্, আবার সেই স্ত্রীলোকের নিন্দা কচ্ছিস্? অকৃতজ্ঞ পামর!

শঙ্কর। আর তুমি পণ্ডিত! স্ত্রীলোকের স্তনপান করেছ, স্ত্রীলোকের গর্ভে জন্মেছ, আবার স্ত্রীলোককে ভার্য্যারূপে গ্রহণ ক'রে ইন্দ্রিয়লালসা তৃপ্ত কচ্চ।

মণ্ডন। তুই ব্রাহ্মণ হয়ে অগ্নি ত্যাগ করেছিস্, শাস্ত্রমতে এতে ইন্দ্রহত্যার পাতক হয়, তা জানিস্?

শঙ্কর। আমি ইন্দ্রহত্যার পাতকী হ'তে পারি, কিন্তু আত্মহত্যা অপেক্ষা মহাপাপ আর শাস্ত্রে নাই। তুমি ব্রহ্মজ্ঞান-লাভের চেষ্টা না ক'রে আত্মনাশে প্রবৃত্ত হয়েছ, তুমি আত্মঘাতী। যে আত্মঘাতী, তার অসূর্য্যতমোময় লোকে বাস হয়।

মণ্ডন। তুই চোর, তুই দ্বারবানদের প্রতারিত ক'রে চোরের ন্যায় এ স্থানে প্রবেশ করেছিস্।

শঙ্কর। গৃহস্থের অন্নে ভিক্ষুকের অংশ আছে। তুমি ভিক্ষুককে বঞ্চিত করবার জন্য গৃহদ্বার আবদ্ধ রাখো এবং চোরের ন্যায় সেই ভিক্ষুকের অংশ ভক্ষণ করো।

মণ্ডন। দূর হোক—ইনি আবার ব্রহ্মবিৎ সেজে-ছেন! কোথায় ব্রহ্ম আর কোথায় তোমার মত মূর্খ! কোথায় সন্ন্যাস আর কোথায় কলি। পরিপাটী ভোজন ক'রে বেড়াবে ব'লে সন্ন্যাসী সেজেছ!

শঙ্কর। কোথায় স্বর্গ আর কোথায় তোমার মত দুরাচার; কোথায় অগ্নিহোত্র যজ্ঞ আর কোথায় ঘোর কলিকাল; তুমি নারীর সহিত বিহার করবার জন্যে কর্ম্মীর ভাণ করেছ।

পুরোহিত। বৎস মণ্ডন, আমি তোমার পুরোহিত, তোমার হিতার্থে বল্‌চি, ইনি যতিবেশধারী তোমার গৃহে আগত, এ ভেকের সম্মান নৃপতি হ'তে সামান্য ব্যক্তিরও করা কর্ত্তব্য। ইনি কপট ব্যক্তি হ'তে পারেন, কিন্তু ইনি যিনিই হোন, পিতৃশ্রাদ্ধের দিনে সমাদরে ভিক্ষা-গ্রহণের জন্য তোমার অনুরোধ করা উচিত; এরূপ কটূত্তর করা উচিত নয়। দেখ, তুমি ক্রুদ্ধ হয়েছ, কিন্তু এই বালক সন্ন্যাসী—পরিহাসচ্ছলে তোমার কথার উত্তর প্রদান ক'চ্চেন, তিলমাত্র বিচলিত নন। তুমি সুবোধ, ক্রোধ পরিহার ক'রে এঁর অভ্যর্থনা করো। আমার অনুমান হয়, ইনি সামান্য ব্যক্তি নন, এঁর ব্যঙ্গপরিহাসও শাস্ত্রসঙ্গত; এতে বোধ হয়, ইনি শাস্ত্রজ্ঞ।

মণ্ডন। ব্রাহ্মণ, আপনি যথার্থ আজ্ঞা করেছেন। (শঙ্করাচার্য্যের প্রতি) হে যতি, অদ্য আমার গৃহে ভিক্ষা গ্রহণ করুন।

শঙ্কর। পণ্ডিতপ্রবর, আমি সামান্য ভিক্ষার জন্য আপনার নিকট আগত নই, আমি সদ্‌ভিক্ষার কামনায় সমাগত। আমার সহিত তর্কে প্রবৃত্ত হোন, এই আমার প্রার্থনা। কর্ম্মকাণ্ড আপ-নার প্রিয়, কিন্তু বেদান্তসিদ্ধান্ত আমার জীবন। আমার বাঞ্ছা, তর্কে পরাজিত ক'রে আমায় কর্ম্মকাণ্ডে লিপ্ত করুন; আর আপনি যদি পরাজিত হন—আমার ব্রহ্মাদ্বৈতমত আশ্রয় করুন। পণ্ডিতবর, বিচারে প্রবৃত্ত হোন, নচেৎ আমার নিকট আপনি পরাজিত—স্বীকার করুন, আমি প্রত্যাবর্ত্তন করি।

মণ্ডন। যতিবর, অনুমান হয়, আপনি সম্প্রতি এ

প্রদেশে আগত। যদি অনন্তদেব, কণাদ, গৌতম প্রভৃতি আমার সহিত বাদানুবাদে ইচ্ছুক হন, আমি পরাজিত, এরূপ বাক্য কথনও আমার মুখ হ'তে নিঃসৃত হবে না। আমি উপযুক্ত তার্কিক, চিরদিনই তর্ক করি। সামান্য ব্যক্তির সহিত তর্কে আমার তৃপ্তি জন্মে না। যোগ্য পণ্ডিত উপস্থিত হ'লে প্রকৃত বেদমার্গ কি, তা প্রতিষ্ঠিত কর্‌বার নিমিত্ত আমি সর্ব্বদাই ব্যাকুল। মধ্যস্থ স্থির করুন,—আমি বিবাদে প্রস্তুত।

শঙ্কর। পণ্ডিতবর, এক নিবেদন, বিবাদে যাঁর পরাজয় হবে, তিনি নিজ মত পরিত্যাগ ক'রে বাদীর মত গ্রহণ কর্‌বেন। যদি আমি পরাজিত হই, আমি সন্ন্যাস আশ্রম পরিত্যাগপূর্ব্বক শিখা ও যজ্ঞোপবীত পুনর্ব্বার ধারণ ক'রে আপনার ন্যায় গৃহস্থাশ্রম গ্রহণ কর্‌বো। আর যদি আপনি পরাজিত হন, শিখামুণ্ডনপূর্ব্বক আমার নিকট সন্ন্যাস-আশ্রম গ্রহণ কর্‌বেন। যে ব্যক্তি পরাজিত হবেন, তিনি অপরের শিষ্যত্ব-গ্রহণে কুণ্ঠিত হবেন না, এরূপ পণ কর্‌তে আপনি প্রস্তুত?

মণ্ডন। নিশ্চয়। আপনি বালক, অনভিজ্ঞতাবশতঃ কলিতে নিষিদ্ধ সন্ন্যাসধর্ম্ম অবলম্বন করেছেন। আপনি মেধাবী দেখ্‌ছি, আপনাকে সংসারী কর্‌তে পার্‌লে সমাজের হিতসাধন করা হবে। কারে মধ্যস্থ স্থির কর্‌বেন, বিবেচনা করেছেন?

শঙ্কর। আপনার গৃহিণী।

মণ্ডন। উত্তম—উত্তম। আপনি তবে আমার গৃহিণীর গুণব্যাখ্যা শ্রুত আছেন?

শঙ্কর। হ্যাঁ—তিনি সাক্ষাৎ সরস্বতী, আমার এইরূপ ধারণা।

মণ্ডন। বিচারের দিন স্থির করুন।

শঙ্কর। আমি সর্ব্বদাই বিচারের জন্য প্রস্তুত,যদি আপনার অভিমত হয়,কল্যই বিচার আরম্ভ হোক।

মণ্ডন। উত্তম। আসুন—অদ্য কৃপা ক'রে ভিক্ষা গ্রহণ করুন।

[শঙ্করাচার্য্য ও মণ্ডন মিশ্রের প্রস্থান।

পুরোহিত। এ কি, এই কি শঙ্করাচার্য্য? শুনেছি, শঙ্করাচার্য্য স্বয়ং ব্রহ্মাকে পরাজয় কর্‌তে সক্ষম। কে জানে বিচারের ফল কিরূপ হয়।

[প্রস্থান।

সপ্তম গর্ভাঙ্ক।

বনপথ।

(দুই জন পণ্ডিতের প্রবেশ)

১ম পণ্ডিত। আর কোথায় যাচ্চ—কি দেখ্‌বে? মণ্ডনের গলদেশের মালা শুষ্কপ্রায়! মণ্ডন নিশ্চয় পরাজিত হবে।

২য় পণ্ডিত। মাল্য শুষ্কপ্রায় কি?

১ম পণ্ডিত। মণ্ডনের গৃহিণী উভয়ভারতী মধ্যস্থা নিযুক্ত হন। তিনি সুযোগ্য মধ্যস্থই বটেন। মণ্ডনের স্ত্রী বলেন যে, এক পক্ষে তেজঃপুঞ্জ যতি—নারায়ণস্বরূপ, আর অপরপক্ষে স্বামী—সতী স্ত্রীর সাক্ষাৎ নারায়ণ। এইজন্য কার জয় কার পরাজয়—তিনি মুখে প্রকাশ কর্‌তে অসম্মত। যতির গলায় একটি মালা প্রদান করেছেন, স্বামীর গলায় অপর একটি প্রদান করেছেন। যাঁর গলদেশের মালা অগ্রে শুষ্ক হবে, তিনিই পরাজিত প্রতিপন্ন হবেন। আমি মণ্ডনের গলদেশের মালা শুষ্কপ্রায় দেখে এসেছি। দেখ্‌ছি সর্ব্বনাশ হ'লো, লজ্জা রাখ্‌বার আর স্থান নাই, একজন বালক এসে সমস্ত প্রদেশ জয় ক'রে যাবে, এ অতি অসহ্য! বিশেষ মণ্ডনের পরাজয়ে কর্ম্মকাণ্ড প্রতিষ্ঠিত হবে; তা হ'লে আর আমাদের সম্মান কোথায় থাক্‌বে?

২য় পণ্ডিত। চ'লে এলেন কেন? চলুন না, দেখা যাক্‌—শেষ কি হয়।

১ম পণ্ডিত। শেষ যা, তা আমি বুঝেই এসেছি। দুর্ম্মদ বালক—বোধ হয় যেন স্বয়ং জৈমিনিকে পরাস্ত কর্‌তে পারে।

২য় পণ্ডিত। তবে কি উপায়?

১ম। দেখি কি উপায় কর্‌তে পারি। যদি কোনরূপে ওর শরীরে পাপ প্রবেশ করে, তা হ'লে বিদ্যাভ্রষ্ট হবে। যাতে গুরু-অপমান-জনিত মহাপাপে লিপ্ত হয়, তারই চেষ্টায় এসেছি।

২য় পণ্ডিত। আপনি এ যতির বিদ্যাবুদ্ধি যেরূপ বর্ণনা কর্‌ছেন, তাতে এরূপ মহাপাপে লিপ্ত হবার তো কোন সম্ভাবনা নাই।

১ম পণ্ডিত। আছে।

(শিউলী ও শিউলিনীর প্রবেশ)

শিউলিনী। আরে মিন্সে, এখানে তো চাঁদাকে দেখ্‌ছি নি, তবে কোন্ বিগে গেল রে? তোকে বন্নু, আমি ফুল্‌কো বানাচ্চি, তুই বাছার সঙ্গে যা। তুই গেলি নি—তুই নড়্‌তে লাড়্‌লি।

১ম পণ্ডিত। আরে, তুই কাকে খুঁজ্‌ছিস্?

শিউলিনী। আমার চাঁদাকে খুঁজ্‌ছি। হাঁ। বাবাঠাকুর, ছেলে বুদ্ধিতে কোন্ বিগে গিয়েছে, বল্‌তে পার?

১ম পণ্ডিত। (২য় পণ্ডিতের প্রতি জনান্তিকে) কাকে খুঁজছে জান?—শঙ্করাচার্য্যকে। (শিউলিনীর প্রতি) চাঁদা তোর কে? তারে খুঁজ্‌ছিস্ কেন?

শিউলিনী। বাবাঠাকুর, সে আমার বাপ্‌ধন, আমার পরাণের পরাণ, সে চাঁদমুণ্ডে আমায় মা বলেছে গো, আমার পরাণ জুড়িয়ে গেছে! আমি তার জন্য মোর ফুল্‌কো বানিয়েছি, সে খায় নি গো, আমার পরাণ কৎ কৎ কচ্চে!

২য় পণ্ডিত। সে তোর ছেলে নাকি?

শিউলিনী। হে গো, সে আমায় চাঁদমুণ্ডে মা বলেছে, আমার বুক-জুড়োনো চাঁদা!

শিউলী। বাবাঠাকুর, আমি দু কেঁড়ে রস দেবো, আমার চাঁদা কোথায় ব'লে দাও।

শিউলিনী। অরে চাঁদা রে চাঁদা—খেসে আয়, খেয়ে তবে খেলাতে যাবি।

১ম পণ্ডিত। তোর চাঁদা তো হেথায় নাই।

শিউলী। তবে কোন্ বিগে গেল বাবাঠাকুর—কোন্ বিগে গেল? ছেলে বুদ্ধি গো—বাবার খাওয়া নাওয়া মনে থাকে নি।] *

১ম পণ্ডিত। তোরা আমার সঙ্গে আয়, তোদের চাঁদাকে দেখিয়ে দিই গে।

শিউলিনী। চলো বাবাঠাকুর—চলো। মিন্সে তোমায় দু কেঁড়ে রস দেবে। আমি তার চাঁদমুণ্ডে দুখানা ফুল্‌কো তুলে দিয়ে পরাণটা জুড়োব।

১ম পণ্ডিত। আয়। (স্বগত) শঙ্করাচার্য্য, এইবার তোমায় বুঝে নেবো!

২য় পণ্ডিত। (জনান্তিকে) এ আবার কি কচ্চ? এদের নিয়ে কোথায় যাবে?

১ম পণ্ডিত। চল না, তোমায় বল্‌ছি।

[সকলের প্রস্থান।

অষ্টম গর্ভাঙ্ক।

মণ্ডন মিশ্রের বাটীর বিচার-মণ্ডপ।

মণ্ডন মিশ্র, শঙ্করাচার্য্য ও পণ্ডিতগণ এবং কাণ্ডার-অভ্যন্তরে উভয়ভারতী।

মণ্ডন। মালা শুষ্ক কণ্ঠে মম প্রত্যক্ষ নেহারি,
পরাজয় বুঝিয়াছি অন্তরে অন্তরে।
তর্কশাস্ত্র-সিদ্ধ তুমি বেদজ্ঞ পণ্ডিত,
প্রতি ছত্রে যুক্তি মম করেছ নিরাস,
অংশে অংশে করি মম তর্ক-বিশ্লেষণ।
মহাশয়, জেনেছি নিশ্চয়,
সামান্য মানব তুমি নও;
মান হত, দম্ভ বিচূর্ণিত
প্রভাবে তোমার যতীশ্বর।

শঙ্কর। কহি আমি সভাস্থলে হে পণ্ডিতবর!
তর্ক-যুক্তি-শক্তি তব অতীব প্রখর,
বিদ্যাবুদ্ধি শাস্ত্রজ্ঞানে অদ্বিতীয় তুমি।
পণ্ডিতসমাজ-মাঝে কহি সত্যবাণী,
পরাজিত নহ কোন মতে;
তর্ক-যুদ্ধে জিনে তোমা নাহিক ভুবনে।
কিন্তু—
মম সনে তর্কযুদ্ধে বাক্ বিজড়িত;
বুঝ চিতে পণ্ডিতপ্রবর,
তর্ক-যুক্তি—বুদ্ধি-শক্তিবলে,
জ্ঞান মাত্র হৃদয়ের ধন!
জ্ঞান—দীপ্ত নহে কদাচন,
বৈরাগ্য না করিলে আশ্রয়।
বুদ্ধিবলে বুদ্ধি পরাজয়—
নিত্য হের শত শত হয়;
কিন্তু জেনো বৈরাগ্যের অমোঘ প্রতাপ।
হৃদি-মাঝে ধরে যে বিষয়-অনুরাগ,
তর্কযুক্তি বলে চাহে করিতে স্থাপন;
শ্রেয় মাত্র বিষয়-অর্জ্জন।
স্বার্থ তারে করে প্রতারণা—
যাগ-যজ্ঞে মতি স্বর্গসুখের কামনা;
মুক্তি-তত্ত্বে অন্ধ দৃষ্টি তার।
বিবেক আশ্রয়ে হয় স্বার্থ বিদূরিত,
করে সত্য প্রত্যক্ষ অন্তরে।
যুক্তি-বলে প্রত্যক্ষ না হয় পরাজয়!

বৈরাগ্যে বিজিত তব তর্ক-যুক্তি-বল।
প্রতিশ্রুত ছিলাম দুজনে—
পরাজয় হইবে যাহার,
সে করিবে গ্রহণ আশ্রম অপরের।
মান, যদি পরাজয় হইয়াছে তব,
পণে তুমি বাধ্য মম আশ্রম-গ্রহণে।
কিন্তু পণে মুক্ত করি তোমা সবার সম্মুখে।

মণ্ডন। যতিবর!
হীনজ্ঞান কোন্ হেতু করহ আমায়?
পণে মুক্ত কর যদি তুমি,
কেন তাহা করিব গ্রহণ?
নিরাস করেছ, আমি বদ্ধ আছি পণে,
এখনি প্রস্তুত তব আশ্রম-গ্রহণে।

শঙ্কর। হে পণ্ডিতবর!
স্বার্থের প্রভাব জেনো এতই প্রবল,
পরাজয়ে অভিমান নহে বিদূরিত;
অভিমানে পণে মুক্ত না কর গ্রহণ;
কিন্তু জেনো—মমাশ্রম অভিমানহীন!
অভিমানহীন বিনা নাহিক কাহার
সার পন্থা—সন্ন্যাস-গ্রহণ-অধিকার!

মণ্ডন। যতীশ্বর, রুষ্ট নাহি হও মম ভাষে।
দম্ভ-অভিমান-পূর্ণ নেহারি তোমায়;
দম্ভে মোরে ঋণে কর ত্রাণ,
অভিমানে মম সনে তর্কে বাদী তুমি,
অভিমানে সর্ব্বস্থানে করহ ভ্রমণ,
শিক্ষাদান অভিমান রয়েছে নিশ্চয়।

শঙ্কর। যদ্যপি জানিতে তুমি অভিমান কিবা,
অভিমান হৃদে স্থান না পাইত আর।
ঈশ্বর-প্রসাদে—
তুমি আমি সমজ্ঞান জন্মেছে আমার।
ব্যথা পাই হেরি যথা অজ্ঞান-তিমির,
যাই তথা ঘোর তম হরণ কারণ।
সেই হেতু তব সনে দ্বন্দ্ব প্রয়োজন।
স্থিরচিত্তে শুন মতিমান্,
জন্যবস্তু নশ্বর জানহ সপ্রমাণ।
কর্ম্মজন্য স্বর্গলাভ নশ্বর নিশ্চয়।
কোটিকল্প স্বর্গভোগে তাহে কিবা ফল!
কোটিকল্প অন্তে যদি ভোগ শেষ হয়,
দুঃখ পুনশ্চয়—
পুনরায় কার্য্য-প্রবর্ত্তনা;
স্বর্গলাভ স্বর্গক্ষয় পুনঃ পুনঃ হয়—
ভাসে জীব অশান্ত এ স্রোতের প্রভাবে।
কিন্তু জ্ঞানদীপ্তি পাইলে হৃদয়ে,
যেই জ্ঞান আবরিত মায়ার প্রভাবে,
স্ব-স্বরূপ পায় দরশন,
লভে তায়—
নিত্যানন্দ অনন্তে বিশ্রাম।
হেন শান্তি চাহে যদি প্রাণ,
কর মম আশ্রম গ্রহণ।
অন্যে নাহি জানে, বোঝে যার প্রাণে,
বোঝে মাত্র সেই জন।
অবিবেকী জন,
স্বার্থ তারে করে প্ররোচন
নির্ব্বাণ মরণ সম।
কিন্তু যেই ত্রিতাপ-দহনে
বুঝিয়াছে মনে
শান্তিলাভ বিনা নাহি যন্ত্রণা ঘুচিবে,
সেই এই মহা-পন্থা ল'বে।
যদি ত্রিতাপ-জ্বালায়
প্রাণ তব চায়—
কর বিবেক আশ্রয়।
স্বার্থ হবে ক্ষয়,
আবরিত জ্ঞান-জ্যোতি হবে উদ্ভাসিত,
শান্তি দেবী বসিবেন হৃদয়ে তোমার।

মণ্ডন। গুরু—কল্পতরু।
অহেতুকী কৃপার আধার!
এত কৃপা সন্তানে তোমার?
মহাকষ্ট করি অঙ্গীকার,
সহি তিরস্কার,
এসেছ মঙ্গলদাতা মঙ্গল-প্রদানে!
চল দেব, দাসে লয়ে শান্তিময় স্থানে।

২য় পণ্ডিত। মিশ্র! তুমি কুহকীর কুহকে কেন মুগ্ধ হচ্ছ? অনাচারী ভণ্ড সন্ন্যাসী ভোজবিদ্যা-বলে তোমায় পরাজয় করেছে। এখনি প্রত্যক্ষ দেখ্‌বে—ও সামান্য ব্যক্তি।

মণ্ডন। হাঁ, কুহকী বটেন। যাঁর কুহকে ভুবন মুগ্ধ, সেই কুহকী! আর সামান্য কি বল্‌ছেন, সামান্য হ'তেও সামান্য;—নচেৎ আমার ন্যায় হীনের দ্বারে উনি প্রার্থী হন? (শঙ্করাচার্য্যের প্রতি) প্রভু, কৃপা ক'রে অদ্বৈত-জ্ঞান দান করুন।

শঙ্কর। বৎস, এ জ্ঞান বিকাশের পূর্ব্বে একটি কার্য্যানুষ্ঠানের প্রয়োজন। সে কার্য্য কাহারও নিকট অতি সহজসাধ্য, কাহারও পক্ষে অতি কঠিন। কার্য্য—গুরুবাক্যে বিশ্বাস। তত্ত্বমসি বাক্য, গুরুবাক্যে মহাবিশ্বাস ব্যতীত কদাচ ধারণা হয় না। জেনো, ভব-সংসারে গুরুই একমাত্র সার বস্তু। জ্ঞানদাতা, মুক্তিদাতা, পরমৈশ্বর্য্যদাতা—গুরু ব্যতীত আর কেহই নাই। গুরুবাক্যে উপলব্ধি হয় যে, আমি মুক্ত, বদ্ধ নই। আমি বদ্ধ, এ কল্পনামাত্র; মুক্ত অবস্থাই আমার স্বরূপ অবস্থা। গুরুবাক্যে এই পরম অবস্থা-দর্শন হয়। মানবের হিতার্থে মায়াধীশ ঈশ্বর, নিজমায়ায় নরদেহ ধারণপূর্ব্বক গুরুভাবে সংসারে বিচরণ করেন। অদ্বৈত-জ্ঞান-বিকাশের একমাত্র উপায় গুরুবাক্যে বিশ্বাস। অদ্বৈত-জ্ঞান-বিকাশের পর গুরু অন্তর্হিত হন। ভ্রম মোচন করা গুরুর কার্য্য। সেই কার্য্যাবসানে নিত্য সত্য নিরঞ্জন গুরুদেব তাঁর স্ব-স্বরূপে অবস্থান করেন। শিষ্যও তখন দ্বৈত অবস্থা পরিত্যাগ ক'রে স্বরূপ-দর্শনে অদ্বৈত-তত্ত্ব উপলব্ধি করে।

(শিউলী ও শিউলিনীকে লইয়া প্রথম পণ্ডিতের প্রবেশ)

১ম পণ্ডিত। আরে মাগী, এই দেখ না, তোর চাঁদা ব'সে আছে।

শিউলী। হই যে—সব টিকিবাজ ভট্চাজ দেখ্‌চি না! তা দেখ ঠাকুর, আমার বড় কিছু নেই, আমার কাছে কিছু পাবে নি; তবে রসের কেঁড়েটা, ডেলের হাঁড়ুটে আর মৌওর রুটী কর্‌বার চিম্‌টেটা; আর দেখ্‌ছো তো—পাতা শিয়োনো কাপড় পরনে! জোয়ান বউ-বিটীও নেই যে, তোমাদের পুজো কর্ত্তে দেবো। তা উখানকে আর ক্যানে লিয়ে যাচ্চ?

১ম পণ্ডিত। আরে দেখ্ না—ওই তোর চাঁদা ছেলে।

শিউলিনী। আরে হ—হই বটে রে—হই তো চাঁদা ব'সে বটে! (নিকটবর্ত্তী হইয়া) আরে বাপ্‌-ধন—এ বামুনগুলোর ইখানে এলি ক্যানে? আহা বাছা, কাল রেতে তো কিছু খাস্‌নে, লে এই রসেতে একটু গলা ভিজো,—এতে বেশী নেশা হবে নি, এক এক চুমুক দে আর গলা ভিজো। ঝাল দে—টক্ দে কাল রেতে ডাল করেছি রে—

শঙ্কর। কেন মা, তুমি এত কষ্ট করেছ? আমি তো ভিক্ষা করেছি।

শিউলিনী। ক্যানে? তোর ভিক্ মাঙ্‌তে কি গরজ লেগেছে? য' দিন এই বুড়ো-বুড়ী আছে, ত' দিন তুই ব'সে ব'সে খা ক্যান্‌না? পাখি-পাখালি যা খেতে চাইবি, তাই পাবি। বুড়ো ফাঁদ পেতে পাখিপাখালি খুব বাগিয়ে ধরে। কেনে গাছ-তলায় ব'সে থাকিস্? আমার ঘর আলো ক'রে ঘর্‌কে এসে বোস্, আর যা মন্‌কে চায়, বল্—রেঁদে দিই—খা।

শঙ্কর। আমি গৃহী নই, আমি সন্ন্যাসী।

শিউলিনী। ওরে বাছা, ন্যাসানিসিতে তোর কাজ নাই। ছেলেবয়সে ন্যাসাট্যাসা করিস্ নি। এই ন্যাখ্ না—মিন্সে ন্যাসা ক'রে ভোমা মেরেছে, কাজ কর্ম্ম পারে নি।

শঙ্কর। মা! তোমার আর বাবার পৃথিবীতে তো আর কাজ নাই। তোমাদের কর্ম্ম অবসান হয়েছে।

শিউলিনী। দেখ্, দেখ্, মিন্‌সে! ছেলেবুদ্ধি—কি বলে শোন্? বলে, কাজে কাই নি! কাজকর্ম্ম কর্‌বো নি বাবা তো খাব কি বল্? ঘরে কি পোঁতা কড়ি আছে?

শিউলী। নে মাগি! বক্‌বি না খাওয়াবি? ছেলেটা কাল রাত থেকে কিছু খায় নি, তার হুঁস রাখিস্? আর আমায় বল্‌ছিস্ ন্যাসা খায়,—ন্যাসা খাস্ তুই।

শিউলিনী। আ আমার পোড়া মু! মউয়োর ফুল্‌কো ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্চে। নে বাছা খা। (শঙ্করকে স্পর্শকরণ) ও মিন্‌সে—ও মিন্‌সে, সব ফাঁক হয়ে যাচ্চে! তুই আমি—আমি তুই! ও মিন্‌সে আমি—আমি—আমি!

শিউলী। আরে মাগি—কোথায় কে রে—কোথায় কে? (শিউলিনীকে স্পর্শকরণ) আরে নেই নেই নেই রে! আরে হোই—সেই!

১ম পণ্ডিত। যতিবর! এরা তোমার কে এসেছে? তোমার খাওয়া দাওয়া নিয়ে সব এসেছে দেখ্‌ছি,—তুমি খাও। বোধ হচ্চে, তোমার আত্মীয়।

শঙ্কর। পরম আত্মীয়! দেখ্‌ছেন না প্রভু, সাক্ষাৎ হরপার্ব্বতী! গুরুদম্পতিরূপে আমায় কৃপা করেছেন! যাঁর বাক্যের প্রভাবে—জড় [illegible]কেল-বৃক্ষ মস্তক অবনত ক'রে আমায় মণ্ডনের আলয়ে উপস্থিত করেছে। মিশ্র, তুমি আশ্চর্য্য হয়েছিলে, দ্বারবানেরা কেন আমায় আস্‌তে বাধা দেয় নি। তোমার গৃহপার্শ্বস্থ নারিকেল বৃক্ষ মস্তক অবনত ক'রে তোমার প্রাঙ্গণে আমায় উপস্থিত করেছে। বৃক্ষের উপর আধিপত্য-লাভ আমি এই গুরুর কৃপায় প্রাপ্ত হয়েছি।

শিউলী। অদ্বিতীয় অখণ্ড সচ্চিৎ সুখরূপ।

শিউলিনী। শিবোঽহং শিবোঽহং এই তো স্বরূপ।

১ম পণ্ডিত। এ কি! এ কি কোন কুহক নাকি? সামান্য শিউলী শিউলিনীর মুখে এ কি উক্তি? তবে তো এই মহাপুরুষের অহিত-ইচ্ছায় মহাপাপে লিপ্ত হয়েছি! প্রভু, প্রভু—রক্ষা করুন্!

শঙ্কর। কেন মহাশয়, আমায় কি নিমিত্ত স্তুতি ক'চ্চেন?

১ম পণ্ডিত। গুরুদেব, আমায় পায়ে ঠেল্‌বেন না। আমার ন্যায় মহাপাপীকে উদ্ধার করাই আপনার প্রশংসা। শুনুন—আমি কিরূপ পাপাশয়! আপনি শিউলীর নিকট যে বৃক্ষ অবনত কর্‌বার মন্ত্র শিক্ষা করেছিলেন, তা আমি জান্‌তে পারি। যখন মণ্ডন পরাজয়প্রায় বুঝ্‌লেম, তখন এই শিউলীর উদ্দেশে গিয়ে—এই শিউলিকে ল'য়ে এসেছি। আমার মনে মনে কল্পনা ছিল যে, এই ব্রাহ্মণ-সভাস্থলে আপনি এই শিউলির সম্মান কর্‌তে পার্‌বেন না। আর শিক্ষাদাতার সম্মান না কর্‌লেই আপনি শক্তিচ্যুত হবেন। এই অভিপ্রায়েই আমি এই শিউলী শিউলিনীকে লয়ে আসি। কিন্তু আমি অজ্ঞান! আমি জানি না যে, জীবশিক্ষার্থে—এই মুক্তাত্মা পুরুষ-প্রকৃতি—শিউলি শিউলিনীরূপে অবস্থিত। যখন আপনার শিক্ষাদাতা—তখন এঁরা সামান্য নন—এ জ্ঞান আমার জন্মায় নি। এক্ষণে আমার নয়ন উন্মীলিত। এ সমস্ত আপনার কৃপা। যখন কৃপা ক'রে দর্শন দিয়েছেন, তখন পদে স্থান দিন। (পদধারণ)

সকলে। জয় শঙ্করাচার্য্যের জয়। (সকলের সাষ্টাঙ্গে প্রণাম)

মণ্ডন। প্রভু, দাসকে গ্রহণ ক'রে সেবায় নিযুক্ত করুন।

শঙ্কর। চল বৎস, সকলে একত্রে পরমানন্দ উপভোগ করি।

সকলে। সচ্চিদানন্দ শিবোঽহং—সচ্চিদানন্দ শিবোঽহম্।

(উভয়ভারতীর প্রবেশ)

উভয়। যতীশ্বর! আমার স্বামীকে নিয়ে কোথায় যাও? (পথ রুদ্ধ করিয়া দণ্ডায়মান)

শঙ্কর। (স্বগত) শিব শিব!—দেবী সরস্বতী বিঘ্ন উৎপন্ন কর্‌লেন।

উভয়। যতিবর! আপনি জ্ঞানী, আমার স্বামীকে পূর্ণ পরাজয় করেন নাই। আমার স্বামী পরাজিত, কিন্তু শাস্ত্রমতে আমি তাঁর অর্দ্ধাঙ্গ, আমায় পরাজয় ক'রে আমার স্বামীকে ল'য়ে যান।

শঙ্কর। স্ত্রীলোকের সহিত তর্ক কিরূপ সম্ভব?

উভয়। যতীশ্বর, আপনি তো অবগত আছেন, যাজ্ঞবল্ক্য গার্গীর সহিত ও জনক সুলভার সহিত বাদে প্রবৃত্ত হ'য়েছিলেন।

শঙ্কর। হ্যাঁ মা, যথার্থ ব'লেছেন। যিনি অদ্বৈতমতের বাদী, তিনি পুরুষ হন আর স্ত্রী হন, তাঁর সহিত আমি তর্কে প্রস্তুত। আপনি প্রশ্ন করুন, আমি যথাসাধ্য উত্তর-প্রদানে যত্নবান্ হই।

উভয়। সুন্দর কাকে বলেন?

শঙ্কর। এক সচ্চিদানন্দই সুন্দর! অপর সুন্দর কি!

উভয়। রমণীতে কি সৌন্দর্য্য নাই?

শঙ্কর। সেই অতুল সৌন্দর্য্যের বিন্দুমাত্র, এবং সেই তাঁরই প্রভাবে ক্ষণস্থায়ী। শ্রী, সৌন্দর্য্য, মাধুর্য্য, সমস্তই সেই বৃহৎ বস্তুর অংশ। মাত্র সেই—আর কোথাও ত কিছুই নাই।

উভয়। তবে নারীর হাবভাব—নারীর সৌন্দর্য্য কিছুই উপলব্ধি করেন নাই?

শঙ্কর। সামান্য বিষয়—ওর উপলব্ধির তো বিশেষ প্রয়োজন নাই। একের উপলব্ধিতেই ত সমস্ত উপলব্ধ হয়। আমরা বৃথা সময় ব্যয় কর্‌চি। আপনার কি শাস্ত্রীয় প্রশ্ন আছে—করুন।

উভয়। আমার স্বামীর সহিত বিচারে আপনি যে সমস্ত শাস্ত্রজ্ঞ, এই ধারণা আমার জন্মেছে। তবে কামশাস্ত্রের আলোচনা আমার সহিত হয় নি। বলুন—কামকলা কিরূপ ও কয় প্রকার এবং

তার আধার কি? নর-নারীতে তার কিরূপ অবস্থান?

শঙ্কর। (স্বগত) সন্ন্যাসিগণের ধর্ম্মবিরুদ্ধ প্রস্তাব। কিন্তু যখন বাদে প্রবৃত্ত, একে নিরস্ত করা আবশ্যক। (প্রকাশ্যে) দেবি! মাসান্তে আপনার প্রশ্নের উত্তর প্রদান করবো। আমায় একমাস কাল সময় প্রদান করুন। আপনি অবগত আছেন, বাদানুবাদে এরূপ প্রথা প্রচলিত আছে।

উভয়। ভাল, আপনি সময় গ্রহণ করুন।

(শঙ্করাচার্য্যের প্রস্থানোদ্যম)

মণ্ডন। প্রভু, সন্তানকে ভুলবেন না।

শঙ্কর। চিন্তা দূর করো, সকলই সময়সাপেক্ষ; সময়ে দেবদেব তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করবেন।

[প্রস্থান।

চতুর্থ অঙ্ক।

—:*:—

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

পর্ব্বত-শৃঙ্গ।

শঙ্করাচার্য্য, সনন্দন, শান্তিরাম প্রভৃতি শিষ্যগণ।

শঙ্কর। সন্ন্যাস-আশ্রম, মণ্ডন না করিলে গ্রহণ,
জ্ঞানকাণ্ড হবে না প্রচার।
কিন্তু মহাবিঘ্ন তাহে বাগ্‌দেবী!
মণ্ডন-গৃহিণীরূপে দেবী সরস্বতী,
কামশাস্ত্র ল'য়ে দ্বন্দ্ব মম দেবী সনে।
কিন্তু কামচিন্তা যোগিদেহে অতি অশুচিত
হয় তায় সন্ন্যাস-পতন।
করি পরকায় আশ্রয়গ্রহণ
কামশাস্ত্র করিয়ে অর্জ্জন,
পরাজিব মণ্ডন-পত্নীরে;
তাহে হবে মিশ্রের সম্পূর্ণ পরাজয়।
কর্ম্মকাণ্ড করিলে খণ্ডন
জ্ঞানকাণ্ড ধরামাঝে হইবে প্রচার।
(নেপথ্যে দৃষ্টিপাত করিয়া)
যোগদৃষ্টে করি বিলোকন,
আসি ওই নরপতি মৃগয়া কারণ—
মহা শ্রমে হইয়াছে তনু-ত্যাগ তার।
ওই দেহে এখনি পশিব।
চল বৎস, অদূরস্থ পর্ব্বত-কন্দরে,
সাবধানে রক্ষা কর যতি-দেহ মম।
মাসান্তে এ দেহে পুনঃ করিব প্রবেশ।

সনন্দন। প্রভু, পরকায়-প্রবেশ-শ্রবণে
হয় মম আতঙ্ক উদয়।
পশি পরকায়—
যোগিশ্রেষ্ঠ মীননাথ মুগ্ধ হন তায়,
কামরূপা কামকলা রমণী-প্রভাবে।
যোগীশ্বর শিষ্য তাঁর গোরক্ষনাথ নাম,
বিশেষ প্রয়াসে মুক্তি দানেন গুরুরে।

শঙ্কর। ত্যজ ভয়, না কর সংশয়,
মুগ্ধ নাহি হব কদাচন।
বাঞ্ছা মম বিদ্যা- উপার্জ্জন,
কামতৃপ্তি, বাসনাবর্জ্জিত চিত।
যেই জন বাসনা-বর্জ্জিত,
কদাচিৎ না হয় মোহিত;
ব্রজধামে কৃষ্ণলীলা দৃষ্টান্ত তাহার।

সনন্দন। প্রভু, শুনেছি শ্রীমুখে,
মহা বলবান্ কাম মোক্ষপথে অরি।
কামচর্চ্চা কাম-আলাপনে জন্মে সংস্কার,
বহু জন্ম গ্রহণের হেতু তায় হয়।

শঙ্কর। শাস্ত্রমত বাক্য তব হে তীব্র সন্ন্যাসি!
কিন্তু বৎস, করহ শ্রবণ,—
দেব-প্রয়োজনে মম ধরা আগমন,
কায়মনোবাক্যে যাচি জীবের কল্যাণ।
করেছি উদ্যম।
যদি তায় দৈব-বিড়ম্বনে
কোন ক্রমে বিঘ্ন হয় মম,
যদি পশি পরকায়, সংস্কার পরশে আমায়,
বুঝিব অন্তরে,
দেবকার্য্য উদ্ধারের তরে—
করিবারে মানবের হিত—
সহি যথোচিত মহামায়া-ছলনা-প্রভাবে।
শুন বৎস, নিজ স্বার্থ দিব বিসর্জ্জন,
যে হয় সে হয়, কাম-বিদ্যা করিব অর্জ্জন।
দেবকার্য্য সাধনের তরে
না হব পশ্চাৎপদ্ আত্মবিসর্জ্জনে।
হয় বৎস, হৃদয়ে উদয়
দেবদেব-পদাশ্রিত আমি,

সংস্কার কভু না স্পর্শিবে, কার্য্যসিদ্ধি হবে
নির্ব্বিঘ্নে পশিয়ে পুনঃ এ যোগি-শরীরে,
বিমল অদ্বৈত-পন্থা করিব প্রচার।
এস বৎস, গুপ্ত স্থানে রাখিব শরীর,
সাবধানে গৌরবে রাখিও সবে মিলি।]

সনন্দন। হৃদিকম্প হয় প্রভু, সংকল্পে তোমার!

শঙ্কর। চিন্তা কর দূর, চল পর্ব্বত-গহ্বরে।

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

বনস্থলী।

সজ্জিত চিতা-পার্শ্বে অমরুক নৃপতির মৃতদেহ।

উভয় পার্শ্বে সরমা, অম্বালিকা প্রভৃতি রাণীগণ, সম্মুখে মন্ত্রী, ব্রাহ্মণ ইত্যাদি।

সরমা। (মন্ত্রীর প্রতি) বাবা, তুমি সুযোগ্য মন্ত্রী, রাজ্যভার তুমিই গ্রহণ করো; আমি রমণী,রাজ্য-পরিচালনা তো আমাতে সম্ভব নয়। আমি উদ্বাহের দিন পণ ক'রেছিলাম যে, আমি জীবনে-মরণে মহারাজের সঙ্গিনী। মহারাজ আমায় ছেড়ে যাবেন, তা তো কদাচ হবে না! আমি সহমরণে যাবো, তার উদ্যোগ করো।

অন্যান্য রাণীগণ। দিদি, আমরা তোমার দাসী, আমাদের ছেড়ে যেও না।

মন্ত্রী। হায় হায়! কি কুলগ্নেই মহারাজ মৃগয়া-যাত্রা ক'রেছিলেন!

সরমা। বাবা, প্রাতঃকালে হাসি মুখে বিদায় নিয়ে এলেন, সূর্য্যাস্ত না হ'তে চন্দ্রমুখে ছায়া পড়্‌লো। হায় হায়, আমাদের মত অভাগিনী কি কেউ জন্মগ্রহণ করেছে! এ জ্বালা কেবল অনলে নির্ব্বাণ হওয়া সম্ভব।

ব্রাহ্মণ। মন্ত্রী মশায়, আর কেন—শবদেহ চিতায় উত্তোলন করুন।

সরমা। বাবা, অপেক্ষা করো, আমি সহমৃতা হব।

ব্রাহ্মণ। মন্ত্রী মশায়, যা হয় শীঘ্র করুন। দ্বাদশ দণ্ড অতীত হ'য়েছে, আর শব-দেহ রাখা উচিত নয়। বিলম্ব হ'লে প্রেত আশ্রয় কর্‌তে পারে।

মন্ত্রী। (সরমার প্রতি) মা, দেখুন দেখুন—মহারাজ যেন চক্ষু উন্মীলন কচ্চেন! দেখুন দেখুন—মুখের বর্ণের পরিবর্ত্তন দেখ্‌চি। মা, আপনি মুখে একটু জল দেন তো।

সরমা। মা দুর্গা, দুর্গতিনাশিনি, মা রক্ষা করো!

রাজদেহে শঙ্কর। এ কি—কোথায় আমি—এরা কে?

সরমা। মহারাজ দেখুন, আমরা আপনার চরণের দাসী।

শঙ্কর। মহামায়ার কি প্রভাব! কি ছিলেম, এ তো আমার স্থান নয়! নিদ্রাবস্থা কি জাগ্রত অবস্থা! (প্রকাশ্যে) তোমরা কে?

সরমা। মহারাজ, চিন্‌তে পাচ্চেন না? আমরা আপনার দাসী।

শঙ্কর। হাঁ, সত্য সত্য, আমি কে?

সরমা। মহারাজ স্থির হন, আপনি মৃগয়ায় ক্লান্ত হয়ে মূর্চ্ছাপন্ন হয়েছিলেন।

শঙ্কর। হুঁ, রাজকায়ে—রাজা—চলো গৃহে যাই। জীবের গর্ভবাসের পর স্মৃতি থাকা অসম্ভব। চলো চলো—অহো, মহামায়ার কি ভীষণ প্রভাব!

* [(মৃতরাজার প্রেতাত্মার প্রবেশ)

কে তুমি? মৃত রাজার প্রেতাত্মা! এ দেহে আর তোমার অধিকার নাই।

সরমা। মহারাজ, কি বল্‌ছেন?

শঙ্কর। না, কিছু না। (প্রেতাত্মার প্রতি) দেহের মমতা এখনো পরিত্যাগ করো নি! যাও, দেব-দেবের কৃপায় প্রেতদেহ পরিত্যাগ ক'রে দিব্যদেহ ধারণ করো। যত দিন তোমার দেহ ভোগ করি, তত কল্প তুমি স্বর্গভোগ করো। কি হলো—কে আমি? আমি রাজা, এই সকল রাজ্ঞী! এসো—এসো প্রেয়সি, গৃহে যাই চলো।

(উপবেশন)

সরমা। মহারাজ, স্থির হোন—স্থির হোন।

শঙ্কর। চিন্তা ক'রো না, আমি সবল হয়েছি, এসো প্রিয়ে!

(গাত্রোত্থানকরণ)

অম্বালিকা। (জনান্তিকে সরমার প্রতি) দিদি, এ কি কোন প্রেত আশ্রয় করেছে?

শঙ্কর। না না, প্রেত দেহ-মমতা ত্যাগ করে স্বর্গলাভ করেছে।] *

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

শঙ্করাচার্য্যের বাটীর সম্মুখ।

জগন্নাথ ও মহামায়া।

জগন্নাথ। হাঁরে, তুই কেমন পেত্নীটে বল্? মাগীর হাল্‌টা দেখ্‌ছিস? তবু তোর মনে দুঃখু হয় নেই? মরবার আগে এক দিনকে ক্ষুদে দাদাকে লিয়ে আয়।

মহামায়া। সে এখন রাজা হয়েছে, তাকে আন্‌বো কি ক'রে?

জগ। তবে তুই কিসের পেত্নী? তুই যে বল্লি, মায়ের কাছে আস্‌বে?

মহা। সময় হলে আস্‌বে।

জগ। তোদের আবার কেমন সময়? মাগী ম'লে এনে কি কর্‌বি?

মহা। আমি থাক্‌তে মর্‌বে কেন?

জগ। তুই থাক্‌তে যদি মরে নি, তবে তুই মলি কিসে?

মহা। আমি তো মরি নি, আমি অনাদি।

জগ। তুই তো ভারি মিছকতুরে, তোর কথায় প্রত্যয় আর থাক্‌বে নি।

মহা। কি ক'রে জান্‌লি—আমি মরেছি?

জগ। জ্যান্ত মানুষ আর কে কোথায় পেত্না হয়?

মহা। আমি তো পেত্নী নই।

জগ। তোর বাপ পেত্নী।

মহা। আমার তো বাপ নাই।

জগ। না থাকে নেই, আমার কথা একটা শুন্‌বি?

মহা। কি বল?

জগ। ক্ষুদে দাদা কোন্ থানে আছে, আমায় ব'লে দে

মহা। সে এখন অমরক রাজা হয়েছে।

জগ। ভূতে চিন্‌তে পারে?

মহা। তা পারে।

জগ। তবে ধর্, আমার ঘাড়টা মুচুড়ে ধ'রে মেরে ফেলে ভূত ক'রে দে।

মহা। কেন - ভূত হয়ে কি কর্‌বি?

জগ। কি কর্‌বো, তা তখন তোকে শুনোবো। ক্ষুদে দাদাকে এনে মাগীকে দেখাবো।

মহা। ছিঃ ছিঃ, ভূত হ'তে আছে!

জগ। তা তোর কি বল্ না—আমার যদি এখন সখ হয়। তোর ছিঃ-ছিক্কারে আর কাজ নেই। আমায় ভূত ক'রে দে, মাগীর দুঃখু আর আমি দেখ্‌তে লারচি। আমি খুদে দাদাকে বাড়ীতে আন্‌বো।

মহা। তোর কথায় সে আস্‌বে কেন?

জগ। এস্‌বে, এস্‌বে,—আমি তার কাছে গিয়ে বল্‌বো, "আমি তোর জগা দাদা, আমার কাঁধে চেপে সেথানে একবার বেড়াবি চল্।" চখো-চখি হ'লে সে আমার কথা আর ঠেল্‌তে লার্‌বে। ধর্ ধর্—ঘাড়টা মুচুড়ে ধর।

মহা। জগন্নাথ, তোমার যে প্রেম, তুমি মুক্তাত্মা; তোমার উপর আর আমার অধিকার নাই।

জগ। হ্যাদে, তুই ও সব কি বলিস্ বল্ তো? ক্ষুদে দাদার কাছে শিখিস্ না কি?

মহা। সে না শেখালে আমায় কে শেখাবে বল।

জগ। আচ্ছা, তার মা মাগীর উপর তোর দরদ হয় নি ক্যানে?

মহা। না হ'লে আমি সেবা কর্‌তে আস্‌বো কেন?

জগ। তোর ছাই দরদ! মাগীর আকারটা দেখ্-ছিস্? তবু একবার ছেলেটাকে এনে দেখাতে লার্‌লি?

মহা। কেন আনি না জানো? যে দিন ছেলের সঙ্গে মাগীর দেখা হবে, সে দিন মার শরীর থাক্‌বে না।

জগ। না থাকে না থাক্‌বে, বেঁচে আর কি কচ্চে, না হয় একবার চাঁদমুখখানা দেখে মর্‌বে।

মহা। সময় না হ'লে তো আর দেখা হবে না।

জগ। তোরে লার্‌লুম, তোর ছেঁদো কথা কে বুঝ্‌বে বল্?

(বিশিষ্টার প্রবেশ)

বিশিষ্টা। মা, তুমি কে? আর আমার সঙ্গে প্রতারণা করো না। তুমি সামান্যা নও, যদি কৃপা ক'রে দর্শন দিয়েছ, পরিচয় দিয়ে কৃতার্থ করো।

মহা। কেন মা, আমি তো তোমায় বলেছি, আমি তোমার মেয়ে।

বিশিষ্টা। না মা, আমায় ভাঁড়িও না। আমি স্বপ্নে দেখেছি, তুমি আমার শঙ্করের অর্দ্ধাঙ্গ। আমায় কে স্বপ্নে বলেছে, আমার শঙ্কর আর তুমি ভিন্ন

নও। পরিচয় না দাও, আমায় বল-সত্যই কি দেবদেব আমার জঠরে জন্মগ্রহণ করেছেন?

মহা। মা, দেবদেব তো স্বয়ং তোমায় এ কথা বলেছেন।

বিশিষ্টা। তবে কেন মা আমার পুত্র-জ্ঞানে এ যন্ত্রণা? তবে কেন আমি তার চাঁদমুখ এক-দণ্ড ভুল্‌তে পারি না? তবে কেন আমি মহা-মায়ায় আচ্ছন্ন? আমি কত দিনে মুক্ত হব মা! আমি তো দেহ হতে পৃথক্ হয়েছি, তবে কেন দেহ ছেড়ে যেতে পাচ্চি না?

মহা। মা, তোমার যে কামনা,—তোমার পুত্রের হাতে অগ্নি নিয়ে দেহ ভস্ম কর্‌বে।

বিশিষ্টা। সত্যই কি আমার বাসনা পূর্ণ হবে?

মহা। দেবমন্দিরে চল মা, দেবদেব স্বয়ং তোমায় এ কথা বল্‌বেন।

বিশিষ্টা। না মা, তোমার কথাতেই প্রত্যয়; তোমার কথা দেবদেবের কথা পৃথক্ নয়। তোমার কথাতেই আমার তৃতীয় চক্ষু উন্মীলিত হয়েছে। আমি মা মায়ার প্রপঞ্চ বুঝেছি; মায়া কেন বল্‌চি, তোমার প্রপঞ্চ বুঝেছি। আমার একটি সাধ পূর্ণ কর্‌বো, আমি তোমায় স্বহস্তে রাঙ্গা জবা দিয়ে সাজাব। এসো মা, ঘরে এসো।

মহা। তুই পেত্নী পেত্নী কর্‌লি, দেখ্‌ছিস্—মা কত আদর কচ্চে!

জগ। না না, যা যা—তুই পেত্নী নস্।

[বিশিষ্টা ও মহামায়ার প্রস্থান।

জগ। ওটা কে বটে? ক্ষুদে দাদা কি বে করেছে? না, এ তো ধাড়ি মাগী! তবে এ কে? ওই—ওই—যেন যেন—মনে মনে আঁচ দিচ্চে। মা না বল্লে—মহামায়া? অ্যাঁ! ওই :বেটী সব ঘুরোয় না কি? ক্ষুদে দাদা যে বল্‌তো,—ওই মায়ায় ঘুরপাক খাওয়ায়। যা থাকে বরাতে, পরের মেয়ে মান্‌বো নি, ওকে চেপে ধর্‌বো, ব'ল্‌বো—বল্ বেটী তুই কে?

[প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

অমরক রাজার অন্তঃপুর-সংলগ্ন উপবন।

অমরক রাজদেহাশ্রিত শঙ্করাচার্য্য।

শঙ্কর। নিদ্রাগত অভিভূত প্রায়—
স্বপ্নাচ্ছন্ন রয়েছি কোথায়?
দিবানিশি কি যেন রয়েছি ভুলে!
সৌদামিনী ঝলক সমান
হয় কভু আলোকিত প্রাণ,
যেন কোন জ্যোতি-মূর্ত্তি হেরি বিদ্যমান,—
হয় তায় আকুল অন্তর।
আছি যেন আবদ্ধ পিঞ্জরে!
মহাপ্রাণী রয়েছে শরীরে,
কোন্ পথে যায় সে বাহিরে,
প্রবেশে বা কোন্ পথে!
এ কি! কেবা আমি— ..
আছি বদ্ধ এই ক্ষুদ্র কায়!
জ্ঞান হয় ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপিয়ে মম স্থান!

(সরমা অম্বালিকা প্রভৃতি রাণীগণের রঙ্গরস সহকারে প্রবেশ)

সরমা। এ কি মহারাজ, এইখানে পালিয়ে এসেছ? তা যাও—আর তোমার সঙ্গে কথা কব না—আমরাও চল্লুম।

শঙ্কর। শুন সুবদনি, হয়ো না মানিনী,
কামকলা-বিহারকুশলা,
মাগি পরিহার, সমযোগ্য যোদ্ধা তব নই।
বিশ্রাম কারণে, এসেছি এ স্থানে,
দীক্ষা পুনঃ করিব গ্রহণ।
পুনঃ কিবা নবরঙ্গ দেখিব রঙ্গিণি!
দেখ দেখ হতেছে স্মরণ—
কোথা—কোথা—এ কি ঘোর আবরণ!

সরমা। (জনান্তিকে) বোন, তোরা মহারাজকে নিয়ে উপবনে যা। আমি মন্ত্রী মহাশয়কে ডাকৃতে পাঠিয়েছি, মহারাজের বনে মূর্চ্ছাভাব হয়ে যেরূপ অবস্থা হয়েছিল, এখন মাঝে মাঝে আবার সেই অবস্থা দেখ্‌ছি।

অম্বালিকা। দিদি, দিবারাত্র অন্তঃপুরবাসে হয় তো মহারাজের মস্তিষ্ক ক্ষীণ হয়েছে। ব'লে ক'য়ে মহারাজাকে রাজকার্য্যে পাঠান যাক্।

সরমা। না দিদি, এর বিশেষ তত্ত্ব আছে! আমরাই পরাজিত, এতে মস্তিষ্ক বিকল কি নিমিত্ত হবে? অবশ্যই এর কোন গুহ্য কারণ আছে। মন্ত্রীর সঙ্গে পরামর্শ করবার প্রয়োজন।

শঙ্কর। পর্ব্বত-কন্দরে নিবিড় গহ্বরে—
কই—কোথা—করি অন্বেষণ।

[শঙ্করাচার্য্যের প্রস্থান।

অম্বালিকা। এ কি! এ যে কোন যোগীর পূর্ব্বস্মৃতি বোধ হ'চ্চে!

সরমা। আমারও সেইরূপ অনুমান হয়। যাও, মহা-উদ্দীপক সুরা আমার ঘরে আছে, নিয়ে পান করাও।

অম্বালিকা। তাতেই বা কি ফল হবে, বুঝ্তে পারি না। সুরাপ্রভাবে মহারাজের তো ক্ষণিক চঞ্চলতাও কখন দেখি নাই।

সরমা। যাও যাও, মন্ত্রী আস্চে।

[অম্বালিকার প্রস্থান।

(মন্ত্রীর প্রবেশ)

মন্ত্রী। জননী রাজরাণি, ব্রাহ্মণের আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করুন।

সরমা। মন্ত্রী, মহারাজের প্রতি লক্ষ্য ক'রেছেন? যে দিন মহারাজ মূর্চ্ছাগত হন, তার পর হ'তে মহারাজকে কি পূর্ব্ববৎ দেখ্‌ছেন?

মন্ত্রী। মা, আমরা রাজকর্ম্মচারিগণ মিলিত হয়ে গোপনে এই পরামর্শই করেছিলেম। পূর্ব্বে রাজকার্য্যে মহারাজ এরূপ পারদর্শী ছিলেন না, শাস্ত্রালাপে পণ্ডিতমণ্ডলী পরাজিত। মা, আপনি কিরূপ লক্ষ্য ক'রেছেন?

সরমা। নন ইনি পূর্ব্ব-নৃপবর।
—বিপদ-সময়
তাই কহি মন্ত্রিবর লাজ পরিহরি—
যদিচ বিলাসে মগ্ন দিবস-যামিনী,
রঙ্গরস-কৌতুক-কলাপে রত,
কিন্তু কোন আসক্তি হেরি নে কভু।
পূর্ব্বে নৃপবর,
ব্যথিত হ'তেন চারু কটাক্ষ-প্রহারে।
এবে যেন শিক্ষার কারণ,
শিক্ষাপ্রিয় বালক যেমন,
অবিচল কটাক্ষ-ঈক্ষণ করে।
অঙ্গস্পর্শে নাহি শিহরণ,
পুরুষ-উচিত নাহি আগ্রহ কখন,
মুগ্ধচিত নহে সুরাপানে।
আসক্তিবিহীন,
কামিনীর গর্ব্ব হয় লীন,
শতনারী ঈর্ষ্যাহীন প্রভাবে রাজার।
ল'য়ে কুলবতী, গোপিনী যুবতী,
শ্রীপতির রাসলীলা বিহারের প্রায়,
নারী সনে বিহার রাজার।
জনে জনে মানি পরাজয়;
ঈর্ষ্যানেত্রে না চায় যুবতী,
পরস্পর প্রতি,
পূর্ণ মনোরথ সবে রাজার সেবায়।
কভু নৃপমুখে শুনিয়ে বচন
কাঁপে প্রাণ মম!
যেন কোন পূর্ব্বস্মৃতি হয় উদ্দীপন,
বিমন সতত হেরি!
তেঁই জ্ঞান হয়,
বুঝি যতীশ্বর কোন মহাশয়,
পশি মৃত নৃপতির কায়
ভোগ ইচ্ছা করেন খণ্ডন।

মন্ত্রী। বুদ্ধিমতী সরস্বতী সম তুমি রাণী,
ক'রেছ স্বরূপ অনুমান।
তবে কি উপায়
যোগিবরে আবদ্ধ রাখিতে নৃপদেহে?
হইয়াছে বুঝি বা সময়,
ভোগ অবসানপ্রায়,
ভোগ-অন্তে প্রবেশিবে নিজদেহে।

সরমা। কর, বৎস, উপায়-বিধান,
আত্মহারা মোরা সবে;
নিশিদিন আশঙ্কায় বিকল অন্তর।

মন্ত্রী। মা, আমরা মন্ত্রণা ক'রে চতুর্দ্দিকে দূত প্রেরণ করেছি, যথায় শবদেহ পাবে, তথনই তা দগ্ধ করবে। প্রতি শবদেহের মূল্য শতমুদ্রা, আর যোগীর শবদেহের মূল্য সহস্র মুদ্রা ঘোষণা করেছি। উপস্থিত এ উপায় ভিন্ন অপর কোন উপায় তো লক্ষিত হ'চ্চে না।

মা। বাবা, এ কার্য্য আমাদের পূর্ব্বেই করা

উচিত ছিল। যেরূপ লক্ষণ দেখ্‌ছি, বহুদিন যে যোগীশ্বর এ দেহে অবস্থান কর্‌বেন, এরূপ সম্ভব নয়। পূর্ব্বস্মৃতি জাগরিত হ'লেই যোগিবর নিজদেহ গ্রহণ কর্‌বেন। তৎপর হন, অন্তই দূত নিযুক্ত করুন।

মন্ত্রী। হ্যাঁ মা, সত্বর হওয়াই কর্ত্তব্য। কয়দিন কয়েকজন যোগিপুরুষ মহারাজের অনুসন্ধান ক'চ্চে, আমি তাদের রাজপুরে আসা নিবারণ ক'রেছি; বোধ হয়, এই যোগিবরেরই তারা শিষ্য, গুরুর সন্ধানে এসেছে, যেরূপ গোরক্ষনাথ মীননাথের অনুসন্ধানে এসেছিলেন।

সরমা। সতর্ক থাকুন, কোনরূপে না রাজদর্শন পায়।

[উভয়ের উভয় দিকে প্রস্থান।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক।

নগরপ্রান্তে পথিপার্শ্বস্থ বটবৃক্ষতল।

শান্তিরাম প্রভৃতি শঙ্করাচার্য্যের শিষ্যগণ।

(গণপতির প্রবেশ)

শান্তি। দেখ দেখ, আমাদের সেই সহাধ্যায়ী গণপতি নয়? ওহে গণপতি—গণপতি—

গণ। (স্বগত) এই মজালে! সেই শান্তে বেটা!

শান্তি। কি হে গণপতি, চিন্‌তে পাচ্ছ না না কি?

গণ। তুমিও চলেছ, আমিও চ'লেছি, চেনাচিনিতে কাজ কি?

শান্তি। কেমন আছ?

গণ। তোমরা কেমন আছ? বাবা, আমি সাফ্‌ বুঝে চ'লে এসেছি, কিছু পেলে? না জল তোলা আর পা টেপাই সার!

শান্তি। ভরপূর পেয়েছি, গুরুদেবের সংসারে অভাব কিসের?

গণ। তা তো বটে, অভাব যা অন্নবস্ত্রের!

শান্তি। তুমি কোথাও কিছু পেলে না কি?

গণ। কোথাও কিছু নেই—বুঝ্‌লে? বুদ্ধির জোরে যে যা ক'রে নিতে পারে।

শান্তি। তোমার তো বুদ্ধি কিছু কম নয়, কিছু বাগালে?

গণ। বাগাবো কি, তেমন বাগমাফিক চেলা পাচ্ছি নে, নইলে এখানে যোগাড় খুব ছিল।

শান্তি। বল না, আমরাই না হয় তোমার চেলা হ'চ্চি।

গণ। ভাই, তা যদি হও, তা হ'লে বাপের কাজ করো।

শান্তি। কি যোগাড়টাই বলো?

গণ। দেখ, এ দেশের রাজা বেটা ম'রে গিয়েছে মনে ক'রে চিতেয় চড়াতে যাচ্ছিল, খামকা বেটা বেঁচে উঠেছে। এই না—নগরে দিবারাত্র আনন্দ চলেছে! সন্ন্যাসী-ফকিরের খুব আদর, রাণীদের কাছে পর্য্যন্ত যেতে পারে! আর খালি ওষুধ খুঁজ্‌চে, কিসে রাজাকে বশ করতে পারবে। রাণীরা প্রায় এক হাজার—পরমা সুন্দরী! ধাপ্পা-ধুপ্পি লাগাতে পার্‌লে দু'চার বেটী হাতেও লাগ্‌তে পারে। তোমরা যদি আমার শিষ্য হয়ে আমায় জাহির করো, তাহ'লে বেশ মজায় সব থাক্‌া যায়। কামিনী চাও—কামিনী, কাঞ্চন চাও—কাঞ্চন, সব রকম মজা চলে। আর পরম মান, রাজার মাথায় গিয়ে পা দাও।

শান্তি। তা আমরা শিষ্য হব কেন, তুমি কেন আমাদের শিষ্য হও না?

গণ। আরে শোন না, আমি যে তেমন তোমাদের মত মন দিয়ে বুলিগুলো শিখি নি! তাই মনে কচ্চি, আমি থাক্‌বো মৌনী, তোমরা সব বুলি ঝাড়্‌বে। দুই এক পাই বখরা বেশী চাও, তাও নিও।

শান্তি। রাজার সঙ্গে আলাপ হয়েছে?

গণ। সে যো নাই বাবা! রাজা খালি অন্দরে রাণীদের নিয়ে আছে, দিনরাত সরাপ চল্‌চে—আমোদ চলচে—গান চল্‌চে।

শান্তি। রাজার সঙ্গে কেউ কি দেখা কর্‌তে পারে না?

গণ। দু'একটা গাইয়ে-গুণীকে কখনো ডাকে। সন্ন্যাসী-ফকিরের রাজার কাছে ঘেঁস্‌বার যো নাই; মন্ত্রী বেটারা খেদিয়ে দেয়। বড় মজার দেশ—বুঝ্‌লে, একটা মড়া—একশো একশো টাকায় বিকোয়; সন্ন্যাসী-মুদ্দোরের দাম হাজার টাকা।

শান্তি। মুদ্দোর নিয়ে কি করে?

গণ। কি জানি, বেটা বাপের পিণ্ডি চড়ায়! তিপা-

স্তর মাঠে রাবণের চিতের মত চুলি জ্বল্‌চে, ঝুপ-ঝাপ ক'রে দিনরাত মড়া এনে ফেল্‌চে।

(সনন্দনের প্রবেশ)

শান্তি। (সনন্দনের নিকটবর্ত্তী হইয়া জনান্তিকে) সনন্দন, গুরুদেব এই স্থানে নিশ্চয় আছেন।

সনন্দন। (জনান্তিকে) আমারও তাই অনুমান হয়। নগর-ভ্রমণ ক'রে দেখ্‌লেম, পুরবাসীরা দিবারাত্র আনন্দে মগ্ন,—কোথাও রোগ, শোক, দৈন্য নাই। অতি সুব্যবস্থায় রাজ্য পরিচালিত। প্রজাগণ পরস্পর ঈর্ষা দ্বেষবর্জ্জিত,যেন এক পরিবার হয়ে একত্রে বাস কচ্চে। প্রান্তরে, উপবনে দেখ্‌লেম—সাময়িক শস্য, সাময়িক ফলপুষ্প অপর্য্যাপ্তরূপে ধরণী উৎপাদন করেছেন।

গণ। (স্বগত) কি বলাবলি কচ্চে! (প্রকাশ্যে) কি হে তোমাদের আচার্য্য এখানে এসেছেন না কি?

সনন্দন। তিনি কামরূপী, সর্ব্বস্থানেই বিরাজমান। (জনান্তিকে শান্তিরামের প্রতি) এসো, রাজার সহিত কোনরূপে সাক্ষাৎ করা প্রয়োজন।

গণ। ওহে সনন্দন—ওহে সনন্দন! না—পদ্মপাদ না বল্লে বুঝি উত্তর দেবে না?

সনন্দন। না, তুমি পদ্মপাদ বলো নাই, তোমার সঙ্গে আলাপ কর্‌বো না। (জনান্তিকে শান্তিরামের প্রতি) এসো, রাজার সহিত সাক্ষাতের কিরূপ উপায় হয় দেখি। বোধ হয়, মহাপুরুষ যে রাজদেহে প্রবেশ করেছেন, কোন বিচক্ষণ ব্যক্তি তা অনুমান করেছেন, সেই জন্য শবদেহ দাহন কচ্চে। শীঘ্র গুরুদেবের সশরীরে না প্রত্যাগমন কর্‌লে বিপদের আশঙ্কা আছে।

[গণপতি ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

গণ। ব্যাটারা কি বলাবলি কর্‌লে,কি দাঁওয়ে ফিরচে। এই সেই তান্ত্রিক ব্যাটা, যে ব্যাটা শঙ্করাচার্য্যের তত্ত্ব করে। গুরুজি, গুরুজি, শোনো শোনো—

(উগ্রভৈরবের প্রবেশ)

উগ্র। কি বল্‌ছ?

গণ। যদি দুটো একটা বিদ্যে ছাড়ো, তুমি যা খুঁজ্‌চ, আমি ব'লে দিই।

উগ্র। আমি কি খুঁজ্‌চি? কি ব'লে দেবে?

গণ। আরে আমায় চিন্‌তে পাচ্ছ না? কাশীতে তোমার সঙ্গে দেখা। আমি শঙ্করাচার্য্যের শিষ্য ছিলেম, তুমিও তল্পী বইয়ে নিয়েছ। তবে তোমার কাছে ঢং-ঢাংটা শিখে নিয়েছি বটে, তাইতে একরকম চ'লে যাচ্ছে।

উগ্র। না, আমি আর তাঁর অনুসন্ধান করি না।

গণ। বাবা, আমার চেয়েও সাফ্‌ মিথ্যা ঝাড়্‌তে জানো। তা শোনো, শঙ্করাচার্য্যের শিষ্যেরা সব এসেছে, এইখানেই শঙ্করাচার্য্য কোথায় আছে।

উগ্র। আচ্ছা,তুমি আমার নিকটে কি বিদ্যা চাও?

গণ। ঐ ভেল্‌কি বিদ্যা,—ধূলোকে সোনা করা শেখাবে?

উগ্র। হ্যাঁ, শেখাবো। তুমি যদি আমি যেরূপ বলি, সেইরূপ ক'রে আমার কার্য্যের সহায়তা করো।

গণ। কি কর্‌তে হবে, বলো?

উগ্র। কিন্তু দেখো, যদি আমার সহিত প্রতারণা করো, কি আমার মন্ত্রণা প্রকাশ করো, তা'হলে তোমার নিস্তার নাই; স্বয়ং শিবও তোমায় রক্ষা কর্‌তে পার্‌বেন না। আমার শক্তি দেখো— (ধূলিমুষ্টি লইয়া সম্মুখস্থ বটবৃক্ষে নিক্ষেপ ও বৃক্ষের জ্বলিয়া উঠা, পুনরায় ধূলিনিক্ষেপ ও বৃক্ষের পূর্ব্বাবস্থাপ্রাপ্তি)

গণ। তুমি আমার ধরম-বাবা, তুমি যা বল্‌বে, আমি তাই শুন্‌বো।

উগ্র। এই পুষ্পটি ল'য়ে রাণীর কাছে যাও।

গণ। বাবা, দরাজ তো হুকুম দিলে, আমায় ঢুক্‌তে দেবে কেন?

উগ্র। এই তোমার মস্তকে সিন্দুরের টিপ দিচ্চি, কেউ তোমায় নিবারণ কর্‌বে না।

(টিপ দেওন)

গণ। (স্বগত) বাবা! এ বেটা আচ্ছা বুজরুক তো! বেটার কাছে থাক্‌তে হ'লো! তবে মল-মূত্র ঘাঁটে,মড়া খায়, এতেই বেটার কাছ থেকে স'রে প'ড়েছিলুম!

উগ্র। কি ভাব্‌ছো?

গণ। বাবা, তোমার গোলাম বাবা, তোমায় প্রাণ সঁপ্‌লুম বাবা! আমি সোনা করা বিদ্যে-টিদ্যে চাই না—ঐ সিন্দুর পড়াটা শিখিয়ে দিয়ো। যেখানে সেখানে যেতে পার্‌লেই, আমি একরকম চালিয়ে নেব। এখন কি কর্‌তে হবে বল?

উগ্র। রাণীকে এই ফুলটি দাও গে। (পুষ্পপ্রদান) ব'ল,—এই ফুল রাজাকে শুঁকৃতে দিলে রাজা তাঁর বশীভূত হবেন, আর কয়েকটি রমণী তাঁর নিকট পাঠাবো, তাদের অষ্টপ্রহর যেন রাজার সঙ্গে থাক্‌তে দেন। ব'লো, তা'হলে আর রাজ-শরীর ত্যাগ ক'রে যোগী নিজশরীরে যেতে পার্‌বে না।

গণ। বাবাঠাকুর, ব্যাপারখানা কি ?

উগ্র। পরে জান্‌বে ; যাও—আজ্ঞামত কার্য্য করো।

[গণপতির প্রস্থান।

নিশ্চয় রাজশরীরে শঙ্করাচার্য্য প্রবেশ করেছেন। রাজাকে বলি দিতে পার্‌লেই যোগিবরকে বলি প্রদান করা হবে, আমি অষ্টসিদ্ধি লাভ কর্‌বো। এখন যাই, অবিদ্যা-শক্তির নায়িকাগণকে আবাহন ক'রে রাজসমীপে প্রেরণ করি। তারা অমাবস্যা পর্য্যন্ত রাজাকে মুগ্ধ ক'রে রাখ্‌তে নিশ্চয় পার্‌বে।

[প্রস্থান।

(সনন্দন, শান্তিরাম ও শিষ্যগণের প্রবেশ)

সনন্দন। ভাই, সর্ব্বনাশ ! কোন প্রকারে তো রাজ-দর্শন পাওয়া গেল না। সন্ন্যাসীর রাজার নিকট যাওয়া একেবারেই নিষেধ। গুরুদেব তো দেখ্‌ছি, মহামায়ার প্রভাবে রাজশরীরে আবদ্ধ হয়েছেন। এ দিকে তো শবদেহ দাহনের আজ্ঞা প্রচার হয়েছে। কি জানি, যদি কোন সুচতুর দূত গুরুদেবের দেহের সন্ধান পায়,—তাহ'লে তো দেহ দগ্ধ হবে। আমাদের মধ্যে যারা দেহরক্ষার্থে নিযুক্ত আছে, তারা তো রাজ-শক্তি প্রতিরোধ করতে পার্‌বে না। বিষম সঙ্কট উপস্থিত। গুরুদেব স্বয়ং না উপায় কর্‌লে তো উপায় দেখ্‌ছি নে। প্রভু, আশ্রিত সন্তান-গণের প্রতি বিরূপ হবেন না ! প্রভু, স্বয়ং উপায় উদ্ভাবন করুন।

(মহামায়ার প্রবেশ)

মহা। (গীত)

পর'লে পরে সাধের বাঁধন, খুল্‌লে খোলে না।
কাঁটা দিয়ে কাঁটা তোলা কথায় চলে না॥
সোনায় লোহায় ঘ'সে ঘ'সে,
তবে লোহার শেকল খসে,
যত্নে গড়ে সোনার শেকল, কিন্‌তে মেলে না॥
সে শেকল শক্ত লোহার, আঁতে আঁতে বাঁধুনি তার,
হার ব'লে প'রেছে গলে, অমনি ফেলে না॥
লোহার শেকল মনে হ'লে,
তখন চায় সে শেকল খোলে,
চেনে, যে চোক পেয়েছে, চোক না পেলে, না॥

সনন্দন। দেখ—দেখ ভাই, এ তো সামান্য রমণী নয় ! সঙ্গীতের ভাবে বোধ হয়, যেন সাধন-প্রথা সম্পূর্ণভাবে অবগত। সঙ্গীতচ্ছলে আমাদের উপদেশ প্রদান ক'র্‌লে, যেন—বিদ্যামায়ার সংঘর্ষণে বিদ্যামায়া ও অবিদ্যামায়া পরস্পর ধ্বংস না হ'লে জীবের চৈতন্য লাভ হয় না। (মহা-মায়ার প্রতি) মা, তুমি কে গা ?

মহা। তোমাদের মা।

সনন্দন। যদি মা, এ মহাবিপদে আমাদের উপায় করুন।

মহা। তাই তো এসেছি। এ বেশে রাজদর্শন পাবে না ; এস, তোমাদের গায়ক ও যন্ত্রী সাজিয়ে দিই।

সনন্দন। মা, আমরা তো যন্ত্র-বিদ্যা ও সঙ্গীতবিদ্যা কোন বিদ্যাই অবগত নই।

মহা। এসো, আমি তোমাদের শিখিয়ে দেবো।

সনন্দন। (অন্যান্য শিষ্যগণের প্রতি) এসো ভাই।

শান্তি। কি হে, এ উন্মাদিনীর সঙ্গে কোথায় যাবে ? আমাদের একদিনে সঙ্গীত-বিদ্যা, যন্ত্র-বিদ্যালাভ হবে না কি ? অপর উপায় করা কর্ত্তব্য।

সনন্দন। ভাই, তোমারা প্রত্যক্ষ মহাদেবীকে চিন্‌তে পাচ্চ না ? ইনি ব্যতীত উপায় নাই।

শান্তি। তবে চলো। তুমিই আমাদের নেতা, যেরূপ ব'ল্‌বে, তাই ক'র্‌বো।

[সকলের প্রস্থান।

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক।

অমরক রাজার বিলাস-গৃহ।

সরমা ও অম্বালিকা।

সরমা। রাজাকে ফুলটি শুঁকৃতে দেবো কি না ভাব্‌চি, কি জানি যদি কিছু অনিষ্ট ঘটে। আমার এ সন্ন্যাসীকে বিশ্বাস হয় না।

অম্বালিকা। ফুল শুঁকে কি আর অনিষ্ট হবে?

সরমা। *[অবশ্য কোন অবিদ্যাশক্তির প্রভাব এই ফুলে আছে। এ সন্ন্যাসী শক্তিসম্পন্ন, আমার ধারণা হয়েছে; কিন্তু এ শক্তি সংসারের অহিত-সাধক। যদি কোন যোগিরাজ মহারাজের শরীরে সত্যই প্রবেশ ক'রে থাকেন, তিনি রাজদেহে অবস্থান করুন, এই আমাদের কামনা; কিন্তু তাঁর কোন অনিষ্ট না ঘটে। যোগীর অনিষ্টসাধনে মহাপাপের সঞ্চয় হয়।

অম্বালিকা। দিদি, যে পথে চলেছ, সেই পথেই চলো। যোগিরাজকে রাজদেহ হ'তে বহির্গত হ'তে দেওয়া কোনরূপেই উচিত নয়। তা' হ'লে আমাদের বৈধব্য ঘট্‌বে, রাজ্য ছারখারে যাবে। যদি উপায় থাকে, কেন না ক'র্‌বো? তোমার যদি ভয় হয়, আমায় দাও, আমি ফুল শোঁকাচ্চি।

সরমা। কিন্তু]* এই যোগীর নিকট কি পণ করেছি জানো? যদি আমাদের কার্য্যসিদ্ধি হয়, মহারাজাকে নিয়ে ঘোর শ্মশানে উপস্থিত হ'তে হবে। দাস-দাসী কারেও সঙ্গে নিতে পার্‌বো না।

অম্বা। সে তখন দেখা যাবে।

সরমা। ফুল শোঁকাতে চাও শোঁকাও। কিন্তু বোধ হ'চ্চে সন্ন্যাসী—কাপালিক। কপালিকদের রাজবলি, যোগিবলি প্রয়োজন হয়।

অম্বা। না না, তোমার ভাই সকলকেই সন্দেহ। আমরা কেঁদে কেটে ধ'রেছিলুম, তাই আমাদের প্রতি কৃপা করেছেন।

সরমা। আচ্ছা ভাই, তোমার কথাই শুনি, ফুল শোঁকাবো।

(অমরক রাজদেহাশ্রিত শঙ্করাচার্য্যের প্রবেশ)

শঙ্কর। দেখ দেখ স্বপ্নের সংসার,
স্বপ্ন বিনা কিছু নহে আর!
ভোজবাজি প্রায়
এই আছে এই কোথা যায়,
নির্ণয় না হয় কিছু তার!
বুঝ কিবা স্বপ্নের প্রভাব!
স্বপন-গঠিত বহে অনন্ত সময়
স্বর্গ মর্ত্ত্য রসাতল—অনন্ত এ স্থান,
সমুদয় স্বপ্ন বিনির্ম্মিত।
ব্যোম সমীরণ স্থল জল চন্দ্রমা তপন,
অনন্ত অনন্ত বিশ্ব স্বপনে সৃজিত।
ঘোর স্বপ্ন—
স্বপ্ন নয়—স্বপ্ন বুদ্ধি—স্বপন সকলি!
সত্য কিবা কে জানে সন্ধান!
কেবা জ্ঞানবান্
সত্য-তত্ত্ব করিবে প্রচার;
কেমনে এ স্বপ্নঘোর হবে বিদলিত!

সরমা। মহারাজ, দেখুন, কেমন সুন্দর ফুল—কেমন সুন্দর আঘ্রাণ!

শঙ্কর। (ফুল লইয়া আঘ্রাণপূর্ব্বক) কে বলে স্বপ্ন—এই তো, এই তো সব বিদ্যমান—এই তো সুন্দর সংসার!

সরমা। মহারাজ, ফুলটি সুন্দর নয়?

শঙ্কর। ফুল নহে সুন্দর সুন্দরি—
তব করস্পর্শে সুন্দর কুসুম,
তোমার অধর রাগে রঞ্জিত প্রসূন,
সৌরভ—পরশি তব কর,
সৌন্দর্য্য-গঠিত তব কায়।
এসো প্রিয়ে বিলম্ব না সয়,
অধর-সুধার আশে তৃষিত এ প্রাণ,
শিরায় অনল খেলে কটাক্ষে তোমার,
আলিঙ্গনে কর সুশীতল।
আন সুরা—আন সুরা—জ্বলুক অনল,
ভোগতৃষা-হলাহল হউক্ প্রবল,
ভোগমাত্র সার বস্তু মানব-জীবনে।

(নেপথ্যে সঙ্গীতধ্বনি)

মরি মরি! বামাকণ্ঠ-বিনিঃসৃত কি সুন্দর গান!
অনিলে মিশিল যেন!
সঙ্গীতনিপুণা কেবা সহচরী তব?
বিমুগ্ধকারিনীগণে আন সন্নিধানে।

অম্বালিকা। (নেপথ্যে দৃষ্টিপাত করিয়া সন্ন্যা

প্রতি জনান্তিকে) দিদি, বোধ হয়, সন্ন্যাসী যাদের গান কর্‌তে পাঠিয়ে দেবেন ব'লেছিলেন, তারা আস্‌চে।

(উগ্রভৈরব-প্রেরিত অবিদ্যা-সঙ্গিনীগণের প্রবেশ)

(নৃত্য-গীত)

চাঁদ উঠেছে, ফুল ফুটেছে, বইছে মলয়-বায়।
সোহাগে গাইছে পাখী, চকোর উধাও ধায়॥
অবশে এলোকেশে, অরুণ-আঁখি চায় আবেশে,
কাঁচলী পড়ে খ'সে, কাতর পিপাসায়।
ভরা লাবণ্য জলে, তরঙ্গ রঙ্গে চলে,
হিল্লোলে কমল দোলে, উথ্‌লে মধু যায়॥

শঙ্কর। মাত প্রাণ, কর পান আনন্দলহরী,
গাও গাও, সুরাপাত্র দেহ বিধুমুখি!
তোল তান—মত্ত কর প্রাণ—
ব'য়ে যাক বিলাস-নির্ঝর।

(বিদ্যাসঙ্গিনীগণ সহ মহামায়া ও যন্ত্রহস্তে সনন্দন, শান্তিরাম প্রভৃতি শঙ্করাচার্য্যের শিষ্যগণের প্রবেশ)

(গীত)

কা তব কান্তা কস্তে পুত্রঃ, সংসারোঽয়মতীববিচিত্রঃ।
কস্য ত্বং বা কুত আয়াতস্তত্ত্বং চিন্তয় তদিদং ভ্রাতঃ॥
মা কুরু ধনজনযৌবনগর্ব্বং,
হরতি নিমেষাৎ কালঃ সর্ব্বম্।
মায়াময়মিদমখিলং হিত্বা,
ব্রহ্মপদং প্রবিশাশু বিদিত্বা॥
নলিনীদলগতজলমতিতরলং,
তদ্বজ্জীবনমতিশয়চপলম্।
ক্ষণমিহ সজ্জনসঙ্গতিরেকা,
ভবতি ভবার্ণবতরণে নৌকা॥
যাবজ্জননং তাবন্মরণং,
তাবজ্জননী-জঠরে শয়নম্।
ইতি সংসারে স্ফুটতর-দোষঃ
কথমিহ মানব তব সন্তোষঃ॥
দিনযামিন্যৌ সায়ম্প্রাতঃ, শিশিরবসন্তৌ পুনরায়াতঃ।
কালঃ ক্রীড়তি গচ্ছত্যায়ুস্তদপি ন মুঞ্চত্যাশাবায়ুঃ॥
সুরবরমন্দির-তরুমূলবাসঃ,
শয্যা ভূতলমজিনং বাসঃ।
সর্ব্বপরিগ্রহ-ভোগত্যাগঃ,
কস্য সুখং ন করোতি বিরাগঃ॥
অষ্ট কুলাচলাঃ সপ্ত সমুদ্রাঃ,
ব্রহ্মপুরন্দরদিনকর-রুদ্রাঃ।
ন ত্বং নাহং নায়ং লোক-
স্তদপি কিমর্থং ক্রিয়তে শোকঃ॥
বালস্তাবৎ ক্রীড়াসক্তস্তরুণস্তাবত্তরুণীরক্তঃ।
বৃদ্ধস্তাবচ্চিন্তামগ্নঃ, পরমে ব্রহ্মণি কোঽপি ন লগ্নঃ॥

শঙ্কর। এ কি এ কি, ঘোর আবরণ!
সত্য বোধ অনিত্য স্বপনে!
কি ঘোর ছলনে—
র'য়েছি আবদ্ধ এই স্থানে!
বিশ্বব্যাপী আত্মা বদ্ধ এই ক্ষুদ্র দেহে!

(অবিদ্যাসঙ্গিনীগণের গীত)

রমণী রমণকুশলা।
করে সুরা পেয়ালা ভরা নয়ন-বিলোলা,
শিহরে আবেশভরে সুরত-বিহ্বলা॥

শঙ্কর। যাও যাও—
নাহি আর মাধুরী এ গীতে,
জ্ঞানারুণে বিকসিত চিত-শতদল;
বিদূরিত অবিদ্যা-আঁধার।
আর বদ্ধ রাখিতে নারিবে।
দেহ হ'তে পৃথক্ তো আমি।
কিন্তু কোথা পথ?
কোন্ পথে হব বহির্গত?

অবিদ্যাসঙ্গিনীগণ। মহারাণী মহারাণী,—এদের তাড়িয়ে দেন, নইলে সর্ব্বনাশ হবে।

মহামায়া। (অবিদ্যাসঙ্গিনীগণের প্রতি)
এসো, মেশো আমার শরীরে,
আর কার নাহি অধিকার।
কাল গত, সুদিন আগত,
নাহি রবে মায়ার প্রভাব আর।
এসো বিদ্যারূপে হই পরিণত;
ত্যজি স্থান নাহি যথা অধিকার।

[বিদ্যা ও অবিদ্যাসঙ্গিনীগণের পরস্পর মিলিত হইয়া মহামায়ার সহিত প্রস্থান।

শঙ্কর। সত্য সত্য, এই তো নেহারি—
মন নিজ স্থান পরিহরি
ভ্রমে গুহ্য-লিঙ্গ নাভিস্থলে,
কামপূর্ণ স্থান,—পাশবীয় ইচ্ছার প্রসূতি

এই কলুষিত স্থানে ভ্রমে সদা মন!
সামান্য মক্ষিকা যথা পুরীষ-প্রয়াসী,
সেইরূপ নিম্ন পদ্মদলে ভ্রমে মন,
জড় প্রায় নাহি কোন জ্ঞান।
হৃৎপদ্ম—যথা ব্রহ্ম-জ্যোতি দীপ্তিমান্—
বারেক না উঠিবারে চায়!
উঠ মন! তুমি মধুমক্ষিকার প্রায়,
হৃৎপদ্মে বসি হের
ঊর্দ্ধে পদ্ম কণ্ঠমাঝে রাজিত ষোড়শদলে
শুন শুন ব্রহ্মগাথা হইতেছে গান,
অন্য শব্দ স্তব্ধ সমুদয়!
উঠ উচ্চতর—ভ্রূ-দ্বয়-মাঝে,
নেহার দ্বিদল পদ্ম দামিনী-গঠিত যেন,
জ্যোতির্ম্ময় স্থান।
হও স্থির! হের মন—
কিবা ব্যবধান
তুমি আর সহস্রার পদ্মমাঝে।
কর ষট্‌পদ্ম ভেদ,
ব্রহ্মরন্ধ্রে হের মুক্তিপথ,
ব্রহ্মরন্ধ্রে পথ—ব্রহ্মরন্ধ্রে পথ।
চল পদ্মপাদ—

[ব্রহ্মরন্ধ্র ভেদ করিয়া শঙ্করাচার্য্যের অমরুক রাজদেহ পরিত্যাগকরণ এবং শঙ্করাচার্য্যের শিষ্যগণের প্রস্থান।

অম্বা। সর্ব্বনাশ হলো, সর্ব্বনাশ হলো! কে আছ, রাজবৈদ্যকে সংবাদ দাও।

সরমা। কারে সংবাদ দেবে? যোগিরাজ রাজ-দেহ পরিত্যাগ করেছেন। এসো, আমরা প্রস্তুত হই, চিতানলে বৈধব্য-যন্ত্রণা নিবারণ করবো। চলো, রাজদেহ তুলসীমঞ্চে লয়ে যাই।

সপ্তম গর্ভাঙ্ক।

মণ্ডন মিশ্রের বাটী।

মণ্ডন মিশ্র।

মণ্ডন। এত দিন এক স্রোতে বহিত সময়,
অন্তরের দ্বন্দ্ব মম না ছিল কখন;
এবে সন্ধিস্থলে উপনীত জীবন-প্রবাহ।
*[অজানিত বিস্তৃত সম্মুখে পন্থাদ্বয়,—
একদিকে টানে বাসনায়,
অন্যদিকে বৈরাগ্যের আকর্ষণ।
আকর্ষণে ছিন্ন হয় বাসনা-বন্ধন,
কিন্তু বাজে বেদনা হৃদয়ে।
সত্য জ্ঞান করিতাম যাহা,
সুশোভিত সুন্দর সংসার,
বিবেক দেখায় তাহা প্রপঞ্চ কেবল!
মহা দ্বন্দ্ব—হয় তাহে আকুলিত মন।
সত্যমূর্ত্তি হেরি হয় ভয়ের সঞ্চার।
প্রপঞ্চ সকলি!
জ্ঞানালোক-ঝলকে ব্যথিত হয় প্রাণ!
সত্য মূর্ত্তি মনোহর বিবেক-নয়নে,
বাসনা-জড়িত-চিত করে বিচলিত।]*

(উভয়ভারতীর প্রবেশ)

উভয়। কি মিশ্র ম'শায়, আমায় ছেড়ে যেতে চান—যাবেন, তার আর ভাব্‌না কি? কিন্তু আচার্য্য আমায় না পরাজিত ক'র্‌লে আমি ছেড়ে দেব না। আমার সহিত মাসান্তে বিচার ক'র্‌বেন ব'লেছিলেন! কিন্তু কই, একমাসের অধিক তো অতীত হয়েছে। তবে আর কেন, এসো—যেমন ছিলুম, তেম্‌নি থাকি।

মণ্ডন। আমার ইচ্ছা বটে, কিন্তু যেমন ছিলুম, তেমন আর থাক্‌বার উপায় নাই। ইচ্ছা হয়, আবার বিশ্বাস করি—সকলই সত্য, কিন্তু উপায় নাই। যখন স্থির চিন্তায় বসি, আচার্য্য স্মরণ ক'রে চিন্তাপ্রবাহ যে কোথায় যায়, তা নির্ণয় ক'র্‌তে আমি অক্ষম। আনন্দময় অসীম সাগরের আভাস যেন চক্ষে নিপতিত হয়। মনে হয়, স্বর্গাদি তুচ্ছ কামনা ল'য়ে কি প্রকারে এত দিন কর্ম্মকাণ্ডে নিযুক্ত ছিলেম! ভেবেছিলেম, কর্ম্মই সর্ব্বস্ব, কিন্তু কেন—কিসের কর্ম্ম—আমার কর্ম্ম কি? কিন্তু সেই মুহূর্ত্তে আবার তোমার কণ্ঠস্বর শুন্‌তে পাই, তুমি আমার নয়ন-পথে পতিত হও, তখনি বাসনা বলে—"কেন, এই তো ভোগের সংসার, ভোগই মোক্ষ, অপর মোক্ষ কি?"

উভয়। অমন গম্ভীর হ'য়ে কথাবার্ত্তা কইলে আমি কিন্তু তোমার কাছে থাক্‌বো না। হায় রে, কি

ভয়ই দেখালুম! আমি চ'লে গেলে তো তুমি বাঁচো।

মণ্ডন। তোমার আজ এ কৌতুক-কলাপ কি নিমিত্ত? দেখ্‌ছি, তোমার চিত্ত অতি প্রফুল্ল; বোধ হয়, আমার প্রতি দোষ দিয়ে তুমি ইচ্ছা ক'রেই চ'লে যেতে চাচ্চ।

উভয়। কোথায় চ'লে যাব? আমার যাওয়া ইচ্ছা? এতদিন বিচ্ছেদের আশঙ্কা ছিল, সে আশঙ্কা আর থাক্‌বে না।

মণ্ডন। তোমার কথার ভাব ত আমার অনুভূতি হ'চ্চে না। তোমার মুখে কদাচ অসঙ্গত কথা নির্গত হবে না। তুমি এই মৃত্যুর আগার সংসারে ব'ল্‌চ—চিরদিন অবিচ্ছেদে থাক্‌বো? যদি বিচ্ছেদ না হয়, সে তো কেবল মরণাবধি।

উভয়। জীবন-মরণ আমাদের তো নাই; আমরা পরস্পর প্রেমে আবদ্ধ, সে বন্ধন মৃত্যুতে ছিঁড়্‌তে পার্‌বে না। আজ এই অনিত্য বন্ধন-মুক্ত হ'য়ে সেই চির-বন্ধনে পরস্পরে এক হয়ে থাক্‌বো।

* [মণ্ডন। উভয়ভারতি উভয়ভারতি, তুমি কি আমায় ছেড়ে যাবে?

উভয়। দিন দিন তুমি ত ভারি পণ্ডিত হ'চ্ছ? অবিচ্ছেদের নাম বুঝি ছেড়ে যাবে? তুমি মনে ক'চ্ছ, বুঝি সন্ন্যাস নিয়ে আমায় ছেড়ে পালাবে? তা ছাড়্‌বো না—পালাতে পার্‌বে না। আর পালাবেই বা কোথায়? তোমার আচার্য্য আর আমার সঙ্গে বিচার কর্‌তে আস্‌বে না। আমার অতি কঠিন শাস্ত্রের তর্ক, এ প'ড়ে শেখে না, ঠেকে শেখে।]* মিশ্র, মিশ্র—শুভক্ষণ উপস্থিত, এই যে তোমার আচার্য্য।

(শঙ্করাচার্য্যের প্রবেশ)

বাবা, আমি পরাস্ত।

শঙ্কর। মা, তবে বর দেন যে,যত দিন আমার ভাষ্য প্রচলিত থাক্‌বে, তত দিন আপনি আমার মঠ-রক্ষিণী হবেন। মা বিদ্যারূপিণী, তুমি না সংসারে বিদ্যমান থাক্‌লে আমার ভাষ্য পৃথিবীতে লুপ্ত হবে।

উভয়। বৎস, তোমার কার্য্যে আমি সহায় মাত্র, তোমার ইচ্ছা কদাচ অপূর্ণ থাক্‌বে না।

মণ্ডন উভয়ভারতি, উভয়ভারতি—তুমি কে? এত দিন তোমায় চিনি নাই! এতদিন তুমি পরিচয় দাও নি! পরিচয় দাও—তুমি কে? কি ভাগ্যে আমার গৃহিণী হ'য়েছিলে?

উভয়। শোনো মিশ্র, ব্রহ্মলোকে সপ্তর্ষি বেদপাঠ কচ্ছিল, আমি চতুর্ম্মুখের পার্শ্বে ছিলেম। ঋষি-মুখে বেদবাক্য স্খলিত হওয়ায় আমি হাস্য করি। সে নিমিত্ত সপ্তর্ষি লজ্জিত হন। চতুর্ম্মুখ ক্রুদ্ধ হয়ে আমায় অভিশাপ প্রদান করেন যে, মানবী হয়ে ধরণীতলে অবতীর্ণ হও। অভিশাপে আমার আনন্দ হ'লো।

মণ্ডন। এ দারুণ অভিশাপে আনন্দ?

উভয়। শোনো মিশ্র, কি নিমিত্ত ঋষিজিহ্বায় বেদ-বাক্য স্খলিত হয়েছিল। ধরায় বৌদ্ধ ধর্ম্ম প্রচার হওয়ায় যাগযজ্ঞ ধরণীতে লুপ্ত হয়। সেই জন্য দেবতারাও মলিন হয়, চতুর্ব্বেদও মলিন আবরণে আবৃত হয়। সেই আবরণ উদ্ঘাটিত হবে, বিমল অদ্বৈত-পন্থা সূর্য্যের ন্যায় মোহ-তম নাশ কর্‌বে, আমি উপস্থিত থেকে সেই নররূপী শঙ্কর দর্শন কর্‌বো। দেবদেবের নরলীলা কল্পে কল্পে কদাচ হয়; সেই লীলা দর্শন কর্‌বো—এই আমার আনন্দ হয়েছিল। এক্ষণে নররূপী শঙ্করের নিকট পরাজিত হয়ে বিধিবাক্যে আমি অভিশাপমুক্তা। এই মূর্ত্তিতে তোমার সহিত এই শেষ দেখা; কিন্তু জেনো, আমরা অবিচ্ছেদ। আমি কে জেনেছ, গুরুর প্রসাদে অচিরে উপলব্ধি কর্‌বে—তুমি কে।

[উভয়ভারতীর অন্তর্দ্ধান।

মণ্ডন। কোথায় গেল?

শঙ্কর। দিব্যচক্ষে দর্শন করো, ওই মা শ্বেতশতদল-বাসিনী—শ্বেত পদ্মাসনে বিরাজিতা। তুমি মণ্ডন নাম পরিত্যাগ ক'রে আজ হ'তে 'সুরেশ্বর' নামে খ্যাত হও। মোহমালিন্য দূর ক'রে চলো—মহাকার্য্যে গমন করি।

পট পরিবর্ত্তন।

কনলবনে সরস্বতী।

(কলাবিদ্যাগণের গীত)

কবি-রবি-ছবি নখরে ঠিকরে।
রাগ-রঙ্গ গুঞ্জরে করে, মোহ নাশি বেদহাসি অধরে॥

ধ্যানগঠিত শ্বেত-মূরতি, দিব্যাম্বরা শ্বেত-জ্যোতি,
ভূষণসিত জ্ঞানভাতি সহস্রারে বিহরে॥
শ্বেতাঙ্গিনী ভারতী, শ্বেত-সরোজে আরতি,
আলোকিত ভ্রান্তি-রাতি, শ্বেত কিরণনিকরে॥

পঞ্চম অঙ্ক।

—:*:—

প্রথম গর্ভাঙ্ক। *

পল্লী-প্রান্তস্থ পথ।

ক্রীড়ারত বালকগণ।

১ম বালক। বুড়ী হবে কে? তুই বুড়ী হ।

২য় বালক। বাঃ, মজা দেখ না? আমি খেল্‌বো না, বুড়ী হয়ে চুপ ক'রে ব'সে থাক্‌বো?

৩য় বালক। ওরে ওরে—ঐ হাবা আস্‌ছে, ওকে বুড়ী করি আয়।

১ম বালক। না, না—ও ইচ্ছে হয় বস্‌বে, নইলে উঠে কোথা চ'লে যাবে।

২য় বালক। আচ্ছা ভাই, ও অমন কেন? একদিন খেল্‌তে চায় না।

১ম বালক। তবে আর হাবা কি? ওর মা খাবার দিয়েছে, আমি কত দিন ওর হাত থেকে কেড়ে খেয়েছি, কিছু বলে না।

২য় বালক। তুমি ভাই ওকে বড় মারো।

১ম বালক কিছু বলে না, তাই হাতের সুখ করি।

২য় বালক না ভাই, ওকে মেরো-টেরো না।

৩য় বালক দেখ্, ওকে ঘোড়া কর্‌বি?

২য় বালক না না—কেন বামুনের পিঠে চাপ্‌বো?

১ম বালক। ওরে আয় না, আয় না—ও কাঁধে নিয়ে বেড়িয়ে বেড়াবে এখন।

৩য় বালক। না ভাই, এখন তুমি চোর হয়েছ, খেলা দাও।

(খাবার হস্তে হাবার প্রবেশ ও চুপ করিয়া একস্থানে উপবেশন)

এই হাবা এসে ব'সেছে।

১ম বালক। (অন্যান্য বালকের প্রতি) ওরে, খাবার নিয়ে এসেছে, খাই আয়।

২য় বালক। কেন ওর খাবার কেড়ে খাবি?

৩য় বালক। তোর ইচ্ছা না হয়, তুই খাস্ নি। (হাবার হস্ত হইতে খাবার লইয়া ২য় বালক ব্যতীত সকলের আহার) হাবা বুড়ী হোক্, নাও চোখ বোজো, চোর হও।

১ম বালক। এই হাবা, চো'খ টিপে ধর না, কিসের বুড়ী হ'লি? ধর না চোখ টিপে,—(মাথায় চড় মারিয়া) এটা পারিস্ নে?

২য় বালক। কেন ওকে মার্‌চিস্? নে খেল্।

(বালকগণের ক্রীড়া ও গীত)

হয়েছে—টু দিয়েছি, লুকোবো না ছোঁ দেখি?
তাড়া দাও, তা হবে না, চোর হয়েছ—চালাকি?
ছাই জানিস্ লুকোচুরি; ছুঁবি? তোর মুরোদ ভারি,
এক ছুটে ছোঁব বুড়ী, ভাঙ্‌বো তোর জারী,
সাত চাঁদ গায়ে দেব, ঝাড়্‌বো মাথায় চক্‌মকি।

(৩য় বালকের ছুটিয়া আসিয়া প্রথমে হাবা [বুড়ী] কে স্পর্শকরণ এবং তৎপশ্চাৎ ১ম বালকের ৩য় বালককে স্পর্শকরণ)

১ম বালক। আমি তোকে ছুঁয়েছি, তুই চোর হয়েছিস্।

৩য় বালক। আমি বুড়ী ছুঁলে,তার পর তুই আমায় ছুঁয়েছিস্।

১ম বালক। মিছে কথা বলিস্ নে, আমি আগে ছুঁয়েছি।

৩য় বালক। তুই মিছে কথা বলিস্ নি, আমি আগে বুড়ী ছুঁয়েছি।

১ম বালক। আচ্ছা, বুড়ী বলুক। হাবা, বল্ তো—আমি আগে ছুঁই নেই? আমি আগে ছুঁয়েছি, তার পর ও তোকে ছুঁয়েছে। বল্ না—বল্ না বেটা (প্রহারকরণ)

২য় বালক। কেন ওকে মারিস্—কেন ওকে মারিস্?

১ম বালক। ওরে, ওর মা আস্‌ছে—পালাই চল—

[বালকগণের পলায়ন।

(প্রভাকর ও তৎপত্নীর প্রবেশ)

প্রভাকর-পত্নী। দেখ দেখি, ব'সে ব'সে মার খাচ্ছে। খাবার হাতে দিলে বেরিয়ে আসে, আর ছেলে-

গুলো কেড়ে নেয়। তুমি তো ছেলেগুলোকে কিছু বল্‌বে না! মেরে হাড় গুঁড়ো ক'রে দেয়, খাবারগুলো কেড়ে খায়।

প্রভাকর। আমি কিছু বলি নি, যদি এতেও চৈতন্য হয়। এদের সঙ্গে খেল্‌তে ইচ্ছে হয়, কি রাগ হয়,—তা হলেও বুঝ্‌বো যে, জ্ঞানসঞ্চার হচ্চে।

প্রভাকর-পত্নী। আর তোমার মার খেয়ে জ্ঞানে কাজ নেই। পোড়ারমুখো ছেলেরা!—আমি আর বাছাকে বেরুতে দেবো না।

(জনৈক প্রতিবাসীর প্রবেশ)

প্রতি। ওহে প্রভাকর—প্রভাকর, এই দিক্‌ দিয়েই মহাপুরুষ যাবেন। তুমি একেবারে পায়ে ধ'রে পড়,—আর ছেলেটাকে পায়ে ফেলে দাও। ক্ষমতার কথা বল্‌বো কি হে, আমি সচক্ষে দেখ্‌লুম, মরা ছেলেটা বাঁচিয়ে দিলে!

প্রভা-পত্নী। হ্যাঁ জ্যাঠা,—সত্যি?

প্রতি। হ্যাঁগো, মরা ছেলে কোলে ক'রে মা মাগী কাঁদ্‌চে, তাদের ভাগ্যক্রমে সেই স্থান দিয়ে মহাপুরুষ যাচ্চেন;—দেখে দয়া হলো, বল্লেন, 'কাঁদ্‌চো কেন, তোমার পুত্র ত মরে নাই।' অমনি মৃতপুত্র যেন ঘুম ভেঙ্গে উঠ্‌লো!

প্রভাকর। আমার প্রতি কি দয়া হবে?

প্রতি। অবশ্যই হবে, উনি দয়ার সাগর।

(শঙ্করাচার্য্য এবং সনন্দন, মণ্ডমিশ্র, আনন্দগিরি, চিৎসুখ, তোটকাচার্য্য, শান্তিরাম প্রভৃতি শিষ্যগণের প্রবেশ)

শঙ্কর। সুরেশ্বর, এ কোন্‌ দেশ? যেন কোন মহাপুরুষের আবাসস্থল বোধ হচ্চে। দেখ দেখ, —মাধব-মালতী পরস্পর আলিঙ্গিত ও পুষ্পিত, যেন শান্তিদেবী বিরাজ কচ্চেন; প্রান্তর শস্য-শালিনী, পাখীরা অসঙ্কুচিতচিত্তে মনুষ্যের নিকট বিহার ক'রে গান কচ্চে, যেন হিংসা-দ্বেষ-বর্জ্জিত স্থান। হেথায় নিশ্চয় কোন মহাপুরুষ অবস্থান কচ্চেন।

প্রতি। (প্রভাকরের প্রতি জনান্তিকে) নাও, নাও—পায়ে ধরো।

প্রভাকর। (হাবার হস্ত ধরিয়া) নে, প্রণাম কর্‌। (শঙ্করাচার্য্যের পদপ্রান্তে রক্ষা করিয়া) প্রভু! কৃপা করুন,—বহুদিন অপুত্রক ছিলেম, শেষ অবস্থায় এই পুত্রসন্তান লাভ হয়; কিন্তু পুত্রপ্রাপ্তে আমার ও আমার ব্রাহ্মণীর যন্ত্রণা শত-গুণে বর্দ্ধিত। পুত্রের বয়ঃক্রম ত্রয়োদশ বৎসর, কিন্তু অদ্যাবধি একটি বাক্য নিঃসরণ করে নাই, দিবারাত্র অন্যমন। ভোজ্যবস্তু মুখে দিলে কখনো আহার করে, পরিধেয় বস্ত্র সর্ব্বসময়ে কটিদেশে থাকে না, শুচি-অশুচি জ্ঞান নাই, যজ্ঞোপবীত দেহ হ'তে পড়ে যায়, তার প্রতি লক্ষ্য নাই। সমবয়স্কের সহিত কখন ক্রীড়া করে না, কোন দুষ্ট বালক যদি কখনো প্রহার বা অন্যরূপ পীড়ন করে, তাতে কোন প্রকার বিরক্তি প্রকাশ করে না। মানবের আকার-মাত্র, কিন্তু জড়ের ন্যায় অজ্ঞান। প্রভু, আপনার কৃপায় মৃতবালক জীবন পেয়েছে,—আমার এই জড়বালকের উপায় করুন। দেখুন—কাষ্ঠবৎ আপনার পদতলে পতিত রয়েছে, যে অবস্থায় রাখুন, সেই অবস্থায় থাকে।

শঙ্কর। আপনি জড় বল্‌ছেন, কিন্তু আপনি আমায় প্রণাম করতে বল্‌লেন, তা তো বুঝ্‌লে?

প্রভাকর। কিছুই বোঝে নাই। আমি আপনার পদপ্রান্তে নিক্ষেপ কর্‌লেম, সেই অবস্থাতেই পতিত রয়েছে। প্রভু, আপনি মস্তকে পদার্পণ করুন।

শঙ্কর। বালক, তুমি কে? কেনই বা এই জড়ের ন্যায় অবস্থান কচ্চ? (হাবার মস্তকে হস্তার্পণ)

হাবা। নাহং মনুষ্যো ন চ দেবযক্ষৌ,
ন ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বৈশ্যশূদ্রাঃ।
ন ব্রহ্মচারী ন গৃহী বনস্থো,
ভিক্ষুর্ন চাহং নিজবোধরূপঃ।

শঙ্কর। (প্রভাকরের প্রতি) শুন দ্বিজবর, তোমার বালক কি আত্ম পরিচয় দিচ্চে।

হাবা। তপন-কিরণে যথা ভুবন প্রকাশ,
সেইরূপ মনশ্চক্ষু ইন্দ্রিয়াদি যত
ক্রিয়াবান্‌ যাহার প্রভাবে,
আকাশের তুল্য শুদ্ধ নিরঞ্জন যেই—
নিত্যজ্ঞান স্বরূপ সে শুদ্ধ-আত্মা আমি। ১

বহ্নির উষ্ণতা যথা বহ্নির স্বরূপ,
নিত্যজ্ঞান স্বরূপ যাহার,
জড়মতি প্রকৃতি যে বিরাট্‌ আশ্রয়ে

সচঞ্চলা কার্য্যে পরিণতা,
অদ্বিতীয় নিত্যজ্ঞান স্বরূপ অহম্। ২

বদনের প্রতিবিম্ব দর্পণে যেমন
বদন হইতে নহে পৃথক্ কখন,
বুদ্ধিরূপ মুকুরে বিম্বিত আত্মা তথা
জীব-ভাব করিয়ে কল্পনা,
ভিন্ন ভাবে আপনার পরমাত্মা হ'তে—
সেই নিত্য বোধরূপ পরমাত্মা আমি। ৩

প্রতিবিম্ব নাহি রহে মুকুর বিহনে,
সেইরূপ আত্মবুদ্ধি হইলে বিলীন,
পরমাত্মা বিম্বিত যাহাতে,
অখণ্ড অসঙ্গ আত্মা রহে বিদ্যমান,
সেই পরমাত্মা মম আত্ম-পরিচয়। ৪

মনের যে মন, যিনি চক্ষুর নয়ন,
ইন্দ্রিয় যাহারে নাহি পায় দরশন,
আমি সেই মুক্তজ্ঞান আত্মার স্বরূপ। ৫

বহু জলপাত্রে যথা তপন বিম্বিত,
অদ্বিতীয় নির্ম্মল সে চিৎ সপ্রকাশ—
নানা ঘটে নানা রূপে হয় বিদ্যমান,
আমি সেই নিত্যজ্ঞান আত্মার স্বরূপ। ৬

এক সূর্য্য যথা রূপ প্রকাশ কারণ,
বহু চক্ষু হেরে তাহা তাহার প্রভায়,
সেইরূপ এক বহু বুদ্ধিতে প্রকাশ,
বহু জ্ঞানে বহু বুদ্ধি এক বস্তু হেরে,
বহুভাবে বিম্বিত সে নিত্য আত্মা আমি। ৭

মেঘাচ্ছন্ন হেরি দিবাকর,
প্রভাহীন রবি জ্ঞান করে মূঢ়জন,
সেইরূপ চিৎ বস্তু মায়া-আবরণে
বদ্ধ জ্ঞান করে আপনায়,
সেই নিত্য চিৎরূপ স্বরূপ আমার। ৮

জগতে সমস্ত বস্তু যাহাতে প্রকাশ,
অণু হ'তে বৃহতের আধার-স্বরূপ,
স্বচ্ছরূপ বস্তুগত আকাশ যেমন—
সেই নিত্য জ্ঞানরূপ স্বরূপ আমার। ৯

কৃপাপ্রার্থী তব প্রভু, আশ্রিত তোমার,
হে গুরু, হে বিকার-বিহীন মহাত্মন্,
স্ফটিকের পার্শ্বে রক্তজবা সংস্থাপনে
আরক্ত স্ফটিক হয় জ্ঞান,
চন্দ্র-প্রতিবিম্ব যথা চঞ্চল সলিলে
বহু চন্দ্র হয় অনুমান,
পরমাত্মা পরমপুরুষ তুমি দেব,
তেমতি এ বহুভাবে মায়ায় প্রকট,
কৃপা কর নিরাশ্রয় জনে।

শঙ্কর। হে বালক, তুমি জীবন্মুক্ত পুরুষ, করগত আমলকীফলের ন্যায় ব্রহ্মতত্ত্ব তোমার হস্তগত। তুমি হস্তামলক নামে জগতে বিখ্যাত হও। তুমি বহুজন্ম তপস্যার ফলে সংস্কার-বর্জ্জিত। তুমি ব্রহ্মজ্ঞানী মহাপুরুষ, ব্রহ্মজ্ঞানে অবস্থান করো। (প্রভাকরের প্রতি) পণ্ডিতবর, প্রত্যক্ষ দেখ্‌লেন—আপনার পুত্র জড় নয়। আপনি গৃহী, এ অসঙ্গ পুত্র আপনার প্রয়োজন নাই। এ পুত্রসন্তান আমায় দান করুন।

ভা-পত্নী। না—না, আমার যেমন জড় ছেলে ছিল, সেই জড় ছেলে থাকুক, আমার ব্রহ্মজ্ঞানী ছেলে চাই না। আমি এ সন্তান তোমায় দেবো না,—আমার বাছা জড় হয়ে আমার ঘরে থাকুক।

শঙ্কর। মা, কারে পুত্র ব'ল্‌ছ? স্মরণ করো, তুমি তোমার শিশু পুত্র লয়ে যমুনায় স্নান কর্‌তে গিয়েছিলে; যমুনায় পতিত হয়ে তোমার শিশুর প্রাণবায়ু নির্গত হয়। এই সাধু তোমার রোদনে দয়ার্দ্রচিত্ত হয়ে তোমার শিশুর শরীরে প্রবেশ ক'রেছেন। তুমি ভেবেছিলে, তোমার পুত্র মূর্চ্ছাপন্ন হয়েছিল—তা নয়, তুমি এই মহাপুরুষকে গৃহে লয়ে এসেছ। পাছে সংস্কার স্পর্শ করে, সেই নিমিত্ত জড়ের ন্যায় ইনি অবস্থান কর্‌তেন। এই সাধুর প্রভাবে এ প্রদেশে শান্তি-পূর্ণ। মা, তোমার গৃহে নারায়ণ আছেন, পুত্র-ভাবে তাঁর সেবা করো, যশোদার ন্যায় নারায়ণ-পুত্র লাভ কর্‌বে।

প্রভা। ব্রাহ্মণি, এসো - গৃহীর আবাসে যোগীর প্রয়োজন নাই। পুত্রজ্ঞানে এত দিন যে এই ব্রহ্মবিদ্ মহাপুরুষের সেবা কর্‌বার সুযোগ প্রাপ্ত হয়েছি, সে আমাদের পরম ভাগ্যফলে। পুত্রের মমতা এই যোগিবরের পদে অর্পণ করো।

প্রভা-পত্নী। যতীশ্বর, এ দেহে মহাপুরুষ থাকুন আর যেই থাকুন, আমি এত দিন পুত্রজ্ঞানে পালন করেছি। পুত্রস্নেহ যে কি কঠিন বন্ধন, আপনি

যতি, আপনি কি জান্‌বেন? আমি অতি অভাগিনী!

শঙ্কর। না দেবি, তুমি সুভাগিনী, মুক্তাত্মার সেবা করেছ,—অচিরে মায়ারাজ্য পরিত্যাগ ক'রে প্রেমরাজ্যে নারায়ণকে পুত্ররূপে প্রাপ্ত হবে।

প্রভা। যতীশ্বর, আপনার বস্তু আপনি গ্রহণ করুন, কিন্তু সংসার আমার অন্ধকার জ্ঞান হ'চ্চে। প্রণাম। (পত্নীর প্রতি) এসো, গৃহে যাই, নারায়ণকে মনোবেদনা জানাই।

[উভয়ের প্রস্থান।

প্রতিবাসী। প্রভু, আমায় পদধূলি প্রদান করুন। আমার জীবন সফল হোক্। ব্রাহ্মণকুলে আমি একজন জ্ঞানহীন মূঢ় ব্যক্তি।

[শঙ্করাচার্য্যের পদস্পর্শ করিয়া প্রণামকরণ।

শঙ্কর। দেবদেবের প্রসাদে অচিরে দিব্যজ্ঞান লাভ কর্‌বে।

প্রতি। প্রভু, আজ আমার পরম ভাগ্য, যতীশ্বরের দর্শন স্পর্শন ও আশীর্ব্বাদ লাভ ক'র্‌লেম।

[প্রতিবাসীর প্রস্থান।

শঙ্কর। এসো হস্তামলক, তোমার কার্য্য অবসান হ'য়েছে। আমাদের এখনো বহুকার্য্য অসমাপ্ত। (আনন্দগিরির প্রতি) আনন্দগিরি, তুমি ধন্য, তোমার ভাষ্য জনসমাজে পূজ্য ও হিতকর হবে। সনন্দন, চিৎসুখ, তোমাদের ভাষ্যপাঠেও আমি পরম তৃপ্তিলাভ করেছি।

সনন্দন। প্রভু, আমি অপরাধী, আপনি সুরেশ্বরকে যখন ভাষ্য-রচনার আদেশ প্রদান করেন, আমরা অনেকেই বিরূপ হ'য়েছিলেম, বিশেষতঃ আমি। ভাব্‌তেম, যে ব্যক্তি সংসারে লিপ্ত ছিলেন, কর্ম্ম-কাণ্ড যাঁর জীবন ছিল, তিনি বিমল অদ্বৈত-ভাষ্যের টীকা কিরূপে কর্‌বেন। সে ভ্রম আমার খণ্ডন হয়েছে।

শঙ্কর। সুরেশ্বর, প্রারব্ধ বলবান্। প্রারব্ধে তুমি অপর দেহ ধারণ ক'রে বাচস্পতি মিশ্ররূপে তোমার কার্য্য সমাপ্ত কর্‌বে। তখন আমার ভাষ্যের টীকা পূর্ণ হবে। সুরেশ্বর, তুমি কোন আভাস পেয়েছ কি তুমি কে?

মণ্ডন। আমি আপনার দাস, অপর আভাস আমার প্রয়োজন নাই।

শঙ্কর। আমি তোমায় পদ্মযোনিরূপে দর্শন করেছি। দেবী সরস্বতী তোমার গৃহে আবদ্ধ ছিলেন,—এখনো তোমার সঙ্গিনী, নচেৎ এরূপ টীকা সামান্য শক্তিতে প্রস্তুত হয় না। (হস্তামলকের প্রতি) হস্তামলক, তোমার তো কথাই নেই, তুমি সংসারাশ্রমে যেরূপ ছিলে, এ আশ্রমেও সেইরূপ। তা তোমায় কোন ভাষ্য-রচনার আদেশ ক'রে, তোমার আনন্দের বিঘ্ন ক'র্‌বো না, তুমি নিয়ত ব্রহ্মানন্দেই অবস্থান করো।

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

পর্ব্বতোপরি কাপলিকের আশ্রমের নিকটবর্ত্তী বন।

শঙ্করাচার্য্য।

শঙ্কর। এ কোন্ স্থান? প্রকৃতি যেন কোন পৈশাচিক শক্তিতে আচ্ছন্ন। তরুলতা মলিন, বিহঙ্গ রবহীন,—যেন অশান্তির আবাসস্থান।

(শান্তিরামের প্রবেশ)

শান্তি। প্রভু, আজ আপনাকে ছাড়্‌বো না, আমার সকলের সাক্ষাতে জিজ্ঞাসা ক'র্‌তে লজ্জা করে, সবাই হাস্‌বে আর ব'ল্‌বে, এটা এত আহাম্মুখ! আজ একলা পেয়েছি, ছাড়্‌বো না। আমার বড় গোল বেধে গিয়েছে, আমি মেধাহীন—আমি কিছু বুঝ্‌তে পারি না।

শঙ্কর। কি বাপু, কি বুঝ্‌তে পারো না?

শান্তি। এই প্রভু বলেন,—অদ্বিতীয়, অসঙ্গ, অখণ্ড, সচ্চিদানন্দ এক ব্রহ্মই বিদ্যমান—আর সকলই মায়া। আর দেবদেবী, নেড়ামুড়ি যা যেখানে দেখেন, অমনি ছন্দেবন্দে স্তব রচনা করেন। গঙ্গা, নর্ম্মদা প্রভৃতি যে যেখানে নদী আছে, এমন কি, ডোবা নালা বাদ যায় না, তার ত স্তব আওড়ান,—সকলকেই তো মুক্তিদাতা বলেন। কিন্তু বৈষ্ণব এলে তাকেও থ ক'রে দিচ্ছেন, শৈব এলেও তাই,—যেখানে যে উপাসক আছে, খুঁজে খুঁজে গিয়ে তো তাদের পরাস্ত করেন। এর কোন্‌টা ঠিক আর কোন্‌টা অঠিক, আমি বুঝ্‌বো। বলুন?

শঙ্কর। যতদিন দেহবুদ্ধি রহে,
পূজা, স্তব, যাগযজ্ঞ অতি প্রয়োজন।
মুক্ত-আত্মা প্রভৃতি রহেন পূজারত
যত দিন দেহবুদ্ধি রয়।
সমাধি ব্যতীত নহে দেহবুদ্ধি লয়।
এই হেতু মুক্ত-আত্মাগণে
নিয়ত রহেন দেবদেবী-পূজারত।
মুমুক্ষু যে জন, দেবদেবা করিয়ে সাধন
মুক্তিপথে হয় অগ্রসর ;
উপাস্য বস্তুতে তাহে জন্মে প্রিয় জ্ঞান,
ধ্যানমুগ্ধ অহর্নিশি রহে,
ইষ্ট মূর্ত্তি হেরে সে হৃদয়ে।
ক্রমে দিব্য জ্ঞানোদয়ে
উপাস্য সহিত হেরে অভেদ আপনি ;
দেবদেবী উপাসনা তেঁই প্রয়োজন।

শান্তি। প্রভু, আপনার কথা ভারি গোলমেলে, যদি এ সব প্রয়োজন, তবে দেশ-বিদেশ ঘুরে তর্ক করেন কেন ?

শঙ্কর। হীনবুদ্ধি নরে, বিদ্যা-দম্ভভরে
হীনজ্ঞান করে মূঢ় ভিন্ন সাধকেরে।
অহঙ্কারে ভাবে ভ্রান্ত অন্য সম্প্রদায়,
সত্য উপলব্ধি মাত্র কেবল তাহায়।

শান্তি। আর আপনিও তো তাই বলেন, বলেন—অদ্বৈতবাদই সত্য, আর সব ঠিক নয়। যে যা বল্‌তে আসে, অম্‌নি মুখ থাব্‌ড়ে দিয়ে তো তার মত উল্‌টে দেন।

শঙ্কর। দিব্যজ্ঞানে ভাবে মনে যেই ভাগ্যবান্,
ইষ্ট তার জগতের ইষ্টের স্বরূপ
নিত্যানন্দময় বিভু ব্যাপ্ত চরাচরে,
ইষ্ট যাঁর প্রিয় নিজ সম,
তর্কে রহি বিরত সে মহাজন সনে।
অস্তি, ভাতি, প্রিয়—এই মহাবাক্যত্রয়
করিতে স্থাপন, মম তর্ক প্রয়োজন,
ইহার অধিক নাহিক শাস্ত্রশিক্ষা আর।
সেই প্রিয় বৈষ্ণবের স্বামীর সমান,
পত্নীজ্ঞানে শাক্ত ভজে তাঁরে,
প্রকৃতি প্রভেদে—প্রিয় যে সম্বন্ধ যার,
যেরূপ সম্বন্ধ করে ঈশ্বরের সনে।

শান্তি। ও যান,—আপনার ছেঁদো কথার ভেতর আমি সেঁদোতে পার্‌বো না। আমায় ব'লে দিন—মন পর্য্যন্ত তো বুঝ্‌তে পারি, তার পর আমার স্ব-স্বরূপ আবার কি ?

শঙ্কর। মন পর্য্যন্ত তো জানো ? কার মন বল দেখি ?

শান্তি। বড় সোজা কথাটি জিজ্ঞাসা কল্লেন কি না! তা জান্‌লে আপনাকে বিরক্ত কর্‌তেম কি না, আমিই আচার্য্য ব'নে যেতেম। আপনি মরা মানুষ বাঁচান, বোবা কথা কওয়ান, আমায় একটু বুদ্ধি দিয়ে দিন, যাতে একটু বুঝ্‌তে পারি।

শঙ্কর। বৎস, সাধন প্রয়োজন। সাধন করো—সমস্ত বুঝ্‌বে।

শান্তি। যা কর্‌তে হয়—সে আপনি করুন। সাধন ক'রে তো মন বশ কর্‌তে বলেন ? সে আমার কর্ম্ম নয়। সে সব পদ্মপাদ প্রভৃতিকে বলুন। আমি চোখ বুজে মন স্থির কর্‌তে নির্জ্জনে ব'স্‌লেই, মন বেটা বরং সোজায় ছিল ভাল, চোখ বুজ্‌লেই অম্‌নি সৃষ্টি সংসার ঘুর্‌তে চল্‌লো। এ মন নিয়ে—কি সাধন ক'র্‌বো বলুন ? আমি একটা সোজাসুজি বুঝেছি, আমার মিষ্টিও লাগে,—

"ধ্যানমূলং গুরোর্মূর্ত্তিঃ পূজামূলং গুরোঃ পদম্।
মন্ত্রমূলং গুরোর্বাক্যং মোক্ষমূলং গুরোঃ কৃপা॥"

এই মন্ত্র আউড়ে আমি নমস্কার কল্লেম, যা কর্‌বার—কর্‌বেন।

শঙ্কর। বৎস, সার তত্ত্ব তোমার উপলব্ধি হয়েছে, বহু সাধনফলে এ ধারণা জন্মে। ব্রহ্মজ্ঞান তোমার করগত

(মস্তকে হস্ত দিয়া আশীর্ব্বাদ)

শান্তি। ম'শায়, আপনি মাঝে মাঝে ফাঁকিও চালান। কাল সকালে যদি ব্রহ্মজ্ঞান না হয়, কাল আবার আপনার সঙ্গে পেড়াপীড়ি করবো। এই ব'লে রাখ্‌লেম!

শঙ্কর। দেখ, এ অতি কুৎসিত স্থান। এ স্থানে আশ্রম করা উচিত নয়। পদ্মপাদ প্রভৃতিকে ডাকো, আমরা অদ্যই এ স্থান পরিত্যাগ কর্‌বো।

[শান্তিরামের প্রস্থান।

(উগ্রভৈরবের প্রবেশ)

কে আপনি ?

উগ্র। আমি আপনার চরণাশ্রিত—ভিক্ষাপ্রার্থী।

শঙ্কর। কি আজ্ঞা করুন ?

উগ্র। আমি আত্মোন্নতির ইচ্ছা করি।

শঙ্কর। আমার উপদেশ-গ্রহণে ইচ্ছুক কি ?

উগ্র। না, আমার অন্য পন্থা, অদ্বৈত-পন্থা নয়। আমি শক্তির প্রয়াসী, সিদ্ধাই-অর্জ্জন আমার কামনা।

শঙ্কর। তবে কি নিমিত্ত এ স্থানে আগত ?

উগ্র। আপনার দ্বারা সেই সিদ্ধাই লাভ করবো।

শঙ্কর। কিরূপ, প্রকাশ করুন।

উগ্র। আমি বহুদিন ভৈরবের উপাসনার পর, তিনি প্রসন্ন হয়ে আমায় আজ্ঞা দেন যে, যদি কোন রাজা বা নির্ম্মলাত্মা সাধুর মস্তক হোমে আহুতি প্রদান করতে পারিস্, তোর অভীষ্ট সিদ্ধ হবে, অষ্টসিদ্ধি লাভ কর্‌বি।

শঙ্কর। মহাশয়, যদি অদ্বৈতপন্থা অবলম্বন করেন, অষ্টসিদ্ধি প্রভৃতি ক্ষুদ্র শক্তি পদদলিত ক'রে আনন্দধামে উপনীত হবেন।

উগ্র। না, আমার সামান্যই প্রয়াস—আমার অষ্ট-সিদ্ধিই বাসনা। আমার ভিক্ষা, আপনি আমার বাসনা পূর্ণ করুন্।

শঙ্কর। আমি কিরূপে আপনার বাসনা পূর্ণ কর্‌বো ?

উগ্র। যদি আমার উপকারার্থে ইচ্ছা করেন, অনায়াসেই পারেন। আপনি সর্ব্বদাই প্রচার ক'রে থাকেন, এ অনিত্য শরীর পরকার্য্যে নিযুক্ত ক'রে রাখাই কর্ত্তব্য। আমি আপনার সেই বাক্যের পরীক্ষা ক'চ্ছি। যদি পরকার্য্যার্থে শরীর ধারণ ক'রে থাকেন, আমি যদ্দারা ইষ্টলাভ করি, দেহের দ্বারা সেই কার্য্য করুন্।

শঙ্কর। আমায় কি কর্‌তে বলেন ?

উগ্র। নিবেদন করেছি, এক নির্ম্মল সাধুর মস্তক আহুতি দেওয়া আমার প্রয়োজন। আমি সমস্ত স্থান অন্বেষণ ক'রে পবিত্র সাধু কোথাও দেখ্‌লেম না। বৌদ্ধ তান্ত্রিক অনেক আছেন, কিন্তু তাঁদের চিত্ত আমার ন্যায়ই সমল। অতএব আপনি আপনার মস্তক ভিক্ষা দিন। প্রভু, আপনি সর্ব্বজ্ঞ, আপনার অবিদিত নাই, পরকার্য্যে দধীচি আপনার অস্থি প্রদান ক'রেছিলেন। আমায় মস্তক প্রদান ক'রে জগতে দধীচির ন্যায় যশস্বী হউন।

শঙ্কর। উত্তম। আমি এ ভঙ্গুর দেহ তোমার কার্য্যে প্রদান কর্‌বো। যথার্থ বলেছ—পরকার্য্যে দেহ-অর্পণ মানবের উচ্চ কর্ত্তব্য। কিন্তু নির্জ্জন কোন স্থান ব্যতীত আমার শিষ্যেরা তোমার কার্য্যে ব্যাঘাত উৎপাদন কর্‌বে।

উগ্র। আসুন—আসুন প্রভু, এখন আপনার শিষ্যেরা উপস্থিত নাই,—আমার আশ্রমে আসুন—সে অতি নির্জ্জন।

[উভয়ের প্রস্থান।

(গণপতির প্রবেশ)

গণ। কি কর্‌বো, কোথায় যাবো! পথ চিন্‌তে পাচ্চি না, কেন এ দুরন্ত কাপালিকের কাছে এসেছিলুম! আমায় নরবলি দেয় তো নিস্তার পাই। হায় হায়—ইচ্ছা ক'রে আপনার সর্ব্বনাশ ক'রেছি।

[সনন্দন, মণ্ডন মিশ্র, আনন্দগিরি, চিৎসুখ, হস্তামলক, শান্তিরাম প্রভৃতি শিষ্যগণের প্রবেশ)

সনন্দন। কই—গুরুদেব কোথায় গেলেন ?

গণ। পদ্মপাদ,—পদ্মপাদ,—রক্ষা করো!

সনন্দন। কি গণপতি,—কি হয়েছে ?

গণ। উগ্রভৈরব নামে এক ঘোর কাপালিকের হাতে প'ড়ে আমার প্রাণান্ত পরিচ্ছেদ!

সনন্দন। কেন—কি হয়েছে ?

গণ। দেখ, শত শত কুৎসিত কর্ম্ম আমায় কর্‌তে হয়,—সতীকে ভুলিয়ে আন্‌তে হয়, কোথায় কোন্ চণ্ডাল আছে, অনুসন্ধান ক'রে তাকে ভুলিয়ে আন্‌তে হয়। যদি না করি—মারে, খেতে দেয় না। পালাতে পারি না,—পালাতে গেলে,—কি যাদু করেছে, পালাতে গেলে পথ ভুলে যাই। সমস্ত দিন ঘুরে-ফিরে ফের ওর আস্তানায় এসে প'ড়্‌তে হয়। যে দিন পালাবার চেষ্টা করি, সে দিন আর যন্ত্রণার শেষ থাকে না। যে সব যুবতী স্ত্রীলোক কুকার্য্যের

নিমিত্ত এনেছে, আর এমন কি—যারা জানে যে তাদের বলি দেবার জন্যে এনেছে, মেয়েই হউক, পুরুষই হউক, যে খর্পরে প'ড়েছে, পালাতে পারে না। ভাই, তোরা আমায় রক্ষা কর্!

সনন্দন। সে কাপালিক কোথায় থাকে?

গণ। এখানেই থাকে। কিন্তু সে কোন্ স্থান—আমি চিন্‌তে পারি না। আমি কোথায় রয়েছি, আমি বুঝ্‌তে পাচ্চি নে।

সনন্দন। তোমার কোন চিন্তা নাই, গুরুদেবের শরণাপন্ন হও, আমাদের সঙ্গে এসো।

গণ। শোন শোন,—আচার্য্য এখানে আস্‌বেন, তাই এই পর্ব্বতে কাপালিক এসেছে। সে গুরুদেবকে খোঁজে, ওঁরে বলি দিতে চায়। উনি কোন্ রাজশরীরে যখন ছিলেন, তখন থেকে বলি দেবার জন্যে ঘুরচে। ভাই, তোরা পায়ের ধুলো দে।

(সকলের পদধুলি গ্রহণ।)

তোরা কি জানিস্! এ কথা আর কেউকে ব'ল্‌তে গেলে কে যেন আমার গলা টিপে ধ'র্‌তো, কিন্তু তোদের তো ব'ল্‌তে পার্‌লুম। আমি গুরুদেবের কাছে অপরাধী, তোরা ব'লে-ক'য়ে আমার অপরাধ মাপ ক'র্‌তে বলিস্। (চমকিত হইয়া) এই যে আমার ভূত নেবে গিয়েছে, এই যে আমি পথ চিন্‌তে পাচ্চি? ও ভাই—ও ভাই—তোরা পায়ের ধুলো দে, আমায় আর পায়ে ঠেলিস্ নি, আমায় তোদের সঙ্গে রেখে দে। (পুনরায় সকলের পদধুলি গ্রহণ)

সনন্দন। এসো, তিনি দয়ার সাগর, তোমায় মার্জ্জনা ক'র্‌বেন।

গণ। ও ভাই, ও ভাই—আজ কি তিথি, আমাবস্যা কি? হাঁ, আজ আমাবস্যা,—আজ গুরুদেব বলি দেবার চেষ্টা পাবে।

সনন্দন। তুমি কি বল্‌ছো?

শান্তি। ভাই, আমার বড় আশঙ্কা হ'চ্চে, যখন তোমাদের ডাক্‌তে যাই, একজন তান্ত্রিক—জবার মালা গলায়, কপালে রক্তচন্দন লেপন করেছে; বোধ হলো আশ্রমের দিকেই আস্‌ছে। গুরুদেব কি তাঁরই সঙ্গে গেলেন। তিনি দয়াময়, যে যা প্রার্থনা করে, তারই প্রার্থনা রক্ষা করেন।

সনন্দন। অ্যাঁ—কি সর্ব্বনাশ! চলো—কোথায় কাপালিকের আশ্রম দেখাবে।

গণ। এসো—এসো।

সনন্দন। চলো, সেই পাষণ্ডই গুরুদেবকে স্তবস্তুতি ক'রে কার্য্যোদ্ধার ক'র্‌বে। উনি পরকার্য্যে মস্তক দিতেও প্রস্তুত হবেন।

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

উগ্রভৈরবের আশ্রম।

শঙ্করাচার্য্য ও উগ্রভৈরব।

শঙ্কর। তুমি প্রস্তুত হও, আমি তোমায় মস্তক দেবার জন্য ধ্যানস্থ হচ্চি!

উগ্র। আমি প্রস্তুত, কেবল খড়্গপূজা ক'রে খড়্গ-গ্রহণ করি।

[খড়্গ আনয়নার্থে গমন।

শঙ্কর। মেদিনীতে মৃত্তিকা মিশাও,
মিল জলে সলিল দেহের,
অনিলে অনিল, তেজ সহ তেজ,
ঘট নাশে ঘটাকাশ আকাশে মিশাও।

(সমাধিস্থ হওন)

(খড়্গ লইয়া উগ্রভৈরবের পুনঃ প্রবেশ)

উগ্র। এইবার মনস্কামনা সিদ্ধ হবে, এইবার অষ্টসিদ্ধি লাভ কর্‌বো। এ কল্পান্তে—ইচ্ছা হয়, অপর কল্প পর্য্যন্ত জীবিত থাক্‌বো। কেবল ভোগ—কেবল ভোগ! ভোগ অপেক্ষা মোক্ষে কি সুখ! বহু কঠোর করেছি, এইবার কেবল ভোগ। ব্রহ্মাণ্ডের সুস্বাদ বস্তু উপভোগ, ব্রহ্মাণ্ডের সুন্দরী রমণীর সেবা-গ্রহণ, ইচ্ছায় সর্ব্বত্র ভ্রমণ, ইচ্ছায় মূর্ত্তি ধারণ। (শঙ্করাচার্য্যকে লক্ষ্য করিয়া) নিশ্চল হয়ে রয়েছে, এইবার কার্য্যোদ্ধার করি। জয় ভৈরবজি!

(খড়্গোত্তলন)

(দ্রুতবেগে সনন্দনের প্রবেশ)

সনন্দন। আরে দুরাচার পাষণ্ড নররূপী দৈত্য!—

(গর্জ্জন করিয়া সনন্দনের নৃসিংহমূর্ত্তিতে প্রকাশ হইয়া কাপালিককে বিদীর্ণকরণ)

মণ্ডন মিশ্র, আনন্দগিরি, চিৎসুখ, শান্তিরাম, হস্তামলক ও গণপতির প্রবেশ)

মণ্ডন। এ কি! গুরুদেব কি নৃসিংহদেবকে আবাহন করেছেন! গুরুদেবের কৃপায় আমরা সকলে কৃতার্থ।

শঙ্কর। (নৃসিংহদেবের স্তব)

নিম্নকায় নর, কেশরী উর্দ্ধে,
প্রকট ভীম তনু অসুর বিরুদ্ধে,
নমস্তে নৃসিংহদেব।
হিরণ্যকশিপু-নিপাত নখরে
শত্রুরূপ বিভু তারিতে নফরে,
মুক্তি-প্রদায়ক এব॥
অনাদি এক সৃষ্টি প্রারম্ভে,
প্রহ্লাদ-বচনে সম্ভব স্তম্ভে,
ভক্তাধীন নমস্তে!
নরক নিবারণ, দুস্কৃতি-হরণ,
ভীত-নিরাশ্রয়-সঙ্কট-শরণ,
চরণ বর্গপ্রদ হস্তে!
গর্জ্জন-স্তম্ভিত অসুরপ্রমাদে,
গর্ব্ব-নিপাতিত ভীষণনাদে,
দুর্জ্জন কম্পিত দাপে।
দয়া পয়োধি, নিধি সম্পদদাতা,
রাতুল পদ ভব-অর্ণব-ত্রাতা,
দীনতারণ তাপে।
সৃষ্টিস্থিতিলয়-বিধানকারী
ভক্ত-হৃদাসন নিয়ত বিহারী,
রাধিত সুরনর-নাগে।
শঙ্কা-সঙ্কুল-ত্রিভুবন শ্রীপতি,
উথলিত প্রলয়—সম্বর মুরতি,
দীনাশ্রিত জন মাগে।

(নৃসিংহদেবের অন্তর্দ্ধান)

মণ্ডন। প্রভু, দেখুন, দেখুন—সংজ্ঞাহীন পদ্মপাদ দণ্ডায়মান।

শঙ্কর। পদ্মপাদ- পদ্মপাদ, প্রকৃতিস্থ হও,—প্রকৃতিস্থ হও, শান্তি—শান্তি!

সনন্দন। প্রভু, আমি কোথায়? এই যে সেই দুষ্ট কাপালিক! একে কে নিধন করলে? গুরুদেব —গুরুদেব!—তিনি কোথায় গেলেন—তিনি কোথায় গেলেন?

শঙ্কর। বৎস,কার অনুসন্ধান কচ্চ—নৃসিংহদেবের? তিনি যার হৃদয়বাসী, আমার শত্রু নষ্ট ক'রে তার হৃদয়েই প্রবেশ করেছেন।

মণ্ডন। তুমি কোথায় ছিলে?

সনন্দন। ভাই, আমি গুরুদেবের বিপদ্ জেনে নৃসিংহদেবকে স্মরণ করেছিলেম, তারপর আর আমার কিছু স্মরণ নাই।

শঙ্কর। পদ্মপাদ, সাধারণ ব্যক্তির পদরক্ষার জন্য গঙ্গাবক্ষে পদ্ম প্রস্ফুটিত হয় না। তোমার সাধনবলে রক্ষাকর্ত্তা নারায়ণ—নৃসিংহরূপে আমায় রক্ষা করেছেন।

গণ। (সাষ্টাঙ্গ হইয়া) প্রভু, আমার অপরাধ মার্জ্জনা করুন।

মণ্ডন। প্রভু, এই গণপতির দ্বারা আমরা কাপালিকের সংবাদ পেলেম।

শঙ্কর। আমি অবগত আছি। শুন গণপতি, গুরুশিষ্যের সম্বন্ধ তুমি জান না, এই জন্য আমায় কত ক্লেশ দিয়েছ, তা তুমি অনুভব করতে পার নাই। তুমি শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছিলে, সন্দিহান হয়ে আমার স্থান ত্যাগ করো। তুমি ত্যাগ করেছিলে, কিন্তু নিয়তই আমার অন্তরাত্মা তোমার মঙ্গলের নিমিত্ত তোমার সহিত অবস্থান করেছে। আজ তুমি আমার নিকট প্রত্যাবর্ত্তন করেছ, এতে আমার কিরূপ আনন্দ জানো? যেরূপ কোন সংসারী ব্যক্তির দ্বাদশ বৎসর নিরুদ্দেশ একমাত্র পুত্র গৃহে প্রত্যাগমন করলে তার হৃদয় আনন্দে পূর্ণ হয়, আমারও সেইরূপ। পাপ পন্থা কিরূপ ভীষণ দেখেছ. সকলের নিকট সেই ভীষণ মূর্ত্তি প্রকাশ ক'রে, জীবের কল্যাণ সাধন করো।

[সকলের প্রস্থান

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক

কাপালিকগুরু ক্রকচের আশ্রম।

ক্রকচ, কামকলা ও কাপালিকগণ।

ক্রকচ। কে এ শঙ্কর! শুন্‌লেম, আমার প্রিয় শিষ্য উগ্রভৈরব কাপালিককে বধ করেছে! যথায় যায়, তথায় পণ্ডিতগণকে বিচারে পরাস্ত করে। আমার দূত সংবাদ এনেছে যে, কাপালিক-বিনাশে কৃতসংকল্প হয়ে রাজা সুধন্বা সসৈন্যে সজ্জিত। আমাদের ক্রিয়া-বলে সশিষ্য শঙ্কর ও সসৈন্যে রাজা সুধন্বার বধসাধন করা সত্বর আবশ্যক।

কামকলা। তোমরা সকলেই বুদ্ধিহীন, একেবারে ভয়ে অভিভূত। সশিষ্য শঙ্করকে বধ কি নিমিত্ত কর্‌বে? আমাদের মতাবলম্বী করা যাক্, তা হ'লে সমস্ত ভারতবর্ষ আমাদের নিকট অবনত-মস্তক হবে।

১ম কাপা। তুমি কি মনে করেছ, শঙ্কর সামান্য ব্যক্তি, তুমি কটাক্ষে অভিভূত কর্‌বে?

কামকলা। কেন, শঙ্কর তো মনুষ্য, স্বয়ং শঙ্কর বিচলিত হয়েছিলেন। আমায় পরীক্ষা কর্‌তে দাও। শুনেছিলেম, অঙ্গনা-সম্ভোগের নিমিত্ত শঙ্কর পরদেহে প্রবেশ করেছিল, এ আস্বাদ যে পেয়েছে, তারে বশ করা অতি সহজ। আমি প্রতিশ্রুত হচ্চি, তারে বশীভূত কর্‌বো।

ক্রকচ। যাও, পারো উত্তম।

[কামকলার প্রস্থান।

আমাদের আর নিশ্চিন্ত থাকা উচিত নয়। যথায় যে জৈন ও বৌদ্ধ তান্ত্রিক,—বৈষ্ণব, শৈব, গাণপত্য প্রভৃতি পঞ্চোপাসকরূপে প্রচ্ছন্নভাবে অবস্থান কচ্ছে, তাদের নিকট সংবাদ প্রেরণ করেছি। তারা সব সুসজ্জিত হয়ে আস্‌ছে। আমরাও সুসজ্জিত হয়ে অগ্রসর হই, মায়ানদী প্রস্তুত ক'রে রাজা সুধন্বার গতিরোধ করি। পরে ভৈরবদেবকে পূজায় সন্তুষ্ট ক'রে, তাঁর মারণ-শক্তিতে সমস্ত নষ্ট কর্‌বো। এসো—আমরা অগ্রসর হই।

[সকলের প্রস্থান।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক।

বটবৃক্ষতল।

(কামকলার প্রবেশ)

কামকলা। ক্রকচ, তুমি জ্ঞানহীন! আমার দাসত্ব ক'রেও রমণীর কটাক্ষ-প্রভাব বোঝো নাই! তুমি কাপালিক, মন্ত্রই জানো, রমণীর মন্ত্র অবগত নও। সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডে কে কোথায় শরীর-ধারী, যে নারীর কটাক্ষে না বিদ্ধ হয়! শঙ্কর তো পরকায়ে রমণীর আস্বাদ পেয়েছে। সে আমার হাবভাবে, অঙ্গসঞ্চালন-দর্শনে, আমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ কুকুরের ন্যায় অনুগামী হবে। আরে পুরুষ! নারীর নিকট তোদের দম্ভ কিসের? বুঝি আস্‌ছে, আমি সঙ্গিনীবেষ্টিতা হয়ে মাধুরীজাল বিস্তার কর্‌বো। দেখি—যোগী-মীন আবদ্ধ হয় কি না!

[প্রস্থান।

শঙ্করাচার্য্যের প্রবেশ)

শঙ্কর। বহুকার্য্য এখনো সম্মুখে।
সাঙ্খ্য, পাতঞ্জল, মীমাংসক, ন্যায়,
বৈশেষিক দর্শন প্রভৃতি
হীনজ্যোতি বেদান্ত-তপন-অভ্যুদয়ে।
পরাজিত পঞ্চ উপাসক,
আছিল নির্ম্মলচিত্ত যে পন্থী যথায়,
করিয়াছে শিষ্যত্ব গ্রহণ,
প্রধান সকলে রত বেদান্ত প্রচারে।
একমাত্র অজিত কুটিল কাপালিক।
বৌদ্ধগণ প্রচ্ছন্ন হইয়ে
অদ্যাবধি নানাভাবে আছে নানা স্থানে
স্বার্থপর পাষণ্ড সকলে
মানব-অহিত কার্য্যে নিযুক্ত নিয়ত।
সে সবার বিনাশ ব্যতীত,
শান্তি নাহি হইবে স্থাপিত।
গৃহস্থিত বহ্নি যথা দগ্ধ করে গৃহ,
সেইমত সে সবার সিদ্ধিশক্তি যত,
বিনাশিবে পৈশাচিক-চমূ।

(সঙ্গিনীগণ সহ কামকলার পুনঃ প্রবেশ)

(গীত)

না হেরে মাধুরী যে নারীর অধরে।
ছি ছি সখি, মিছে আঁখি তার কিসের তরে॥
করে না নারীর আদর, এত তার কিসের কদর,
কিসের এত গুমর নিয়ে থাকে লো সে গুমরে॥
তার কাছে যেতে কে চায়, যেতে যে বাধে লো পায়,
তার গায়ের হাওয়া কি সয় গায়!—
প্রেমরসে যার প্রাণ রসে না,
শুকিয়েছে প্রাণ জোর ক'রে॥

কামকলা। আহা মরি মরি! তোমার পূর্ণ-যৌবন, যুবতীসঙ্গ পরিত্যাগ ক'রে নিঃসঙ্গ কেন ব'সে আছ? তুমি পণ্ডিত, শিক্ষাই ক'রেছ, তর্কে পণ্ডিতকে নিরাশ করতে পারো। কিন্তু খণ্ডানন্দ বিনা যে ব্রহ্মানন্দ লাভ হয় না, তা কি তুমি জান না? আমরা যুবতী, পরস্পর ঈর্ষ্যাবর্জ্জিত। তোমার সেবার জন্য এসেচি। তুমি ভোগের জন্য পরদেহে প্রবেশ করেছিলে। রাজরাণীরা অশিক্ষিতা অঙ্গনা, তাদের সহিত কি আনন্দ পাবে? আমাদের সেবায় নর-শরীরে নিত্যানন্দের আভাস প্রাপ্ত হবে।

শঙ্কর। স্বাগত জননি,—
এসো এসো অবিদ্যারূপিণি,
মায়াশক্তি-স্বরূপিণি—
মহাকার্য্যে হও মা সহায়।
করো সংহারিণী প্রভাব বিস্তার,
অনাচারে নাশ অনাচার,
বিদ্যারূপে বিহর সংসারে।
এসো কুৎসিতারূপিণি,
দুর্জ্জনের শাস্তি-বিধায়িনি,
দুর্ম্মতি কাপালীগণে করহ বিনাশ।
রূপ পরিহর—নিজ রূপ ধর,
কুৎসিতা, বিনাশ করো কুৎসিত প্রকৃতি,
হও নিজ সংহার-কারণ।

(কমণ্ডলু হইতে বারিনিক্ষেপণ)

কামকলা। দেহে অগ্নিবর্ষণ হ'চ্চে! দোহাই শঙ্কর —দোহাই শঙ্কর! রক্ষা ক'রো! আমরা প্রতিজ্ঞা কচ্চি, তোমার শত্রুবিনাশে সহায় হব।

শঙ্কর। যাও মা যাও, দুষ্কৃতগণের ধ্বংসবিধান করো।

কামকলা। শঙ্কর, আজ হ'তে আমি তোমার দাসী, আমি যোগিনী আরাধনায় যোগিনীশক্তি লাভ করেছিলেম, তোমার কমণ্ডলুর বারিস্পর্শে আমি শক্তিহীনা। আজ হ'তে তোমার দাসী। তুমি সতর্ক হও। এই যে ঘোরতর দুর্য্যোগ দেখ্‌ছ, —এ কাপালিক-মায়াপ্রভাবে। তুমি শিবশক্তি প্রকাশ ব্যতীত এই উগ্রমায়া নিবারণ করতে পারবে না। এখনি শত সহস্র বজ্রপাত হবে, সসৈন্য রাজা সুধন্বা ও সশিষ্য তুমি বজ্রাগ্নিতে ধ্বংস হবে।

শঙ্কর। আমি জগন্মাতার আশ্রিত, সামান্য কাপালিক-শক্তি আমার অনিষ্টসাধন করবে না। আপনি যান, যদি আমার সাহায্য করবার ইচ্ছা করেন, কাপালিকগণের ভৈরব-পূজার ব্যাঘাত করুন্।

* [কামকলা। কিরূপে করবো—আজ্ঞা দাও?

শঙ্কর। ক্রকচ যখন ভৈরব-পূজায় নিযুক্ত হবে, তুমি মোহিনীরূপে তার সম্মুখীন হয়ে মনশ্চাঞ্চল্য উৎপাদন করবে। তা'হলেই ভৈরব রুষ্ট হবেন।]*

কামকলা। বাবা, আমাদের উপায় করো।

শঙ্কর। দেবদেবের কার্য্যে সহায়তা করো, দেবকার্য্যের সহায়স্বরূপ কৈলাসে যোগিনীরূপে বাস করবে। চিরদিন কপট ব্যক্তির ধ্বংসের কারণ হবে।

[প্রণাম করিয়া সকলের প্রস্থান।

(সনন্দনের প্রবেশ)

সনন্দন। প্রভু, সম্মুখে সহসা বিপুল নদীস্রোত প্রবাহিত, রাজা সুধন্বা আপনার সাহায্যে যে সকল সৈন্য প্রেরণ করেছেন, তাহা অগ্রসর হয়ে কাপালিক-প্রদেশে প্রবেশ করতে পারে নাই। আর যেরূপ ঘোর দুর্যোগ উপস্থিত, তাতে তো বিষম অনিষ্ট হবার সম্ভাবনা।

শঙ্কর। চিন্তা দূর করো, রাজাকে সসৈন্যে আমার পশ্চাতে আসতে বলো, এ মায়ানদী অনায়াসেই আমরা পার হয়ে যাবো।

[সকলের প্রস্থান।

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক।

মন্দির-প্রাঙ্গণমধ্যস্থিত হোমকুণ্ড।

পূজারত ক্রকচ।

ক্রকচ। হে প্রভু, হে রুদ্রমূর্ত্তি বিকট ভৈরব, আবির্ভাব হয়ে পূজা গ্রহণ করো। শত্রু বিনাশ ক'রে তোমার ভক্তগণের হিতসাধন করো।

(সুসজ্জিতা কামকলার প্রবেশ)

কি কামকলা, তুমি হেথায় কেন?

কামকলা। আমি অঞ্জলি প্রদান কর্‌বো।

ক্রকচ। আজ কি মোহিনীবেশ ধারণ করেছ! আজ আমি তোমার সংসর্গে ইন্দ্রের ইন্দ্রাণী উপভোগ অপেক্ষা পরমানন্দ উপভোগ কর্‌বো। মনোমোহিনি, পূজা সমাপ্ত ক'রে ভৈরবের কৃপায় অগ্রে শত্রু বিনাশ করি।

কামকলা। শীঘ্র সমাপ্ত করো, আমিও পিপাসী।

ক্রকচ। অপেক্ষা করো অপেক্ষা করো, আমি পূর্ণাহুতি প্রদান করি।

(শঙ্করাচার্য্যের প্রবেশ)

শঙ্কর। কাপালিক!

ক্রকচ। কে তুমি?

শঙ্কর। তোমার শত্রু, তোমার সমস্ত অধিকার রাজসৈন্যে পরিবৃত, কিন্তু এখনো তোমার জীবনরক্ষার উপায়বিধান কচ্চি। তুমি ভৈরবের নামে প্রতিশ্রুত হও যে, মানব-অহিতকর কার্য্যে আর নিযুক্ত থাক্‌বে না; তোমার দলস্থ সকলকে হীনপন্থা হ'তে বিরত ক'র্‌বে। ভারতবর্ষে কাপালিকগণের মধ্যে তুমি প্রধান, তুমি আমার বশ্যতা স্বীকার ক'রে জনহিতকর অদ্বৈতপন্থা স্থাপনের সহায় হও, গুহ্য কদাকার সম্প্রদায় বিনষ্ট করো, নচেৎ মৃত্যুর নিমিত্ত প্রস্তুত হও।

ক্রকচ। তুমি মৃত্যুর নিমিত্ত প্রস্তুত হও।—
আয় আয় বিকটা প্রকৃতি,
কুক্রিয়ায় যে আছ যথায়,—
এসো শীঘ্র মহামারি, বায়ু-সঞ্চালনে;
এসো, হও মহাবলে অশনি সম্পাত,
বহ ঘোর প্রলয় পবন,
উথল প্রলয়-বারি সাগর হইতে।

[হোমকুণ্ডে আহুতি প্রদান।

(বিকটাগণের আবির্ভাব)

নৃত্যগীত।

খুট্ খুট্ খুট্ খুট্ গুট্ গুট্ গুট্ গুট্
ঝাঁকে ঝাঁকে ঝেঁকে ঝেঁকে।
কিল্ কিল্ কিল্ কিল্ খিল্ খিল্ খিল্ খিল্
ডেকে হেঁকে এঁকে বেঁকে॥
তুড়্ তুড়্ তুড়্ তুড়্ তুড়ি, হাঁকারি চিকুরি,
তড়্ তড়্ তড়্ তড়্ তালি, হাড়ে হাড়ে চালি,
ঘুট্ ঘুট্ ঘুট্ ঘুট্ কেলে মেঘে ঢেকে,
ঝড়ি বুড়ী ছোটে, কোঁ কোঁ সোঁ সোঁ হেঁকে॥
কল্ কল্ কল্ কল্ চলে নোনা জল,
তাথাই তাথাই, আঁতি মাতি খাই,
গন্ গন্ গন্ গন্ গন্ আগুনে সেঁকে॥

শঙ্কর। মহাবিদ্যা হও মা উদয়,
ক্ষুদ্র শক্তি করহ হরণ।

[বিকটাগণের অন্তর্দ্ধান।

কাপালিক, দেখ মন্ত্র বিফল তোমার।

ক্রকচ। ত্যজ দম্ভ,
এখনি বুঝিবে মম শক্তির প্রভাব।
ভুত প্রেত পিশাচ দানব,
হও আবির্ভাব—
কর পরাভব এই হিংস্রক যোগীরে।

[হোমকুণ্ডে আহুতি প্রদান।

(ভুত-প্রেতগণের আবির্ভাব)

নৃত্যগীত।

দে—দেরে দেরে দেনা হানা।
মার্ মার্ মার্ মার্ ধর্ ধর্ ধর্ ধর্,
কাট্ কাট্ কাট্ কাট্ খানা খানা॥
তড়্ তড়্ তড়্ তড়্ তোড়ে তাড়,
মাটি ফাঁড় পাড় পাহাড়,
মোচ্‌ড়া ঘাড়, চিবো হাড়,—
গুমে গুমে পোড়া হাওয়া,
ভ'ল্‌কে ভ'ল্‌কে উঠুক ধোঁয়া;

তোল রোল গণ্ডগোল,
আকাশ জোড়া তুফান তোল;
ফেবুকে ফণা গর্জ্জে এসে,
ছনিয়া মেথে ফেল্ না বিষে;
এক গাড়ে—নিঃঝাড়ে,
যে আছে—না বাঁচে,—
বুড়ো যুবো মাগী ছানা॥

শঙ্কর। হর শক্তি হে নন্দীকেশর,
শিবশক্তি-প্রভাবে তোমার।

[ভূতপ্রেতগণের অন্তর্দ্ধান।

কাপালিক,
এখনো করহ নিজ মঙ্গল সাধন,
কুমতি করহ পরিহার।

ক্রকচ। তিষ্ঠ—তিষ্ঠ!
এস এস বিকট ভৈরব,
বিপক্ষের দম্ভ চূর্ণ কর আবির্ভাবি।
করি এই ছুষ্টের নিধন,
নিজ পূজা ভূমণ্ডলে করহ স্থাপন,
রক্ষা করো আশ্রিত সকলে।

(হোমকুণ্ডে আহুতি প্রদান)

(হোমকুণ্ড হইতে ভৈরবের আবির্ভাব)

ভৈরব। আরে ছুরাচার কাপালিক, তোর এখনো জ্ঞানোদয় হ'লো না? প্রত্যক্ষ দেখলি, বিশ্ব-ধ্বংসকারী অমঙ্গল শক্তিসকল আবাহন ক'রেছিলি, সমস্ত শক্তি যার শক্তিতে বিমুখ হ'লো, এখনো তার পূজা না করে বিরুদ্ধাচরণ কচ্ছিস্? এখনি তোর বিনাশ সাধন করি; ধরার অমঙ্গল-শক্তি মঙ্গলময় নররূপী শঙ্করকে অবলম্বন ক'রে মঙ্গলশক্তিতে পরিণত হোক্।

ক্রকচ। আমি যে হই, আপনার নিকট আমি অপরাধী নই, আপনার আমি উপাসক।

ভৈরব। তুই উপাসক নয়, মন্ত্র-বলে আমায় বশীভূত করবি, এই তোর কাম্যকল্পনা। কিন্তু স্বয়ংই তার বিঘ্ন উৎপাদন ক'রেছিস্, কামাসক্ত হ'য়ে আমার পূজায় প্রবৃত্ত হ'য়েছিস্। তোর পূজা পণ্ড, তোর মন্ত্রে আর আমি বাধ্য নই। বিনাশ প্রাপ্ত হ। তোর বিনাশে পৃথিবীতে প্রচার হোক্ যে, উৎকট কাম্যক্রিয়ায় ধ্বংস হবার আশঙ্কা আছে। নিষ্কাম ব্যক্তি ব্যতীত মহাশক্তি অন্য আধারে বহুদিন অবস্থান করে না।

(ভৈরবের শূলাঘাতে কাপালিকের মৃত্যু)

হে প্রভু, হে রুদ্রেশ্বর, হে স্বয়ম্ভু, দাসকে আজ্ঞা দেন, এই দণ্ডে যুদ্ধার্থে সমাগত দশসহস্র কাপালিককে ভস্মসাৎ করি।

শঙ্কর। হে ভৈরবদেব, হে শিবসহচর! ধর্ম্মরক্ষা, পৃথিবীরক্ষার ভার ভৈরবদের উপরেই অর্পিত, —মানবের মঙ্গলবিধান করুন।

ভৈরব। শিব-আজ্ঞা শিরোধার্য্য। হে প্রলয়াগ্নি, উদ্দীপ্ত হ'য়ে কাপালিকগণকে ভস্ম করো, প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধগণ বিনষ্ট হোক্, পৃথিবীতে সতীত্ব-নাশ, নরহত্যা প্রভৃতি দানবীয় কার্য্যকলাপ কপটাচারীগণের সহিত ভস্ম হোক্।

(ভৈরবের অন্তর্দ্ধান)

(শান্তিরামের প্রবেশ)

শান্তি। প্রভু, প্রভু—আশ্চর্য্য ঘটনা! কাপালিকগণ মায়াবলে উষ্ণ জলপ্রবাহ সৃজন ক'রে সৈন্যসামন্ত বিনষ্ট করতে প্রবৃত্ত হয়েছিল। সহসা বিদ্যুৎ-বরণী এক রমণী সেই মায়াস্রোত নিবারণ ক'রেছেন। বহু উৎপাত উৎপাদন ক'রেছিল, সেই রমণীর প্রভাবে সকলি বিফল হ'য়েছে। সহসা যেন মৃত্তিকা হ'তে মহা-অগ্নি উত্থিত হ'য়ে কাপালিকগণকে ভস্মসাৎ ক'চ্চে।

শঙ্কর। চল বৎস, ছুস্কৃতিগণ নিজ ছুস্কৃতিরূপ অগ্নিতে দগ্ধ হ'য়েছে। উপস্থিত এ স্থলে আমাদের কার্য্য সমাপ্ত। এক্ষণে কামরূপের তান্ত্রিকগণ পরাজিত হ'লেই ভারতবর্ষের কোন স্থান অপরাজিত থাকবে না। (সচকিত হইয়া) মা—মা!—

শান্তি। প্রভু, অকস্মাৎ এরূপ চঞ্চল হ'লেন কি নিমিত্ত?

শঙ্কর। বৎস, আমি মাতৃদর্শনে গমন ক'র্বো। মা আমায় স্মরণ ক'রেছেন, আমি মুখে তাঁর স্তন্য ছুগ্ধের আস্বাদ পেয়েছি। তোমরা সকলে মিলিত হ'য়ে অদ্যই কামরূপ অভিমুখে অগ্রসর হও। আমি মাতৃদর্শনান্তর তথায় উপস্থিত হবো।

শান্তি। যথা আজ্ঞা।

[শান্তিরামের প্রস্থান।

শঙ্কর। এস, বায়ুবীর্য্য দেহী,
বায়ুভরে লহ মোরে মাতৃসন্নিধানে।

গগনমার্গে শঙ্করাচার্য্যের প্রস্থান

সপ্তম গর্ভাঙ্ক।

শঙ্করাচার্য্যের বাটী।

(শয্যাশায়িতা বিশিষ্টার নিকট মহামায়া ও জগন্নাথ)

বিশিষ্টা। কই মা, এখনো তো আমার শঙ্কর এলো না? আমায় তো সে বলেছিলো, আমি স্মরণ ক'র্‌লেই সে আস্‌বে। সে তো আমার মিথ্যা-বাদী নয়, তবে কেন এখনো বিলম্ব ক'চ্চে? এ জীর্ণদেহে আর অধিকক্ষণ তো প্রাণ থাক্‌বে না,—আমি জোর ক'রে ধ'রে রেখেছি, আমি বাছাকে একবার দেখবো ব'লে ধরে রেখেছি, বেরুতে দিই নাই। সে আমায় 'মা' ব'লে ডাক্‌বে, শুনে তবে যাবো। তবে কেন মা—সে বিলম্ব ক'চ্চে?

জগ। (মহামায়ার প্রতি) হাঁগা, তুমি যে হও বাছা, তুমি কিন্তু বড় ছ্যাঁচড়া,—আমাদের মত পরাণটা তোমাদের নয়। তোমাদের ঘুরপাক খাওয়ান বুদ্ধি—ওই ঘুরপাকই খাওয়াও। মানুষের দরদ জানো নি। লিয়ে এসো, মাগী একবার দেখে মরুক্‌। ওঃ—ক্ষুদের একবার দেখা পেলে কানদুটো রগুড়ে ধ'রে হিঁচুড়ে টেনে আন্‌তুম। "জগা দাদা—জগা দাদা" কইতো, আমি ভাবতুম, ভালমানুষ। দয়ামায়ার ধার দিয়ে চলে নাই। দেবতাগুলো আর জায়গা পায় নি, ভালমানুষ দেখে তার পেটে ছেলে হন। আমার যদি কেউ ছেলে হ'তে আস্‌তো তো ন্যাদ্‌না ঝেড়ে তাড়াতুম—হয় কেন্‌না দেবতা। যদি মায়া-দয়ার মাথা খাবি, তবে মানুষের ঘরকে কেন আসিস্‌। গাছ থেকে ঝুলে পড় কেন্নাই। তারপর ধনুক লিবি লে, বাণী লিতে হয় লে, মাথা মুড়ুতে হয় মুড়ো,—কে তোরে কি ব'ল্‌তে যেতো।

বিশিষ্টা। বাবা শঙ্কর, আমি যে তোমার আশাপথ চেয়ে এখনো জীবন রেখেছি! বাপ আমার, আর কি মাকে দেখা দেবে না? তুমি যে আমার সাগর ছেঁচা মাণিক! আয় বাপ—মরণ সময় দেখা দে! বাবা, তুমি তো মিথ্যা-বাদী নও, তবে কেন দেখা দিতে আস্‌ছ না।

(শঙ্করের শূন্য হইতে অবতরণ)

শঙ্কর। এই যে মা—আমি এসেছি।

জগ। ক্ষুদে—ক্ষুদে—তুই ঝিঁকুড় ঝামা! একবার চোখ চেয়ে দেখ—মাগীর কি হাল ক'রেছিস্‌! এই তো উড়ে এস্‌তে পারিস্‌, এত দিন একবার এস্‌তে নার্‌লি, তা হ'লে তো মাগীর এমন বেহাল হয় নি।

মহা। জগন্নাথ এসো, আমরা একটু অন্তরালে যাই, ওদের মায়ে-বেটায় কথা হোক্‌।

জগ। ক্ষুদে, একবার মা ব'লে ডাক্‌,—মাগীর প্রাণটা শীতল হোক্‌, আমি শুনে যাই।

শঙ্কর। মা—মা, তুমি যে মুহূর্ত্তে স্মরণ ক'রেছ, তোমার স্তনদুগ্ধের আস্বাদন আমার মুখে এসেছে।

জগ। তুই কি দুধ খেয়েছিলি? মাগীর মাইয়ে দুধ ছিল না, পাথর কুচি দিয়ে তোরে পেলেছে। আহা যা হোক্‌, তবু মাগী শেষ দেখাটা দেখিলে।

[জগন্নাথ ও মহামায়ার প্রস্থান।

বিশিষ্টা। বাবা, আমার সময় উপস্থিত, পুত্রের কার্য্য করো।

শঙ্কর। (শিবের স্তব)

নগেন্দ্র-নন্দিনী নাথ নিরীশ্বর,
নিন্দি রজতনিভ 'নন্দকর।
নিশানাথ নবরঞ্জিত মূর্দ্ধনী,
নগ্ন নীলগল নাগধর॥

নকারায় নম।

মন্মথমর্দ্দন, মুরতি মহান,
মহেশ মণ্ডিত মানব-ভাল।
মহামায়াধর মহিমা-অর্ণব,
মৃড় মৃত্যাসন করাল কাল॥

মকারায় নম।

শিবশুভশঙ্কর শশধরশেখর,
শক্তিসমন্বিত শিখরবাসী।
শ্বেত-অস্থিদল শরীরশোভিত,
ভস্মশ্বেতসিত অধরে হাসি॥

শকারায় নম।

বাঘাম্বর বিভু বিরিঞ্চি-বন্দিত,
বিশ্বেশ্বরবর অভয়কর।
ব্যোমকেশভব, ববব্যোম্ ঘনরব,
বাহনবৃষভ বিষাণধর॥

বকারায় নম।

যতীশ্বর যত যাজ্ঞি যোগেশ,
যোগাসন যমদণ্ড হর।
যোগমায়ার্চ্চিত যোগী যাগব্রত,
যশস্বিন যুগ-অন্তকর॥

যকারায় নমঃ।

বিশিষ্টা। বাবা, ডমরু-ধ্বনি শুন্‌ছি, আমি শিবলোকে যাবো না। শিবে আমার পুত্রজ্ঞান হয়েছে, আমি শিবলোকে দেবদেবের পূজা করতে পারবো না। নারায়ণ আমাদের কুলদেবতা, 'নারায়ণ' নাম উচ্চারণ করে স্বামী আমার প্রাণত্যাগ করেছেন, তিনি নারায়ণ-সেবায় নিযুক্ত আছেন,—আমি তাঁর সহিত মিলিত হ'য়ে নারায়ণ-সেবায় নিযুক্ত থাক্‌বো—এই আমার সাধ।

শঙ্কর। (নারায়ণের স্তব)

নত আশ্রিতা তাপিতা মাতা।
মরণে দেহি চরণ ত্রাতা॥
নায়কবর নব জলধর।
রাধা-রমণ রসিকপ্রবর॥
যজ্ঞেশ্বর জগজীবন।
ণকার নিত্যানন্দ ঘন॥

পট পরিবর্ত্তন—বিষ্ণুলোক।

বিশিষ্টা। এই যে—এই যে গোলকবিহারী মুরলীধারী! এই যে আমার স্বামী পরিষদরূপে তাঁর পার্শ্বে! আমি ভাগ্যবতী, সার্থক পুত্র গর্ভে ধারণ করেছিলেম! নারায়ণ— (মৃত্যু)

পট পরিবর্ত্তন—পুনরায় পূর্ব্ব দৃশ্য।

শঙ্কর। মা মা—যে রূপে গর্ভে স্থান দিয়েছিলে, যে রূপে লালনপালন করেছিলে, সে রূপ হরণ করলে। বিশ্বজননি! সন্তানকে ভুলে থেকো না।

(জগন্নাথ ও মহামায়ার পুনঃপ্রবেশ)

জগ। ওই যা—আহা ছেলে দেখ্‌বার জন্যে মাগীর পরাণটা ছিল! আহা, জন্মদুখিনী গো—জন্মদুখিনী! মিন্সে-মাগীতে পেটে খায় নি, ভাল একখানা পরে নি,—পরের লেগেই পাগল। আমি চাষার ছেলে, মা বলেছিনু,—তা ও ক্ষুদেকে চেয়ে যত্ন করে আমায় পেলেছিল গো!

শঙ্কর। জগা দাদা—জগা দাদা—আজ আমরা মাতৃহীন হ'লেম।

জগ। কাঁদিস্ নে,—কাঁদিস্ নে, মাগী জুড়িয়েছে, এখন বেটার কাজ কর। আমি এখন কোন্ খান্‌কে যাই—কি করি? মাগীকে এক একবার দেখে যেতুম, মা বলে ডাকতুম—পরাণটা জুড়ুতুম। আমি এখন কি করি—বল্‌তো ক্ষুদে!

শঙ্কর। জগা দাদা জগা দাদা—তুমি শিব-পারিষদ, চিরপূজ্য হ'য়ে থাক্‌বে।

জগ। আর পারষদে কাজ নি! এখন কবে মরি, তুই এক একবার দাদা ব'লে মনে করিস্। (চমকিত হইয়া) হারে ক্ষুদে—কি ভেল্‌কী দেখাস্ রে? ওরে গাছপালা সব যে সাফ হয়ে যাচ্চে রে! ক্ষুদে ক্ষুদে—তোরে চিনে লিয়েছি। (মহামায়ার প্রতি) মাগী মাগী, জেনেছি তুই কে! আমিই এক—আমিই অনেক! আমি—আমি নই, সেই-ই আমি—সেই-ই আমি!

[প্রস্থান।

মহামায়া। আরও কি ঘুর্‌বে—আরও কি ঘোরাবে?

শঙ্কর। ইচ্ছাময়ি, সে তো তোমার ইচ্ছা, আমার ইচ্ছা নয়। তুমি যতদিন ঘোরাবে, ততদিন ঘুর্‌বো। এখনো তো বঙ্গদেশ অপরাজিত, এখনো তো আমায় সংসারে সর্ব্বজ্ঞ প্রচার করো নাই; এখনো তো কাশ্মীরে সারদাপীঠে বিদ্যাভদ্রাসনে স্থান পাই নাই। আমি তোমার ইচ্ছাধীন, তোমার ইচ্ছা পূর্ণ না হলে আমি কিরূপে নিস্তার পাবো?

মহা। ভাল ভাল—আমায় ছুষ্‌বে বই কি! আমি আর কি কর্‌বো, আমি ত স্বাধীন নই, কেঁদে বেড়াই।

[প্রস্থান।

(রামদাস ও সখারামের প্রবেশ)

রামদাস। এই যে শঙ্কর, হেথায় কি মনে ক'রে?

শঙ্কর। মাতার মুখাগ্নি কর্‌বো।

রাম। বটে, তোমার ছেলেবয়স থেকে এত ভির্‌কুটী? মুখাগ্নি করে মাতার সম্পত্তির অধিকারী হবে। কথার কথা বলে গিয়েছিলে, 'সম্পত্তি তোমায় দিলুম, মাকে দেখো।' তা মুখাগ্নি করো, আমরা চলুম।

শঙ্কর। আমি সন্ন্যাসী, সম্পত্তির তো প্রয়াসী নই।

রাম। কলির সন্ন্যাসী কি না, তাই মুখাগ্নি ক'র্‌বে। তারপর শ্রাদ্ধের অধিকারী হয়ে, রাজাকে বলে বিষয় কেড়ে নেবে, তা নাও। সৎকার তুমি একলা করো, আমরা ও দেহ স্পর্শ করব না? তোমার জন্মবৃত্তান্ত তো আমরা জানি, শিবগুরু ঘরে ছিল না, তোমার মা গর্ভবতী হয়েছিল।

সখারাম। মেজো খুড়ো চলো চলো,—এখানে থাক্‌লে গ্রামে একঘরে কর্‌বে।

[উভয়ের প্রস্থান।

শঙ্কর। শুষ্ককাষ্ঠে মাতৃদেহ হোক্ আচ্ছাদিত.
গৃহে হোক্ চিতার নির্ম্মাণ।
আজি হতে শূদ্রাচারী এ হীন প্রদেশে
শবদেহ দগ্ধ যেন হয় গৃহমাঝে;
ভিক্ষু আসি ভিক্ষা নাহি করিবে গ্রহণ।
অগ্নিদেব, করে মম হও প্রজ্জ্বলিত,
দগ্ধ করি মাতৃকায়া।

[সহসা শুষ্ককাষ্ঠে শবদেহ আচ্ছাদিত ও অগ্নি প্রজ্জ্বলিত হওন।

অষ্টম গর্ভাঙ্ক।

কামরূপ—কামাখ্যাদেবীর নাটমন্দির।

অভিনব গুপ্ত, তৎশিষ্য ও পলায়িত বৌদ্ধ কাপালিকগণ।

অভিনব। হ্যাদে শাস্ত্রজ্ঞান আছে কেডার? তন্ত্র-মর্ম্ম অনুভব কর্‌চে কেডা? শঙ্করটা তো সে দিনকার ছাওয়াল শুন্‌চি; শক্তি মান্‌বার চায় নি, কাশীতে ঠেক্‌ছিলো! কামরূপ আস্‌বার চায় আসুক, থোতা মুখটা ভোতা কর্‌যা লয়্যা চক্রে বসাইমু।

১ম বৌদ্ধ। প্রভু, যিনি শৈব সম্প্রদায়ের প্রধান, যিনি শাক্ত সম্প্রদায়ের প্রধান,—বৈষ্ণব, সৌর, জৈন, বৌদ্ধ, গাণপত্য,—যে যে সম্প্রদায়ের প্রধান ব্যক্তি যে স্থানে ছিল, সকলে পরাজিত হয়ে শঙ্করের শিষ্যত্ব গ্রহণ ক'রেছে। রাজা সুধন্বা অনুসন্ধান করে যেখানে যে বৌদ্ধ-কাপালিক, জৈন প্রভৃতি প্রচ্ছন্নভাবে আছে, তাদের বিনাশসাধন ক'চ্চে! আমরা পলায়ন করে, ভারতের একপ্রান্ত হতে অপর প্রান্তে এসে আপনার শরণাপন্ন হয়েছি।

অভিনব। ভালই কর্‌চ, মহামায়ীর প্রসাদ পাতি থাহো, চক্র কর্‌তি থাহো, শঙ্করাট'রে আস্‌তি দাও. তখন বোঝ্‌বার পার্‌বা—শর্ম্মারাম কেডা! এহন যাও—নিশ্চিন্ত হ'য়্যা বাসায় ব'স যাইয়া। ভয়টা কিসির? স্থাখ্‌বা এনে, শঙ্কইরা আইসা পদসেবা ক'র্‌বা।

বৌদ্ধগণ। প্রভু, আমরা আপনার শিষ্য, আমাদের রক্ষা ভার আপনার উপর।

অভিনব। হ—হ—বল্‌চি যে—নিশ্চিন্ত হ'য়্যা যাও।

[বৌদ্ধকাপালিকগণের প্রস্থান।

শিষ্য। কর্‌তা, আপনি শঙ্কইরায় সাথ তর্ক কর্‌বার চাও না কি? অমন কাজে যাইও না, মান খোয়াবা—কলাম। মুই তার তর্ক দ্যাখ্‌ছি, কথার তোর উঠ্‌তি থাহে, টিক্‌বে কেডা! তাই বলতিছি, একটা উপায় করো, তর্কে যাইও না।

অভিনব। হ—হ—শুন্‌ছি বড় তার্কিক,—শুন্‌ছি বড় তার্কিক।

শিষ্য। যা শোন্‌চ, তা পাকা জান্‌বা।

অভিনব। তুমি কি কর্‌বার সলা দাও?

শিষ্য। তোমার নি মারণ আসে? একটা রোগ চাইলা নিয়া শঙ্কয়িরার শরীরের মধ্যে প্রবেশ করাও।

অভিনব। ঠিক্‌ বল্‌চো—ঠিক্‌ বলচো—ওই বগন্দর রোগডা চালমু, যন্ত্রণার চোটে এ দ্যাশ ছাইরা রয় দিবে।

শিষ্য। মারণ কর্‌বার চাও না ক্যান?

অভিনব তার বিঘ্ন আছে। শুন্‌চি—বর যোগী, তার মারনে বিঘ্ন হইলিই আপন মরণ উপস্থিত হইব। ওই কর্কচ কাপালিক মারণ চাইলা ছিলো, বিঘ্ন হওয়ার তারে ভৈরবে মাইরে ফেলাইচে। ওই বগন্দর রোগ চালান করমু। আজই রাতারাহাতি চলো—অভিচার করি।

শিষ্য। অঃ—ওই কৌশলই করো। শোন্‌চি শঙ্কইরা আইজই তোমার সাথ বিচার কর্‌বার আস্‌বো।

অভি। আইচ্ছা তুমি এহানে রও, বল্‌বা—পূজায় আছি। কাইল যাইয়া বিচার করমু।

শিষ্য। ভালো ভালো—কাইল আর বিচার কর্‌বো কেডা। বগন্দরের জ্বালাতেই অস্থির কর্‌বে।

(শঙ্করাচার্য্য ও মণ্ডন মিশ্রের প্রবেশ)

শঙ্কর। আপনিই কি আচার্য্য অভিনব গুপ্ত?

শিষ্য। না, আমি তাঁর শিষ্য, তিনি এহন পূজায় আছেন।

শঙ্কর। আপনি আমার এই শিষ্যকে তাঁর নিকট ল'য়ে যান, আমার মন্তব্য আচার্য্যের নিকট প্রকাশ ক'র্‌বে।

শিষ্য। আচ্ছা, চলেন চলেন। (স্বগত) এহনই ট্যার পাইবেন অনে।

[মণ্ডন মিশ্রকে লইয়া শিষ্যের প্রস্থান।

(কামাখ্যাদেবীর প্রবেশ)

শঙ্কর। মা, তুমি কে?

কামাখ্যা। আমি এই স্থানে থাকি। শোনো, তুমি বৃথা পরিশ্রম ক'রে এ দেশে এসেছ। এ কপটাচারি বামাচার প্রদেশে সরল অদ্বৈতপন্থা গৃহীত হবে না। তুমি পুনর্ব্বার বঙ্গদেশে জন্ম-গ্রহণ ক'রে বিষ্ণুলীলার সহায় হবে, তখন এই বামাচার দমিত হ'য়ে অদ্বৈতমার্গ গ্রহণ ক'র্‌বে।

(অন্তর্দ্ধান)

শঙ্কর। মা কামাখ্যাদেবী কি সন্তানকে দর্শন দিলেন। জননীর আদেশ শিরোধার্য্য।

(ভগন্দর ব্যাধির প্রবেশ)

শঙ্কর। তুমি কে?

ব্যাধি। আমি ভগন্দর ব্যাধি, অভিনব গুপ্তের অভিচারে প্রেরিত হ'য়েছি। কিন্তু অনুমতি ব্যতিত আপনার দেবদেহে প্রবেশ কর্‌তে সাহস ক'চ্চি না।

শঙ্কর। কেন, দেহমাত্রই তো তোমার অধিকার?

ব্যাধি। হে সর্ব্বজ্ঞ, নিষ্পাপ শরীরে তো আমাদের অধিকার নাই।

শঙ্কর। আমি নিষ্পাপ নই, আমি জগতের পাপ-তাপ গ্রহণ ক'রে ভ্রমণ করেছি; তুমি আমার দেহে প্রবেশ করো।

ব্যাধি। প্রভু, জগতের পাপ গ্রহণ ক'রেছেন সত্য, কিন্তু সে পাপ আপনার অনুমতি ভিন্ন আপ-নাকে স্পর্শ ক'রতে পারে না। আর আমরা ব্যাধি, অশুচি অবস্থা ব্যতীত আমাদের প্রবেশ অধিকার নাই। আমার নিবেদন এই,—আমি অভিনব গুপ্তের অভিচার-বলে আহূত হ'য়েছি, যদি আপনার দেহে স্থান না পাই, আমি সেই পাষণ্ডের দেহ অধিকার করে, তার পাপের দণ্ড বিধান ক'র্‌বো।

শঙ্কর। না, তাতে অভিচার বিদ্যা ব্যর্থ হবে। এ বিদ্যা শাস্ত্রমূলক, আমি শাস্ত্র রক্ষার্থে এসেছি, শাস্ত্র নষ্ট ক'র্‌বো না। এসো, আমি পাপকে আমার শরীর অধিকার কর্‌তে প্রশ্রয় দেবো। ভোগ ব্যতীত পাপের নাশ হয় না, জগতের পাপের ভোগ আমার শরীরেই হোক্‌।

ব্যাধি। প্রভু, জগতের সমস্ত সৃষ্ট বস্তু আপনার সত্তায়, আমাদের কেন জন-অহিতকারী সৃজন ক'রেছেন?

শঙ্কর। তোমরা জন-অহিতকর নও, তোমাদের তাড়-নায় পাষণ্ডহৃদয়ে ধর্ম্ম বুদ্ধি প্রবেশ করে। এসো গোপনে আমার দেহে প্রবেশ ক'র্‌বে।

[উভয়ের প্রস্থান।

নবম গর্ভাঙ্ক। *

কামরূপ-শঙ্করাচার্য্যের আশ্রম।

সনন্দন, মণ্ডনমিশ্র, শান্তিরাম, গণপতি, আনন্দগিরি, চিৎসুখ, তোটকাকার্য্য প্রভৃতি শঙ্করাচার্য্যের শিষ্যগণ।

সনন্দন। ভাই, পবিত্র দেবশরীরে কিরূপে দুষ্ট ভগন্দর রোগ প্রবেশ ক'রলে?

মণ্ডন। ভাই, এ সকল আমাদের পাপের ফলাফল। গুরুদেব আমাদের পাপ গ্রহণ ক'রে এই ব্যাধি-যন্ত্রণা ভোগ ক'চ্চেন। আহা, দেখ দেখ— রোগের তাড়নায় গুরুদেব শীর্ণ হ'য়েছেন! আমি অনেক অনুসন্ধান ক'রলেম, এদেশে তো সুচিকিৎসক নাই।

সনন্দন। রাজা সুধন্বা দুইজন ভৌষক লয়ে এসেছিলেন, তাঁরা বলেন, এ রোগ তাঁদের অসাধ্য।

(হস্তামলক ও শঙ্করাচার্য্যের প্রবেশ এবং হস্তামলকের করযোড়ে শঙ্করাচার্য্যের সম্মুখে দণ্ডায়মান)

শঙ্কর। কি হস্তামলক?

হস্তা। প্রভু, আমার প্রার্থনা পূর্ণ করুন্।

শঙ্কর। তুমি আকাশের ন্যায় নির্লিপ্ত পুরুষ, তোমার আবার প্রার্থনা কি?

হস্তা। প্রভু, আমি আপনার দাস, আমায় বঞ্চনা ক'র্‌বেন না।

শঙ্কর। ওহে, তোমরা শোন শোন—আজ মৌনী হস্তামলক আমার নিকট কি প্রার্থনা ক'চ্ছে।

আনন্দ। গুরুদেব, আপনার নিকট তো বহু বস্তু প্রার্থনীয় আছে।

শঙ্কর। এ বাতুলের প্রার্থনা কি জানো?

আনন্দ। আপনি অন্তর্যামী, আপনিই জানেন।

শঙ্কর। এ বাতুল আমার ভগন্দর রোগ প্রার্থনা করে। আরে পাগল, রোগ তোমায় কিরূপে প্রদান কর্‌বো?

হস্তা। প্রভু, আজ্ঞা করুন, আমি আকর্ষণ করে লই।

শঙ্কর। (ব্যস্তভাবে) না না হস্তামলক, তোমার শরীর রোগগ্রস্ত হলে আমি রোগের যন্ত্রণা অপেক্ষা শতগুণ যন্ত্রণা পাব।

হস্তা। ভাই পদ্মপাদ, গুরুদেব আমার প্রতি বিমুখ। গুরুদেব অভিচার বিদ্যার সম্মান রক্ষার্থে অভিনব গুপ্তের অভিচারে ভগন্দর রোগগ্রস্ত হয়েছেন। সেজন্য চিকিৎসকেরা এ রোগ শান্তি কর্‌তে অক্ষম।

সনন্দন। ভাই তুমি কিরূপে সংবাদ পেলে?

হস্তা। রাজ-বৈদ্যেরা অসাধ্য বলায় আমি অশ্বিনী-কুমারদ্বয়কে আহ্বান করেছিলেম। তাঁদের নিকট সংবাদ প্রাপ্ত হলেম, তর্কে পরাজিত হবার ভয়ে, অভিচার ক'রে গুরুদেবকে এই খল রোগ-গ্রস্ত করেছে।

সনন্দন। তুমি এখনো দুরাচারকে ভস্ম করো নি?

হস্তা। গুরুদেবের নিষেধ, তাই আমি নিজ শরীরে রোগ গ্রহণের প্রার্থনা কচ্চি।

সনন্দন। হোক্ গুরুদেবের নিষেধ, আমি গুরুবাক্য লঙ্ঘন-জনিত মহাপাপভার বহন কর্‌বো, তথাপি কপটাচারীর প্রাণবধ কর্‌তে নিরস্ত হব না। হে গুরুদত্ত চেতন মন্ত্র! তোমার প্রভাবে খল রোগ অভিচারী অভিনব গুপ্তের শরীরে প্রবেশ করুক্।

(অভিনব গুপ্ত ও তৎশিষ্যের প্রবেশ)

অভিনব। হাহ হাহ—আমার অভিচারের বল্‌টা হাহো—বগন্দরে জেরে ফেল্‌চে! (প্রকাশ্যে) শঙ্কর কেডা? আমি তর্ক কর্‌বার আইচি।

সনন্দন। হে খলব্যাধি, যদি এই দণ্ডে গুরুদেবের শরীর ত্যাগ করে এই পশু-শরীরে প্রবেশ না করো, আমি অভিচারীর সহিত তোমায় বিনষ্ট কর্‌বো।

অভি। (অধীর হইয়া) ওরে বাপ্‌রে—বাপ্‌রে—মইল্লাম রে—মইল্লাম রে—গ্যালাম!—

শঙ্কর। স্থির হোন্—স্থির হোন্—কি হয়েছে?

অভি। আমারে ক্ষমা করেন,আমারে রক্ষা করেন! ওরে গ্যালাম রে—গ্যালাম! মইষে চড়্যা আমারে মারবার আইস্‌তেচে—কনে যামু—

সনন্দন। যমালয়ে যাও।

[সশিষ্য অভিনব গুপ্তের পলায়ন।

শঙ্কর। পদ্মপাদ কি করলে? তোমার বাক্য তো ব্যর্থ হবে না, নরহত্যা হবে যে?

সনন্দন। প্রভু, পশুহত্যা সামান্য পাতক, আপনার দর্শনে আমার দেহে স্থান পাবে না। দুষ্টের

মরণে পৃথিবীর ভার লাঘব হবে, এ প্রদেশে সতীর সতীত্ব রক্ষা হবে, অভিচারীরা এই পশুর পরিণাম দর্শনে ভীত হয়ে আর দুরন্ত ক্রিয়ায় প্রবৃত্ত হবে না। আর আমি আপনার নাম স্মরণ করে জনসমাজকে আশীর্ব্বাদ কচ্চি, যে শঙ্করলীলা আলোচনা কর্‌বে, তার প্রতি দুষ্ট-শক্তি বলহীন হবে।

শিষ্যগণ। জয় নররূপী শঙ্কর শঙ্করাচার্য্যের জয়!

শঙ্কর। বৎস, সকলে প্রস্তুত হও, এ প্রদেশে আমাদের কার্য্য সমাপ্ত, আমরা কাশ্মীর অভিমুখে গমন কর্‌বো। যেমন সপ্তদ্বীপ ধরায় জম্বুদ্বীপ সর্ব্বোৎকৃষ্ট, জম্বুদ্বীপে যেরূপ ভারতবর্ষ শ্রেষ্ঠ সেইরূপ ভারতবর্ষ মধ্যে কাশ্মীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ,—যথায় সর্ব্ববিদ্যা-প্রকাশিনী সারদাদেবী বিরাজমানা। অদ্যই সকলে গমনার্থে প্রস্তুত হও।

[শিষ্যগণের প্রস্থান।

কতদিনে হবে মম কার্য্য অবসান,
কর্ম্মভূমে কত দিন করিব ভ্রমণ!
ধন্য মহামায়া—
ধন্য এ ভৌতিক দেহ মায়ায় গঠিত,
চৈতন্য আচ্ছন্ন যার অদ্ভুত প্রভাবে।
প্রারব্ধ-গঠিত দেহ না হইবে ক্ষয়
কার্য্য অবসান বিনা।
বলবান্ কার্য্যের আসক্তি অদ্যাবধি!
বিদ্যা বা অবিদ্যা মায়া উভয়ই শৃঙ্খল;
স্বর্ণ-লৌহ শৃঙ্খলের প্রভেদ যেমতি
বিদ্যা আর অবিদ্যার প্রভেদ সেরূপ,—
উভয়ই বন্ধন,
কার্য্যে কার্য্য ক্ষয় বিনা বন্ধন না যায়।
কে বলিবে কতদিনে কার্য্য ফুরাইবে!

(গৌড়পাদের প্রবেশ)

একি, আমার পরম সৌভাগ্যের উদয়! পরম গুরু গৌড়পাদের পাদপদ্ম দর্শন কর্‌লেম!

গৌড়। বৎস, তোমার চিন্তায় আমি আকর্ষিত। আমার পরমগুরু ব্যাসদেবের দর্শনলাভ করেছ, তাঁরই আদেশে ভাষ্য-প্রচারে প্রবৃত্ত হয়েছ; তোমার কার্য্য সম্পূর্ণ প্রায়। তোমার ভাষ্য-প্রচারে অযথা শাস্ত্র-ব্যাখ্যা খণ্ডিত হয়েছে, পুণ্যভূমি ভারতের এক প্রান্ত হতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত ব্রহ্মজ্ঞান প্রচারিত। তোমার বেদান্তভাষ্য ব্যতীত বৌদ্ধ-দর্শন খণ্ডিত হতো না। ভগবান নারায়ণ বুদ্ধশরীরে বেদ অস্বীকার করে বোদ্ধি-সত্ত্ব স্থাপন করেছিলেন, তোমার ব্রহ্মতত্ত্ব প্রচারে বেদমর্য্যাদা রক্ষা হয়েছে; বৌদ্ধ দর্শন যে বেদের অন্তঃর্গত তা তুমি সপ্রমাণ করেছ। তোমার অল্প কার্য্যই অবশিষ্ট আছে, কাশ্মীর গমনে কার্য্য পূর্ণ হবে। তথায় বাগ্‌দেবীর বিদ্যাভদ্রাসন স্থাপিত। সেই বিদ্যাভদ্রাসনে উপবেশন ক'রে সংসারে প্রচার করো যে, তোমার প্রবর্ত্তিত পন্থাই শ্রেষ্ঠ। সর্ব্বজ্ঞ ব্যতীত বিদ্যাভদ্রাসনে উপবেশনের কারো অধিকার নাই। তুমি সেই মন্দিরের দ্বাররক্ষক অপরাজিত পণ্ডিতগণকে পরাজিত করে, অদ্যাবধি অনুদ্‌ঘাটিত দক্ষিণ দ্বার উন্মুক্তপূর্ব্বক আসন গ্রহণ করো। পণ্ডিতবর্গের পরাজয়ে সকলের প্রতীতি জন্মাবে যে, তুমি সর্ব্বজ্ঞ। তোমার মতই প্রকৃত মোক্ষপ্রদ গৃহীত হবে। আমার বরে যোগশক্তিতে সশিষ্য মায়িক স্থান অতিক্রম ক'রে অচিরে তথায় উপস্থিত হও।

শঙ্কর। প্রভু, আপনার বাক্যে কৃতার্থ হ'লেম। আমার কার্য্য বিফল নয়, আপনার আশ্বাসবাক্যে প্রতীতি হ'চ্চে। আপনার চরণে শতকোটী প্রণিপাত

গৌড়। বৎস, বর প্রার্থনা কর।

শঙ্কর। প্রভু, আপনার দর্শন লাভ ক'রেছি, আমার আর বর প্রার্থনা কি! আজ্ঞা করুন, নিয়ত ব্রহ্মতত্ত্বে নিমগ্ন থাকি।

গৌর। তথাস্তু।

[প্রস্থান।

(মণ্ডন মিশ্রের প্রবেশ)

মণ্ডন। প্রভু, রাজা সুধন্বা আপনার নিমিত্ত রথ ল'য়ে উপস্থিত আছেন।

শঙ্কর। বৎস, সন্ন্যাসীর পদদ্বয় ব্যতীত তো অপর রথের প্রয়োজন নাই। চলো—রাজদর্শনে গমন করি।

[সকলের প্রস্থান।

দশম গর্ভাঙ্ক।

কাশ্মীর—সারদাপীঠ।

মন্দির-রক্ষক।

মন্দির-রক্ষক। এতদিনে কি কাশ্মীরের গৌরব, বীণাপাণি বাগেদবীর মহিমা—এই বালক সন্ন্যাসীর দ্বারা বিলুপ্ত হবে। মার মন্দিরের দ্বারসমূহ দিগ্বিজয়ী পণ্ডিতগণ দ্বারা রক্ষিত। জনে জনে অদ্বিতীয় দার্শনিক; যাঁদের তর্কশক্তি সমস্ত ভারতে প্রচারিত, যাঁদের সম্মুখীন হ'তে কেহই কখন' সাহসী হয় না,—এই দুর্দ্দম বালক তাঁদের প্রতিভা বিনষ্ট ক'চ্চে! যিনই এই বালকের সম্মুখীন হ'চ্ছেন, তিনিই পরাজয় স্বীকার ক'রে অবনত মস্তকে এই বালককে দ্বারপরিত্যাগ ক'চ্চেন্। মার মনে কি আছে—কে জানে! এই বালক কি সর্ব্বজ্ঞ? মার বিদ্যা-ভদ্রাসন কি অধিকার ক'র্‌বে?

(কয়েকজন পণ্ডিতের প্রবেশ)

১ম পণ্ডিত। মহাশয় সর্ব্বনাশ! কে এ কুহকী? এর সম্মুখে বাক্‌শক্তি বিজড়িত! বৈশেষিক নৈয়ায়িক, সৌগত, মীমাংসক প্রভৃতি অদ্বিতীয় পণ্ডিতগণ পরাস্ত হ'য়ে দ্বার পরিত্যাগ ক'রেছেন। সাংখ্য, দার্শনিক,যাঁর বিজয়-পতাকা এতাবৎকাল গর্ব্বে উড্ডীয়মান ছিল, তিনিও সন্ন্যাসীর নিকট পরাজয় স্বীকার ক'রেছেন। দিগম্বরপন্থী পথরোধ ক'রেছেন, কিন্তু তাঁর উদ্যম নিশ্চয়ই বিফল হবে। বালকের তর্কশক্তিতে কাহারও জয়লাভের আশা নাই।

২য় পণ্ডিত। এখনও দেখুন—দক্ষিণদ্বার রুদ্ধ। দিগম্বরপন্থী সাধারণ পণ্ডিত নন, তিনি নিশ্চয়ই বালককে নিরস্ত ক'র্‌বেন। মা সারদাদেবী—নিজ সিংহাসন নিজেই রক্ষা ক'র্‌বেন, বিদ্যা ভদ্রাসনের গৌরব কদাচ নষ্ট হবে না।

দৈববাণী। না।

২য় পণ্ডিত। ঐ শোন—দৈববাণী শোনো।

১ম পণ্ডিত। ঐ দেখ—দক্ষিণ দ্বার উদ্ঘাটিত।

(দ্বার উদ্ঘাটিত হওন—শঙ্করাচার্য্য ও সনন্দন, মণ্ডনমিশ্র, আনন্দগিরি, তোটকাচার্য্য, হস্তামলক, চিৎসুখ, শান্তিরাম, গণপতি প্রভৃতি শিষ্যগণের প্রবেশ)

শিষ্যগণ। জয় সর্ব্বজ্ঞ যতীশ্বর শঙ্করাচার্য্যের জয়!

মন্দির-রক্ষক। এই কি শঙ্করাচার্য্য? পবিত্র বিদ্যা-ভদ্রাসন কি এই বালক কর্ত্তৃক অধিকৃত হবে? দৈববাণীও কি মিথ্যা? (শঙ্করাচার্য্যের প্রতি) পণ্ডিতবর, আপনি বিদ্যাবলে পণ্ডিতবর্গকে পরাস্ত করে দক্ষিণদ্বার উন্মুক্ত করেছেন, কিন্তু আমায় নিরস্ত করুন। যে ব্যক্তি নির্ম্মলচিত্ত নয়, তারে সর্ব্বজ্ঞ বলে স্বীকার করা যেতে পারে না। কেবল তর্কবলে অন্যকে পরাস্ত করে বিদ্যার পরিচয় হয় না, প্রকৃত জ্ঞানলাভই বিদ্যার পরিচয়। আপনি যদি শঙ্করাচার্য্য হন, এইরূপ লোকপরাম্পরায় শ্রুত আছি যে, অঙ্গনাসঙ্গের নিমিত্ত আপনি পরকায় প্রবেশ ক'রেছিলেন। অতএব আপনার আসক্তিবর্জ্জিত চিত্ত আমি কিরূপে অবগত হব? সে পরিচয় না পেলে, এ সারদাপীঠে বিদ্যা-ভদ্রাসনে আপনাকে স্থান দিতে আমি প্রস্তুত নই। মায়ের কৃপায় আমি এই স্থান রক্ষায় নিযুক্ত আছি।

তোটকাচার্য্য। আপনি সারদাদেবীর পীঠ রক্ষায় নিযুক্ত থেকেও কি নিমিত্ত এরূপ অযৌক্তিক ভাষা প্রয়োগ কচ্চেন? যদ্যপি পূর্ব্বজন্মে কেউ শূদ্র থাকে, পরজন্মে ব্রাহ্মণ হয়েও কি তার বেদে অধিকার হয় না?

শঙ্কর। হে মহাত্মন্, আমি আমার আত্ম-তৃপ্তির জন্য এই আসনে উপবেশনে ইচ্ছুক নই। আমি দেবদেব মহাদেবের আদেশে বেদান্ত-ভাষ্য প্রস্তুত করেছি। নারায়ণস্বরূপ ব্যাসদেব ভাষ্যপাঠে আমার উপর সন্তুষ্ট হয়ে বরপ্রদান করেছেন। তথাপি জনসমাজে 'সর্ব্বজ্ঞ' বলে যদি আমি প্রামাণ্য না হই,তা হলে আমার ভাষ্য জনসমাজে গৃহীত হবে না। এই আসনে স্থানলাভ সর্ব্বজ্ঞতার পরিচয়। আমি দেবদেবের আজ্ঞানুবর্ত্তী হয়ে আমার ভাষ্য-প্রচারে প্রবৃত্ত। যদি আমি কৃতকার্য্য হয়ে থাকি, সারদাদেবী স্বয়ং আমায় স্থান দান করবেন।

দৈববাণী। বৎস, তুমি একমাত্র এই আসনে যোগ্য;

অসঙ্কোচে আসন গ্রহণ করো, তোমার উপবে-
শনে আসনের মর্য্যাদা রক্ষিত হবে।

শঙ্কর। দার্শনিক ঋষিগণে,
কূটবুদ্ধি মানবের নিরাশ কারণে,
দমিবারে চার্ব্বাক সকলে,
দেশকাল অনুসারে করেছেন দর্শন রচনা।
যোগমার্গ, কর্ম্মমার্গ আদি
বিরচিত সময়-উচিত প্রয়োজনে।
এবে মুক্তিপন্থা প্রসারিত ঈশ্বর-কৃপায়!
বেদান্তসূত্রের অর্থ জগতে প্রচার
আত্মার প্রকাশ, অবিদ্যা বিনাশ,
ব্রহ্মজ্ঞানে আত্ম-দরশন,
গুহ্যতত্ত্ব 'তত্ত্বমসি' প্রকাশ ভুবনে।
মহাবাক্য হৃদিমাঝে করিয়ে ধারণ—
জনগণে আত্মজ্ঞানে কর অবস্থান।
মা সারদে তব পীঠে
মম কার্য্য হোক্ সমাধান।

(শঙ্করাচার্য্যের সারদাপীঠে উপবেশন)

মন্দির-রক্ষক। প্রভু, অজ্ঞানের অপরাধ মার্জ্জনা করুন্। আপনি যে সাক্ষাৎ জ্ঞানময় শঙ্কর, অজ্ঞানতাবশতঃ তা আমার উপলব্ধি হয় নাই। সর্ব্বজ্ঞ যতীশ্বর আমার প্রণাম গ্রহণ করুন্। এতদিন সারদামাতার আসন রক্ষক ছিলেম, আজ হতে আপনার আসন-রক্ষক-পদে নিযুক্ত ক'রে কৃতার্থ করুন্।

শঙ্কর। পণ্ডিতবর, আমার আসন নয়, জননী সন্তানকে ক্রোড়ে স্থান দিয়েছেন মাত্র। মাতার আসনের আপনিই যোগ্য রক্ষক।

সকলে। জয় নরশঙ্কর শঙ্করাচার্য্যের জয়!

শঙ্কর। হে বিরক্ত সন্ন্যাসীগণ, এখনো প্রচার কার্য্য সম্পন্ন হয় নাই। তোমরা দেশদেশান্তরে এই অদ্বৈত-ভাষ্য প্রচার করো। আমি কেদার নাথ দর্শন করে কৈলাস দর্শনে ইচ্ছুক। তোমা-দের মধ্যে যারা আমার সঙ্গী হবার ইচ্ছা করো, —এসো—আমরা অদ্যই যাত্রা করি।

[সকলের প্রস্থান।

একাদশ গর্ভাঙ্ক।

কৈলাস-সন্নিকট পর্ব্বত প্রদেশ।

(মহামায়ার প্রবেশ)

গীত।

কব কারে আর সে বিনা কে জানে,
কি বেদনা তারি বিহনে।
বিরহ-গাথা থরে থরে গাঁথা,
রহিবে নীরব বিজনে।
নয়নবারি মিশাও নিহারে,
ঘন শ্বাস মিশ পবনে,
হৃদয়তাপ তপনে মিলাও,
কঠিন কান্না মিল গিরিসনে,
শূন্য প্রাণ গগনে।
বিনা প্রাণাধার, আমি আমি নই,
প্রাণে প্রাণে বাঁধা তাই প্রাণময়ই,
কতই সহেছি কত সহে আর,
মিছার কেন বা সই—
বিফল আশা হৃদয় মাঝে রাখিব কেমনে যতনে॥

*[(গণপতির প্রবেশ)

গণপতি। (স্বগত) ওরে বাপ্‌রে! সেই কাপালিক ব্যাটার অবিদ্যা! এখানে কি কর্‌তে মর্‌তে এলো! পালাই—বেটী না দেখে।

মহা। বাবা—শোন—শোন—

গণ। কেন বাছা—তুমি পরের মেয়ে—পরের বউ, আমি সন্ন্যাসী মানুষ,কেন তোমার কথা শুন্‌বো?

মহা। আমি যে তোমাদের মা, আমার কথা শুন্‌বে না?

গণ। মা আছ মা-ই আছ, তুমি ভালয় ভালয় পথ দেখ, আমিও ভালয় ভালয় পথ দেখি। আর বাছা তোমার পাল্লায় পর্‌ছি নে।

মহা। শোন না, তোমার গুরুর সংবাদ দিচ্চি।

গণ। কে—সেই তোমার কাপালিক? সে বেটা অক্কা পেয়েছে, তা জানো না বুঝি? তাই আমায় ধোঁকা লাগাতে এয়েছ?

মহা। তুমি কি মনে ক'চ্চ? আমি সে তো নই, আমি যে তোমার সত্যি মা। তোমার চোখ ঢাকা রয়েছে, আমি তোমার চোখ খুলে দিতে এসেছি। তুমি আমায় কে মনে করেছ? আমি

সে নই, সে তোমার বিমাতা, আমি তোমার সত্যি মা।

গণ। বাছা, তোমার আর মা-গিরিতে কাজ নাই।

মহা। বাবা, আমি না পথ ছেড়ে দিলে পথ দেখ্‌তে পাবে না। তোমার চোখের আবরণ এখনো ঘোচে নাই। তুমি এখনো তোমার গুরুকে চিন্‌তে পারো নাই। তাই তোমায় বল্‌তে এসেছি, তোমার গুরু মানুষ নয়, তোমার গুরু সাক্ষাৎ শঙ্কর। এই কথাটা মনে রেখো তা হলেই তুমি মোক্ষপ্রাপ্ত হবে।

গণ। (স্বগত) না, সে বেটী তো নয়। (প্রকাশ্যে) তুমি কে মা?

মহা। বাবা, আমি বল্লেও তো বুঝ্‌তে পারবে না। তোমার বিমাতাও মরেছে, আমি যেদিন মরবো সেই দিন চিন্‌বে।]*

[মহামায়ার প্রস্থান।

[গণ। তাই তো—তাই তো, আমি যেন আর এক রকম সব দেখছি! আমি নিদ্রিত না জাগরিত! আমি কোথায়, আমার শরীর কি হ'লো! এ সব কি? গুরুদেব—গুরুদেব—চরণে স্থান দাও!]

(মণ্ডনমিশ্র ও সনন্দনের প্রবেশ)

সনন্দ। অদ্যাবধি ভারতবর্ষের সমস্ত পণ্ডিতমণ্ডলীকে পরাজয় করে কাশ্মীরের সারদাপীঠে বাগ্‌দেবীর সিংহাসনে উপবেশন ক'র্‌তে কেহই সক্ষম হন নাই। গুরুদেব যখন সমস্ত পণ্ডিতমণ্ডলীকে পরাজয় ক'র্‌লেন,—অকস্মাৎ দৈববাণী হ'লো—"বৎস, আমার আসনে উপবেশন কর্‌বার তুমি একমাত্র যোগ্য। আমার আজ্ঞায় আসন গ্রহণ ক'রে ভারতবর্ষে 'সর্ব্বজ্ঞ' নামে প্রচারিত হও।" ভাই সুরেশ্বর, সমস্ত ভারতে অদ্বৈত মত স্থাপিত, পুণ্যভূমি জ্ঞানসূর্য্যে আলোকিত। ভাই, তুমি আনন্দ সংবাদে দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ ক'র্‌লে কেন?

মণ্ডন। শুন ভাই, অন্তর বিকল কিবা হেতু।
তুষার-আবৃত ঘোর পর্ব্বত প্রদেশে,
নিত্য রজনীতে—
বামাকণ্ঠে কেবা করে সকরুণ গান?
যেন কোন নারী বিরহবিধুরা,
মনোব্যথা কহে এই জনশূন্য স্থানে!
দেখ, দেখ, নারীমূর্ত্তি কে অগ্রগামিনী?

সনন্দন। হ'তেছে স্মরণ,
পূর্ব্বে যেন এই মূর্ত্তি ক'রেছি দর্শন।
আছিলেন গুরুদেব যবে পরকায়ে,
নাহি পাই কোন মতে রাজ-দরশন,
অকস্মাৎ কৃপা করি আসি এক নারী—
সঙ্কটে করিল মাতা উপায় বিধান।
হেরি অবয়ব মম হয় অনুমান,
অগ্রগামী রমণী-মূরতী সে সুন্দরী!
মহা হিতৈষিণী সেই জননী স্বরূপা,
তাহে কেন অনিষ্ট আশঙ্কা কর তুমি?

মণ্ডন। নহে এ সামান্য নারী হয় অনুমান।
প্রধানা প্রকৃতি।
মহাশক্তি ধরি নারী-কায় ভ্রমেণ ধরায়,
তাঁর বিরহ সঙ্গীতে ভয় হয় চিতে,
লীলা বুঝি অবসান প্রায়;
অচিরে বা শিবশক্তি হয় সংমিলিত।

(শঙ্করাচার্য্য, শান্তিরাম হস্তামলক, আনন্দগিরি, চিৎসুখ, তোটকাচার্য্য প্রভৃতি শিষ্যগণের প্রবেশ)

*[শান্তি। প্রভু প্রভু—দেখুন, অকস্মাৎ গিরিশৃঙ্গ ভেদ ক'রে সলিল উত্থিত হ'চ্চে! প্রভু, ফিরুন, হেথায় বিপদ হ'তে পারে।

শঙ্কর। না বৎস, ভগবতী কিরূপ কৃপাময়ী দেখ। তোমরা দারুণ শীতে ক্লিষ্ট হ'য়েছ, সেই নিমিত্ত এই উষ্ণ প্রস্রবণ গিরিভেদ ক'রে উত্থিত হ'য়েছে। এর উষ্ণতায়—স্থান উষ্ণ অনুভব ক'চ্ছ না? আশঙ্কার কোন কারণ নাই।

সনন্দন। প্রভু, সকলই আপনার করুণা।

গণ। বাবা—বাবা, তুমি শিব আমি জেনেছি, মা আমায় বলেছেন।

শঙ্কর। দেখ দেখ, গণপতি কি বলে শোনো।

সকলে। জয় শঙ্করাচার্য্যের জয়।]*

শঙ্কর। বৎস, এ জনহীন প্রদেশে কয়দিন রমণীকণ্ঠ-নিঃসৃত কোন সঙ্গীতধ্বনি শুনেছ?

মণ্ডন। হ্যাঁ প্রভু, আমি পদ্মপাদকে সেই কথাই ব'লছিলেম,—বোধ হ'লো কোন রমণীমূর্ত্তি দূরে দৃষ্টিগোচর হ'লো।

শঙ্কর। উনিই আমায় সংসারে এনেছেন, আবার

উনিই আমায় সংসার হ'তে ল'য়ে যাবার জন্য এসেছেন। বৎস, আর আমি এ স্থানে কারে অবলম্বন করে থাক্‌বো?

চিৎসুখ। প্রভু, কি নিদারুণ কথা বল্‌ছেন? আমাদের পরিত্যাগ ক'রে যাবেন? জানেন তো, আপনি এই নরমূর্ত্তিতেই আমার হৃদয়েশ্বর।

শঙ্কর। বৎস, কারে পরিত্যাগ ক'র্‌বো?—তোমাদের হৃদয়ে আমার ভাষ্য স্থাপিত। তোমরা আমার হৃদয় অপেক্ষা প্রিয়, তোমাদের সাহায্যেই আমার কার্য্য সম্পন্ন। বৎস, চলো—কৈলাস দর্শন করি। কৈলাস হ'তে প্রত্যাগমন ক'রে নিজ নিজ কার্য্যে নিযুক্ত হ'য়ো!

[সকলের প্রস্থান।

পট পরিবর্ত্তন।

(কৈলাস)

দেবগণবেষ্টিত বৃষভোপার হর-গৌরী।

শঙ্কর। বৎস, নরলীলা অবসান মম।
নিজ নিজ কার্য্য-অন্তে তোমরা সকলে,
যোগবলে হবে অবগত—
তোমা সবে জনে জনে কেবা।
কার্য্য অবসানে,
মম সম নিজ স্থানে করিও প্রয়াণ।

সনন্দন। প্রভু, আপনি লীলা সংবরণ ক'রলেন, কিন্তু আমরা অনাথ হ'লেম।

শঙ্কর। বৎস, খেদ পরিত্যাগ করো। যে স্থলে বেদান্তচর্চ্চা হবে, জেনো—সেই স্থলেই আমরা যুগলে উপস্থিত হ'ব, হৃদয়-মধ্যে নিয়তই আমাদের দর্শন পাবে।

(সমবেত সঙ্গীত)

বৃষভ-আসনে জগত পিতা, জগত জননী বামে।
কনক-রজত মিলিত ললিত, রাজিত যুগল ঠামে॥
হর—গৌর কপূর, গৌরী—চম্পা সুন্দর,
মনোমালিন্য-হরণ মূরতি, দীন-শরণ চরণ-জ্যোতি,
জয় জয় জয় হর পার্ব্বতী, দ্বিদল চণক পুরুষ প্রকৃতি
নিত্য চেতন নিত্য শকতি, লীলানিত্যধামে॥

যবনিকা পতন।

গৃহলক্ষ্মী

বা

আদর্শ-গৃহিণী।

(সামাজিক নাটক)

মিনার্ভা থিয়েটারে প্রথম অভিনয়—শনিবার, ৫ই আশ্বিন ১৩১৯ সাল।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার।

আমার পূজ্যপাদ পিতৃদেব জীবনের শেষভাগে "গৃহলক্ষ্মী" লিখিতে আরম্ভ করেন; কিন্তু শারীরিক অসুস্থতা নিবন্ধন এবং অন্যান্য নানা কারণ বশতঃ নাটকখানির চতুর্থ অঙ্ক পর্য্যন্ত লিখিয়া, রচনা স্থগিত রাখেন। তাঁহার স্বর্গারোহণের পর পুস্তকখানি অভিনয়ের বিশেষ উপযোগী দেখিয়া তাহা সম্পূর্ণ করিবার জন্য পূজ্যপাদ পিতৃদেবের পিতৃস্নেহপাত্র আমার পরম শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত বাবু দেবেন্দ্রনাথ বসু খুল্লতাত মহাশয়কে অনুরোধ করি এবং ইহাঁর দ্বারা পঞ্চম অঙ্কটি লিখাইয়া লই। দেবেন্দ্র বাবুর শ্রম যে বিফল হয় নাই, অল্প সময়ের মধ্যে "গৃহলক্ষ্মী"র প্রথম সংস্করণ নিঃশেষিত হওয়ায় এবং অভিনয়কালে দর্শকবৃন্দের উচ্চ প্রশংসালাভ করায় তাহা সুপ্রকাশিত হইয়াছে।

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ ঘোষ।

চরিত্র।

(পুরুষ)

উপেন্দ্রনাথ	...	...	ধনাঢ্য ব্যক্তি।
শৈলেন্দ্রনাথ	...	...	উপেন্দ্রের কনিষ্ঠ ভ্রাতা।
নীরদ	...	...	ঐ পুত্র।
মন্মথ	...	...	ঐ শ্যালিকা-পুত্র।
বৈদ্যনাথ	...	...	ঐ বন্ধু।
নিতাই	...	...	ঐ বন্ধু (হাইকোর্টের উকীল)।
হীরু ঘোষাল	...	...	ঐ প্রতিবেশী।
ভৈরবা, শ্যামা	...	...	ঐ ভৃত্যদ্বয়।
শিবু	...	...	এটর্ণি।
নকুলানন্দ	...	...	অবধূত।
শরৎ	...	...	উচ্ছৃঙ্খল যুবক।
সতীশ, প্রমথ, বিহারী	...	...	ঐ বন্ধুগণ।

ডাক্তার, উপেন্দ্রবাবুর বাটীর জমাদার ও দ্বারবান্‌দ্বয়, পুলিস ইনস্পেক্টার, জমাদার ও পাহারাওয়ালাগণ, রেজিষ্ট্রার ও তৎকর্ম্মচারী, জনৈক ভদ্রলোক, পাওনাদারগণ, আদালতের পিয়াদাগণ ইত্যাদি।

(স্ত্রী)

বিরজা	...	...	উপেন্দ্রের বিধবা জ্যেষ্ঠ-ভ্রাতৃবধূ।
তরঙ্গিণী	...	...	ঐ স্ত্রী।
সরোজিনী	...	...	শৈলেন্দ্রের স্ত্রী।
মণি	...	...	কীর্ত্তনওয়ালী।
ফুলী	...	...	ঐ কন্যা।
কুমুদিনী	...	...	বারাঙ্গনা।

কুমুদিনীর মাতা, বারাঙ্গনাগণ ইত্যাদি।

সংযোগস্থল—কলিকাতা।

গৃহলক্ষ্মী

বা

আদর্শ গৃহিণী।

প্রথম অঙ্ক।

—:*:—

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

উপেন্দ্রের অন্তঃপুর।

উপেন্দ্র ও তরঙ্গিণী।

উপেন্দ্র। এবারটা পূজোর ঝগড়া আমার সঙ্গে চ'ল্‌বে না,—শৈলেন আছে, নীরদ আছে, তাদের সঙ্গে ক'রো।

তরঙ্গিণী। দিদি, এসো না গো।

নেপথ্যে বিরজা। যাচ্ছি। ক্ষেমা, বামুনঠাকুরকে ব'ল গে, ছোটবাবুর ময়দা-টয়দা সব ঠিক ক'রে রাখে, তার আস্‌বার সময় হ'লো। আর সব যেন দমে রেখে দেয়, ছোট বউএর উপর ভার দিয়ে যেন তিনি না শুতে চ'লে যান।

(বিরজার প্রবেশ)

বিরজা। কি রে, কি?

তর। শুনচ' গা, এবার পূজোর খরচের ভার নীরদের উপর,—বাঁশের চেয়ে কঞ্চি শক্ত। এক আধখানা লুচী পেতুম, এবার পূজোয় তাও পাব না দেখ্‌ছি!

বিরজা। দাঁড়া দিদি, আমি বুঝি ভাঁড়ার ঘরের চাবিটে ফেলে এসেছি।

[বিরজার প্রস্থান।

নেপথ্যে বিরজা। কোথা ছিল?

নেপথ্যে ঝি। আমার তেল বা'র ক'র্‌তে দিলে যে গো?

নেপথ্যে বিরজা। মনেরও ঠিক নাই।

(বিরজার পুনঃ প্রবেশ)

বিরজা। হ্যা, কি বল্‌ছিলি?

তর। দাঁড়াও, তোমার সাত পৃথিবী ঘোরা হোক্, বসুমতী স্থির হোন্, তবে ত ব'সে কথা শুন্‌বে।

বিরজা। না রে, সব হয়েছে, এইবার কাপড় ছেড়ে গায়ে ঘটি দুই জল ঢেলে মালা ফিরিয়েই শোবো।

উপেন্দ্র। এই রাত্রে গায়ে জল ঢাল্‌বে?

বিরজা। ও আমার অভ্যাস আছে। (তরঙ্গিণীর প্রতি) নে—বল্—কি বল্‌ছিলি?

তর। বল্‌ছেন কি জানো, দিদি,—এবার ছোট্ট ঠাকুরপো আর নীরদের হাতে সংসার দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়েছেন। ওঁরে কিছু ব'ল্‌লে ব'ল্‌বেন,—"যাও নীরদের কাছে যাও।" ছোট্ট ঠাকুরপোর তব্ চোখের চামড়া আছে, নীরদের কাছে চাইতে গেলে ক্যাঁট্‌-ক্যাঁট্‌ ক'রে শুনিয়ে দেবে! তবে ইনি একেবারে বিবাগী হন নাই। ছোট বউএর আর বউমার পূজোর গয়না গড়ানর ভার উনি রেখেছেন।

বিরজা। হ্যাঁগা, তা ক'দিন হ'তে শুন্‌চি বটে, নীরদ সব ক'চ্চে কর্ম্মাচ্চে,—তা ওরা ছেলেমানুষ—সব গুছিয়ে পা'র্‌বে?

উপেন্দ্র। সব ব্যবস্থা করাই ত আছে, এদিক্‌কার খরচপাতি সব দাওয়ানজী ক'র্‌বে, ওরা হিসেব-পত্র দেখ্‌বে। আর আমিও ওদের হাতে দিয়ে কিছু নিশ্চিন্ত নাই। চিরকালই কি বাঁচ্‌বো, ওরা সব বিষয়-আশয় কোথায় কি আছে, বুঝে নেবে না?

বিরজা। শুন্‌ছি নাকি খুড়ো-ভাইপোয় খরচপাতি নিয়ে খিটিমিটি হয়?

তর। নীরে সাম্‌লে সুম্‌লে টেনে রাখ্‌তে চায়, আর ঠাকুরপোর দরাজ হাত।

উপেন্দ্র। তোমায় এ খবর কে দিলে?

বিরজা। কেন, মোনা বলে,—"বড় মা, মেশো মশায়কে ব্‌লো যে, দাদাতে ছোট মেসোতে ব'ন্‌বে না।

উপেন্দ্র। হ্যাঁ—হ্যাঁ—ওদের খুড়ো-ভাইপোর খরচ নিয়ে তর্ক হয়েছিল বটে। তা মোনা কোত্থেকে জান্‌লে,—ও ত ঘরে ব'সে প'ড়্‌ছিল?

বিরজা। কে, মোনা? ও জানে না—তোমার সংসারে এমন কিছু কাজ আছে? ও দাসী-চাকর কি দিয়ে ভাত খাচ্চে—জানে। (তরঙ্গিণীর প্রতি) এ দিকে ত তোমার বোন্‌পো বোকার মতন বেড়ায় দেখ্‌তে পাও,—ও সব জানে—সব পারে। পড়া শুনোয় ত শুনেছি, ওর সঙ্গে কোন ছেলে পারে না; সে দিন বাগান থেকে সেই কাৎলা মাছটা এসেছিল,—কুট্‌লে। সে দিন ছুকুর বেলায় ব'সে আমার সুপুরী কুচিয়ে দিলে। আর এমন সুন্দর তোড়া, ও যে খিড়্‌কীতে ফুল-বাগান ক'রেছে, সেই বাগান থেকে তোয়ের ক'রে এনে ছোটবউ আর বউমাকে দেয়—তোমায় আর কি বল্‌বো। তোমার কাছে ভয়ে আনে না, পাছে তুমি বকো। আজ ছানার ডাল্‌না খেলে, ও কার রান্না—ঐ সোনার। একটা উনুন কিনে এনেছে, আমার ঠেঙে আনাজ নিয়ে এক একদিন রাঁধে।

উপেন্দ্র। তা তোমায় তোড়া এনে দেয় না?

বিরজা। (হাসিয়া) একদিন এনেছিল, আমি ব'কলুম, ঠাকুরপূজোর ফুল নষ্ট ক'র্‌লি? সেই ইস্তক ওদের ঘরে দিয়ে আসে।

তর। ও ঠাকুরপূজোর ফুল নষ্ট করে কেন?

উপেন্দ্র। ওঃ—মাসীগিরি ফলান হ'চ্চে!

বিরজা। তাই বটে! ও কি কিছু নষ্ট করে? তোমার বোন ম'রে গেল, পাঁচ বছরের ছেলেটি বাড়ীতে এসেছে। সেই দিন থেকে কখন আব্‌দার ক'রে বলেছে—এই জিনিসটে খাব? বাগান থেকে ঝোড়া ঝোড়া ফুল আস্‌ছে, ও আপনি ফুলগাছ পুঁতে ছুটো ফুলে তোড়া বাঁধে, তাই নষ্ট করে। তুমি মাঝে মাঝে ওকে শাসাও শুন্‌তে পাই। ও তোমার বোনপো নয় আমার বোনপো,—অমন ছেলে হয়!

উপেন্দ্র। ওর মতন ছেলে হাজারে একটা দেখ্‌তে পাই না। দাদা থাক্‌লে এতদিন ওকে বাড়ী-ঘর-দোর ক'রে দে স্থিতু ক'র্‌তেন।

(নীরদের প্রবেশ)

নীরদ। বাবা, হিসেবপত্র আমায় যা দেখ্‌তে বলেন, দেখ্‌ছি, খরচের দায়ী আমি হব না।

উপেন্দ্র। কেন?

নীরদ। আমি কাঁহাতক লুকিয়ে রাখ্‌বো? ছোট-কাকা দশ পনের হাজার টাকার চেক্‌ কেটেছেন; বলেন, দাদাকে বলিস্‌ নি। সে কাগজে জমা-খরচ ক'র্‌তে দেননি। কাল আমার সঙ্গে তর্ক কিসের? উনি পাঁচ হাজার টাকার ফের চেক্‌ কাট্‌তে চান, আমি চেক্‌-বই দিই নাই।

উপেন্দ্র। যা-যা-এখন যা।

নীরদ। আপনি একটা বিলি করুন, রোজ রোজ আমি ঝগড়া করতে পা'র্‌বো না।

উপেন্দ্র। আচ্ছা—আচ্ছা—তা হবে।

[নীরদের প্রস্থান।

তর। তোমার ভয়ে আমি বলি নাই। ছোটবাবুর একটু বেচাল হয়েছে। নীরে আমায় বল্‌তো, আমি বিশ্বাস করি নাই। কিন্তু এখন দেখ্‌তে পাই, দিন দিন রাত ক'রে আসে। ছোটবউ সাম্‌লায়, সেই জন্যই বামুনঠাকুরকে বলে,—"চ'লে যাও, আমি খাবার দেব।" বামুনঠাকুরের দোষ নাই। আড়মাড় কথা কয়ও শুন্‌তে পাই, বোধ হয় কিছু খায় টায়।

বিরজা। এ কথাটি কেন মুখে গো দিয়ে চেপে রেখেছ দিদি?

তর। কি কর্‌বো, ব'লে কে দোষী হবে বল?

উপেন্দ্র। কিসের দোষ? যদি তুমি এতটাই বুঝেছিলে, আমায় এক দিন বলা উচিত ছিল।

তর। বল্‌বো আর কি, তুমি কি জান না,—না দেখ্‌তে পাও না?

উপেন্দ্র। না, দেখ্‌তে পাই না,—দেখ্‌তে পেলে তোমার মত চুপ ক'রে থাক্‌তেম না। ব'লে দোষী হবে মনে ক'রে বলোনি—আশ্চর্য্য!

তর। তোমার কাছে আমার সবই আশ্চর্য্য!

উপেন্দ্র। তা হবে।

বিরজা। তা মন্দ কি ব'ল্‌ছে? এদের হু'জনের ভাই-অন্ত প্রাণ! শ্বশুর ম'রে গেলেন, তার ছ'মাস পেরুলো না, শাশুড়ী ঠাকুরুণ আট মাসের ছেলে রেখে চ'লে গেলেন,—আমি একদিন ধম্‌কালে আমায় তেড়ে আস্‌তো।

উপেন্দ্র। বড়বউ, যা শুন্‌ছি, এ যদি সত্য হয়, আর সম্ভবও মনে হ'চ্চে, তা না হ'লে ওর এত টাকার দরকার কি? বড়বউ, জানো ত, না খাওয়া না দাওয়া—মাম্‌লা-মোকদ্দমা ক'রে তাই কি সব বিষয় পেলুম? দেইজীদের আর বুড়ো মল্লিকের গ্রাস থেকে দাদা বিষয় বা র ক'রে গেলেন,—আর তিনি পুণ্যাত্মা, ভুগ্‌তে আমায় রেখে গিয়েছেন। বড়বউ, তোমায় বলি নাই, এর মধ্যে হু'বার হ্যাণ্ড নোটের টাকা চুপি চুপি চুকিয়ে দিয়েছি। মনে ক'র্‌লুম, বিষয়-কর্ম্মের ভার দিই, ভার পড়্‌লে শুধ্‌রে যাবে। তা এতদূর বাড়াবাড়ি করবে, আমি বুঝ্‌তে পারি নাই। সত্যি কি মদ ধ'রেছে?

তর। সত্যি মিথ্যে আর কি! খেতে বসেছিল, মাংস দিতে গিয়েছিলুম, মুখে ভক্‌ ভক্‌ ক'রে গন্ধ পেয়েছি।

উপেন্দ্র। তোমার পেটে যে এত কথা চাপা থাকে, তা আমি জান্‌তুম না।

তর। চেপে রাখাই ভাল, অনেকবার ব'লে দোষী হয়েছি।

উপেন্দ্র। যদি তোমার নীরে হ'তো, তা হ'লে চেপে রাখ্‌তে পা'র্‌তে না। (বিরজার প্রতি) বড়-বউ, মিছে আটু-পাটু—সংসার রাখ্‌তে পার্‌বে না। যখন মদ সেঁধোলো, তখন আর উপায় নাই,—ও রোগের ওষুধ নাই। ওর যা মন যায় করুক্‌, আমি কোথাও চ'লে যাই, ওর ভাবনা ঢের ভেবেছি, আর পারি না।

বিরজা। রাগ ক'রো না, ঠাণ্ডা হও, নয় সব খানেখারাপ হবে। মেজো বউ, তোরে বল্‌বো কি, ওকে মাই দিয়ে আমার বাঁজা মাইয়ে হুদ এসেছে। ও এমন অধঃপাতে যেতে বস্‌লো! এ আমারই পোড়া কপাল—আর কিছু নয়। ঠাকুর যে পরকে বিশ্বাস ক'রে বিষয় খুইয়েছিলেন, সে ত ছিল ভাল। ওরা হু'ভায়ে মোট ক'রে আন্‌তো নিতো খেতো। এ কি সর্ব্বনাশ হলো—এ বাড়ীতে মদ সেঁধোলো!

নেপথ্যে শৈলেন্দ্র। কুচ পরোয়া নাই, আমি কারো এন্‌তাজারির ভেতর নাই। অত হিসেবকিতেবের ভেতর আমার চ'ল্‌বে না।

(শৈলেন্দ্রের প্রবেশ)

শৈলেন্দ্র। দাদা, নীরে কি না বলে—চেক-বই দেবে না? কেন—তোমার বিষয়ে হাত দিচ্চি নি, তুমি কোণে ব'সে থাক্‌তে পার, আমি যদি না পারি। খরচ ক'র্‌বো না—ভোগ ক'র্‌বো না—তবে বিষয় হয়েছে কি কর্‌তে?

উপেন্দ্র। নীরে—নীরে—

নেপথ্যে নীরদ। আজ্ঞে—

শৈলেন্দ্র। নীরেকে ডাক্‌ছেন কি,—আমি নীরের কি তোয়াক্কা রাখি?

বিরজা। চল্‌—চল্‌, শুবি চল্‌।

শৈলেন্দ্র। কে বড় বউদিদি, প্রণাম। দেখ— পাঁচশো টাকা মাসোহারায় কি আমার চলে? কম ক'রে একটা garden party তিন শো টাকার কমে হয় না। এই ধরো না—

বিরজা। নে চল্‌—চল্‌—

শৈলেন্দ্র। যাচ্চি, ন্যায্য কথা ব'লো—

[শৈলেন্দ্রকে টানিয়া লইয়া বিরজার প্রস্থান।

উপেন্দ্র। নীরে—

(নীরদের প্রবেশ)

নীরদ। আজ্ঞে—এই যে আমি।

উপেন্দ্র। তোমারও কি কিছু মাসোহারা বাড়িয়ে দিতে হবে না কি?

নীরদ। আজ্ঞে খাতা দেখুন, হু'মাসের মাসোহারা আমার জমা আছে।

উপেন্দ্র। চল, বাইরে চল, দাওয়ানজীর বাসায় লোক পাঠা।

তর। হ্যাঁ গা, এই রাত্রেই—

উপেন্দ্র। নাও নাও—থামো।

[উপেন্দ্র ও নীরদের প্রস্থান।

(বিরজার পুনঃ প্রবেশ)

বিরজা। মেজ্‌ঠাকুর-পো কোথায় গেল?

তর। দাওয়ানজীকে ডাকৃতে পাঠিয়ে বাপ-বেটায় খাতা দেখ্‌তে চ'ল্লো। আজ আমায় তম্বি হচ্চে—বলি নি কেন? ব'ল্লে দোষী হ'তুম, মনে ক'রতেন—ভায়ের নামে লাগাচ্চি। উনি যে হ্যাণ্ডনোটে টাকা দিয়েছেন বল্লেন—সে হ্যাণ্ডনোটটা কিসের? নীরে খবর নিয়েছে, হ্যাণ্ডনোট কেটে ইয়ারবন্ধুদের ধার দিয়েছে। নীরে ব'লতে গিয়েছিল, তা ব'লছে কি জানো? তোদের ও সব কথায় থাকবার আবশুক নাই। তা কাজ কি বাপু! দিদি, তুমি জানো না, ঢের দিন ঢের কথা হয়ে গিয়েছে। ব'ল্লে, আমি মুখে কেন গো দিয়েছিলুম, আমি উত্তর করলুম না। ব'ল্লে ব'লতো, কান-ভাঙ্গানি দিচ্চে।

বিরজা। তা তুই আমায় চুপি চুপি বলিল্ নি কেন?

তর। শেষটা আমার ঘাড়ে এসেই পড়্‌তো। সেবার কাপড় বিলোনর কথা বলি নাই? কত কথা শুনেছি, তা ত জানো?

বিরজা। তা আয়, তুই খাবি আয়।

তর। না দিদি, আমার মুখে আজ কিছু উঠ্‌বে না।

বিরজা। তা তুই না খাস্, সমস্ত দিন খেটে মচ্চি, আমার খাবার দিবি আয়। মোনা আমায় ব'লেছিল যে, বড় মা, বড় বড় সব জুড়ী ক'রে ছোট মেসোর কাছে ভাল ভাল সব ঘুঘু আসচে। আমি তারে ধমকে দিয়েছিলুম, ব'লেছিলুম,—"তা তোর কি, তুই ও সব কথায় থাকিস্ নি।"

(সরোজিনীর প্রবেশ)

সরো। ও দিদি, বমি ক'চ্চে। চাপ্ চাপ্ মাসের মত কি উঠ্‌ছে, বুঝি নাড়ী প'চে বেরুচ্চে।

বিরজা। দুর পোড়াকপালী!

[বিরজা ও সরোজিনীর প্রস্থান।

তর। নীরে ঠিক বলে, ভাইয়ের চরিত্রটা নিজে বুঝুন।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

শৈলেন্দ্রের কক্ষ—শৈলেন্দ্র ও সরোজিনী।

শৈলেন্দ্র। দাদা কাল কিছু ব'লেছেন?

সরো। আমি ত তা জানি না।

শৈলেন্দ্র। বড় বউদিদি কিছু ব'লেছেন?

সরো। বড়দিদি কাঁদ্‌লেন, ব'ল্লেন—পাঁচভূতে খারাপ ক'রেছে।

শৈলেন্দ্র। তুমিও মনে মনে কত গালাগাল্ দিয়েছ?

সরো। আমি তোমায় গালাগাল্ দেব?

শৈলেন্দ্র। সমস্ত রাত ঘুমোওনি দেখ্‌ছি।

সরো। না না—

শৈলেন্দ্র। তবে কি কেঁদে কেঁদে চোখ লাল করেছ?

সরো। তুমি আর অমন করো না। তুমি যখন বমি করো, মনে হলো, তোমার দম আট্‌কে যাবে।

শৈলেন্দ্র। আচ্ছা, আমি রোজ রাত ক'রে আসি, মুখে একটু মদের গন্ধও পাও, আমায় কিছু জিজ্ঞাসা করো নি কেন?

সরো। আমি কি জিজ্ঞাসা করবো?

শৈলেন্দ্র। আমি উচ্ছন্ন গিয়েছি।

সরো। বালাই।

শৈলেন্দ্র। শোনো, কুমুদিনী ব'লে এক ছুঁড়ী থিয়েটার করতো, তাকে শরৎ, যে আমাদের বাড়ী আস্‌তো, সে রেখেছিল। সেই শরৎ আমাদের কজনকে একদিন তার বাড়ীতে গান শুনতে নে যায়।

সরো। সে কথা আমি শুনে আর কি করবো, তুমি আর খেয়ো না।

শৈলেন্দ্র। শোনো, শুনলে বুঝ্‌বে, আমি পায়ে বেড়ি পরেছি।

সরো। সে কি?

শৈলেন্দ্র। দুই এক দিন অমনি গান শুনতে যাই, শরৎ সঙ্গে থাকে, এক দিন হীরু ঘোষাল আমাকে বল্লে—"ছোট বাবু, শুনতে পাই, রোজ তোমরা গান শুনে এসো, আমায় একদিন শোনাও না।"

সরো। হীরু ঘোষাল শুনেছি, বড় ভাল লোক নয়।

শৈলেন্দ্র। স্থির হয়ে শোনো, আমি হীরু ঘোষালকে নিয়ে সেখানে গেলুম; মনে করলুম, শরৎ এখনি ইয়ার-বন্ধু নিয়ে আস্‌বে, আস্‌তে দেরী দেখে হীরু ঘোষালকে ডাকৃতে পাঠালুম, সেও ফিরলো না। ক্রমে কথায় কথায় রাত হয়ে গেল, আমি উঠ্‌বো মনে ক'চ্চি, এমন সময় দেখি, শরৎ একলা এসে উপস্থিত হলো,—আমায়

দেখে মুখ ভার করলে। আমার কথার ভাল ক'রে জবাব দিলে না।

সরো। কেন, তাঁর সঙ্গে কি ঝগড়া হয়েছিল?

শৈলেন্দ্র। না। শরৎ একটু ব'সেই কুমুদকে ডেকে বাইরে গেল। আমি কিছু বুঝ্‌তে পার্‌লুম না। মিনিট দশ বাদে ছুঁড়ীর গলা শুন্‌তে পেলুম, বল্‌ছে—"আমি ইয়ার-বন্ধুকে ব'স্‌তে দেব না? এতে তুমি না থাকো, যাও, চাইনে।" শরৎ ব'ল্লে, "আচ্ছা তাই।" আমি ব্যাপার কি জান্‌তে উঠ্‌ছি, এমন সময় কুমুদ ফিরে এসে আমার হাত ধ'রে বসালে।

সরো। কেন—ওদের কি হ'লো?

শৈলেন্দ্র। ব'ল্‌ছি, শোনো,—কুমুদ ব'ল্লে—"দেখ ভাই, আমার অন্যায়টা বোঝো, তোমার সঙ্গে আমার আলাপ ছিল না, উনিই তোমায় সঙ্গে ক'রে এনে আলাপ ক'রে দিয়েছেন। তুমি ভদ্রলোক এসেছ, আমি তোমায় খাতির ক'রে বসিয়েছি, এই আমার অপরাধ। বাবু তোমায় সন্দেহ ক'রে, জবাব দিয়ে চ'লে গেলেন।" আমি বল্লুম, "আমায় সন্দেহ করেছে?" কুমুদ বল্লে, "হ্যাঁ, নইলে আর বন্ধুত্ব কি? মনে করেছেন, এক শো টাকা ক'রে আমায় দিতেন, তা না পেলে আমি আর খেতে পাব না? ওঁর বন্ধুবান্ধবের সুখ্যাত গায়ে সয় না। তোমার কথা এক দিন বলেছিলুম ব'লে কত ঠাট্টা! আমার একটা পেট আর দু'খানা কাপড়, অত ডব্‌ডবানির ধার ধারি নে। ওঁর এক শো টাকা তোমাদের জুতো ফিরিয়ে দে আমি পাব।'

সরো। হ্যাঁগা, এক শো টাকা ক'রে দিত?

শৈলেন্দ্র। ও আর বেশী কি দিত,—গাইতে জানে, নাচ্‌তে জানে, মজ্‌লিসি মেয়েমানুষ।

শৈলেন্দ্র। আমারও শরতের উপর মন চটে গেল, আমি তারে বল্লুম, "তুমি শরৎকে আর আস্‌তে দিয়ো না, তোমার খরচপাতি আমি দেব।" এই যাতায়াত সুরু হ'লো। পাঁচজন ইয়ারের খাতিরে একটু একটু মদও চল্লো। কাল বাগানে বেটক্কর হয়ে গিয়ে এই ঢলাঢলি।

সরো। তা বেড়ি পায়ে দিয়েছ কি?

শৈলেন্দ্র। বুঝ্‌তে পাচ্চ না, এক জনের অন্ন মেরেছি।

সরো। তা তুমি তাকে কিছু থোকা দিয়ে দাও, আর সেখানে যেও না।

শৈলেন্দ্র। সে কথা আমি তারে বলেছিলুম, সে বলে, "আমি তোমায় না দেখ্‌লে গলায় ছুরি দেব।" আর তার আটুপাটু দেখে আমারও কতকটা টান হয়েছে।

সরো। তা তুমি তার বাড়ীতে এক আধবার যেও, কিন্তু মদ খেও না।

শৈলেন্দ্র। ওই ত হয়েছে মুস্কিল, তার বাড়ী গেলে পাঁচ জন যোটে, উপরোধ এড়ান যায় না, একটু একটু খেতে বেশী হয়ে যায়।

সরো। তা তুমি তাকে লুকিয়ে আমাদের বাড়ী এনো।

শৈলেন্দ্র। সে কি হয়?

সরো। কেন হবে না? আমি কাকেও বল্‌বো না, আর আমি দোর বন্ধ ক'রে দেব, কেউ আমাদের মহলে আস্‌তে পার্‌বে না।

শৈলেন্দ্র। আচ্ছা, তোমার কি মনে হয়, সে সত্যিই আমায় না দেখ্‌লে মর্‌বে? এ কদিনেই কি এত ভালবেসেছে?

সরো। তোমায় ভালবাসা ত বিচিত্র নয়, যে দেখ্‌বে, সেই ভালবাস্‌বে।

শৈলেন্দ্র। এখানে আন্‌লে তোমার মনে রিষ হবে না?

সরো। রিষ হবে? তুমি যদি দশটা বিয়ে করো, তা হ'লে কি তুমি আমার পর হবে?

শৈলেন্দ্র। সেও তোমার সঙ্গে আলাপ কর্‌তে চায়

সরো। তা বেশ, তুমি এনো।

শৈলেন্দ্র। তুমি আর একটি কাজ কর্‌তে পারো?

সরো। কেন পার্‌বো না?

শৈলেন্দ্র। আমি আর এক বিপদে পড়েছি, ব্যাঙ্ক থেকে হাজার পনের টাকা বার ক'রে নিয়েছি। তা সব আমি খরচ করি নি, এক জন বন্ধুলোক বিপদে পড়েছিল, তারে জেলে নিয়ে যায়, তাইতে বেশী ভাগ খরচ হয়েছে। আর কুমীর গয়না ছিল না, খানকতক গয়না গড়িয়ে দিয়েছি। আর বন্ধু-বান্ধব নিয়ে বাগান-টাগান যেতেও কতক খরচ হয়েছে।

সরো। তা আর বিপদ্ কি? মেজ ঠাকুর কি সে টাকা দেবেন না?

শৈলেন্দ্র। দেবেন না কেন? আমি ভাব্‌ছি যে, নীরোর পরামর্শ শুনে আমায় যদি পৃথক্‌ ক'রে দেন। আমার বল্‌তে ভয় করে, তুমি বড় বউ-দিদিকে ব'লে যদি এর কোন মীমাংসা ক'রে দিতে পার ত বড় ভাল হয়। আর বলো, আমার পাঁচশো টাকায় আঁটে না, হাজার খানেক টাকা যদি আমায় মাসোহারা ক'রে দেন, আর পূজার সময় যদি হাজার চারেক দেন, তা হ'লে আমার চলে যায়।

সরো। তা আমি ব'লে ঠিক করতে পারি। তুমি যাও, চানটান ক'র গে, ভেবো না। তোমায় গলায় কাপড় দিয়ে মিনতি ক'চ্চি, আর যা করো, মদটা খেও না।

শৈলেন্দ্র। দেখ—আমি মদ খেতে চাই না, ভাল লাগে না, আর দেখ্‌তেই ত পাচ্চ—বরদাস্তও হয় না। পাঁচ জনে ধরে, চক্ষুলজ্জা এড়াতে পারি না।

সরো। এমন কি চক্ষুলজ্জা? তুমি ব'লো, অমন পেড়াপীড়ি কর ত আমি তোমাদের সঙ্গে মিশ্‌বো না। তুমি ও ছাই ছুঁয়ো না। যাও, চানটান ক'রে দু'টি খেয়ে একটু শোও।

শৈলেন্দ্র। আচ্ছা, কুমুদকে এখানে আন্‌লে তোমার মনে কিছু হবে না?

সরো। না, তোমার পা ছুঁয়ে বল্‌ছি—না। সে তোমায় ভালবাসে, আমি তোমায় বল্‌ছি, আমি তারে বোনের মত ভালবাস্‌বো।

শৈলেন্দ্র। আমি মেজদাদার কাছে কেমন ক'রে মুখ দেখাব ভাব্‌ছি।

সরো। তুমি ভেবো না, তিনি বাড়ীর ভেতর এলে তুমি তাঁরে বলো, আর অমন কাজ করবো না; তা হ'লে তিনি আর কিছু বল্‌বেন না।

শৈলেন্দ্র। তুমিও স্নানটান কর গে। তুমি সমস্ত রাত জেগেছ, আমি বুঝ্‌তে পেরেছি।

[শৈলেন্দ্রের প্রস্থান।

সরো। মন্মথ ত মিছে বলে না, ঐ পোড়ারমুখোরাই সর্ব্বনাশের গোড়া।

[প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

উপেন্দ্রের বহির্ব্বাটী।

নীরদ, হীরু ঘোষাল ও মন্মথ।

হীরু। ছি: ছি:, ছোটবাবুর মুখ একেবারেই আল্‌গা হয়ে পড়েছে, একেবারে যাচ্ছেতাই! বেশ্যাবাড়ী গিয়ে পাঁচ বেটা মাতালের সাম্‌নে মেজো কর্ত্তাকে যা মুখে এলো, তাই বল্লেন। রাম রাম—শুনে কানে হাত দিতে হয়! বলেন কি না, মেজো বাবু ওঁর বিষয়টা ফাঁকী দিয়ে নিতে চান!

মন্মথ। তা ঘোষাল মশায় কার ঠেঙে শুন্‌লেন?

হীরু। আরে আমি স্বকর্ণে শুন্‌লুম।

মন্মথ। আপনি সেথায় যান না কি?

হীরু। আরে না না, ছোট বাবুর পাল্লায় ত পড়ো নাই। আমি কি অত জানি, বল্লেন,—"চল ঘোষাল, বেড়িয়ে আসি।" উনি যে হোতায় নে যাবেন, তা কে জানে?

মন্মথ। তার পর বুঝি আপনাকে ঘরে দোর দিয়ে রাখ্‌লেন, আর বেরুতে দিলেন না।

হীরু। সে একরকম দোর দেওয়াই, চাদর কেড়ে নিলেন, কি করি বল?

মন্মথ। কাজেই মশায়কে ব'সে শুন্‌তে হলো। আমি শুন্‌লুম না কি, আপনার নাক টিপে ধ'রে মদ খাইয়ে দিয়েছেন?

নীরদ। আরে, চুপ করো না মন্মথ, কি বলেন শোন না। (হীরু ঘোষালের প্রতি) বাবাকে বুঝি খুব গালমন্দ হলো? কি বল্লেন?

হীরু। সে আমার মুখে আর শুনে কাজ নাই।

মন্মথ। তা হ'লে ওঁকে গিয়ে আবার জিব ছুল্‌তে হবে, নইলে মুখ সাফ্‌ হবে না?

নীরদ। তা আপনি বাবাকে সব বল্‌বেন, বাবা আমাকেই দোষেন, তা ওঁদের টাকা, ওঁরাই খরচ করবেন, আর আমি ওঁদের কথায় থাক্‌বো না। আজ আমি খাতা বুঝিয়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত।

(বৈদ্যনাথের প্রবেশ)

বৈদ্য। কি ঘোষাল, খবর কি? কার ব্যাটা মলো, কে জেলে গেল, কে বিধবা হলো, কার সর্ব্বনাশ হলো—তুমি ত ঘুরে ঘুরে পরের জাল দেখেই বেড়াও।

হীরু। বড় আমুদে লোক, আমায় দেখ্‌লেই ঠাট্টা করেন।

(বিরক্তভাবে নীরদের প্রস্থানোদ্যোগ)

বৈদ্য। নীরো, বাড়ীর ভেতর যাচ্ছ, তোমার বাবাকে খবর দিও।

[নীরদের প্রস্থান।

হীরু। তা তোমায় দেখিনে যে—দেখিনে যে ?

বৈদ্য। আর দেখ্‌বে কি ক'রে বল ? এ বাড়ীতে কি ঢোক্‌বার যো আছে, ঢুক্‌লে হিংসের বুকের ছাতি ফেটে যায়।

মন্মথ। কেন বৈদ্যনাথ বাবু - কেন বৈদ্যনাথ বাবু ?

বৈদ্য। ঐ জিজ্ঞাসা করো না ঘোষালকে ! ওর বরদাস্ত আছে, আমরা এত বরদাস্ত কর্‌তে পারি না। ঘোষাল, তোমার খুব বদরাস্ত,—তুমি শুন্‌তে পাই, দুবেলা এ বাড়ীতে এস

মন্মথ। তা ওঁর অনুগ্রহ আছে। ছোটবাবুর সঙ্গে গাড়ী ক'রে যাওয়া আসা আছে।

বৈদ্য। অ্যাঁ ! তুমি সব কখন্ করো ঘোষাল ? আর পরোপকারই বা ক'রে বেড়াও কখন্ ?

হীরু। বসো না—তামাক খাও না।

বৈদ্য। বস্‌বো কি, আগে খাবারটা দাও, ভায়ে ভায়ে বাধ্‌বে ? কি বুঝ্‌ছ ?

হীরু। সেইটে কি ভাল ?

বৈদ্য। ভাল নয় ?—সংসারটা ছারখারে যাবে ;— আমরাও যেমন বাজার করি গামছা কাঁধে ক'রে, এরাও তেম্‌নি বাজার কর্‌বে, দেখে চক্ষু জুড়াবে।

মন্মথ। না মশায়, উনি তেমন নয়, উনি মেটামেটি কর্‌তেই এসেছেন। তাই বল্‌ছিলেন, ছোটবাবু মেজো মেশো মশায়কে গালাগালি করেছেন।

হীরু। দোষগুণ সব বল্‌তে হয়—দোষগুণ সব বল্‌তে হয়, নইলে মিট্‌বে কিসে ? আমি তো আর পরের কাছে বল্‌তে যাই নি।

বৈদ্য। বল্‌ছিলে বই কি ! চৌরাস্তায় দাঁড়িয়ে হাত নেড়ে সব পরিচয় দিচ্ছিলে, নইলে আমি আর শুন্‌লুম কোত্থেকে যে, এদের সব বাধাবাধি হয়েছে।

হীরু। সে এঁদের এই পুরুত বল্‌ছিল। আমি তারে ধম্‌কে দিলুম।

বৈদ্য। সে বল্‌বে কেন ? তুমি তাকে সাক্ষী মান্‌লে, সে বল্লে, আমি চালকলা বেঁধে খাই, অত খবর রাখিনে।

হীরু। নাও, বসো, আমি তোমার সঙ্গে ছড়া কাট্‌তে পার্‌বো না। আমি চল্লুম।

বৈদ্য। চল্লে কেন, ছোট বাবু কি বলেছে, উপেনকে ব'লে যাও। যা মুখে এসেছে—বলেছে, তুমি আর সইতে পার্‌লে না, তাই উঠে চ'লে এসেছ— কি বল ?

মন্মথ। উনি যাচ্চেন না ; আপনি চ'লে গেলে, মেশো মশায়ের কাছে আস্‌বেন এখন। আমি মেশোমশায়কে ব'ল্‌বো—কি বলেন ঘোষাল ম'শায় ?

হীরু। আমার আর কি, ভায়ে ভায়ে পীরিত-প্রণয় থাকে, দেখ্‌তে ভাল হয়।

বৈদ্য। কেন, ভায়ে ভায়ে বাদাবাদি ক'রে অরুচি হয়েছে না কি ? একটা তোমার পরামর্শ জিজ্ঞাসা করি, কোন্ দালালীটে সুবিধা বল দেখি ? মনে ক'চ্চি, পেন্সনটা নিয়ে সেই সুরু কর্‌বো। বেশ্যার দালালী সুবিধা, না হ্যাণ্ডনোটের দালালী সুবিধা, না মকদ্দমার দালালী সুবিধা ? তুমি পাকা লোক, তিন রকমই তো চালাচ্চ।

হীরু। নাও নাও, আমার তোমার মতন বথামো কর্‌বার সময় নাই।

(প্রস্থানোদ্যোগ)

(নকুলানন্দ অবধূতের প্রবেশ)

অব। (হীরু ঘোষালকে ধরিয়া) কোথা যাও, শোনো—তোমার ভারি বিপদ দেখ্‌ছি। সে দিন তুমি সন্ধ্যার সময় বটতলা দে' চ'লে যাচ্ছিলে, অম্‌নি তোমায় ভূতো চাঁড়াল পেয়েছে।

হীরু। কি অবধূত—কি অবধূত—ক' ছিলুম উড়্‌লো ?

অব। ভূতো ব'স্, তুই আমার হাত এড়াতে পার্‌বি না, আমি তোরে ছু ফুঁয়ে তাড়াব।

বৈদ্য। তুমি তাড়াতে পার্‌বে না—তুমি তাড়াতে পার্‌বে না, ওরে আঁতুড়ে চাঁড়াল ভূতে পেয়েছে।

অব। তা হ'তে পারে, তবে সে ভূতোর বাপ।

হীরু। নাও, ছাড়ো—ছাড়ো, আমার কাজ আছে।

বৈদ্য। ছেড়ে দাও অবধূত, ওর এখন ঢের কাজ, ও এখন বিন্নুলির ছুক্রীর দালালী কর্‌তে যাবে।
হীরু। দেখ, ও রকম ঠাট্টা-তামাসা ক'রো না, ও সব আমার ভাল লাগে না।
অব। না, ও বুদো স্যাক্‌রার মটুকা ভাঙ্‌বে।
হীরু। তোমার আজ খুব দোক্তা কম হ'য়েছে, দেখ্‌তে পাচ্ছি।
অব। চাঁড়ালের ভূত কি না, ভারি জোর করেছে, একটা ছাঁদন-দড়ি পেতুম, কেমন চাঁড়ালভূত দেখ্‌তুম, তোমার আড়কাটায় টাঙ্গাতুম।
মন্মথ। অবধূত ম'শায়, আমি আন্‌চি।
হীরু। না বাবা, ও তামাসা নয়। কি জানি, ও গাঁজাখোর বেটা এখনই বেঁধে ফেল্‌তে পারে।
অব। হুঁ হুঁ—ভূতো—(মুখে ফুঁ দেওন)।
হীরু। দেখ দেখি, বেটা ফুঁ দিয়ে থুথুতে মুখটা ভরিয়ে দিলে।
অব। ব্যস্, ঘোষাল বেঁচে গেলে।
মন্মথ। না অবধূত ম'শাই, এখনো বেঁচে নাই, ভূতো ওর মাথায় চেপে আছে।
অব। তবে চট্ ক'রে হু'ঘটি চোনা নিয়ে এসো দেখি, ওকে নাইয়ে দিই।

(উপেন্দ্রের প্রবেশ)

উপেন্দ্র। এই যে ব'দে, মরিস্ নি?
বৈদ্য। ম'র্‌বো তো তোদের ভায়ে ভায়ে লাঠালাঠি দেখ্‌বে কে?
উপেন্দ্র। মন্মথ, দেখ্ তো ছোট বাবু কোথায়?
হীরু। তিনি অনেকক্ষণ বেরিয়ে গেছেন।
উপেন্দ্র। বটে! এই যে সকালে পা ছুঁয়ে মাপ চাইলে, ব'ল্‌লে আর বেরুব না।
অব। সেঁজো পেত্নীতে টেনেছে—সেঁজো পেত্নীতে-টেনেছে—
বৈদ্য। অবধূত, সেঁজো পেত্নীতে কি ক'রে পেলে?
অব। ঐ ভূতো চাঁড়াল জুটিয়েছে।
বৈদ্য। ঠিক বলেছ অবধূত।
উপেন্দ্র। ভূতো চাঁড়ালটা কে?
বৈদ্য। কে হে ঘোষাল?
হীরু। এই দেখ দেখি মেজো বাবু,—এই গাঁজা-খোর বেটা বল্‌ছে, আমায় ভূতো চাঁড়ালে পেয়েছে—আমায় ছাঁদনদড়ী দে' বাঁধ্‌তে চায়—আমার মাথায় চোনা ঢাল্‌তে চায়। আর বৈদ্যনাথ বাবু টোয়াচ্ছেন।
উপেন্দ্র। ছেড়ে দাও অবধূত—ছেড়ে দাও।
অব। যা ভূতো, আজ হাত এড়ালি, তোর মাথা আমি মুড়োবো।
উপেন্দ্র। কি হ'য়েছে বদ্দিনাথ?
বৈদ্য। ও ঠিকঠিক বলে, বলে—ওরে চাঁড়াল ভূতে পেয়েছে।
উপেন্দ্র। কি অবধূত, তুমি সেঁজো পেত্নী ছাড়াতে পারো?
অব। বড় শক্ত পেত্নী। কামিক্ষে থেকে ডাকিনী আন্‌তে হয়।
বৈদ্য। কেন—তুমি ঝাড়াও না?
অব। না—ও বড় খারাপ—সে আমারও কাঁধে চাপ্‌বে।
উপেন্দ্র। মন্মথ, যা তো।
মন্মথ। আসুন না অবধূত ম'শায়।
উপেন্দ্র। না না—থাক্ থাক্।

[মন্মথের প্রস্থান।

তবে কি অবধূত—তুমি সেঁজো পেত্নী ছাড়াতে পারো না?
অব। ও এ পারে ছাড়বে না। গাঙ্ পারে গিয়ে গণ্ডী দিতে হয়, তবে ছাড়ে।
উপেন্দ্র। (বৈদ্যনাথের প্রতি) কিছু শুনেছ?
বৈদ্য। শুনেছি বৈ কি।
উপেন্দ্র। কি করি বল দেখি?
বৈদ্য। ফেরাতে হ'লে একেবারে লাগাম কর্‌লে ফির্‌বে না; একটু ছুট্‌তে দিতে হবে।
উপেন্দ্র। তাই তো আমি কিছু বলিনি। বলি একটু আধটু বেড়ায়-চেড়ায়—বেড়াক্। কিন্তু মদ ধরেছে—আর তো রক্ষে নাই? এরই মধ্যে হাজার পঁচিশ টাকা খরচ ক'রে ফেলেছে।
বৈদ্য। Double W—(woman and wine) এ তো সোজা নয়?
অব। সোজা!—একেবারে গাছে তুলে আছাড় দেবে।
বৈদ্য। তা তুমি ছাড়াতে পার্‌বে না—তবে আর কি তুমি অবধূত?

অব। ও পেত্নী ছাড়ে পেত্নী দিয়ে। ভূতটুত হয় —জলবিছুটীতে যায়।

উপেন্দ্র। কি করা যায়? পাঁচশো টাকা ক'রে মাসোহারা নিচ্চে, তাতে চলে না, এত কি খরচ?

বৈদ্য। খরচ করলে খরচ কি? দাও দেখি তোমার বিষয়টা, তিন মাসে না ফুঁকে দিয়ে আবার দেনা ক'রে জেলে যেতে পারি? তোমার মতন তো রাত্রে দু'জনকে ডেকে পোলাও খাওয়া নয়, আর ব্রাহ্মণপণ্ডিত নিয়ে দুটো খোসগল্প ক'রে টাকাটা সিকেটা দেওয়াও নয়? একটা নামজাদা মেয়েমানুষ নীলামে ডেকে নিতে এক রাত্রে দশ হাজার টাকা খরচ হয়ে যায়। খরচ করবে? তা বল—হীরে ঘোষালের মতন দু'একটা দালাল ধরিয়ে দিচ্ছি।

বৈদ্য। তা তুমি একটা পেত্নী জোগাড় করো।

অব। একটা কুনো পেত্নী মজবুত—পাই তবে তো। এ সেঁজো পেত্নীর হাত ছাড়াতে কুনো পেত্নী পারে, আর কারো সাধ্য নাই।

বৈদ্য। ও নেসার ঝোঁকে বলে ঠিক। তা তোমার হাতে ঢের যে পরীটরী আছে শুনতে পাই, তারা কিছু করতে পারে না?

অব। ওরে বাপ্ রে—পরীর ঝাঁকে ফেলে, তা হ'লে একেবারে উধাও ক'রে নিয়ে যাবে, ইডেন গার্ডনে হাওয়া খাওয়াবে।

উপেন্দ্র। দেখ, একবার ভাবি পৃথক্ ক'রে দিই, আবার ভাবি, আজ পৃথক্ ক'রে দেবো, কাল পথের ভিকিরী হবে।

অব। সেঁজো পেত্নীকে চার খাওয়াতে হয়। না চার খাওয়াতে গেলে ঘাড়ে চাপবে। তবে আলাকলতার বিচি আর কনক ধুতুরোর শেকড়—না —রুগী না গাঙ্গ পার করলে উপায় নাই। বেটী গঙ্গা পেরুতে পারবে? পারে—পোল হয়েছে।

উপেন্দ্র। দেখ—ও কথা বলছে মন্দ নয়, কোথাও বেড়াতে নিয়ে যাবো।

বৈদ্য। যাবে কি?

অব। ও কি যেতে চায়—কুঁপোয় পুরে নে যেতে হয়।

উপেন্দ্র। কে সে বেটী, সন্ধান করতে পারলে না হয় কিছু টাকাকড়ি কবলাই।

বৈদ্য। কি অবধূত—কোন্ গাছের পেত্নী, সন্ধান করতে পারো?

অব। আমার কর্ম্ম নয়, ও ভূতো চাঁড়াল পারবে। ও পেত্নীকে বাগাতে পারবে না—ও পেত্নীকে বাগাতে পারবে না। ও সেঁজো পত্নীর তিন পুরুষে একটা ভূত থাকে, সেই ভূতটো বেটীকে ঘোরায়, তাকে যদি দুধ-কলা দে বশ করতে পারো, তা হ'লে বাগ্‌লে বাগ্‌তে পারে।

বৈদ্য। এই যে অবধূত সব জানো দেখ্‌ছি?

অব। জানি বৈ কি—আর জন্মে যখন রাজপুত্র ছিলুম, ঐ সেঁজো পেত্নীর ঝাঁকে পড়ি, দেখ্‌লুম, তিন প্রহর রাত্রিটিও হয়, সেই ভূতটো এসে সিস্ দেয়, আর বেটী অমনি ধড়্‌মড়িয়ে উঠে "বাবা বাবা" ব'লে ছুটে যায়।

বৈদ্য। দেখ, মাথা খারাপ হয়ে এক রকম পাগ্‌লামো করে, কিন্তু ঠিক বলে। ও বেটীদের এক জন ভালবাসার মানুষ থাকে, সেই বেটাকে যদি কিছু দিয়ে বশ করতে পারো, তা হ'লে হলেও হ'তে পারে।

অব। উঁহু—গাঙ্গ্ পার করতে হবে—গাঙ্গ্ পার করতে হবে।

বৈদ্য। আজ চল্লুম।

উপেন্দ্র। যাবে কেন—একত্রে খাই গে এসো না।

বৈদ্য। না হে, আমি খেয়েছি।

[প্রস্থান।

উপেন্দ্র। এস অবধূত, তুমি রাজপুত্রের আগের জন্মে কি ছিলে বলবে চল—শুনতে শুনতে যাই।

অব। না, সে জন্মে ছিলুম—কাল-পেঁচা। যার চালে গিয়ে বস্‌তুম, তার ভিটে মাটী চাঁটি হতো। না - রাজপুত্রের পরের জন্মে সেটা।

উপেন্দ্র। অবধূত, তোমায় একতাড়া তুরিতানন্দ পাঠিয়েছি পেয়েছ?

অব। হ্যাঁ—দু'সের গোল্লানন্দও ছিল।

[উভয়ের প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

কুমুদিনীর বাটীর কক্ষ।

সতীশ, বিহারী, প্রমথ ও কুমুদিনী।

সতীশ। কই, এখনো যে বাবু আসেনি?

কুমু। বাবু আজ আস্‌বেন না, আমায় সেথায় যাবার হুকুম হয়েছে।

সতীশ। যাবে না কি?

কুমু। রাম! আমি শরতাকে ব'লে পাঠিয়েছি, সে আস্‌বে।

প্রমথ। অমন কাজ ক'র না, ধরা প'ড়ে যাবে। সে দিন রাত দুপুরে চাবি ফেলে গেছি ব'লে এসেছিল—জান তো?

কুমু। আমি সব দিক্ না সাম্‌লে কি শরতাকে আনি? সদর দেওয়া থাকে, ওর সাড়া পেলেই শরতাকে ভাড়াটের ঘরে পাঠিয়ে দিই।

প্রমথ। আমায় কিছু জুয়েলারি কিনিয়ে দাও, তোমারই তো লাভ।

কুমু। আমি কি চেষ্টা করিনি? আমি তারে রিষ দেখিয়ে বলেছিলুম, "শরতার নূতন মেয়েমানুষ আমায় হীরের ঝাপ্‌টা দেখিয়ে গেল।" ও বলে, "আমি টাকা হাতে পাচ্ছিনে, দাদার সঙ্গে গোলমাল যাচ্ছে।"

প্রমথ। তা তোমার কি? টাকার ভাবনা কি? হ্যাণ্ডনোট কাটুক্ না, দশটা মহাজন মুখিয়ে আছে। এই বেলা কিছু হাতিয়ে নাও, বুঝ্‌লে? হাতে থাকৃতে থাকৃতে বাগিয়ে নাও। মণি কীর্ত্তনী তার মেয়ে কুলীকে জোটাবার চেষ্টায় আছে। সে বেটী আড়্‌চে, ঘরে মানুষ আন্‌তে চায় না, নইলে এতদিন তোমার বেহাত হয়ে যেতো।

কুমু। তা হোক্, আমি আর পারি না। রোজ রোজ ঘ্যান্‌-ঘ্যানানি, ইয়ার-বন্ধু এলে বেজার, মুখো-মুখি ক'রে থাকো!

বিহারী। আরে অত কেন? শরতের কাছে তো পেটভাতা, কিছু বাগিয়ে নাও না, আর প্রায় তো দশটার পর চ'লে যাচ্ছে, তোমার তো কোন দিকে আটক নাই।

কুমু। এখন আর দশটা কি? দুপুর, সাড়ে দুপুর—শরৎ ফিরে ফিরে যায়, আর আমার উপর রাগ করে।

বিহারী। তুমি বল্‌তে পার না, মাছটা গেঁথে ছিপ হাতে দিয়েছ, খেলিয়ে তুলি।

সতীশ। শুন্‌ছি নাকি—বাবু মদ ছাড়্‌বেন?

বিহারী। ঢের দেখেছি—যেতে দাও না আপ্‌না আপনি। কুমুদবিবি এক গ্লাস হাতে ক'রে দিলেই তখনই মদ ছাড়া দেখ্‌তে পাবে।

কুমু। না না—ছাড়্‌ব মনে ক'রেছে—ছাড়ুক। মদ খেলেই নানা রকম রিষ করে আর ঝগড়া করে।

প্রমথ। মদ ছাড়্‌বে কি? তা হ'লে কি আর কিছু বাগাতে পার্‌বে? শুঁড়ী মামা আছে ব'লেই ক'রে খাচ্চ, নইলে কি শুধু সাবানে আর ছেঁড়া চুলে খোঁপা বেঁধে চ'ল্‌তো?

কুমু। নে নে, কামদেব পুরুষ কি না। চুপ্ কর্—বুঝি আস্‌ছে। এসেই খানিক গজ্ গজ্ কর্‌বে।

(শৈলেন্দ্রের প্রবেশ)

সতীশ। আস্‌তে আজ্ঞা হয়, এত late কেন, বিবি-সাহেব ব'ল্‌চে, হাজ্‌রে কাট্‌বো।

শৈলেন্দ্র। তোমায় গাড়ী পাঠিয়ে দিলুম—গেলে না কেন?

কুমু। তোমার যেমন আক্কেল—কোথায় যাবো? (বন্ধুগণের প্রতি) শোনো ভাই, ওর বৈঠক-খানায় যাই, আর ওর ভাই-ভাইপো আমায় দরোয়ান দিয়ে গলাধাক্কা দিন!

শৈলেন্দ্র। কি! এত ভাই-ভাইপোর তোয়াক্কা রাখি নে।

কুমু। না—ভয়ে খুন হন, আর বলেন—'তোয়াক্কা রাখি নে! এত যদি, একটা জিনিস কিনে দিতে ব'ল্লে—কেন বল "মেজ্‌দাদা টাকা আট্‌কেছে?" মুখের সাপট এমন অনেকে করে!

(হীরু ঘোষাল ও শিবু উকীলের প্রবেশ)

হীরু। ম'শায়, বিশ্বাস করেন না, এই শুনুন শিবু বাবুর ঠেঙে।

শিবু। কি বিবি সাহেব, ভাল আছেন তো?

কুমু। যেমন পায়ে রেখেছেন।

শিবু। আমাদের পুঁটিমাছের প্রাণ, আপনাকে কি আমরা রাখ্‌তে পারি? যে রাখ্‌বার, সে রেখেছে।

হীরু। যাক্ ম'শায়—কাজের কথা হোক্। আমি ধ'রে আন্‌লুম, মক্কেল বসিয়ে রেখে চ'লে এসেছেন।

শিবু। হ্যাঁ হে, বিষয়টা পেলে, দাদার হাত-তোলার ভেতর রয়ে গেলে? আবার যে নিতাই বাবু কি ডিড্ তোয়ের কর্‌ছেন শুন্‌চি।

শৈলেন্দ্র। কিসের ডিড্?

শিবু। সে যাই হোক্, আমাদের না দেখিয়ে খপ্ ক'রে একটা সই ক'রে ফেলো না।

হীরু। মশায়, অত শত্তর কাজ কি? ওর বিষয় ওকে কেন বার ক'রে দিন না?

শৈলেন্দ্র। মেজ্ দাদা তো বল্‌ছেন।

হীরু। সে বল্‌ছেন মুখে, ছোট বাবুর সরল প্রাণ, তাই বুঝে গেছেন; অত বড় বিষয়টা নাড়্‌চেন, চাড়্‌চেন—ওতে লাভ কত!

শৈলেন্দ্র। না না, উনি বল্‌ছেন—আমিই পেছুচ্চি। নানা ভজকট, আমি ম্যানেজ কর্‌তে পার্‌বো না।

শিবু। ম্যানেজ্‌টা আর কি? বাঁধা বিষয়, আপনি না পারেন, একটা ম্যানেজার রাখুন, retired Sub Judge ঢের আছে। আর শুন্‌তে পাই, দু তিন লাখ টাকা ব্যাঙ্কে বসিয়ে রেখেছেন, ও তো টাকা পুঁতে রাখার সঙ্গে সমান। আপনার কিছু কর্‌তে হবে না, সেই টাকা বার ক'রে নিন দেখি, আমি ছত্রিশ পার্সেণ্ট সুদে খাটিয়ে দিচ্চি, সেই সুদ থেকেই আপনার আদ্দেক হাত-খরচ চ'লে যাবে।

শৈলেন্দ্র। অত সুদ খেতে গেলে সে টাকা আদায় হয় না, মেজ্‌দার কাছে দালাল এসেছিল, ঐ জন্যে দেন নাই।

শিবু। পার্টি বুঝে দিতে পার্‌লে আদায় হয় না? আদায় হয় না হয়—সে আমি বুঝ্‌বো, আপনি টাকা বার ক'রে নিন।

শৈলেন্দ্র। মেজদা ঘরোয়া একটা পার্টিসন কর্‌তে চাচ্চেন, তা আমি রাজী হই?

শিবু। না, ঘরোয়া করো না, তাতে ঠক্‌বে।

হীরু। ঠকাবার মত্‌লবেই তো ঘরোয়া কর্‌তে যাচ্চেন।

শৈলেন্দ্র। না না, মেজদাদা সে মানুষ নয়।

শিবু। তাই তোমাদের বড় বউকে হাত-তোলায় রেখেছেন। ওর life interestএ যে আয়, তা তোমার বড় দাদা মরা ইস্তক জমলে একটা বিষয় কেনা চল্‌তো। ঘরোয়া পার্টিসনে রাজী হবেন না—ঘরোয়া পার্টিসনে রাজী হবেন না। আর নেহাৎ রাজী হন, আপনার পক্ষ থেকে একজন ল-ইয়ারকে দেখিয়ে নেবেন।

হীরু। আপনিই ল-ইয়ার, আবার কোথায় ল-ইয়ার খুঁজ্‌তে যাবেন?

শিবু। তার জন্যে আট্‌কাবে না। তবে দেখ কিছুতে সই ক'রে যেন হাত-পা বাঁধা দিও না, সালিসিনামাটা বুঝে সুঝে সই করো।

শৈলেন্দ্র। সে আপনাকে দেখিয়ে সই কর্‌বো।

শিবু। বেশ কথা, আমি চল্লুম, client বসিয়ে রেখে এসেছি।

[প্রস্থান।

বিহারী। তোমাদের তো মামলা-মকদ্দমা চুক্‌লো, এখন আমাদের কাছারী বসুক।

শৈলেন্দ্র। তোমরা ভাই আমোদ করো, আমি ওতে নেই। (কুমুদিনীর প্রতি) চলো—তোয়ের হও।

কুমু। না, আমি গলাধাক্কা খেতে যাব না।

সতীশ। বাঃ! তুমি তো বেশ লোক হে! আপনি থাক্‌বে না, মেয়েমানুষ নিয়ে চ'লে, তবে আমরা কাছারী কর্‌ব কাকে নিয়ে?

হীরু। না না—যাও না কুমুদ, ওর কি একটা মত্‌লব আছে।

কুমু। মত্‌লব আর ছাই, মাথায় ভূত চেপেছে, আমি যাব না।

শৈলেন্দ্র। যেতেই হবে।

কুমু। আমি চল্লুম—তুমি বকো।

[কুমুদিনীর প্রস্থান।

শৈলেন্দ্র। কোথা যাও?—

[পশ্চাৎ পশ্চাৎ প্রস্থান।

হীরু। দেখ, ব'লে ক'য়ে এরে পাঠিয়ে দাও, মজা আছে।

সতীশ। ও আজ শরত্তাকে ব'লে পাঠিয়েছে, ও যাবে না।

হীরু। চলো চলো—বুঝিয়ে পড়িয়ে পাঠিয়ে দিই। আজ গেলে রগড় বাধ্‌বে।

প্রমথ। দাঁড়াও বাবা—একটু টেনে নিই।

[হীরু ঘোষালের প্রস্থান।

হীরু। নিয়েই এসো না।

বিহারী। হীরে ব্যাটা ওদের পথে না বসিয়ে ছাড়্‌চে না।

সতীশ। আমাদেরই কোন্ পথে বসতে বাকী! আর গোটা দুই ডিক্রীজারি হলেই ভদ্রাসনখানা গিয়েছে।

বিহারী। তুই যে বুঝে চল্লি নি?

সতীশ। আচ্ছা বাবা, দেখি, তুমি কত দিন বুঝে চলো। দেখ্, একটা কথা ভাব্‌চি—আমাদের যা হবার, তা তা হয়েছে; এটা কেন আর আমাদের সঙ্গে মাথা মুড়োয়! যা হোক্, দশদিন টেঁকে থাক্‌লে আমাদের চল্‌বে!

প্রমথ। আরে নে নে—কাপ্তেন ঢের মিল্‌বে, ঐ বই আর সহরে কাপ্তেন নাই?

সতীশ। সাদা লোকটা!

প্রমথ। রাঙ্গা সাদায় আমাদের কি এসে যায়! ঝাপ্‌টাটা গচাবো মনে করেছিলুম, তা কাল দেখা যাবে।

[সকলের প্রস্থান।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক।

গঙ্গাতীর।

(গীত)

হে দীনশরণ, বন্ধন-মোচন,
তাপে তাপ যায় ত্রিতাপ-বারণ,
নিঠুরতা নয়, হে করুণাময়,
করুণা তোমার কলুষ-হরণ।
তোমারে পাসরি, ভবে ভ্রমি হরি,
বদ্ধ মায়া-ঘোরে মোহে ডুবে মরি,
ঘোর পাপ-পঙ্কে কেমনে হে তরি,
বিনা পাপহারী পঙ্কজ-চরণ॥
ভীষণ পাথার না করি বিচার,
সুখ-সাধে দুখ-সাগরে সাঁতার,
বাসনার ছলে উন্মাদ চীৎকার,
শাসন-মত্ততা দমন কারণ॥
জনম-মরণ নিয়ত ভ্রমণ,
অন্ধের নয়ন নহে নিমীলন,
নিবিড় তিমির তাহে আবরণ,
কভু নাহি পশে বিবেক-কিরণ,
অন্ধ আঁখি পায়—তোমার কৃপায়,
আলোক-ঝলকে আগে ব্যথা পায়,
অন্তর নির্ম্মল আলোক-প্রভায়,
তাপেতে কাঞ্চন উজ্জ্বল-বরণ॥

(মণি কীর্ত্তনীর প্রবেশ)

মণি। এই যে বাড়ী ছেড়ে এখানে এসে মোনা বাবুর বাঁধা গান গাওয়া হচ্চে। দ্যাখ্—এখনও বোঝ্,—আজ যেন ঠ্যাকার ক'রে কারুকে ঘরে আস্‌তে দিচ্ছিস্ না, তার পর তোমার রাজপুত্র এসে বে ক'রে নিয়ে যাবে নয়! ওঃ, সাবিত্রী এসে জন্মেছে কি না, চারকাল সতী থাক্‌বেন!

ফুলী। আচ্ছা আচ্ছা, তুই যা—

মণি। আচ্ছা, তুই অমন করিস্ কেন? তোরে মল্লিকবাড়ী কীর্ত্তন কর্‌তে নিয়ে গিয়েছিলুম। হীরু ঘোষাল বলে, মল্লিকদের ছেলে তোরে চার হাজার টাকা দিতে চায়, আর দুশো টাকা ক'রে মাসোহারা দিতে চায়। কদিন আমাদের বাড়ীর সাম্‌নে জুড়ী ক'রে ঘুরেছে - দেখেছি।

ফুলী। মা, তুমি এই গঙ্গার তীরে কি বল্‌ছ? তুমি কীর্ত্তন গাও, কৃষ্ণনাম করো, আর আপনার পেটের মেয়েকে এই সব কথা বল্‌ছ? তুমি আসরে গাও যে, ব্যভিচারিণীর উদ্ধার নাই, আর তুমি গঙ্গাতীরে এই সব কথা বল্‌ছ? যাও, আমি দোরে দোরে গান গেয়ে ভিক্ষা ক'রে খাব। তুমি ও সব কথা যদি বল, তোমার বাড়ীতে থাক্‌বো না।

মণি। ওলো, বুঝেছি লো বুঝেছি। আমাদেরও তোদের বয়স ছিল, মোনা বাবুর পীরিতে প'ড়েছ, মোনা বাবুকে বিয়ে কর্‌বে—নয়?

ফুলী। সে যে বড় ভাগ্যিমানী, যে মাথা কেটে তপিস্যে ক'রেছে, সে তার গলায় মালা দেবে। আমার যা জন্ম, আমি তার পা ধোয়াতেও পারি না।

মণি। আচ্ছা, তোর মল্লিকদের ছেলে পছন্দ না হয়, আরও তো সব ঘুরছে, তাদের ঘরে জায়গা দে। আর মোনা বাবুকে আন্‌তে চাস্, তাও আন্—আমি কিছু ব'ল্‌বো না।

ফুলী। মা, তুমি যদি ফের ও সব কথা ব'ল্‌বে, আমি গঙ্গায় গিয়ে উল্‌বো।

মণি। তবে থাক্ এই গঙ্গাতীরে,—আমার আর বাড়ী ঢুকিসনে।

ফুলী। মা, আশীর্ব্বাদ করো, মা গঙ্গা আমায় স্থান দেন।

মণি। হঁা, হ্যাঁ, অমন ঢের ঢং আমি জানি—আমায়

আর শেখাতে হবে না। আমার এক কথা, যদি আমার মতে চলিস্, তবে বাড়ী ফিরিস্, নইলে এই গঙ্গাতীরেই থাক্—আর ভিক্ষে ক'রে খাস্,—আমি তোরে বাড়ী ঢুকতে দেব না।

[প্রস্থান।

ফুলী। (গঙ্গার প্রতি) মা, এই পৃথিবীতে কি আশ্রয় পাব না, না পাই—তোমার কোলে আশ্রয় দিও।

(জনৈক বৃদ্ধাকে লইয়া মন্মথের প্রবেশ)

মন্মথ। এই যে ফুলী!—স্বাথ্—এই বুড়ীটা গাড়ী চাপা প'ড়েছে, ডান্ হাতটা একেবারে গেছে। একে হস্‌পিটালে নিয়ে যেতে হবে। তুই একে নিয়ে ঐ গাছতলাটায় ব'স্, আমি তৎক্ষণ একখানা গাড়ী নিয়ে আসি।

[সকলের প্রস্থান।

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক।

সরোজিনীর কক্ষ।

সরোজিনী ও শৈলেন্দ্র।

সরোজিনী। তুমি আবার মদ খেয়ে এসেছ?

শৈলেন্দ্র। একটু খেয়েছি, এস হে—

(পুরুষবেশী কুমুদিনীর প্রবেশ)

দেখ, কেমন আমার ইয়ার এনেছি, এর কাছে একটু ইয়ারকি শেখো, নইলে কি খালি প্যানপ্যান্ ক'রে কাঁদ্‌লেই আমি বাড়ীতে থাকবো? আমাদের ইয়ারের প্রাণ, ইয়ারকি চাই—বুঝ্‌লে?

সরো। ও মা—কে গো?

শৈলেন্দ্র। চেয়ে দেখ, তোমায় খেয়ে ফেল্‌বে না। দেখ দেখি—কেমন ফিট্ ইয়ার ছোক্‌রা—পছন্দ হয়?

সরো। বাড়ীর ভেতর কাকে নিয়ে এয়েছ গো?

কুমু। কেন প্রাণ, পছন্দ হচ্চে না? তোমার ভাতার বাড়ীতে থাকে না, আমি একটিন্ থাকবো, তোমায় তুলে সমস্ত রাত বুকে ক'রে রাখ্‌বো।

সরো। ও মা, কাছে আসে যে গো!

(ঘোম্‌টা দিয়া এক পার্শ্বে অবস্থান)

কুমু। আবার ঘোম্‌টা কেন প্রাণ! বদন তুলে দুটো হেসে কথা কও।

(কুমুদিনীর নৃত্য-গীত)

রমণীর মুখের হাসি, গরলরাশি সুধা ক্ষরে।
সে হাসি প্রেমের ফাঁসি, সাধ ক'রে প্রাণ গলায় পরে॥
যে বলে মন মজে না, আপন মন তো সে বোঝে না,
দেখেনি যে,—তুচ্ছ করে,
নারী কে চিন্‌তে পারে?
যে বলে পারি—চিন্‌তে নারে।
দেখেছে যে নারীর আঁখি,
জান্‌তে কি তার আছে বাকী,
সুধা-গরল একাধারে,—
জেনে শুনে প্রাণ না মানে,
তবু গরল হৃদে ধরে॥

কুমু। মানময়ি! পায়ে ধরি, মান ভিক্ষা দাও! বদন তোলো, একটি চুমো খাই।

(আলিঙ্গন করিতে অগ্রসর হওন)

সরো। (সরিয়া গিয়া) ও দিদি—ও দিদি—ও দিদি—ছোঁড়া, কাছে আসিস্‌নি। (উচ্চৈঃস্বরে ও দিদি—ও দিদি—

শৈলেন্দ্র। চুপ করো না কুমুদ; তুমি তো আন্‌তে ব'লেছ, মেয়েমানুষ দেখ্‌তে পাচ্ছ না?

নেপথ্যে বিরজা। কি রে—কি রে—

সরো। তুমি নিয়ে যাও—নিয়ে যাও, ওরা সব আস্‌ছে।

(বিরজা ও তরঙ্গিনীর দ্রুত প্রবেশ)

শৈলেন্দ্র। (স্বগত) সব ইয়ারকি মাটী করলে!

বিরজা। ও মা—এ কে? কে রে তুই? ঝি, ঝি—মেজো কর্ত্তাকে খবর দে তো। ঝেঁটিয়ে তোর মুখ ভেঙ্গে দেবো, তা জানিস্?

শৈলেন্দ্র। বউদিদি, মুখ সাম্‌লে কথা কও বল্‌ছি।

কুমু। দেখি না—দেখি না—ওঁর ঝাঁটা কত দেখি না। আমি এ বাড়ীতে পা ধুতেও আসি না। পায়ে ধ'রে সেধে এনেছে, তবে এসেছি।

বিরজা। এ কে! মেয়েমানুষ না কি?

শৈলেন্দ্র। মেয়েমানুষ নয় তো পুরুষমানুষ? আর আমি যদি আমার ইয়ারবন্ধুকে আমার স্ত্রীর কাছে আলাপ ক'রে দিতে আনি, তাতে কার কি?

বিরজা। হতচ্ছাড়া ছোঁড়া, এই কুঁজড়ো খান্‌কীকে বাড়ীর ভেতর বেটাছেলে সাজিয়ে এনেছ? তোর আক্কেল নাই, একেবারে উচ্ছন্ন গেলি?

কুমু। কি, আমি কুঁজ্‌ড়ো খানকী? শৈল, তোর সঙ্গে এই পর্য্যন্ত, আমায় অপমান কর্‌তে এনেছিস্‌? এই চাল-ঝাড়ুনী মাগীকে দিয়ে আমার অপমান ক'চ্ছিস্‌?

তর। ও মা!—আস্পর্দ্ধা দেখ!

বিরজা। ঝি, ছুঁড়ীকে ঝেঁটিয়ে বিদেয় ক'রে দে তো।

কুমু। এসো না—এসো না,—চলো না—দেখি কেমন ঝাঁটা। ধুনীর মাকে দিয়ে একবার ঝাঁটা দেখিয়ে দিচ্ছি। শৈল, বাড়ীতে পুরে অপমান কর্‌লি! এঁ্যা! আমার কপালে এই ছিল—আমার কপালে এই ছিল!

(মাথা খুঁড়িবার ভাণ)

শৈলেন্দ্র। (বাধা দিয়া) থাম্‌ না—থাম্‌ না—তোর পায়ে পড়ি—থাম্‌ না, আমি অপমান দেখিয়ে দিচ্ছি। (বিরজা ও তরঙ্গিণীর প্রতি) আমার ঘর থেকে তোমরা সব বেরোও। উনি পাড়ায় পাড়ায় ঘোরেন, গঙ্গা নাইতে যান, ওঁর আবার ইজ্জত!

তর। ঠাকুরপো, বড়দিদিকে কি বল্‌ছ?

শৈলেন্দ্র। যাও-যাও,আর ফোড়ন দিয়ে কাজ নাই। মণি কীর্ত্তনীর মেয়ে ফুলীকে এনে যে ইয়ারকি হয়, তাতে কিছু হয় না? বাড়ীর ভেতর এনে যে দশজনের সাম্‌নে নাচ হয়, গান হয়—তাতে কিছু হয় না?

বিরজা। হতচ্ছাড়া, যা মুখে আস্‌ছে—বল্‌ছিস্‌, দূর হ' ছুঁড়ি—দূর হ'।

কুমু। আর অতয় কাজ নাই, দূর কে হয়—দেখে যাচ্ছি,—আমি শেখনা দে'খে যাচ্ছি নে। আমি তো কারো দাসীবৃত্তি ক'রে বাড়ীতে থাকি নি। গলায় কাপড় দিয়ে সেধে এনেছে, বে এসেছি।

বিরজা। (শৈলেন্দ্রের প্রতি) এই সব কথাগুলো তুই দাঁড়িয়ে শুন্‌ছিস্‌, মুখে লাথি মার্‌ছিস্‌ নি?

শৈলেন্দ্র। খবরদার—খবরদার বল্‌ছি—বেরোও, আমার ঘর থেকে বেরোও—নইলে হাত ধ'রে বার ক'রে দেবো।

বিরজা। ভগবান্‌, এত অদৃষ্টে ছিল!

(উপেন্দ্রের প্রবেশ)

উপেন্দ্র। এ কি হচ্ছে!

শৈলেন্দ্র। কিছু না, আপনি কেন হেথায় এলেন?

বিরজা। উনি খান্‌কী এনেছেন বাড়ীতে, আর আমাদের সব বার ক'রে দিচ্ছেন।

উপেন্দ্র। শৈলেন, শেষ এত দূর হ'ল! আমায় না মানো, যে তোমায় মাই দিয়ে মানুষ করেছে, তারে বল্‌ছ—বেরোও। তুমি কি সব ভুলেছ? তোমার বংশ ভুলেছ—মান ভুলেছ—মর্য্যাদা ভুলেছ—ভ্রাতৃস্নেহ ভুলেছ—মাতৃতুল্য বড় ভাজকে ভুলেছ? শৈলেন, তোমাকে বয়াটে বল্লে আর তেমোর গাল হয় না। আজও এমন বয়াটে নাই যে, তার মার মত বড় ভাজকে বলে—বেরোও— বড় ভাইকে মুখের উপর এম্‌নি জবাব করে,—সাধ্বী স্ত্রীর সঙ্গে কুলটাকে আলাপ ক'রে দিতে আসে! ছিঃ! তোমাকে আর কি বল্‌বো,—আমার মৃত্যু-ইচ্ছা হচ্ছে।

শৈলেন্দ্র। (অস্ফুট স্বরে) ফুলী বাড়ীতে আস্‌তে পারে, সে বুঝি খড়দর মা-ঠাকুণ!

[কুমুদিনী ও তৎপশ্চাৎ শৈলেন্দ্রের প্রস্থান।

নেপথ্যে কুমুদিনী। খবরদার, আমার গায়ে হাত দিস্‌ নি, আমার বাড়ীমুখো হবি তো জুতো খাবি।

নেপথ্যে শৈলেন্দ্র। দাঁড়া না—দাঁড়া না,—ঘাট মান্‌ছি—ঘাট মান্‌ছি—

উপেন্দ্র। বড় বউ, কি সর্ব্বনাশ হ'ল! আর এ বাড়ীতে কেন? ওই হেথায় থাকুক, আমরা চল—কোথাও চ'লে যাই। ভগবান্‌! আমার মৃত্যু নাই! দাদা, আমায় এই দেখ্‌তে হাতে হাতে সঁপে দিয়ে গিয়েছিলে? সব গেল—পিতৃপুরুষের কীর্ত্তিকলাপ সব লোপ হলো, ধিক্‌ আমার জীবনে!

বিরজা। ঠাকুরপো, তুমি ও কি কচ্ছ? আমি স্থির আছি, আর তুমি অমন চঞ্চল হচ্চ? তুমি কাকে বল্‌ছ, কার উপর অভিমান কচ্ছ? ও অধঃপাতে গেছে—যাক্‌, ও আলাদা হয়ে যা খুসী তা করুক্‌। ও বয়ে গেছে ব'লে সব ক্রিয়াকর্ম্ম বন্ধ কর্‌বে? তুমি বাড়ী থেকে চ'লে যাবে?

কেন—কি হয়েছে? ও যাক্—ও অধঃপাতে যাক্—ওর কর্ম্মভোগ—ও করুক;—তুমি কাল পাঁচজনকে ডেকে একটা ব্যবস্থা করো।

উপেন্দ্র। আর ব্যবস্থা নয়, আর আমি বন্দোবস্ত কর্‌বো না, সংসার ছারেখারে যাক্, কীর্ত্তি-কলাপ লোপ হোক্, বিষয় ছারখার হোক্, পুজোর টাকা নেড়ে প্যায়দায় খাক্—ওর আর আমি মুখ দেখ্‌তে চাই নে। যা অদৃষ্টে থাকে হবে।

বিরজা। মেজো বউ, ঘরে নিয়ে যা।

উপেন্দ্র। উঃ, এত বড় স্পর্দ্ধা—ছনিয়া দৃক্‌পাত নাই।

তর। মিছে রেগে মাথা গরম কচ্ছ কেন, সমস্ত রাত ঘুম হবে না। শোবে এসো।

উপেন্দ্র। যথেষ্ট হ'লো।

[তরঙ্গিণী ও উপেন্দ্রের প্রস্থান।

সরো। দিদি, আমার দশা কি হবে?

বিরজা। কেন দিদি, তুমি রাজলক্ষ্মী, রাজলক্ষ্মী হয়েই থাক্‌বে।

সরো। তোমরা যে ভিন্ন ক'রে দেবে, আমি কোথায় দাঁড়াব?

বিরজা। ছোট বউ, কাকে ভিন্ন কর্‌বো? যে দিন আমার দেহ-প্রাণে ভিন্ন হবে, সে দিন শৈল আমার প্রাণ থেকে যাবে কি না, জানি না। তুই কি ভাবছিস্, শৈলেনের উপর আমি রেগেছি? ও নেসার ঝোঁকে বেরিয়ে যেতে ব'লেছে, সত্যি সত্যি যদি গলাধাক্কা দেয়, তা হ'লেও কি আমি ওরে পর ক'র্‌তে পার্‌বো? তুই জানিস্ নি, কি ক'রে ওরে মানুষ করেছি! ভগবতি, কি কর্‌লে! শৈলেন আমার, আমি না খাইয়ে দিলে খেতে পার্‌তো না—দাদা বক্‌লে আমার আঁচলে মুখ লুকিয়ে এসে কাঁদ্‌তো! সেই শৈলেন আমার এমন হ'লো কেন?

সরো। ও দিদি, ওর অপরাধ নাই, আমি না বুঝে আস্‌তে বলেছিলুম। রোজ বাড়ী থেকে বেরিয়ে যায়, আমি মনে করেছিলুম, ওকে আন্‌লে ঘরে থাক্‌বে। আমায় মাপ করো দিদি! আমি এত হবে জানি নে। পুরুষ-মানুষ মনে ক'রে চেঁচিয়ে উঠেছিলুম।

বিরজা। তোমার অপরাধ কি দিদি, তুমি সতীলক্ষ্মী, তুমি বেশ করেছ, কেঁদো না।

সরো। কি হবে দিদি?

বিরজা। রাধাবল্লভজী কি এমনই কর্‌বেন। শুধ্‌রে যাবে—ভাবিস্ নি, আয় আমার ঘরে আয়।

[উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

—:*:—

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

উপেন্দ্রের বহির্ব্বাটী।

উপেন্দ্র, নিতাই, শৈলেন্দ্র ও নীরদ।

শৈলেন্দ্র। নিতাই বাবু, আপনি মেজদাদাকে বলুন, আমায় মাপ করুন; আমি বড় হয়েছি বটে—কিন্তু বুদ্ধিতে বড় হইনি। আমি ছেলেবেলায় যেমন দুষ্ট ছিলুম, তেম্‌নি আছি। ছেলেবেলায় ওঁরে দুষ্টুমি ক'রে কত গালাগালি দিয়েছি, তখন তো মাপ করেছেন—তবে এখন কেন আমাকে পৃথক্ ক'রে দিতে চাচ্ছেন? বিষয়-কর্ম্ম তো আমায় শেখান নি, বিষয় পেলে তো আমি রাখ্‌তে পার্‌বো না।

নিতাই। তা বেশ, বিষয় যদি না তুমি manage কর্‌তে পারো, তোমার মেজ্‌দার উপর ভার দিও, আর তোমার মেজ্‌দার সঙ্গে সঙ্গে থেকে ক্রমে বুঝ্‌তে শেখো। তোমরা পৃথক্ হচ্ছ না, কার কি বিষয়, সেইটে ঠিক ক'রে নিচ্ছ। এ ভাল শৈলেন, আমি তোমাদের বন্ধু, আমি সৎ-পরামর্শ দিচ্ছি, তোমরা যেমন এক সংসারে এক অন্নে আছ, তেমনিই থাক্‌বে।

শৈলেন্দ্র। বিষয় বখ্‌রা না হ'লে কি নয়?

উপেন্দ্র। না, তোমার কি আছে না আছে—জেনে নাও। তুমি খরচ কর্‌তে গেলে আমি বাধা দিই; তুমি পাঁচজনের কথায় হয় তো মনে করো, বুঝি আমার কিছু তাতে লাভ আছে।

শৈলেন্দ্র। না মেজ্‌দা, আমি তা কখনো মনে করি না। খরচের টানাটানি হ'লে ছেলেবেলা যেমন কাঁদ্‌তুম, সেই রকম করি। তবে মাথা খারাপ হয়ে গিয়ে কি ব'লে ফেলেছি, তা আমার মনে

নাই। আমি মরে গেছি, আমায় শুধ্‌রে দাও, তা না হ'লে আমার সর্ব্বনাশ হবে। আমি কিছু জানি নি শুনি নি, আমার হাতে বিষয় পড়্‌লে ছদিনে সব ঠকিয়ে নেবে।

উপেন্দ্র। তুমি যাতে জান্‌তে শুন্‌তে পারো, সেই জন্যে নীরেদকে আর তোমাকে বিষয় দেখ্‌তে শুন্‌তে দিয়েছিলুম, তা তুমি বুঝে চল্লে কই?

শৈলেন্দ্র। নিতাই বাবু, আপনি বলুন, উনি আমায় শেখান, ঐ নীরের সঙ্গে আমি পারিনে। ও টিপে টিপে বুড়ো পিতামহর মত কথা কয়, আমার সর্ব্বশরীর জ'লে যায়।

নীরদ। কেন কাকাবাবু, আমি আপনার কখনো অসম্মান করি, তবে কেন বাবার কাছে এমন মিছে বল্‌ছেন?

নিতাই। নীরদ, তুমি এখান থেকে যাও।

নীরদ। (উঠিয়া) আমি যাচ্ছি, কাকাবাবু অন্যায় বল্‌ছেন।—যেমন নিয়ম বাবা বেঁধে দিয়েছিলেন, সেই নিয়মে আমি চ'ল্‌তে চেয়েছি—এই আমার দোষ। বাবার কাছে হিসেব নিয়ে আমায় যেতে হ'তো, উনি তো যেতেন না।

শৈলেন্দ্র। নীরো, ব'স, আমি তোর নামে লাগাই নি, তুই যদি আমার সঙ্গে ঝগড়া কত্তিস্, গালাগাল দিতিস্, তাতে আমার কিছু হ'তো না। আমি বল্‌তুম—"বাবা, আমার খরচটা না হ'লে চ'ল্‌বে না, তুই মেজ্‌দাদাকে ব'লে এটা পাশ ক'রে দিস্। তুই "ন্যায্য—অন্যায্য—উচিত—অনুচিত" এই সব ব'ল্‌তিস্—তাই তো আমার—

নীরদ। তাইতে ব'ল্‌তেন,—"তোর তো বাপের বিষয় খরচ কচ্ছি নে—"

শৈলেন্দ্র। সেটা কি আমি সত্যি সত্যি ব'লেছি? তা হ'লে ভয় ভয় ক'রে, তোর কছে চাইবো কেন?

নীরদ। সত্যি মিথ্যে আমি জানি নে, সে আপনারা বুঝুন।

[প্রস্থান।

উপেন্দ্র। আমি বুঝ্‌ছি, তোমাদের দুজনে ব'নবে না; কিন্তু আমি তো চিরদিন থাক্‌বো না? তুমি তোমার বিষয় বিভাগ ক'রে নাও।

শৈলেন্দ্র। কি কর্‌তে হবে?

নিতাই। এই মথুর বাবু, কুঞ্জবাবু, ভবানী বাবু—এঁদের তিনজনের উপর তোমরা দু'ভায়ে ভার দাও, এঁরা তোমাদের বিষয় বিভাগ ক'রে দেন।

শৈলেন্দ্র। যদি না কর্‌লে না হয়—তা দিন্।

নিতাই। তবে এই মধ্যস্থনামা কাগজখানা তুমি নাও, পড়ে দেখো, এতে কি তোমার আপত্তি আছে, বলো—

শৈলেন্দ্র। আমার আর আপত্তি কি? আমি কি বুঝি? দিন্—আমি সহি ক'রে দিচ্ছি—

(সহি করিয়া দেওন)

নিতাই। দেখ, আর মত ব'দ্‌লো না। এতে সকল দিক্ ভাল হবে। নইলে, দেখ্‌লুম তো—তোমার ভাইপোর সঙ্গে বনে না, তোমার দাদার শরীরের ভদ্রাভদ্র আছে; আর হাজার হোক্ নীরো ওঁর ছেলে, তোমার একটু বা'র-দোষ হয়েছে, নীরোর কথাই হয় তো ওঁর বেশী বিশ্বাস হবে,—হয় তো তোমায় কি একটা ব'ল্‌বেন, তুমি সরল-প্রকৃতি, পাঁচজনের কথায় এক দিন রাগ ক'রে কোন উকীলের হাতে গিয়ে পড়্‌বে, আর বিষয়টা ছয়নয় হয়ে যাবে। তুমি জানো না, দশ বেটা ঘুর্‌ছে—কিসে তোমাদের সর্ব্বনাশ কর্‌তে পারে।

শৈলেন্দ্র। মেজ্‌দাদা, যা কর্‌তে হয় করুন, কিন্তু আমায় পর কর্‌বেন না।

উপেন্দ্র। আমি তোমায় পর কর্‌বো? তুমি কেন এমন হ'লে? কেন এ ছাই খেতে শিখ্‌লে? কেন তুমি ঘরের লক্ষ্মী ছেড়ে অনাচারী হ'লে? আমি পর কর্‌বো!—শৈলেন—শৈলেন—তুই জানিস্ নি,তুই আমার কে? আমার স্ত্রীপুত্র একদিকে—সর্ব্বস্ব একদিকে—তুই একদিকে! তোর সঙ্গে পৃথক্ হবো—তোর সঙ্গে পৃথক্ হবো!

নিতাই। ও কি—ও কি উপেন—ঠাণ্ডা হও!

উপেন্দ্র। শৈলেন—শৈলেন—আমার মাথার ভেতর কেমন ক'চ্ছে, আমি চল্লুম—আমার দম আট্‌কে যাচ্ছে।

[প্রস্থান।

[শৈলেন্দ্রের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন।

(নেপথ্যে উপেন্দ্রের পতন-শব্দ)

নেপথ্যে শৈলেন্দ্র। ওরে শীগ্‌গির জল আন—শীগ্‌গির জল আন। নিতাই বাবু শীগ্‌গির আসুন, মেজ্‌দা প'ড়ে গেছেন

[নিতাইয়ের দ্রুত প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

কুমুদিনীর গৃহ।

হীরু ঘোষাল, সতীশ ও শিবু উকীল।

হীরু। যা—সব বুঝি ফেঁসে গেল! নিতে ব্যাটা সব মাটী ক'র্‌লে!

সতীশ। কি হীরু, গলায় ছুরি দিতে দিলে না?

হীরু। আরে নাও, ঠাট্টা রাখো। ছ'মাস মেহনত ক'রে বাগিয়ে এনেছিলুম, নিতে বেটা সব ভেস্তে দিলে।

শিবু। কি—কি—হ'য়েছে কি বল না?

হীরু। ঘরোয়া পার্টিসন হবে!—বেকুবকে এত বোঝালুম যে, নিতের কথায় কান দিস্ নে।

সতীশ। শিবু বাবুর হাতে পড়, খাঁড়া শাণিয়ে রেখেছেন।

শিবু। কেন—কি খাঁড়া শাণিয়ে রেখেছি?

সতীশ। তবে কি ছুরি বাগিয়ে রেখেছেন, আমার মত জবাই ক'র্‌বেন?

শিবু। আমি আছি ব'লে এখনো ওয়ারেণ্ট ধরে নাই, সাতখানা ওয়ারেণ্ট থামিয়ে রেখেছি।

সতীশ। বল কি!—এমন? তোমার খরচায় ওয়ারেণ্ট বার ক'রে একত্রে আমায় ধ'র্‌বে না কি?

হীরু। আরে নাও—নাও—কাজের কথা কইতে দাও। (শিবুর প্রতি) শিবু বাবু, এখন ও কথায় কান দেবেন না, এখন উপায় কি করি বলুন। বল্লুম যে—এখন ওদের ঘরোয়া পার্টিসন হ'তে চ'ল্লো!

শিবু। হুঁ—ছেলেমানুষ পেয়ে ঠকাবে আর কি!

সতীশ। তাই তো শিবু বাবু, আজ তোমার ঘুম হবে কি? তা এক উপায় আছে ঘোষাল! পার্টিসনটা হ'য়ে যাক্, বিষয়টা বাড়াতে শিবু বাবুর হাতে ফেলে দিয়ো, আমার মতন বাড়িয়ে দেবেন!

শিবু। তিনটে মর্টগেজ আদায় ক'রে দিলুম কি না!

সতীশ। তা দিয়েছ বই কি? সে টাকা আদায় ক'রে নিয়ে, তোমার খরচা কত হ'লো? এখন ধারধোর ক'রে সে তো আমায় এনে দিতে হবে?

শিবু। তোমার ঠেঙে আদ্ধেক খরচাও নিই নে, যা আউট পকেট।

সতীশ। আর শৈলেনের বিষয় পেলে আদ্ধেকও নেবেন না, হয় সিকি, নয় দু'আনা।

শিব। (স্বগত) থাকো, তোমায় দেখে নিচ্ছি।

সতীশ। ভাব্‌ছেন কি?—ময়রার বাড়া গা'ল নাই, আমি ইন্‌সলভেণ্ট নেব।

(কুমুদিনীর প্রবেশ)

হীরু। কি—কি—চাকর এয়েছিল কেন?

কুমু। দেখ দেখি—আমার মাথামুড় খুঁড়্‌তে ইচ্ছা কচ্ছে; চিঠি লিখেছেন, আজ আর আস্‌বেন না।

সতীশ। তা কাঁদ্‌বে না কি? চোখে আঙুল দেবো, না শরবতকে খবর দেবো?

কুমু। যাও—মিছে ভাল লাগে না। আজ তিন দিন হীরের ঝাপ্টাটা ঘরে রেখেছি, প্রথম বেচারা তিন দিন দামের জন্য আনাগোনা ক'চ্চে। বুঝুন না শিবু বাবু, ভদ্রলোকের কতটা কথার খেলাপ হ'চ্ছে!

সতীশ। তাই তো! কথার খেলাপ তো তোমাদের জা'তে হবার যো নাই! সত্যভঙ্গ হলো!

হীরু। কেন—কেন—বাবু আস্‌বেন না কেন?

কুমু। তার মেজো ভাইয়ের কি মাথা গরম হ'য়েছে। তা হ'য়েছে তো আর কি রে বাপু!—টাকা ক'টা তো পাঠিয়ে দিলে হ'তো!

সতীশ। ওঃ! বেজায় অন্যায়—বেজায় অন্যায়!

হীরু। শিবু বাবু, আমি চল্লেম—আমি চল্লেম, দেখি কত দূর হ'লো। যদি ফেরাতে পারি, চেষ্টাটা করি। আর তোমার নিতাইএর কি আক্কেল! সে কোন্ না মেজোর তরফ থাক্‌তো? এই যে আপনি দুপয়সা পেতেন, সেইটে সইছে না, পরের ভাল দেখ্‌তে পারে না।

শিবু। যে না বুঝ্‌বে—তার আর কি ক'র্‌বে বল? একলা খেতে চাচ্ছেন, তা খান; সুটটা হ'লে যা পেতেন, তার সিকিও পাবেন না।

হীরু। বেকুবি!—

সতীশ। চামার—চামার,—অমন বড় কাৎলা প'ড়েছে, পাঁচ জনে বখরা ক'রে খেতে চায় না!

হীরু। আমি চল্লেম—চল্লেম, যা খবর হয়, আপনার ওখানে দিচ্ছি।

শিবু। এসো না—আমার গাড়ীতে। (জনান্তিকে) ভেবো না, যখন আগুন ধ'রেছে—ধুঁইয়ে জ্ব'লে

উঠ্‌বে। তুমি এই নীরো বাবুকে বাগিয়ে রাখো, সে মজবুত আছে, ছু'দিলে চটিয়ে দেবে।

[হীরে ঘোষাল ও শিবু উকীলের প্রস্থান।

সতীশ। আর ভাবনা কিসের? আমি যাচ্ছি, শরৎকে খবর দি গে।

কুমু। সে আবার ক'দিন ঝগড়া ক'রে গিয়েছে; বাবু অনেক রাত্রি অবধি ব'সেছিল—সে এসে ফিরে গেছে।

সতীশ। সে এখন পাঠিয়ে দিচ্ছি; তুমি আমার একটা কথা শুন্‌বে?

কুমু। কি?

সতীশ। শরতাকে আনো আর যাই করো, সে ওর চোখে ধূলো দিয়ে চ'লবে। কিন্তু কাপ্তেনটা পেয়েছ, বেশ বাগিয়ে নিতে পার্‌বে, পাঁচ বেটাকে দিয়ে ছোঁড়াকে নষ্ট ক'রো না। শিবে উকীল আর হীরের সঙ্গে শৈলেনের চটাচটি ক'রে দাও। তুমি যা দোহাত্তা মেরে নিতে পারো নাও; পাঁচ জনকে খাইয়ে কি হবে?

কুমু। কি ক'রে চটাচটি ক'র্‌বো? এই হীরে ঘোষাল—শরতার কথা সব জানে।

সতীশ। তুমি ব'লো না,—এই হীরে, শিবু উকীলের সঙ্গে তোমায় জোটাতে চায়।

কুমু। ও হীরে সব ব'লে দেবে।

সতীশ। তুমি এ কথা ব'ল্লে হীরের ছায়া দেখ্‌লে, জুতো নিয়ে তাড়া ক'র্‌বে।

কুমু। তুমি যাচ্ছ—চলো, আমার নূতন বেহারাকে তোমার সঙ্গে পাঠিয়ে দিই; শরতার বাড়ীটে দেখিয়ে দিয়ো; সে ভারি রাগ ক'রে গিয়েছে। আমি একখানা চিঠি লিখে রেখেছি, সে চিঠিখানা দেবে। তোমায়ই চিঠিখানা দিতুম, আমি লোক পাঠালে আর একটু মান ভাঙ্‌বে।

[উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

উপেন্দ্রবাবুর বাটীর সম্মুখ।

দ্বারদেশে জমাদার উপবিষ্ট।

(অদূরে মন্মথ ও তৎপশ্চাৎ ফুলীর প্রবেশ)

ফুলী। সোনা বাবু—

মন্মথ। কি রে ফুলী?

ফুলী। কি ক'রে নূতন নূতন ফুল তৈরি করে, আজ যে শেখাকে ব'লেছিলে?

মন্মথ। সে আমি একখানা বই দেবো—পড়িস্,—এখন যা। আর শিখতে চাস্, আমি শেমোকে অনেক শিখিয়েছি, আমি ব'লে দেব, তার কাছে শিখিস্।

ফুলী। আজ যে একখানা নূতন গান বেঁধে দেবে ব'লেছিলে?

মন্মথ। এখন আমি বড় ব্যস্ত আছি।

ফুলী। আমি আর একটি কথা বল্‌তে এসেছি।

মন্মথ। সে বলিস্ এখন।

[মন্মথের প্রস্থান।

ফুলী। আমি তোমার মনের কথা টের পাই। পাজী হীরে ঘোষালটা সৃষ্টির লোকের সর্ব্বনাশ ক'রে বেড়ায়, এখন তোমাদের সংসার ভাঙ্‌বার জন্যে উঠে প'ড়ে লেগেছে। তুমি তারে জব্দ করতে চাও; আমি ওরে এ বাড়ী থেকে ছল ক'রে তাড়াব। আমি ছল শিখেছি; ছল শুনে তুমি রাগ ক'রো না।

জমা। আরে বেটী তু আয়ি? তেরি ওয়াস্তে রোটি রাখ্‌খাথা, তু যব্ আয়েগি লে যা না। একঠো পদ গা বেটী।

ফুলীর গীত।

ঠুমুক্ চলত রামচন্দ্র বাজত পাঁয়জনিয়া,
কিল্ কিলায়, উঠত ধায়, গীরত ভূমি লটুপটায়
ধায় মায় গোধলেত্ দশরথ কি রাণীয়া।
অঞ্চল রজ অঙ্গ ঝাড় বিবিধ ভাঁত সো দুলাড়
তন্ মন্ ধন্ বাড় ডাড় কহত মৃদু বাণীয়া,
ঠুমুক্ চলত রামচন্দ্র বাজত পাঁয়জনিয়া।
মেওয়া মিষ্টান্ হাল ভাউয়ে সো লে দুলাল্
আউর লেছলাল পান বাঁশি তনুমনিয়া,
তুলসীদাস অতি আনন্দ দেখ্ মুখারবিন্দ
রঘুবরকে ছবি সমান রঘুবর ছবি বনিয়া,
ঠুমুক চলত রামচন্দ্র বাজত পাঁয়জনিয়া।

জমা। বহুৎ মিঠি পদ, দেল্ ভর হো যাতা!

ফুলী। হ্যাঁ বাবা, তোমার মেয়েটির খবর সত্যি?

জমা। আরে বেটী, কিষণজি দিয়া, কিষণজী লিয়া—ক্যা করে! দেখ্ বেটী, তু এক্ এক্ রোজ্‌কে মেরা পাশ আয়া কিয়ো; তেরি মু মেরা বেটীকা মাফিক, দেখ্‌কে জীউ ঠাণ্ডা হোতা!

ফুলী। তা তুমি পুজো ক'র্‌বার ফুল তুল্‌লে না?

জমা। দরোয়ান লোক কই হ্যায় নেই, মানমে গিয়া, দেউড়ি ছোড়কে ক্যায়েসে যায়?

ফুলী। ওই তারা এলো ব'লে, তুমি ফুল তোলো গে, আমি দাঁড়িয়ে আছি। এই তো বাবুদের বাগানে তুল্‌বে। কেউ এলে আমি তোমায় ডাক্‌বো।

জমা। আচ্ছা বেটী, জিতা রও—জিতা রও।

[জমাদারের প্রস্থান।

(হীরু ঘোষালের প্রবেশ)

হীরু। কি ফুলী, তোর বরাত খারাপ, আমার কথা কানে কচ্ছিস্‌নি। শুন্‌লে এতদিন তে-তোলায় থাক্‌তিস্‌, জুড়ী চ'ড়ে হাওয়া খেতিস্‌।

ফুলী। কই, তুমি পরথ দেখাও দেখি, একজনের মানুষ জুটিয়ে দাও দেখি। দেখি—তার—কি ক'রে দাও?

হীরু। কে—কে—তোর মা ছুকরী এনেছে না কি? কে—কে?

ফুলী। এই জমাদারের মেয়ে!

হীরু। জমাদারের মেয়ে কি?

ফুলী। হ্যাঁ গো—দেশ থেকে এসেছে। রং যেন ফেটে পড়্‌ছে—আমার মতন বয়েস—মাথায় ঠিক আমার মত। তার কি নাক, কি মুখ, কি চোখ! আমি তার বাঁদীর যুগ্যিও নই। এই জমাদারের কাছে এসেছিল! জমাদার বল্লে, তোর মাকে ব'লে এর একটা হিল্লে ক'রে দিতে পারিস্‌? আমি বল্লুম—হীরু ঘোষালকে ব'লো।

হীরু। দূর! তোর মিছে কথা!

ফুলী। তুমি তারে জিজ্ঞেস করো না, মিছে কি সত্যি বুঝ্‌বে। আমি তারে পাঠিয়ে দিচ্ছি, ফুল তুল্‌তে গেছে।

[ফুলীর প্রস্থান।

হীরু। নবীন বাবুর হিন্দুস্থানী মেয়ে মানুষের উপর ঝোঁক! দেখি যদি হাতে লাগে!

(দূরে ফুলীর সহিত জমাদারের প্রবেশ)

ফুলী। আমি আর তোমার কাছে আস্‌বো না। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তোমারও গালাগাল দিচ্ছে, আমায় গালাগাল দিচ্ছে।

জমা। কোন্‌ রে?

ফুলী। যাও, দেখ্‌তে পাবে এখন।

[ফুলীর প্রস্থান।

জমা। বেটী খোড়া দেওয়ানাকা মাফিক্‌! বহুত মিঠি পদ গাংথি!

হীরু। জমাদারজী, সত্যি না কি?

জমা। হাঁ বাবু—

হীরু। তোমার মেয়ে?

জমা। হাঁ বাবু—

হীরু। বড় চমৎকার দেখ্‌তে?

জমা। হাঁ বাবু—প্রতিমাকা মাফিক থি। তা' মেরা বক্‌ত!

হীরু। তোমার বক্‌ত তো ভালই! আমি আছি, ভয় কি?

জমা। কেয়া ব'ল্‌তে হোঁ বাবু?

হীরু। তুমি তো একটি জামাই জোটাতে চাচ্ছ?

জমা। সো তো ঠিক হুয়া থা, মর্‌ গিয়া—কেয়া করে!

হীরু। সে তোমার ভাবনা নেই! সে তোমার ভাবনা নেই, আমি তোমার ভাল জামাই জুটিয়ে দেবো! তোমার বেটীকে খুব বড় মানুষের কাছে রাখিয়ে দেব, তোমার বেটী খুব সুখে থাক্‌বে। তোমার দুঃখ ঘুচে যাবে, তুমি মাসোহারা পাবে। তোমার বেটীকে আমায় দাও।

জমা। কেঁও শালে! মেরা বেটীকা পাশ তোম্‌কা ভেজতা হায়!

হীরু। আচ্ছা আনো—আনো তোমার বেটীকে আনো।

জমা। এই তোমকো ভেজে হুঁয়া!

(হীরু ঘোষালের গলা টিপিয়া ধরণ)

হীরু। ওরে বাপ রে—খুন কর্‌লে রে—খুন কর্‌লে রে!

(স্নান করিয়া দরোয়ানদ্বয়ের প্রবেশ)

দরোয়ানদ্বয়। আরে কেয়া করো জমাদার—কেয়া করো জমাদার, মর্‌ যাগা—মর্‌ যাগা—

(হীরু ঘোষালকে ছাড়াইয়া দেওন।

(নীরদ, মন্মথ ও শ্যামা ভৃত্যের প্রবেশ)

সকলে। কি হয়েছে—কি হয়েছে?

জমা। শালেকা হাম লউ দেখেঙ্গে—

নীরদ। দরোয়ান, জমাদারকে নিয়ে যাও, ঠাণ্ডা করো।

(হীরুর বেগে বাটীর ভিতর পলায়ন)

১ম দরোয়ান। আরে যানে দেও জমাদারজী—যানে দেও।

[জমাদাকে লইয়া দরোয়ানদ্বয়ের প্রস্থান।

[নীরদের বাটীর ভিতর প্রস্থান।

শ্যামা। ছোট দা বাবু, ঐ ফুলী বেটী বল্‌ছিলো তোর ঐ ঘেউ ঘেউএর কি কর্ম্ম? কি ক'রে জব্দ কর্‌তে হয়, ছাখ্‌। ছুঁড়ী খুব বাধারে!

মন্মথ। ও কি ক'রেছে?

শ্যামা। ঐ হীরু বাবুকে দিয়ে জমাদারের বেটী বার কর্‌তে ব'লেছে।

মন্মথ। বটে! এখনি খুন হ'য়ে যেতো। ফুলী কোথায় ডাক্‌ তো।

[উভয়ের প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

উপেন্দ্র বাবুর বহির্ব্বাটী।

নীরদ ও হীরু ঘোষাল।

নীরদ। বটে! মোনা—মোনা—

(মন্মথের প্রবেশ)

মন্মথ। কি বল্‌ছ?

নীরদ। পাজী, ভেতুড়ে, তুই হীরু ঘোষাল ম'শায়ের সঙ্গে লাগিস্‌?

হীরু। না না, নীরো বাবু—যেতে দাও।

নীরদ। দূর ক'রে দেবো—জুতো মেরে দূর ক'রে দেবো!

(পত্রহস্তে শৈলেন্দ্রের প্রবেশ)

শৈলেন্দ্র। কি ক'চ্ছিস্‌ নীরো—কি ক'চ্ছিস্‌?

নীরদ। দেখুন দেখি—সে দিন শেমোকে শিখিয়ে দিলে, শেমো ক্ষেপা কুকুরে কামড়েছে ব'লে ঘেউ ঘেউ কর্‌লে, ব্রাহ্মণ ছাতাচাদর ফেলে পালালো! আজ বাবার অসুখ শুনে দেখ্‌তে আস্‌ছেন, দরোয়ানকে দিয়ে মা'র খাওয়ালে!

শৈলেন্দ্র। কি, হীরে দেখ্‌তে এসেছে? ঘর ভাঙ্‌তে এসেছে? মোনা, বেশ ক'রেছিস্‌। (হীরু ঘোষালের প্রতি) পাজী বেটা, ফের যদি বাড়ী ঢুক্‌বি—জুতিয়ে তাড়াবো। ছুঁচো বেটা, বেশ্যা-বাড়ী ব'সে শিবু উকীলের সঙ্গে পরামর্শ করো, আর যার খাও, তার বুকের উপর ব'সে দাড়ি ওপড়াও! আমি মাসোহারা দিই, তাই সংসার চলে, আর আমার সঙ্গে লাগো?

হীরু। কেন ছোট বাবু, আমার তো সে ধর্ম্ম নয়, আমি তো আপনাদের হিত বই অহিতে নাই!

শৈলেন্দ্র। ফের পাজী, মোনা—মার্‌ গালে থাবড়া!

হীরু। অত রাগ কেন—অত রাগ কেন, আমি নীরো বাবুর কাছে এসেছিলুম, তা আমি যাচ্ছি, আমি যাচ্ছি। আমি ভালর বই মন্দে নেই। বিনা অপরাধে অপমান ক'ল্লেন, তা করুন।

শৈলেন্দ্র। তবে রে পাজী! এ চিঠিতে কি লিখ্‌ছে? তুই ঘরের বউ বা'র ক'র্ত্তে পারিস্‌।

নীরদ। কি—কি—কিসের চিঠি?

হীরু। বুঝি কুমুদ কি চিঠি লিখেছে; তার আমার উপর রাগ, বুঝি আমার নামে কি লাগিয়েছে!

শৈলেন্দ্র। কি লাগিয়েছে? শিবু উকীলের সঙ্গে তারে জোটাতে চাও?

নীরদ। তাই বেশ্যার চিঠি প'ড়ে, আপনি ওকে অপমান ক'চ্ছেন?

শৈলেন্দ্র। নীরে, মুখ সাম্‌লা।

নীরদ। কিসের মুখ সামলান? বাড়ীতে বেশ্যা আন্‌বেন, বেশ্যার কথায় বাড়ীতে ভদ্রলোকের অপমান ক'র্‌বেন! যান হীরু বাবু, আপনি আমার ঘরে বসুন গে।

হীরু। না—না—আমাকে নিয়ে গণ্ডগোল কেন, আমাকে নিয়ে গণ্ডগোল কেন?

শৈলেন্দ্র। নীরে, দেখ্‌, মেজ্‌দার মুখ চেয়ে অনেক সহ্য ক'রেছি, জুতিয়ে তোর মুখ ছিঁড়ে দেবো।

নীরদ। সে পারেন পাঁচশো বার, আপনি গুরুলোক; কিন্তু তাই ব'লে আপনি একজন ভদ্রলোককে অপমান ক'রে তাড়াতে পারেন না, আপনার একলার বাড়ী নয়।

শৈলেন্দ্র। এক্‌লার বাড়ী নয়—তোর বাড়ী, দেখি তুই কি ক'রে হীরেকে রাখিস্‌? মোনা, বেটার হাত ধ'রে বার ক'রে দে।

নীরদ। ওঃ! তাই তো বলি, ভেতুড়ের এত আস্পর্দ্ধা

হ'লো কি ক'রে? আপনিই সব শিখিয়ে শিখিয়ে দেন?

শৈলেন্দ্র। শিখিয়ে দিই—খুব করি। (হীরু ঘোষালের প্রতি) বেরো শালা—দরোয়ান—দরোয়ান—

নীরদ। দরোয়ান ডাক্‌বেন না, দরোয়ান আমাদেরও মাইনে খায়। হীরুবাবু, বাবার বৈঠকখানায় গিয়ে বসুন।

শৈলেন্দ্র। বেরো বেটা—

(হীরু ঘোষালের হস্ত ধরিয়া আকর্ষণ)

(নীরদের মাঝে পড়িয়া হাত ছাড়াইয়া দেওন)

(শৈলেন্দ্রের ক্রোধে নীরদকে প্রহার)

মন্মথ। (মাঝখানে পড়িয়া) ছোট বাবু—ছোট বাবু, মেসো ম'শায়ের বড় অসুখ!

[অপ্রতিভ হইয়া শৈলেন্দ্রের প্রস্থান।

হীরু। নীরো বাবু, অপরাধ কি জানেন? উনি পাঁচ হাজার টাকার হীরের ঝাপ্‌টা কিনে দিচ্ছিলেন, তাতে প্রতিবন্ধক হ'য়েছি।

মন্মথ। কি ঘোষাল মশায়, তা কার্য্যসিদ্ধি ক'রেছেন!

নীরদ। কি মন্মথ বাবু, দু'ঘা মার্‌বার জন্য দাঁড়িয়ে আছ না কি? না তুমিই হীরু ঘোষালকে বাড়ী থেকে বার ক'রে দেবে?

মন্মথ। আজ্ঞে না, আমার এত বড় কি আস্পর্দ্ধা; আমি বড় মাকে প্রণাম ক'রে চ'লে যাব।

হীরু। মন্মথ বাবু, কথাটা বেইমানি কথা হয়। আপনি নীরো বাবুর মাস্‌তুতো ভাই, নীরো বাবুর মা আপনার মাসী; বড় বউ ঠাক্‌রুণ তো আপনার কেউ নন; তবে যদি তাঁর সম্পত্তির লোভ থাকে, খোষামোদ করেন, সে অন্য কথা। ব'ল্‌তে হয় 'মাসীকে ব'লে চ'লে যাবো!' আর যাবেনই বা কোথা? বড় ভাই রাগ ক'রে একটা কথা বলেছে, তাতে কি অমন কাটান ছিটেন ক'রে জবাব দিতে হয়?

মন্মথ। মশায়, চুপ কল্লেন কেন?—আর একটু উপদেশ দিন্!

হীরু। না না—তুমি ছেলেমানুষ, উপদেশের কথা বল্‌তে হয় বই কি—উপদেশের কথা বল্‌তে হয় বই কি?

মন্মথ। নীরো দাদা, আপনাদের অন্নে আমি মানুষ, যখন আপনার অপ্রিয় হয়েছি, আপনার পায় ধূলো নিয়ে চলে যাবো। কিন্তু একবার বুঝে দেখ্‌বেন, মেজো মেসো ম'শায়ের এই সঙ্কট ব্যামো, ঘোষাল মশায় মাঝে থেকে কতদূর হ'য়ে গেল!

নীরদ। হুঁ—তুমি লেখাপড়া শিখেছ, তোমায় লোকে সুবুদ্ধি বলে, তোমার পরামর্শ নেব বই কি?—বলো—আর কি বল্‌বে?

মন্মথ। নীরো দাদা, যদি হেতায় থাক্‌তুম—বল্‌তুম। আপনি জুতো মার্‌লেও নিরস্ত হতুম না। কিন্তু, বোধ হয়, আপনার কোন বিশেষ কার্য্যে আমি বাধা দিচ্ছি, নইলে অত বিরক্ত আমার উপর হ'তেন না। কিন্তু অনেক সয়েছেন, এইটি ভিক্ষা চাচ্ছি,—মেসো ম'শায়কে দেখ্‌বার জন্য একজন চাকরেরও তো দরকার, যে ক'দিন না উনি আরাম হন, আমি রাত্রে এসে ওঁর কাছে থাক্‌বো।

হীরু। তুমি থাক্‌বে না—তুমি যাবে কোথা? সব দিক্ দেখ্‌বে শুন্‌বে কে?

নীরদ। বটে তো? আসুন ঘোষাল ম'শায়, কথাটা কি, শুনি।

[উভয়ের প্রস্থান।

মন্মথ। মোনা বাবু, একটু ফ্যাঁসাদে প'ড়েছ? দুনিয়া আছে, খেতে পাবে,—ভেবো না। তবে এই,—বড় মাকেই বা কি বলি, আর মেসো ম'শায়ের ব্যামো দেখেই বা কি ক'রে যাই? বড় মাকে বলা হবে না, তা' হ'লে হীরে ঘোষালের বাবা হ'বো, আমার জন্য বড় মা আপনি পৃথক্ হবে। পেটের ছেলে থাক্‌লে এতটা টান হ'তো কি না—জানি নে। ইস্, চোখ্ দিয়ে জল আন্‌তে জানে! কিছু ঠিক হ'লো না।

(ফুলীর প্রবেশ)

ফুলী। মোনা বাবু, আমায় ডেকেছ?

মন্মথ। হাঁ, তুই হীরু ঘোষালকে দরোয়ান দিয়ে মার খাইয়েছিস্?

ফুলী। হাঁ।

মন্মথ। দেখ্, তোরে আমি ভালমানুষ জান্‌তুম, তুই তো ভারি বজ্জাত! হীরু ঘোষালের সঙ্গে লাগ্‌তে গেলি কেন?

ফুলী। তুমি যে [illegible] বোবাকে বাড়ী থেকে তাড়াতে চাও?

মন্মথ। [illegible] কে [illegible]—[illegible] ব'লেছে বুঝি?

ফুলী। না।

মন্মথ। [illegible] ক'য়েছিল?

ফুলী। [illegible] তোমার কাছে মিছে কথা ক'বো না।

মন্মথ। আমি তাড়াতে চাই, তা তোর কি?

ফুলী। তুমি যা চাও, তা আমি করবো, তা জানাই করো আর যাই করো।

মন্মথ। তোর পেটে পেটে এত, তা আমি জানতুম না; ভালমানুষটির মতন থাকিস্!

ফুলী। জানবে কোথেকে—তুমি তো আমাদের ঘরে জন্মাও নি! আমি সাপের ছানা, বিষ-দাঁতও উঠেছে—টের পেয়েছি। কিন্তু আমি কামড়াবো না। পারি যদি, কেউ কামড়ালে বিষ তুলে নেবো।

মন্মথ। আ মর্ ছুঁড়ি, তোর সব দুর্ব্বুদ্ধি জন্মেছে!

ফুলী। ম'র্‌বো—তা দেখ্‌বে—কেমন ক'রে মরি।

মন্মথ। তুই যে বড় ম'র পায়ে ধ'রে, আমার সাম্‌নে ধর্ম্ম সাক্ষী ক'রে ব'লেছিস্ যে, কুপথ-গামী হবি নি?

ফুলী। তা তো হবোই না। তবে সাপের স্বভাব—ফণা ধরে—ফোঁস্ করে—না কামড়ালেই তো হলো?

মন্মথ। তুই অমন বুদ্ধি করিস্ তো আমার কাছে আসিস্ নি।

ফুলী। অমন বুদ্ধিও ক'র্‌বো, তোমার কাজ ক'রেও বেড়াবো।

মন্মথ। আর তোকে আমার কাজ ক'র্‌তে হবে না, দূর হ'—

ফুলী। দূর ব'ল্লেই কি দূর হব?—তা হব না।

[ফুলীর প্রস্থান।

মন্মথ। তর মা ঠিক বলে, ও পাগল বটে! দুর্ব্বুদ্ধি কি ব'লে! ওর কি মন-টন খারাপ হ'য়েছে? এ দিকে তো চমৎকার [illegible], চমৎকার লেখে! বড় মা বলেন—ও [illegible] মেয়ে বটে, কিন্তু ও নির্ম্মল, ও ছেলেবেলা থেকে পাগ্‌লেটে, যা মুখে এলো ব'লে গেল!

[ডাক্তারের প্রবেশ।

ডাক্তার। [illegible] ওহে—আর কি [illegible]? তোমার মেজো ম'শায় সেরে উঠেছেন। আমি তোমায় বলেছিলুম, তোমার ফুলে সব ঠিক হয়ে যাবে।

মন্মথ। [illegible]—আর কোন ভয় নাই?

ডাক্তার। না হে না, ও তোমার সাহেব ডাক্তারে বলে—apoplexy—হেন-তেন,—ও একটু মাথা গরম হ'য়েছিল, আর কিছু নয়। আর তুমি তো জানো, অত অত কেসে তো বেশ diagonosis করো; মেজো ম'শায়ের বেলা সাহেবের কথায় ভড়কে গেলে কেন হে? তবে একটু ঠাণ্ডা রেখো, এখনি আবার ভেড়ে বিষয়কর্ম্মে না লেগে যান।

মন্মথ। আর কোন ভয় নাই?

ডাক্তার। No—no—no—

[ডাক্তারের প্রস্থান।

মন্মথ। যাক্—একটা সমিস্তে কাট্‌লো, এখন বড় মার হাত ছাড়াতে পার্‌লে হয়।

[প্রস্থান।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক।

উপেন্দ্রের অন্তঃপুর।

বিরজা ও তরঙ্গিণী।

তর। দিদি, তুমি নীরেকেই দোষো, আজ ছোট-বাবু নীরেকে মেরে হাড় ভেঙে দিয়েছে। অপরাধ এই—বামুনের ছেলে বাড়ীতে এসেছে, উনি ওঁর মেয়েমানুষ কি চিঠি লিখেছে, সেই রাগে তাকে জুতো মেরে বাড়ী থেকে বা'র ক'রে দেবেন। নীরে দোষের মধ্যে ব'লেছে,—"বাড়ীতে এসেছেন, অপমান ক'চ্চেন কেন?" এই নীরেকে ধ'রে চোরের মা'র!

বিরজা। চোরের মা'র নয়, আর এক মুখে যা শুনেছ, তাও নয়। হাজার হোক্ খুড়ো, তা'র খাতির বেশী, না ঐ ঘরজালা বামুনের খাতির বেশী?

তর। তুমিই এক মুখে শুনে বলছ,—ঘরজালা বামুন নয়, ঘরজালা সোনা,—ঐ তো সব জানাজানি কচ্চে।

বিরজা। ঐ ভাগাভাগি ক'চ্ছে? কথাটা যখন তুল্লে, তখন বলি,—এই নীরে আজ ক'দিন ধ'রে ঠেসিয়ে ঠেসিয়ে কথা বলছে, আজ তো শুনলুম —"ভেতুড়ে টেচুড়" যাচ্ছেতাই ব'লে গলাধাক্কা দিয়ে বিদেয় ক'রতে চায়।

তর। তাই এসে তোমায় লাগিয়েছে বুঝি? ও ঝাড়ই এক আলাদা।

বিরজা। ও ঝাড় কি, তা তুমিই জানো, কিন্তু মোনা লাগাবার ছেলে নয়।

তর। নীরে ব'লেছে,—'ও বাড়ীতে থাকলে আমি বাড়ীতে থাকবো না।'

বিরজা। সে নীরে বুঝুক! ওকে যে ভেতুড়ে বলবেন—তাড়াবেন, সে আমি থাকতে হবে না। বড়কর্ত্তা ওকে এনেছিল, ও বড়কর্ত্তার খায়—বড়কর্ত্তার বাড়ীতে থাকে। ও নীরের ভেতুড়ে নয়।

তর। ওঃ! তোমার যে মার চেয়ে দরদ! আমার বোনপো, আমি এনেছিলুম, আমি যদি এখন না রাখি, তা বড়কর্ত্তারই কি, আর তোমারই কি?

বিরজা। বোনপো তোমার বটে, কিন্তু ছেলেবেলা থেকে তুমি ওকে নখে মারো। নীরে পড়া পারতো না, স্কুল পালাতো, ও সব বলতো ব'লে সেই ইস্তক তোমাদের রাগ। এই যে মেজঠাকুরপোর অসুখে প্রাণমন উৎসর্গ ক'রে সমস্ত রাত জাগলে, সেটা হলো না—আর ও হলো ঘরভাঙ্গা!

তর। তুমি বড় কেঁটিয়ে শোনাও।

বিরজা। আমি কেঁটিয়ে শোনাই না—হক্ কথা বলি।

তর। হক্ কথা নয়—এক-চখো কথা কও। ওর টিপ্ নিতে ছোটবাবু নীরেকে মেরে হাড় ভেঙ্গে দিলে, আর মোনা হ'ল ওঁর সো।

বিরজা। এক-চখো কথা কয়ে থাকি—কয়েছি, আর কথা বাড়াস্‌নে।

তর। কথা বাড়াবাড়ি কি? ছোটবাবু যে মাতলামো করবেন, ধ'রে মারবেন, আর মোনা তারে রোজ রোজ টোয়াবে, আর তুমি মোনাকে আগলে প'ড়বে, এ কেন সইব গা?

বিরজা। কি—হ'য়েছে কি, কথাটা কি শুনি? ছোটবাবুর সঙ্গে পৃথক্ হবে? তা হও—মোনার কথা নিয়ে থেকো না।

(সরোজিনীর প্রবেশ)

সরো। ও দিদি—তোমার পায়ে পড়ি গো—তোমাদের পায়ে পড়ি গো!

বিরজা। নে নে সর্। (তরঙ্গিণীর প্রতি) পৃথক্ হ'তে চাও, পৃথক্ হও; হাঁড়ি আলাদা হয়, ভেয়ে ভেয়ে মুখ দেখাদেখি না থাকে, সে তোমরা বোঝ গে,—আমায় দেখিও না, আমার টানাটানি কি?—সংসারটা বজায় থাকতো এই, না থাকে—আমার হাত কি?—ব'লতে এসেছ—তোমার নীরেকে মেরে হাড় ভেঙ্গে দিয়েছে,—রাগের মাথায় একটা গায়ে হাত তুলেছে, সেইটে শুনে আর নীরে যে চোপা ক'রেছে, নীরে ফাঁক পেড়ে কথা কয়েছে, যে হারে ঘোষাল তোমার ঘরে আসে নি, দরোয়ান একা তোমার মাইনে খায় না,—এ সব দেইজ্গিগিরি কথা শোনানি, এ সব দাবোনি, ছেলেকে একটা কথা ধমকে বলতে পারোনি,—মোনাকে তাড়াতে এসেছ—আর বখ্‌রা ক'রতে এসেছ? তা ভাগ-বখ্‌রা ক'রতে চাও—ভাগ-বখ্‌রা করো, আমারও ভাগ-বখ্‌রা ক'রে দিয়ো। তুমি ক'দিন ধ'রে খালি ছোট বাবুর দোষই দেখাচ্চ! জোয়ানকি বয়সে মদ খায়, একটা কাজ ক'রে ফেলেছে; যদি তোমারই ছেলে ক'রতো, তা হ'লে সইতো,—এ দেওর, তাই তোমার সইছে না।

তর। তুমি বড্ড কেঁটিয়ে বলো, কেন গা—কিসের এত কাঁট্‌ক্যাটানি? ছোটবাবু না হ'লে সংসার না চলে, না চলুক, তোমার মেজ দেওর ব'লে আমাদের মা-পোকে বা'র ক'রে দাও, আর তোমার মোনা আঁটকুড়ো ঘরের পো হ'য়ে থাকুক।

সরো। ও দিদি!—ও দিদি, তোমাদের পায়ে পড়ি।

বিরজা। নে—থাম্ ছুঁড়ি! (তরঙ্গিণীর প্রতি) কি বল্লি—কি বল্লি—মায়ে-পোয়ে চ'লে যাবে?

তর। যাব না তো কি? রাত দিন কে সইবে? আর তোমারই এত ঠেসিয়ে ঠেসিয়ে কথা কিসের? অত কথার আমি এলেকা রাখিনে।

বিরজা। মেজো বউ, বুঝলুম, আর মুখের ঝগড়ার কথা নয়; ঘর ভাঙ্গলো তো ভাঙ্গুক। তোমার যখন আমার সঙ্গেই বনচে না, আমার আর বনানর দরকার নাই; ওঁদের ভেয়ে ভেয়ে

একত্রে থাকুন্ আর ভিন্ন হোন্, আমায় ভিন্ন ক'রে দাও।

। বলি সে ভিন্ন ক'র্‌বার কর্ত্তা তো আর আমি নই।

বিরজা। তুমি বই আর কে? ওদের দু'ভেয়ের তো নিতাই উকীল এসে মিটমাট ক'রে দিচ্ছিল, তোমার তর সচ্চে না! আমি বকাবকি কর্‌তে চাইনে, যা ভাল হয় ভাই—তোমার ভাতারকে ডেকে করো।

তর। এর আর ভাল মন্দ কিসের? ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই—আছেই। ছোটবাবু মার্‌বেন, মাত্‌লামো ক'র্‌বেন, ভদ্রলোক বাড়ী এলে তারে অপমান ক'রে তাড়াবেন, আমি বলি গে যে বড়গিন্নীর হুকুম, এ সব স'য়ে থাক্‌তে পারো—থাক্‌বে, নইলে যে যার পথ দেখ। ও মা, এত কিসের গা?

বিরজা। যা ক'র্‌তে হয় করিস্, একদিনে পালাবে না, সবে ব্যামো থেকে সেরে উঠেছে, একটা কিচিকিচি ক'রে ব্যামোটা বাড়াস্‌নি—ভিন্ন হ'তে চাস্—আমি ব'লে ভিন্ন ক'রে দেবো, দু'দিন সবুর কর্।

তর। উঃ, কত দরদ!

[প্রস্থান।

সরো। হ্যাঁ দিদি—তোমরা ভিন্ন হবে?

বিরজা। না না—তুই এ সব কথা কিছু ছোটবাবুকে বলিস্‌নি।

সরো। আমি ব'ল্‌বো—আমি তোমাদের দাসী; দিদি! আমি তোমাদের পায়ে পায়ে থাক্‌বো। দিদি, ছোটবাবু সংসারের কিছু জানে না, আমিও কিছু জানিনি; তুমি নীরোকে বোঝাও, আমাদের যেন ভিন্ন ক'রে না দেয়। আমি ছোটবাবুর পায়ে ধ'রে বল্‌বো, নীরোকে কখনও আর কিছু ব'ল্‌বে না।

বিরজা। না—না,—যা—আমি নীরোকে ব'ল্‌বো, তুই কাঁদিস্‌নি।

সরো। (পদধূলি গ্রহণ)

বিরজা। জন্ম-এয়ো হও, ব্যাটা কোলে ক'রে রাজরাণী হ'য়ে ঘর-ঘরকন্না করো।

[সরোজিনীর প্রস্থান।

ছোঁড়া-ছুড়ী দু'জনেই সংসারের ভালমন্দ কিছুই জানে না।

(মন্মথের প্রবেশ)

হ্যাঁরে মোনা, নীরে না কি তোকে ভেতুড়ে ব'লে বাড়ী থেকে বেরিয়ে যেতে ব'লেছিল?

মন্মথ। কে বল্লে বড় মা? নীরো'দা রাগ্‌লে অমন কত কি বলে, আমিও কত কি বলি! বড়মা, আমার এই টাকা ক'টা রাখো। (নোট প্রদান)

বিরজা। হ্যাঁরে, তুই টাকা কোথা পাস্? জলপানি থেকে জমাস্ না কি?

মন্মথ। না—না

বিরজা। এ যে দু'হাজার টাকার দু'খানা নোট দেখ্‌ছি! কোথায় পেলি?

মন্মথ। কেন, বড় মা—আমি যে ফুলের বাগিচা ক'রেছি, ফুল বেচি, সাহেবেরা খুব পছন্দ করে, খুব দাম দিয়ে নেয়।

বিরজা। তা এ টাকা আমার কাছে রাখ্‌ছিস্ কেন? ব্যাঙ্কে জমা দে না, সুদ পাবি।

মন্মথ। সে এখন ব্যাঙ্কে কোথায় রাখ্‌বো; আমার চাক্‌রী হয়েছে, বড় মা!

বিরজা। কোথা?

মন্মথ। বিদেশে—আমি যাব।

বিরজা। বিদেশে—কোথা যাবি? বুঝেছি—বুঝেছি—নীরের কথায় অভিমান ক'রেছিস্ বুঝি?

মন্মথ। না—বড় মা!

বিরজা। দেখ্ মোনা—আমার সঙ্গে মিছে কথা ক'স্‌নি। খবরদার, যেতে পাবি নি, তুই কেন অভিমান করেছিস্? তুই কি ওদের খাস্, না ওদের বাড়ীতে থাকিস্? আমি তোর মা। তুই আমার কাছে থাকিস্। আর রাগ ক'রে যে বেরিয়ে যেতে চাচ্ছিস্, আমি বুড়ো মানুষ, যদি ব্যামো-স্যামো হয়, কে দেখ্‌বে? ওদের তো সব ভাগবখ্‌রা হ'তে চ'ল্লো। আমায় দেখ্‌বে শুন্‌বে কে? নে—নে—তুই রাগ্ করিস্ নি।

মন্মথ। বড় মা, তুমি যে আমার মা, তা কি আমি আজ জানি? আমার মা বেঁচে থাক্‌লে এত স্নেহ কর্‌তেন কি না জানিনে। যেথায় থাকি, এক দণ্ড কি তোমার খোঁজ না নিয়ে থাক্‌বো আমি? আমার মনে হয়, মা ভগবতীর মূর্ত্তি

তোমার মূর্ত্তি; তোমার প্রণাম ক'রে যে কাজে যাই, সেই কাজ আমার পূর্ণ হয়।

বিরজা। নে নে ছোঁড়া, ট্যাপর ট্যাপর কথা রাখ, তোর কিসের অভিমান?

মন্মথ। বড় মা, এদের সংসার ভাঙ্‌বে। তুমি আমার রেখে কেন লোকের কাছে দোষী হবে? তোমার নামে যদি কোন কথা শুন্‌তে হয়, আমার বুকে বজ্রাঘাত হবে। তুমি আমার মানা ক'রো না। তুমি আজই বুঝ্‌তে পার্‌বে, কতদুর কি হয়েছে। তুমি পা'র ধূলা দাও, তুমি ভেবো না, আমি যেখানে থাক্‌বো, তোমার পা'র ধুলোতে আমি রাজরাজেশ্বর হব।

(পদ-ধূলি গ্রহণ)

বিরজা। আচ্ছা, তুই যা'স্, যাবি। আজ কিছু করিস্ নে, আমি কাল যা হয় তোকে বল্‌বো।

(মন্মথ গমনোদ্যত)

দেখিস্, আমার দিব্যি, কোথাও যাস্‌নি।

[উভয়ের উভয় দিকে প্রস্থান।

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক।

পথ।

হীরু ঘোষাল ও ভৈরবা।

হীরু। ভৈরবা, তুই এক কাজ কর্‌তে পার্‌বি?

ভৈরবা। খুব পার্‌বো, আমি এখন খুব সেয়ানা হয়েছি।

হীরু। আমার মাচার সব লাউ পাড়্‌তে পার্‌বি?

ভৈরবা। খুব পার্‌বো, আমার হাত খুব সাফাই আছে।

হীরু। আমার মাচাটা ভেঙ্গে দিতে পার্‌বি?

ভৈরবা। খুব পার্‌বো, তিন নাড়ায় ভাঙ্‌বো।

হীরু। পার্‌বি বল্‌ছিস্—মেজোবাবু তোরে যে বক্‌বে?

ভৈরবা। তাই তো, তার একটা হদিশ্ করো।

হীরু। তুই পার্‌বি নি।

ভৈরবা। খুব পার্‌বো, তুমি বল কেন্না।

হীরু। তোকে যখন মেজোবাবু বল্‌বে—"মাচা কে ভাঙ্‌লে?" তুই বল্‌বি—"ছোট বাবু হুকুম দিয়েছে।"

ভৈরবা। কই, ছোট বাবু তো হুকুম দেন নাই?

হীরু। ছোট বাবু হুকুম দিলে বৈ কি! শুন্‌লিস্ নি? এই বেটা বকুনি খেয়ে মর্‌বে!

ভৈরবা। অ্যাঁ—ছোট বাবু হুকুম দিয়েছে?

হীরু। দিলে না? তোর সাক্ষাতে এই যে এইমাত্র হুকুম দিয়ে গেল?

ভৈরবা। ছোট বাবু হুকুম দিয়েছে, ঠিক্ বল্‌ছ?

হীরু। ছোট বাবুর যে লাউ খেতে ইচ্ছা হয়েছে রে?

ভৈরবা। দাও তবে, তোমার মাচা ওজড় করি।

[উভয়ের প্রস্থান।

সপ্তম গর্ভাঙ্ক।

উপেন্দ্রের অন্তঃপুর।

উপেন্দ্র, তরঙ্গিণী ও নীরদ।

উপেন্দ্র। তোমাদের মতলবটা কি?—বাড়ী ছেড়ে পালাবো—কি ক্ষেপে গিয়ে ধেই ধেই ক'রে নাচ্‌বো—না ভাইকে খুন ক'রে ফাঁসী যাব? কি হ'লে ভাল হয় বল—তাই ক'চ্ছি।

তর। তুমি ভাইকেই বা খুন কর্‌বে কেন—ন্যাংটো হয়ে না'চ্‌বেই বা কেন? আমাদের মায়ে-পোয়ের একটা ব্যবস্থা ক'রে দাও। ভাল কথা নেই, মন্দ কথা নেই—দিদি মুখ-ঝাম্‌টা দেবেন, আঁত জ্বালিয়ে কথা ক'বেন যে, ভাতারকে নিয়ে ভিন্ন হবি। তোমার ভাই আস্‌বেন হম্‌কে হম্‌কে মার্‌তে, তিনি মদ খাবেন, নাচ্‌বেন, খান্‌কী আন্‌বেন, আমার এই বউটিকে আজ বাদে কাল আন্‌বো মনে কচ্ছি। এর ভেতর আমরা থাক্‌তে পা'র্‌বো না, এ তুমি ভালই বল, আর মন্দই বল।

উপেন্দ্র। নীরো বাবু, তোমারও ওকালতী কি তোমার গর্ভধারিণী ক'চ্ছেন?

নীরদ। কেন ম'শায়, আমি তো কিছু বলি নাই। মা'র খেয়েছি, লেগেছে, মার কাছে এসে ব'লেছি, এই অপরাধ আমার—এতে আপনি যা বলেন। ব্রাহ্মণ আপনাকে দেখ্‌তে এসেছেন, তাঁকে উনি একটা বেস্তার কথায় অপমান ক'র্‌বেন, দরোয়ানকে দিয়ে বাড়ী থেকে বা'র ক'রে দেবেন, আমি একটা কথা ক'য়েছি, এই অপরাধে মা'র।

কোন অপরাধ কয়্তুম, উনি শাসন ক'র্‌তেন, তাতে মাথা তুলে কথা কইতুম, উনি মা'র্‌তেন ধ'র্‌তেন,যা ক'র্‌তেন—আমি সইতুম। এ চাকর-নফরের সাক্ষাতে বিনা দোষে অপমান কর্‌বেন?

উপেন্দ্র। এ আর্জ্জি শুনেছি, এ অর্জ্জি শুনেছি, এখন আমায় কি কর্‌তে হবে, সেইটে বলো। এই তো আমি মরণাপন্ন, তোমাদের দয়া নাই, ধর্ম্ম নাই, তা ভাল, কি কর্‌তে হবে বল।

তর। তা বেশ তো, তুমি সারো না—আমি না হয় ছেলেকে নিয়ে বাপের বাড়ী যাই, এমন কি লোক যায় না? এখানে থেকে রোজ কচ্‌কচি, তুমিও বেজার হও।

উপেন্দ্র। হ্যাঁ, আমায় শান্তিতে রেখে চ'লে যাবে—সোজা মীমাংসা ক'রেছ, তার পর বাড়ী ঘর-দোর বখ্‌রা হ'য়ে, মাঝে পাঁচিল উঠ্‌লে আস্‌বে।

তর। ভাগ-বখ্‌রা হয়, বাড়ীর ভেতর পাঁচিল ওঠে, তার সঙ্গে আমার সুবাদ কি? আমি বারোমাস ত্রিশদিন এই খোঁটা খেয়ে থাক্‌বো, তা পার্‌বো না।

নীরদ। আপনার অসুখ ব'লে সব কথা বলি নাই।

উপেন্দ্র। খুব অনুগ্রহ, সকল কথা খুলেই বল।

নীরদ। ছোটবাবু ভৈরবাকে হুকুম দিয়ে ঘোষাল ম'শায়ের লাউ-মাচা ভেঙ্গে লাউ পেড়ে আনিয়েছেন, ব্রাহ্মণ কাঁদতে কাঁদতে এসেছিল; আমি আর কি ব'ল্‌বো!

উপেন্দ্র। কেন, ট্রেস্‌পাসের নালিস ক'র্‌তে বলো না।

নীরদ। আপনি আমার উপরেই রাগ ক'চ্ছেন, তা কি ব'ল্‌বো।

(শৈলেন্দ্রের প্রবেশ)

শৈলেন্দ্র। মেজ্‌দা, দেখুন, আপনার ব্যামো ব'লে কোন কথা আমি আপনাকে জানাই নাই। নীরো রটাচ্ছে, আমি ভৈরবাকে হুকুম দিয়ে হীরু ঘোষালের লাউ-মাচা ভাঙ্গিয়েছি; ভৈরবা তার হাঁড়ি নষ্ট ক'রেছে, এ সব কি বলুন?

উপেন্দ্র। আমি আর কি বল্‌বো বল? আমার ব'ল্‌বার আর কিছু নাই।

(বিরজার প্রবেশ)

বিরজা। থাক্—থাক্, আজ ও সব কথা থাক্ না শৈলেন! মাচা ভেঙ্গেছে, খুব ক'রেছে; ও যা পারে করুক্ গে। হীরু ঘোষাল ভৈরবাকে আপনি সঙ্গে ক'রে নে গিয়ে মাচা ভাঙ্গিয়েছে।

তর। দিদি, হাত গোণো না কি—না যোন্মা ব'লেছে।

উপেন্দ্র। কেন, থাক্‌বে কেন? সব মীমাংসা আজই ক'চ্ছি। শুন্‌ছি নাকি তুমিও তোমার সব বুঝে প'ড়ে নিতে চাও?

বিরজা। তুমি ঠাণ্ডা হও; সে কথায় পিঠে কথা একটা হয়ে গেছে।

উপেন্দ্র। কেন, কথার পিঠে কথা কেন? যখন মিট্‌ছে, তখন সব দিক্ মিটে যাক্।

শৈলেন্দ্র। নীরদ, তোমার কাছে কি অপরাধে অপরাধী আমি যে, এই অপবাদটা রটাচ্ছ? কত বড় কথাটা বল দেখি?

নীরদ। বড় ছোট কথা তো আমি জানি নি, যা সত্যি, তা বলেছি।

শৈলেন্দ্র। তুই ভারি পাজী! আমার কি কর্‌বি মনে ক'রেছিস্? পৃথক্ ক'রে দিবি—দে। অত ফন্দীফান্দা ক'চ্ছিস্ কেন?

বিরজা। থাম্ না শৈলেন!

শৈলেন্দ্র। থাম্‌বো কি গো? শুন্‌ছি, হীরু ঘোষালকে ব'লে দিয়েছে, পুলিসে নালিশ কর্‌তে!

উপেন্দ্র। হ্যাঁ নীরদ?

নীরদ। উনি এখন কত রকম বল্‌বেন! উনি আমার নামে কি না ব'ল্‌ছেন!

শৈলেন্দ্র। কি কি, তোর নামে কি কি ব'লেছি বল্?

নীরদ। আর কি ব'ল্‌বেন? বাবা কবে মর্‌বেন, আমি টাঁক্‌ছি, আমি কার সঙ্গে ইসারা করি! আর কি ব'লে সন্তুষ্ট হ'ন—হোন। আমি সত্য-পথ ধ'রে আছি, আমি তাতে ভয় করি না।

শৈলেন্দ্র। তোর আগাগোড়া মিছে।

নীরদ। আপনার মত অত শিক্ষা আমার নাই।

শৈলেন্দ্র। দেখ্ ছুঁচো, জুতো খাবি।

নীরদ। দেখুন—আমার অপরাধ কি দেখুন।

উপেন্দ্র। দু'জনের কাছেই যোড় হাত ক'চ্ছি, স্থির হও। সব বুঝেছি, যাতে তোমাদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয়—তা ক'চ্ছি।

শৈলেন্দ্র। কেন মেজ্‌দা—আমার কি অপরাধ হ'ল?

উপেন্দ্র। অপরাধ কারো নয়—অপরাধ আমার!

এতদিন বুঝ্‌তে পারি নাই, তাই টানাটানি ক'রেছি; তা দেখ বাবা নীরদ, শৈলেনের সঙ্গে আমি প্রাণ ধ'রে পৃথক্ হ'তে পার্‌বো না, তুমিও এক ছেলে,—স্ত্রীপুত্রও ত্যাগ কর্‌তে পার্‌বো না। এতদিন শান্তিতে চ'লে এসেছে—তোমাদের ভাল লাগে নাই; মারামারি, দাঙ্গা, ফৌজদারী, হাইকোর্ট ক'র্‌তে চাও, তার উপায় ক'রে দিচ্ছি, প্রাণ ভ'রে ক'রো। দু' একদিন সবুর করো, আমার যা আছে, তা তোমার নামে লিখে দিচ্ছি; তার পর তোমরা খুড়ো-ভাইপোয় ভাগবথ্‌রা ক'রে নাও, আমায় ছুটি দাও।

বিরজা। কেন, তুমি অত ব্যস্ত হচ্ছ কেন? নিতাই তো ব'লে গেল, ভাগ-বথ্‌রা ক'রে দিচ্ছে। তোমার যে অসুখ বাড়্‌বে, স্থির হও না।

উপেন্দ্র। আর আমায় কারো দরদ ক'র্‌তে হবে না। দরদের আর দরকার নাই! আমার এ যন্ত্রণা আর সহ্য হবে না। বউদিদি, তোমায়ও বল্‌ছি, বিষয় রইলো, আমি সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছি নে; তোমার আপনার কড়াগণ্ডা বুঝে নাও।

বিরজা। সে আমার যা হয় ক'র্‌বো; যা যা—তোরা যা।

উপেন্দ্র। না—কেউ যেও না। শোনো নীরদ. ডাক্তারেরা হাওয়া বদ্‌লাতে যেতে ব'ল্‌ছে। বিষয় আমার স্বকৃত রোজগারের নয়, বিষয় পৈতৃক, তুমি ওয়ারিসান, তোমায় লেখাপড়া ক'রে দিয়ে যাচ্ছি। তুমি যা বোঝো,তাই ক'রো। আমার খাবার মত আমি রাখ্‌ছি, আর সব তোমায় দিচ্ছি। বড়বউদিদি, তোমারও কেয়ালো ক'রে নাও; না ক'রে নাও, তোমায় দিব্যি আছে।

বিরজা। ছিঃ! দিব্যি দিও না।

উপেন্দ্র। একশোবার দিব্যি দেবো; নাও, সব বুঝে সুজে নিয়ে আমায় ছুটি দাও। দাদা ছুটি নিয়ে গেছে, আমিও ছুটি নিয়ে যাবো। নাও নাও, বুঝে সুঝে নাও, এখনি নাও, দেরী ক'রো না। না নাও, সকলকে খুন ক'র্‌বো। আমায় পাগল পেয়েছ—আমায় নাচাবে মনে ক'রেছ? সে জো নাই, আমি শক্ত আছি।

বিরজা। দেখ্—দেখ্—কি সর্ব্বনাশ হয় দেখ্!

উপেন্দ্র। সর্ব্বনাশ হোক্—সর্ব্বনাশ হোক্, সকলের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হোক্। দাদা আমায় ব'লেছে—উড়িয়ে পুড়িয়ে দে, পথে পথে সব ভিক্ষে করুক্। দাদা—দাদা—শৈলেনকে দূর ক'রে দাও, আমার নীরোকে সব দিয়ে যাও। শৈলেন আমার কে? ভাই বই তো নয়!—ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই আছে। নীরে আমার আপনার, স্ত্রীপুত্র আপনার!

বিরজা। তোরা দেখ্‌ছিস্ কি?—শীগ্‌গির ডাক্তার ডাক্‌তে যা।

উপেন্দ্র। না না—ডাক্তার কেন—ডাক্তার কেন?—উকীল ডাকো—আমি নিজেই যাচ্ছি। বাড়ীর মাঝখানে পাঁচিল তোল, পূজোর দালান ভাঙ্—ভাঙ্—ভাঙ্—পাচ্ছিস্ নি! (মূর্চ্ছা)

(মন্মথের প্রবেশ)

মন্মথ। বড় মা, তুমি দাঁড়িয়ে র'য়েছ, এইটে হ'লো!

উপেন্দ্র। (উঠিয়া) বেশ হ'য়েছে—খুব হ'য়েছে—তোর কি—তোর কি!

মন্মথ। মাসীমা, ব্রাণ্ডীর বোতল কোথা? ইস্—নাড়ী যে ভারি ক্ষীণ! নীরো দাদা—শীগ্‌গির ডাক্তারকে খবর দিন—শীগ্‌গির ডাক্তারকে খবর দিন—

শৈলেন্দ্র। আমি যাচ্ছি—আমি যাচ্ছি—

[প্রস্থান।

মন্মথ। মেশো ম'শায়,—মেশো ম'শায়—একটু জল খান!

উপেন্দ্র। না না—জল খাবো না—জল খাবো না—এ বাড়ীতে জলখাওয়া আমার হয়েছে!

নীরদ। মন্মথ—মন্মথ!—মদ দিও না, মদ দিও না—আরো গরম হবে।

মন্মথ। না, নীরো দাদা, আমি কি কচ্ছি, আমি জানি, মেডিকেল কলেজ আমায় সে অধিকার দিয়েছে।

(ডাক্তার ও শৈলেন্দ্রের প্রবেশ)

বিরজা। ডাক্তার বাবু—ডাক্তার বাবু—সর্ব্বনাশ হ'য়েছে। বুঝি ক'জনে মিলে মানুষটাকে আমরা আছ্‌ড়ে মার্‌লুম। আহা! সংসার নিয়ে পাগল; আমরা ওরে চিরদিন জ্বালালুম, শেষে প্রাণ নিতে ব'সেছি!

ডাক্তার। ঠাণ্ডা হোন্, ঠাণ্ডা হোন্—দেখতে দিন।

শৈলেন্দ্র। নীরো, বাবা—তোর হাতে ধ'র্‌ছি, তুই সব ভুলে যা, দাদা বেঁচে উঠুক, তুই বংশের এক ছেলে, তুই সর্ব্বস্ব নিস্, আমায় হাততোলার উপর রাখিস্। বড় বৌদিদি, কি ক'র্‌লুম—কি ক'র্‌লুম—কেন ঝগড়া ক'রেছিলুম!

মন্মথ। আমি 30 drops ব্রাণ্ডী দিয়েছি।

ডাক্তার। আর এক ডোজ দাও, you have saved the patient's life. Terrible nervous weakness. একটু stimulant ক'রে যাও, collapse না হয়ে পড়ে। সকলে ঘর থেকে স'রে যান। এ ঘরে আপনাদের কারো অধিকার নাই। মন্মথ থাক্‌বে, আর আমি যে nurse পাঠিয়ে দিচ্ছি, সে থা'ক্‌বে।

শৈলেন্দ্র। হ্যাঁ ডাক্তার বাবু, ভয় নাই তো?

ডাক্তার। ভয় নাই আর কেন? রোগের চেয়ে তোমাদের ভয়! এই অবস্থায় খেয়োখেইয়ি ক'রে যেন মানুষটাকে না মারো, একটু ঠাণ্ডায় থাক্‌তে দাও।

বিরজা। বাবা, বল বল—প্রাণটা পাবে তো?

ডাক্তার। উপস্থিত তো বিশেষ ভয়ের কারণ দেখ্‌ছিনে। আর গোলযোগ কিছু না হয়।

উপেন্দ্র। ভয় নাই—ভয় নাই—ম'র্‌বো না,—ম'লে এত দেখ্‌বে কে? ভয় নাই—ভয় নাই—

ডাক্তার। ঘুমের ওষুধটো দিয়ো হে!

তৃতীয় অঙ্ক।

—:*:—

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

উপেন্দ্রের অন্তঃপুর।

উপেন্দ্র, বিরজা ও তরঙ্গিনী।

বিরজা। ডাক্তাররা ব'ল্‌ছে, তুমি বেড়িয়ে এস। তোমার প্রাণ থাক্‌লে সব বজায় থাক্‌বে। তুমি বেরিয়ে পড়, সংসারের যা হয়—হবে।

উপেন্দ্র। ডাক্তার তো ব'ল্‌ছে, কিন্তু আমি তো না নিশ্চিন্ত হ'তে পা'র্‌লে নয়! দাদার উইল-মতে তোমার বিষয়ের আমি একজিকিউটার। তুমি যেন আমাদের মায়ায় প'ড়ে, আমার হাত-তোলার উপর থেকে সংসারে বাঁদীর মতন খাটছো। কিন্তু আমি তো মনে-জ্ঞানে জানি, তোমার বিষয় তোমার, আমরা তার অধিকারী নই।

বিরজা। তোমার ঐ এক আজগুবি ভাবনা, আমার বিষয়ের আবার অধিকারী কে? আর কার সংসারে বাঁদীগিরি ক'চ্ছি? আমি হাতে তুলে দিলে তবে তোমরা খেতে পাও।

উপেন্দ্র। এই বোঝো; আমায় নিশ্চিন্ত হ'তে বল্‌ছো;—তুমি বিধবা মানুষ, তোমার এত টানাটানি কেন? তুমি এ সব ছেড়েছুড়ে দিয়ে তীর্থধর্ম্ম কেন কর না?

বিরজা। তা চলো, কোথা বেড়াতে যাবে, আমি তোমায় রেখে আসি।

উপেন্দ্র। আমায় রেখে আস্‌বে, আমার মন রেখে আস্‌তে পা'র্‌বে না। তুমি ঠিক অবস্থা বুঝ্‌তে পাচ্ছ না, তাই আমাকে বেড়াতে যেতে বল্‌ছ। আমি দেখ্‌ছি, নীরের বুদ্ধি ভাল নয়। শৈলেনে ওতে বনিয়ে থাক্‌তে পার্‌বে না। ও আইন শিখেছে, খালি আইন তোলে। আর হীরু ঘোষালকে যদি সত্যি শৈলেনের নামে নালিশ ক'র্‌তে ব'লে থাকে, এ কি তুমি সহজ মনে ক'চ্ছ?

বিরজা। তুমি শৈলেনের জন্যে ভেবো না। ও কুচুটেপনা জানে না; বয়েস-দোষে খারাপ হ'য়ে প'ড়েছে, শুধ্‌রে যাবে; অমন হয়। এই তোমার ব্যামোর ক'দিন একবার বিকেলে ঘুরে আস্‌তো, একদিনও মদভাঙ্ ছোঁয় নাই। আমার পায়ে ধ'রে কেঁদে ব'লেছে, দাদা যা করবেন করুন। ওর সরল প্রাণ, ও ব'লেছে—একটা ঝোঁকে প'ড়েছি, কাটাতে পাচ্ছি নি; যখন বুঝেছে, শুধ্‌রে যাবে।

উপেন্দ্র। তা'হলে আমায় বেড়াতে যেতে হয় না, আমি আজই আরাম হই। আমি মনে করি, ওরে তফাৎ করি, কিন্তু আমি দেখ্‌তে পাই, ও সম্পূর্ণ আমার মুখ চেয়ে আছে।

(শৈলেন্দ্রের প্রবেশ)

বিরজা। ঐ দেখ, দেখি, তোর জন্যে তোর দাদা

বেড়াতে যেতে পাচ্ছেনা। বলে, তোক্কে নীরেতে ঝগ্‌ড়া ক'র্‌বি, ও সেখানে নিশ্চিন্দি থাক্‌বে কি ক'রে?

শৈলেন। বড় বউ-দিদি, আমি আর কিছু কর্‌বো না; নীরে যা করে করুক, আমি আর কিছু বল্‌বো না।

উপেন্দ্র। তুমি কি বল?—তোমায় যে ভুতে পায়।

শৈলেন্দ্র। না মেজ্‌দা, আমি শোধরাবার চেষ্টা কর্‌বো। তবে আমার মাসোহারা বাড়িয়ে দেন, আমার ওতে চলে না।

উপেন্দ্র। শৈলেন, তুমি আমায় বিপদ্‌গ্রস্ত ক'রেছ।

শৈলেন্দ্র। কেন মেজ্‌দা—কেন?

উপেন্দ্র। তোমার মাসোহারা বাড়িয়ে দেবো, সে অতি সহজ কথা। সে তোমারই টাকা—তোমায় দেবো। তুমি খরচ ক'রে সর্ব্বস্ব উড়াও, সে তোমারই যাবে। আমি তোমার বখ্‌রা তোমায় দিয়ে এখনি নিশ্চিন্তি হ'তে পারি। আমি অনেক ভেবেছি—নিশ্চিন্তি হই; কিন্তু মনে করি, আর আমার মাথায় আগুন জলে! তুমি কিছুই বোঝো না, সংসারের কিছুই জানো না, বিষয় পেলে তুমি তিন দিনে ওড়াবে। এ অবস্থায় আমি কি কর্‌বো—আমি বিষম সঙ্কটে প'ড়েছি। অন্যের যেমন ভাই হয়, তুমি যদি সেই ভাই আমার হ'তে, চিন্তার কোন কারণ ছিল না। আমি বিষয় বাড়িয়েছি বই নষ্ট করি নাই। আমি তোমাদের কড়ায়-গণ্ডায় বিষয় বুঝিয়ে দিতে আজই পারি।—তুমি বুঝেছ কি—আমার কি সঙ্কট?

বিরজা। না—না—ও বুঝেছে। বুঝে চ'ল্‌বে বই কি।

উপেন্দ্র। না বড় বউ, তুমি বোঝ না; তুমি মনে কচ্ছ—যেমন বিজয়া দশমীতে সিদ্ধি খেয়ে নেসা করে, এ সেই রকম, মনে কল্লেই ছাড়া যায়—কিন্তু তা নয়। আমি সন্ধান নিয়েছি, ওঁর সঙ্গ জুটেছে, যারা উচ্ছন্ন দেয়—এমন সব লোকের সঙ্গে ওঁর আলাপ! এ যে কতদূর শৈলেন সাম্‌লে উঠ্‌তে পার্‌বে, তা আমি জানি না। শোনো শৈলেন, যদি এ সংসর্গ তুমি ত্যাগ না করো, একেবারে ত্যাগ—কা'ল ক'র্‌বো নয়, তাহ'লে তুমি সাম্‌লাতে পার্‌বে। নচেৎ জেনো তোমায় সাম্‌লাবার আর কোন উপায় নাই।

শৈলেন্দ্র। আপনি যা বল্‌বেন, আমি তা কর্‌বো।

উপেন্দ্র। পা'র্‌বে? দেখ—ভাল ক'রে বিবেচনা করো।

বিরজা। হ্যাঁ গা, তুমি অমন ক'চ্ছ কেন? শোধ্‌রাবে তো বল্‌ছে।

উপেন্দ্র। বড়বউ, দাদাকে দেখেছিলে—বেশ্ তাকে দেখেছিলে! দাদার সঙ্গীদেরই জানো; বাসুকির মতন সংসার মাথায় ক'রে আছ, খাওয়াচ্ছ দিচ্ছ—লোকজনকে প্রতিপালন ক'চ্ছ,—এর বাইরে যে কি দৈত্যের সংসার আছে—তা জান না! কি পিশাচের নৃত্য, তা শুন্‌লে তুমি কানে আঙুল দেবে। বেশ্যা, মাতাল কথায় শুনেছ, তারা কি পদার্থ যদি জান্‌তে, তাদের কি কুহক, তা যদি তোমার ধারণা থাক্‌তো, তা'হলে শৈলেনের জন্যে আমারই মত ব্যাকুল হ'তে! তোমার শৈলেন ঘূর্ণিপাকে প'ড়েছে, তা থেকে তুল্‌তে পার্‌বো কি না—জানি নে।

বিরজা। হ্যাঁরে—কি ক'রেছিস্?

উপেন্দ্র। ও জানে না কি ক'রেছে—ও সরলপ্রকৃতি, কালসর্পকে বিশ্বাস ক'রেছে, উচ্চ আমোদের অস্বাদ না পেয়ে, নীচ আমোদে রত হয়েছে। সঙ্গগুণে বুঝেছে, জীবনের সার এই কুৎসিত আমোদ! শৈলেন, শোনো—আমি যা বলি, শুন্‌বে?

শৈলেন্দ্র। আজ্ঞে হ্যাঁ, শুন্‌বো।

উপেন্দ্র। দেখো, পেছোবে না?

শৈলেন্দ্র। আজ্ঞে না, আপনি যা ব'ল্‌বেন—শুন্‌বো।

উপেন্দ্র। তবে প্রস্তুত হও; আজই আমি বেড়াতে যাবো, তুমি আমার সঙ্গে চলো। তুমি এই কোল্‌কাতা সহর দেখেছ, আর তো কিছু দেখ নি?—সংসার কি, দেখ্‌বে চলো। যে অর্থ তুমি ধুলো জ্ঞানে খরচ ক'চ্ছ, দেখ্‌বে—সেই অর্থে শত শত ব্যক্তির জীবন দান ক'র্‌তে পার্‌বে। খরচ কর্‌তে চাও, চলো দেখাই গে—কত খরচ কর্‌বার জায়গা আছে। দেখ্‌বে, কত দেখ্‌বার সুন্দর জিনিস আছে। প্রস্তুত হও, আমি গাড়ী রিজার্ভ কর্‌তে পাঠাচ্ছি।

শৈলেন্দ্র। আজই?

উপেন্দ্র। হ্যাঁ—আজই—এখনই!

শৈলেন্দ্র। যে আজ্ঞে।

বিরজা। কি ভাবছ?

উপেন্দ্র। আজ তো গাড়ী রিজার্ভ হবে না; একদিন আগে নইলে হয় না। রিজার্ভ গাড়ীতে না গেলে শৈলেনের কষ্ট হবে। কিন্তু ওকে বাড়ীতে রাখতে আমার ভরসা হয় না, কখন ফুক্ ক'রে বেরিয়ে পড়বে। রাত হ'লে ওর মন আন্‌চান করবে, লুকিয়ে পালাবে। আর তারা ফিরতে দেবে না।

বিরজা। কা'লকের দিনটে ভাল নয়—কা'ল তেরস্পর্শ।

উপেন্দ্র। সন্ধ্যের পর দিন ভাল আছে, আমি পাঁজী দেখেছি। ভাবছি, সেই সময় যাত্রা ক'রে, সিঁথির বাগানে গিয়ে থাকবো। বন্ধু-বান্ধব নিয়ে খাওয়া-দাওয়া ক'রে কাল ৮৷৷টার ট্রেণে বেরিয়ে যাবো।

বিরজা। বেশ পরামর্শ ঠাউরেছ।

উপেন্দ্র। ও যাবে কি? আবার পাঁচজনের পরামর্শে মত বদ্‌লাবে না তো?

তর। মত বদ্‌লিয়েই আছে, দেখলে না, গোঁজ গোঁজ ক'রে চ'লে গেল।

উপেন্দ্র। তা আমি তো চেষ্টা ক'রে দেখি।

বিরজা। এদিক্‌কার কি বন্দোবস্ত করবে?

উপেন্দ্র। ভাবছি, নীরোর নামে মোক্তারনামা দিয়ে যাব, অবিশ্যি নিতাই উকীল সব করবে কম্মাবে ব'লেছে; কিন্তু তবু আমার নাম সই করবার ভার রইলো, ও কি করতে কি করবে, তাই ভাবছি।

বিরজা। কি—ও টাকাকড়ি নষ্ট করবে—ভাবছ?

উপেন্দ্র। যাক্—যা হবার হবে, আমি তো ওকে নিয়ে বেরিয়ে যাই।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

কুমুদিনীর গৃহ।

কুমুদিনী ও শরৎ।

শরৎ। তোমরা যে ব'সে ব'সে রাত দুপুর পর্য্যন্ত ইয়ারকি দেবে, আর আমি ফিরে ফিরে যাবো, তা বাবা পোষাবে না।

কুমু। তুই তো জোটালি, আমি কি জুটতে চেয়েছিলুম?

শরৎ। আমি জুটিয়েছিলুম—বড় মন্দ করেছিলুম? জুটিয়েছিলুম—দু'পয়সা পাবে,—রা'ত ৯টা ৯৷৷টার সময় বিদায় করবে। তা নয়, গালাগালি ইয়ারকি চালাবে। এক ঘুমের পর যে উঠে আসা, তা আমার পোষাবে না।

কুমু। তা এখন কি তুই ছেড়ে দিতে বলিস্? তা চল্, কোথা নিয়ে যাবি, চল্—এ বাড়ীতে থাকা চ'লবে না। আমি ছেড়ে দিলে, মা তুলতামাদি ঝগড়া করবে। এই মাসে প্রায় চার পাঁচ হাজার টাকার গয়না দেবার কথা। প্রথমতঃ হীরের ঝাপ্‌টাটা কিনে দিবে ব'লেছে।

শরৎ। চার পাঁচ হাজার! কই, আমায় পাঁচ শো টাকা দে দেখি, আমার দেনাপত্তর হয়েছে।

কুমু। হ্যাঁ, হাতে টাকা পেলে ভূতীর ঘরে গিয়ে ওঠো, তোমায় কি আমি চিনি নি! পয়সার জন্যে ঝাঁটা মেরেছে, তাই আমার কাছে এসো। আমিই তোমার জন্যে মরি, তোমার কি আমার উপর মন আছে!

শরৎ। তবে কি বাবা, আমি রাস্তায় রাস্তায় কার ঝি যাচ্চে, খুঁজবো, আর তুমি দোতলায় পাঁচ ইয়ার নিয়ে মজা ওড়াবে!

কুমু। তুই এই পূজোটা পর্য্যন্ত সবুর কর, আমি মাকে বুঝিয়ে ওকে ছেড়ে দিচ্ছি।

শরৎ। আমি ছাড়তে বলছি নি বাবা! আমার মদ-ভাঙ্গের খরচটা জুটিও। পাঁচশো টাকা না পারো, বড় দেনায় জড়িয়ে প'ড়েছি, শ'দুই তিন টাকা জোগাড় ক'রে দাও। ধোবারই দেনা পাঁচশ টাকা হয়ে প'ড়েছে, চার আনা ক'রে কামিজটে কাচ্‌তে নেয়।

কুমু। আচ্ছা, দেখি। আমার হাতে টাকা নেই।

শরৎ। তোমার একখানা গয়না দাও না, বাঁধা দিয়ে নিচ্চি। আমার বাবা স্পষ্ট কথা, ফাঁকা পীরিত তোমার সঙ্গে চ'লবে না। তোমায় কাপ্তেন জুটিয়ে দিয়েছি, আমারও কিছু চাই। তা নইলে বাবা, আমিও আর এক বেটীকে বাগিয়ে সাগিয়ে নেব।

কুমু। তা নেবে বই কি! তুই ভারি বেইমান! আমি ওর জন্যে মরি—আর আমার মুখের সাম্‌নে

কথা শোনো না! তা যা'স্—তোর যেথা ইচ্ছা যা'স্! উনি না এলে আর আমার মুখে ভাত উঠ্‌বে না!

শরৎ। আচ্ছা বাবা, চল্লুম—এই পর্য্যন্ত। ফের যদি ডাক্‌তে পাঠাও, টের পাবে।

কুমু। আচ্ছা, যখন ডাক্‌তে পাঠাবো তখন। (বালা খুলিয়া) নে—এই নে, আর যদি কিছু চাইবি, তখন দেখ্‌বি।

শরৎ। এ বালা তো আমিই দিয়েছিলুম, এর চৌদ্দ আনা পেতল, এ বেচে আর কি হ'বে।

কুমু। তুই এমনিই বেইমান! আর আমি কোথায় কি পাব, রেখেছিস্ কি? এক এক ক'রে তো সবই নিয়েছিস্।

(হীরু ঘোষালের প্রবেশ)

হীরু। কিসের ঝগড়া? এ দিকে সর্ব্বনাশ! বাবু ভাই নিয়ে বেড়াতে বেরুলো। দু'তিন মাস ফির্‌ছে না। মতলবটা, বেড়িয়ে মন শোধ্‌রাবে, তোমায় ছেড়ে দেবে। এখন ঝগড়া রাখ, যদি রাখ্‌তে পার ত' তার উপায় দেখ।

শরৎ। কি! কি! ব্যাপার কি?

কুমু। এই তোরই নিশ্বেসে নিশ্বেসে তো আমার বাবুটি যেতে ব'স্‌লো!

শরৎ। আরে থাম্—জোটালে কে? কি হীরু! ব্যাপারটা কি?

হীরু। আরে, সে ব্যাপার ঢের। কোন রকমে যাওয়াটা ভণ্ডুল কর্‌তে পারো—দেখ। গাড়ী রিজার্ভ হয়নি ব'লে আজ রাতটে সিঁথির বাগানে থাক্‌বে, কা'ল রেলে চড়বে,—তা' হলেই ফাঁকে পড়্‌লে।

কুমু। তা আমি কি কর্‌বো?

হীরু। একখানা পত্র লেখ যে, তিন দিন যদি না দেখা পাই, বিষ খাবো।

কুমু। কি ক'রে পাঠাবো, তুমি ত ব'ল্‌ছ—বাগানে গিয়েছে?

হীরু। তুমি শীগ্‌গির লেখো। ওদের শেমো চাকর কাপড়-চোপড় নিয়ে বাগানে যাবে, তারই হাতে দেব। তুমি চিঠি লেখ, নীরো বাবু ঠিক পৌঁছে দেবে।

শরৎ। লেখ—লেখ।

কুমু। কেন, ছেড়ে যাক না, ব'ল্‌ছিলি যে?

শরৎ। সোনার চাঁদ, তুমি ঝগড়া করো, আমি তোমার ভালই খুঁজি। তুমি ছ, একশো টাকা দিতে আমার সঙ্গে খিচিমিচি ক'র্‌লে, আর আমি তোমায় গাদা গাদা পাইয়ে দিচ্ছি। নে—লেখ্‌ লেখ্, হাত ছাড়া হ'লে এমন একটা কাপ্তেন বাগানো ভার হবে।

কুমু। দোয়াত-কলমটা আবার কোথায় ফেলেছি, ও ঘরে বুঝি।

[প্রস্থান।

হীরু। ওহে, নীরদ তোমায় ডেকেছে।

শরৎ। কেন বল দেখি, কেন বল দেখি? সে আমায় চেনে না কি?

হীরু। সে সব জানে, সে বিচ্ছু ছেলে।

শরৎ। তা চল না যাই, মতলবটা দেখি।

হীরু। সে বাড়ীতে দেখা কর্‌তে চায় না, বলে মোনা দেখবে। সে তোমাদের ক্লাসে প'ড়্‌তো, তোমায় চেনে।

শরৎ। বাড়ীতে দেখা করাটা ঠিক নয় বটে, শৈলেন আমার উপর চটা; তবে কোথায় দেখা করি?

হীরু। তার বাড়ীর সাম্‌নে ক বেটা গাঁজাখোর আছে।

শরৎ। সে আবার কে?

হীরু। সে এক বেটা পাগল, ওর বড় দাদার ইয়ার ছিলো, তার পর শবসাধন না কি ক'র্‌তে গিয়ে ক্ষেপে গিয়েছে। সেই ইস্তক ওর বাড়ীর সাম্‌নে শিবের মন্দিরে একটা ঘর ক'রে দিয়েছে, আর ওর খরচপাতিও সব দেয়!

(কুমুদিনীর প্রবেশ)

কুমু। ও আমি পার্‌লুম না।

শরৎ। কি লিখলি?

কুমু। শৈলেন, যদি না দেখা করিস্ তো বিষ খাব।

হীরু। ঐ হবে, ঐ হবে—দাও। এসো—যাবে?

শরৎ। চলো।

কুমু। যাবি কেন, আজ থাক্ না। এখানে খাওয়া-দাওয়া কর্ না, আজ এখন তো সে আস্‌তে পারবে না।

শরৎ। তোমার মুখ দেখে প'ড়ে থাক্‌লে কি হবে চাঁদ, পয়সা-কড়ির তো চেষ্টা কর্‌তে হবে?

কুমু। মর্ গে যা, তোর মুখ দেখতে নাই।

[শরৎ ও হীরু ঘোষালের প্রস্থান।

আমায় কি গুণ ক'রেছে! মা তো বলে মিছে নয়, ও হ'তেই আমি মজবো। এত মনে করি, আর দেখা ক'র্‌বো না, ও ডেকে গিয়েছে—এক আধ দিন ফিরিয়েও দিয়েছি, আবার বিছানায় মুখ গুঁজে সমস্ত রাত কেঁদেচি। ও চ'লে গেল, আমার যেন নাওয়াখাওয়া ভাল লাগচে না।

[প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

সরোজিনীর কক্ষ।

শৈলেন ও সরোজিনী।

শৈলেন্দ্র। তুমি কেঁদো না, বেড়াতে যাচ্চি, তার জন্য তোমার ভয় নাই, আমি বেশ ভালই থাক্‌বো। কিন্তু আমি থাক্‌তে পার্‌বো না; আমার প্রাণ কেমন ক'চ্চে!

সরো। আচ্ছা, তা'হলে বড়ঠাকুরকে ব'লে তুমি থাক না, তুমি যাবে কেন?

শৈলেন্দ্র। না না, তুমি বুঝতে পাচ্চ না, আমার কি হয়েছে। এখানে থা'ক্‌লে আরও অধঃপাতে যাবো। কি কর্‌বো, তুমি আমায় বশ কর্‌বার জন্য গুণগান কর্‌তে পারো?

সরো। সে কি?

শৈলেন্দ্র। স্বামি-গুণগান করা আছে, আমি শুনেছি, ও কেউ কেউ জানে। তুমি সন্ধান করো। আমার বোধ হয় কি ক'রেছে, নইলে আমি এমন হলুম কেন? তুমি বউ-দিদিকে ব'লে লোক খোঁজো, যদি কেউ গুণগান কর্‌তে পারে, কেউ যদি কিছু খাইয়ে আমায় তোমার বশ করিয়ে দিতে পারে।

সরো। ও মা, না না, এমন কথা মুখে এন না। আমি মার কাছে শুনেছিলুম, কার কথায় কি খাইয়ে, তার স্বামীকে মেরে ফেলেছিল।

শৈলেন্দ্র। সেও ভাল, এ ভারি যাতনা। আমার মনে হ'চ্চে—মেজদা রাগে রাগুক, আমি ছুটে সেইখানে চ'লে যাই। সেখানে গেলেও জ্বলি, এখানেও জ্বলি, অ মি এক দণ্ড স্থির থাক্‌তে পারি না।

(নীরদের প্রবেশ)

নীরদ। কাকাবাবু, আপনার সেই রিভল্‌ভারটা ফের পাশ করাতে হবে।

শৈলেন্দ্র। তা তুমি পাশ করিও।

নীরদ। তাতে একটা নম্বর থাকে, আমি নম্বর জানি না, সে নম্বর না হ'লে তো পাশ হবে না।

শৈলেন্দ্র। সে কি—কই—নম্বর টম্বর তো দেখি নাই। এই চাবি নাও, আমার বৈঠকখানার আলমারীতে আছে, দেখে নাও গে। এই চাবি নাও, আমাকে দিয়ে পাঁচ হাজার টাকা চেক কাটা'লে কেন?

নীরদ। টাকার তো দরকার হবে। আমার নামে মোক্তারনামা তো আজ সবে রেজিষ্টারী আফিসে গিয়েছে, পেতে দেরী হবে, তা না হ'লে তো আমি চেক কাট্‌তে পার্‌বো না। ওঁর কাছে চেক কাটাতে গেলে এখনই ব'ল্‌বেন—"কি হিসেব—কি কিতেব" এখন তাড়াতাড়িতে কি ক'রে হিসেব করি?

শৈলেন্দ্র। তা বেশ ক'র্‌ছে।

[চাবি লইয়া নীরদের প্রস্থান।

শোন,—তুমি না হয় সঙ্গে চলো। আমি একদিনও দাদার সঙ্গে থা'ক্‌তে পার্‌বো না। আমার এখন থেকে মন হু হু ক'চ্চে। কেন তার জন্যে এমন করি—বুঝতে পারি নে। সে পাজী, সে আমায় ভালবাসে না, সে ঝগড়া করে, তবু তারে না দেখ্‌লে থাক্‌তে পারি না! কি হ'লো—এ আমার কি হ'লো!

সরো। তোমার যদি অমন প্রাণ কেমন করে, তাহ'লে তুমি বেড়া'তে যেও না, আমি বড় দিদির পায়ে ধ'রে বল্‌চি।

শৈলেন্দ্র। তুমি কিছু বোঝ না, তুমি বোকা, আমার সর্ব্বনাশ হ'য়েছে বুঝতে পাচ্চ না? আমায় গুণ করেছে।

(নীরদের পুনঃ প্রবেশ)

নীরদ। কাকাবাবু, সে আলমারী খোলা র'য়েছে, তাতে তো রিভলভার নাই। খালি গোটা-কতক ডিকেনটার র'য়েছে, আর বোতল আছে,

আপনি আর কোথায় রেখেছেন—মনে করুন। একদিন আপনি হাতে ক'রে নিয়ে গিয়েছিলেন, আমি দেখেছি। মন্মথ জিজ্ঞেসা ক'রেছিল, আপনি বলেছিলে—কাকে দেখাবেন।

শৈলেন্দ্র। উঁ—সেখানে কি ফেলে এসেছি! না, হাতে ক'রে এনেছি, আমার—

নীরদ। তা থাক্—আমি এক রকম পাশ করাবো এখন। কাকীমা, দেখেছ—উনি কোথায় কি রাখেন, তার ঠিক রাখতে পারেন না। দেখ্‌লে তো—দেখ্‌লে তো?

শৈলেন্দ্র। সত্যি আমার ভুলো মন, সব ভুলি। কিন্তু একবারও তো তাকে ভুলি নি। কি সর্ব্বনাশ হ'লো!

(বিরজা ও তরঙ্গিণীর প্রবেশ)

মেজ বউদিদি, আমি পাগল, আমি তোমায় কত কি ব'লেছি,—কিছু মনে ক'রো না, তোমার নীরোও যেমন, আমিও তেমন।

তর। মনে আর কি কর্‌বো—মনে আর কি কর্‌বো? তুমি নেশার ঝোঁকে কি ব'লেছ—তা কি ধরি?

শৈলেন্দ্র। বড় বউদিদি, তুমি দাদাকে ব'লো, আমি একেবারে ছ'মাস বেড়াতে পার্‌বো না।

বিরজা। তা না পার্‌লিস্ নেই পার্‌বি, তোর মেজ-দাদাকে এক জায়গায় রেখে ব্যবস্থা-ট্যাবস্থা ক'রে চ'লে আস্‌বি! আর তোদের বাসাটাসা ঠিক হ'লে, হয় তো আমিও ছোট বউকে নিয়ে যাবো।

শৈলেন্দ্র। মেজ বউদিদি, তুমি একে দেখো; ও ভারি বোকা, কিছু জানে না। ও আমায় একটা কথা বল্‌তে জানে না, আমি চ'লে গেলে কেঁদে কেঁদে ম'র্‌বে। তুমি ওকে দেখো, বড় বউদিদি সংসার নিয়ে থাকেন। ও বড় দুঃখী, মেজো বউদিদি, ও বড় দুঃখী।

তর। দেখ্‌ব না তো কি ভাসিয়ে দেবো?

শৈলেন্দ্র। তুমি কেঁদো না, তোমার কান্না দেখ্‌লে আমার রাগ হয়, বেড়াতে যাচ্ছি, ভালই তো হ'চ্ছে। ও কিছু বোঝে না—কিছু বোঝে না।

বিরজা। তোমার দাদা গাড়ী জুত্‌তে ব'লেছেন, তুমি তোয়ের হ'য়ে এসো। সময় ব'য়ে যায়, যাত্রা ক'র্ত্তে হবে।

শৈলেন্দ্র। তা আজ তো যাওয়া হ'লো না, আজ বাড়ীতে থাক্‌লে কি হয়?

বিরজা। কা'ল দিনটে খারাপ, আজ ভাল দিন আছে, যাত্রা ক'রে ঠাঁই-নাড়া হয়ে বাগানে গিয়ে থাকো গে। আমরাও সব যাচ্ছি।

শৈলেন্দ্র। আমি চল্লুম।

[বিরজা ও তরঙ্গিণীর পদধূলি গ্রহণ করিয়া শৈলেন্দ্রের প্রস্থান।

[তরঙ্গিণীর ও বিরজার প্রস্থান, পশ্চাৎ সরোজি-নীর বিরজার অঞ্চল ধরিয়া আকর্ষণ।

বিরজা। কি রে?

সরো। ও দিদি, আমার মন কেমন হয়ে গেল, তুমি ওরে যেতে দিও না।

বিরজা। হ্যাঁরে, তুই এমন আল্‌বড়ে কেন? ভাইএর সঙ্গে বেড়াতে যাচ্চে, যাক্ না কেন—শুধ্‌রে যাবে।

সরো। ও দিদি—আমার সর্ব্বনাশ হবে,—আমার এমনি মন হয়েছিল, সেই দিন হঠাৎ বাবা মলেন।

বিরজা। দেখ্ আবাগী, মুখে গোবর টিপে দেবো।

সরো। না দিদি, তুমি ব'কো না, আমার মন হু হু ক'রে কাঁদ্‌চে। কি হবে—কি হবে, মনে হ'চ্চে, সর্ব্বনাশ হবে কে ব'ল্‌ছে!

বিরজা। চোপ্ বেহায়া, অমঙ্গল কথা মুখে আনিস্ নি! ওরা ঠাকুর প্রণাম ক'র্‌তে যাচ্চে, আয়—ঠাকুর প্রণাম কর্‌বি আয়।

[উভয়ের প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

শিবমন্দিরের সম্মুখ।

নকুলানন্দ অবধূত।

(খাবার লইয়া ফুলীর প্রবেশ)

অব। কে রে বেটী, কে রে বেটী—

ফুলী। বাবা, বড় গিন্নী তোমায় এই রসগোল্লা পাঠি-য়েছেন।

অব। খবরদার বেটী, মুখ সাম্‌লে কথা ক'স্।

ফুলী। কেন বাবা, কি হলো?

অব। আবার বেটী "বাবা"! তোমার মা গচাবে?

ফুলী। তবে তোমায় কি বল্‌বো?

অব। বল্‌বি ভৈরব। না, তা হ'লে ভৈরবীর ঝাঁক এসে ঘাড়ে প'ড়বে।

ফুলী। তা পড়লেই বা বাবা!

অব। বেটী, পড়লেই বা, সাম্‌লায় কে রে বেটী—সাম্‌লায় কে? আমি নন্দের গোপাল, হামা দিয়ে বেড়াব! বুঝ্‌লি?

ফুলী। হ্যাঁ বুঝ্‌লুম বই কি বাবা—তুমি নন্দের গোপাল!

অব। না, তাতেও প্যাঁচ আছে। বৃন্দাবনে বাঁশী বাজাতে হবে, গোপিনী বেটীরা ধড়াখানাও কেড়ে নেবে।

ফুলী। তবে কি হবে?

অব। আমি কার্ত্তিক হব, ময়ূর চ'ড়ে উড়্‌বো।

ফুলী। সেও তো বিধবারা নিয়ে গিয়ে পূজো কর্‌বে।

অব। তাকে পা'র্‌বো। পূজো খেয়ে "মা" ব'লে ফুরুক্‌ উড়্‌বো।

ফুলী। বাবা—

অব। ফের বেটী বাবা—

ফুলী। খাবার কি ঘরে রাখ্‌বো?

অব। (গ্রহণ করিয়া) নে, গোটাকতক তুলে নে, কুমারী সেবা হোক্‌।

ফুলী। না বাবা, সে তখন এসে প্রসাদ পাব।

অব। তবে বেটী তোর সেই নবমীর গানখানা শুনিয়ে যা।

ফুলীর গীত।

শিহরি মা মনে হ'লে, কাল সকালে নিয়ে যাবে।
মরি ত্রাসে কৈলাসে গে, কেমনে মা দিন কাটাবে॥
রবিশশী নাহি হেরে, ঘন মেঘে রাখে ঘেরে,
ভূতদানা তার সদাই ফেরে, মুখপানে তার কেবা চাবে
ভিক্ষে ক'রে আন্‌লে পরে, তবে হাঁড়ী চড়্‌বে ঘরে,
মন বোঝাব কেমন ক'রে, কপাল পোড়া ঘোচাবে।
আপন ঝোঁকে ক্ষেপা থাকে, মানুষ নয় বোঝাব কাকে,
সে দেখ্‌বে কি দেখ্‌বি তাকে, নিত্যি ভাং ধুতুরা খাবে॥

ফুলী। (স্বগত) হীরে ঘোষাল কাকে সঙ্গে ক'রে আছে। কি মতলব আছেন্‌—লুকিয়ে শুন্‌বো, (প্রকাশ্যে) বাবা, এই মন্দিরটে সাফ্‌ করি, বিল্বিপত্রটত্রগুলো ফেলে দিই।

(ফুলীর মন্দিরে প্রবেশ)

অব। বেটীর ডাকিনী অংশে জন্ম, না যোগিনী অংশে—না নায়িকা অংশে!

(শরৎ ও হীরু ঘোষালের প্রবেশ)

হীরু। তুমি এইখানে ব'সে আলাপ করো না, গাজটাঁজা খাও না।

[হীরু ঘোষালের প্রস্থান।

অব। কে তুমি?

শরৎ। আমায় চেনেন না অবধূত ম'শায়?

অব। চিনেছি, তুমি মুচি ভূতের বাচ্ছা—

শরৎ। অবধূত মশায়, একটা টিপ করি দাও।

অব। ও, টিপ তৈরি কর্‌বি? তুই নন্দীর নাতী দেখছি, দেখি কেমন তুই মজবুত ভূত। তুই তৈরি কর, আমি বেলগাছের বেহ্মদত্যির সঙ্গে আলাপ ক'রে আসি, সে এক আধ টান টানে।

[প্রস্থান।

(নীরদ ও হীরু ঘোষালের প্রবেশ)

হীরু। এই শরৎ বাবু।

নীরদ। আচ্ছা আচ্ছা, তুমি দেখ, মোনা কোথায়? সে যেন এ দিকে না আসে।

হীরু। (স্বগত) বাবা, এত কি পরামর্শ আমায় ছাপিয়ে! আমি শরতা বেটার কাছে ঠিক বা'র্‌ ক'চ্চি!

নীরদ। যাও না, যাও না—দাঁড়িয়ে রইলে কেন? মোনা খালি আমার তক্কে ফির্‌চে জানো?

হীরু। (স্বগত) আমিও তক্কে রইলুম।

[প্রস্থান।

নীরদ। (সমীপবর্ত্তী হইয়া) শরৎ বাবু?

শরৎ। কি নীরদ বাবু, আপনি আমায় ডেকেছেন?

নীরদ। হ্যাঁ, আপনি আমার একটি কাজ কর্‌তে পারেন? আমি আপনাকে একশো টাকা দিই।

শরৎ। কথাটা কি ভেঙ্গে বলুন?

নীরদ। আজ যদি কাকা বাবু কুমুদের বাড়ী ফেরেন, সেখানে একটা ঝগড়া ক'রে ফৌজদারী বাধাতে পার্‌বেন?

শরৎ। বাবা, বড় মানুষের সঙ্গে কে লাগবে বল? শেষটা কি জেলে যাব?

নীরদ। তা যদি না যেতে হয়, আর উল্‌টে কিছু আদায় কর্‌তে পারেন, তা'হলে?

শরৎ। সে সব না বুঝে, জবাব কর্‌তে পাচ্চি নে।

নীরদ। এমন যদি কাজ হয়, আপনি যদি প্যাঁচে পড়েন, আমিও প্যাঁচে পড়্‌বো—তাহ'লে পারেন?

শরৎ। বাবা, যে রকম আঁচ দিচ্চ, এতো একশো টাকার কাজ নয়। একটা গুরুতর রকম মতলব করেছ।

নীরদ। আপনি ঠিক ঠাওরেচেন—একশো টাকা বায়না।

শরৎ। বাবা, বেশী রকম উঠ্‌তে পারবো না, চড়-চাপড়টার উপর যদি চলে তো হয়।

নীরদ। পাঁচ হাজার টাকা পেলেও নয়?

শরৎ। কি—খুন-খারাপি রকম না কি?

নীরদ। তা যদি হয়?

শরৎ। না–ইয়ারকিটা আস্‌টা দিয়ে বেড়াই, অতদূর উঠ্‌তে পার্‌বো না।

নীরদ। কাজ খুব সোজা, আমি যা দেবার তা দেবো, আর আপনিও কাকাবাবুর ঠেঙে কিছু আদায় কর্‌তে পার্‌বেন।

শরৎ। আচ্ছা, রকমটা কি শুনি?

নীরদ। আপনাকে তো দেখ্‌লেই কাকাবাবু ঝগড়া কর্‌বেন। আপনি তাঁকে ঠেলে ফেলে দিয়ে একটা রিভল্‌ভার দিচ্ছি, দু'বার দেয়ালের গায়ে ছুড়্‌বেন। আর আপনি পালিয়ে গিয়ে থানায় জানাবেন, আপনাকে খুন কর্‌তে এসেছিল।

শরৎ। এ অবধি এক রকম হ'তে পারে। এর কত দাম?

নীরদ। কি চান?

শরৎ। দু' হাজার।

নীরদ। আর যদি বারান্দা থেকে ফেলে দেন, তা'হলে ক'হাজারি?

শরৎ। ও বাবা, খুন হবে যে? সুখী লোক—যদি মারা যায়?

নীরদ। আচ্ছা, একটা লাঠি-টাটি মেরে জখম করা?

শরৎ। কত টাকা?

নীরদ। পাঁচ হাজার?

শরৎ। টাকা না নোট?

নীরদ। নোট।

শরৎ। যদি নম্বর আটক করো? যে বিচ্ছু দেখচি, পারো বাবা।

নীরদ। আমি নগদ টাকা দিয়ে নোট নিয়ে দেব। নইলে নোট পুড়িয়ে ফেল্‌বেন। আমি পাঁচ হাজার টাকা পোড়াতে দিচ্চিনি, কাজের জন্যই দিচ্ছি।

শরৎ। আচ্ছা, বাবা, দেখি।

নীরদ। আপনার কোন ভয় নাই, এই রিভলভারের গায়ে দেখ্‌বেন, কাকাবাবুর নাম লেখা। কথাটা বুঝুন, উনি বেড়াতে যাচ্চেন, আপনারা সুযোগ পেয়ে আমোদ কচ্চেন। উনি সন্ধান পেয়ে রেগে রিভল্‌ভার নিয়ে খুন কর্‌তে গেছেন। দু'বার রিভল্‌ভার ছুঁড়েওছেন। আপনি প্রাণের দায়ে পালাবার উপায় না পেয়ে ওঁরে মেরে পালিয়েছেন। তার পর attemped at murder এর নালিশ কর্‌বেন, মানের দায়ে আমাদের টাকা দিয়ে মেটাতেই হবে।

শরৎ। বড় প্যাঁচোয়া কাজ বাবা! এতদূর কখন এগুই নি।

নীরদ। আমি আপনার পেছনে আছি, মামলায়-মকদ্দমায় কখন আপনার টাকার অভাব হবে না।

শরৎ। আচ্ছা দেখি দাও।

নীরদ। এই নিন, আর এই পাঁচ কেতায় পাঁচ হাজার টাকার নোট।

[নোট দিয়া নীরদের প্রস্থান।

শরৎ। গাঁজাটা টেনে যাই—বড় ফ্যাঁসাদের কাজ।
(প্রস্থানোদ্যত)

ফুলী। (স্বগত) কিছু তো বুঝতে পার্‌লুম না, একে ভোলাতে পার্‌বো না।

(ফুলীর মন্দির হইতে বাহির হইয়া কতকগুলি বিল্বপত্র শরতের গাত্রে নিক্ষেপ)

শরৎ। কে বাবা! কামিজ খারাপ ক'রে দিলে?

ফুলী। কেন মশায়, ফুলের ঘায়ে মূর্চ্ছা যান না কি?

শরৎ। কি কি, রকমখানা কি?

ফুলী। আর আপনার সঙ্গে রকম কি বলুন—একটা ফুলের ঘা সয় না।

শরৎ। বাসি বেলপাতার ঝুরি কি সয়? কামিজটায়

দাগ লেগে গেলো, টাট্‌কা ফুল হয়, হৃদয়ে রাখি।

ফুলী। ইস্—আপনি রসিক বটে !

শরৎ। কোথায় থাকো চাঁদ ?

ফুলী। আপনার সঙ্গে থাক্‌বো মনে কচ্ছি।

শরৎ। আমি কোন্ নারাজ ?

ফুলী। ও বাবুটি কে—কার সঙ্গে কথা কচ্ছিলেন ?

শরৎ। কে—কোন্ বাবু ? তোমার অত খোঁজে কাজ কি ?

ফুলী। তবে বাবু-ভেয়ের খোঁজ কারা কর্‌বে ?

শরৎ। কেন—আমায় পছন্দ নাই ?

ফুলী। আপনি ত আর যেচে কথা কন্ নি।

শরৎ। বাড়ী কোথায় ?

ফুলী। সঙ্গে আসুন—দেখ্‌বেন।

শরৎ। এখানে কি কচ্ছিলে ?

ফুলী। এই বাবার কাছে হাত দেখাতে এসেছিলুম, উনি বড় গণৎকার।

শরৎ। সত্যি নাকি ?

ফুলী। পরখ ক'রে দেখুন না, উনি ঠিক ব'লে দেবেন, আপনি কি কর্‌তে এসেছেন,—ভাল হবে কি ন হবে ?

(অবধূতের প্রবেশ)

ফুলী। বাবা, এঁর হাতটা দেখ তো।

অব। ও নন্দীর বাচ্ছা, এই যে রক্তচন্দন বিল্বিপত্র গায়ে প'ড়েছে। একবার চোখোচোখি চা তো। ইস্! একটা ঝন্‌ঝনে ভুত তোর পেটের ভেতর সেঁদিয়েছে। কটমটিয়ে চা, আমি এক টানে বা'র করি। (ইত্যবসরে ফুলীর শরতের পকেট হইতে রিভল্‌ভার তুলিয়া দেখন)

শরৎ। (চমকিত হইয়া) ইস—তুই চোর না কি ? পাহারাওয়ালা ধরিয়ে দেব জানিস্ ?

ফুলী। চক্‌চক্ কচ্ছিল, কি ও—তাই দেখ্‌ছিলুম।

শরৎ। ছেলেদের জন্যে পুঁতুল কিনেছি।

[প্রস্থান।

ফুলী। (স্বগত) কিছু বুঝ্‌তে পা'র্‌লুম না, শৈলেন বাবুর পিস্তল দেখ্‌লুম। কি ফন্দী করুলে, ভাল বুঝ্‌তে পার্‌লুম না। পেছু পেছু যাই, দেখি কোথায় চ'ল্লো।

অব। কি রে বেটী, উড়্‌তে চল্লি ? তা যা, আমিও ওড়াই।

[পশ্চাৎ প্রস্থান।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক।

সিঁথির বাগান-বাড়ী।

উপেন্দ্র।

উপেন্দ্র। ওঃ—উদ্বেগে সমস্ত রাত্ত ঘুম হ'লো না। গাড়ীতে তুল্‌তে পা'র্‌লে তবে নিশ্চিন্ত! ও আমোদ-আহ্লাদ কিছু করে নাই, ছট্‌ফট্ ক'রেছে। আমার খালি মনে হ'চ্ছে, উঠে পালাবে। রাত আর নেই—

(শৈলেন্দ্রের প্রবেশ)

কে ও—শৈলেন ? কোথায় যাচ্ছিস্ ?

শৈলেন্দ্র। আমি আস্‌ছি।

উপেন্দ্র। আস্‌ছি কি—৮টার সময় গাড়ীতে উঠ্‌তে হবে, আস্‌ছিস্ কি ?

শৈলেন্দ্র। আমি এখনি আস্‌ছি, নৈলে সর্ব্বনাশ হবে।

উপেন্দ্র। সর্ব্বনাশ হবে কি রে ?

শৈলেন্দ্র। সত্যি বল্‌ছি—সর্ব্বনাশ হবে।

উপেন্দ্র। তোর হাতে ও কি ?

শৈলেন্দ্র। চিঠি। মেজ দাদা, আমি এখনি আস্‌বো।

উপেন্দ্র। দেখ্, বুঝেছি, 'সে বেটী চিঠি লিখেছে। তাই তুই যাচ্ছিস্। যেতে পাবি নে।

শৈলেন্দ্র। আমি যাব, নইলে স্ত্রীহত্যা হবে। তুমি জানো না মেজ দা, সে বড় একগুঁয়ে। সর্ব্বনাশ হবে, আফিং খাবে, নয় গলায় দড়ি দেবে।

উপেন্দ্র। হতভাগা, তোর লজ্জা-সরম কিছুই নাই।

শৈলেন্দ্র। মেজ্‌দা, সত্যি ব'ল্‌ছি, আমি মদ খাই নি। আমায় না দেখ্‌তে পেলে সে মর্‌বে, নিশ্চয় মর্‌বে। একদিন ঝগড়া ক'রে আমার সাম্‌নে আফিং মুখে পুরেছিল, মুখ থেকে আঙ্গুল দিয়ে আফিং বা'র ক'রে নিয়েছি, আঙ্গুলে এখনো দাঁতের দাগ দেখ।

উপেন্দ্র। শোন্ শৈলেন, তুই বেড়াতে যাবি, তোকে বাধা দেবার জন্যে ছল ক'রে এই চিঠি লিখেছে। তুই যেতে পাবিনে, তা হ'লে তোর বেড়াতে যাওয়া হবে না।

শৈলেন্দ্র। আমি একবার যাবো, এখনি ফিরে আস্‌বো।

উপেন্দ্র। আমি তোরে যেতে দেবো না।

শৈলেন্দ্র। আমি যাবই, আমি কারো কথা শুন্‌বো না।

উপেন্দ্র। তুই পাগল হয়েছিস্, আমি তোরে বেঁধে গাড়ীতে তুল্‌বো।

শৈলেন্দ্র। না মেজ্‌দা, স্ত্রীহত্যা হবে, বাড়াবাড়ি ক'রো না। তোমার মান থাক্‌বে না, আমি যাবই।

উপেন্দ্র। শোন্, যদি যা'স, তাহ'লে এই পর্য্যন্ত, আজ থেকে তোর মুখ দেখ্‌বো না।

শৈলেন্দ্র। আমি তোমার পা ছুঁয়ে ব'লে যাচ্চি, আমি এখনি ফিরে আস্‌বো।

উপেন্দ্র। না, তুমি যেতে পাবে না। তুমি বুড়ো মদ্দ হয়েছ, আজও তুমি বেশ্যার ছল বোঝো না! যদি আমার মুখ চাও ত আমার কথা ঠেলো না শৈলেন! লজ্জা, ঘৃণা ত্যাগ ক'রে অনেক স'য়েছি, আর সইবো না। যদি যাও, আর তুমি আমার ভাই নও।

শৈলেন। না হয় নাই হ'বো, আমি যাবই।

উপেন্দ্র। আমি তোরে কিছুতে যেতে দেব না।

শৈলেন্দ্র। ছেড়ে দাও মেজদা—ছেড়ে দাও মেজদা, কেন অপমান হবে? আমি গোল্লায় যাই—মরি, তাতে তোমার কি! আমি তোমার কথায় থা'ক্‌বো না, তুমি আমার কথায় থেকো না—

উপেন্দ্র। ছুঁচো, যা মুখে আসে ব'ল্‌ছিস্? নীরে নীরে—

নীরদ। (প্রবেশ করিয়া) আজ্ঞে—আজ্ঞে—

উপেন্দ্র। দোর বন্ধ ক'রে দে তো।

শৈলেন্দ্র। খবরদার—খুন ক'র্‌বো—ছেড়ে দাও—

[লাঠি তুলিয়া উপেন্দ্রকে ধাক্কা দিয়া বেগে প্রস্থান।

(তরঙ্গিণীর প্রবেশ)

উপেন্দ্র। অ্যাঁ—অ্যাঁ—কি মনের ভ্রম!

(তরঙ্গিণীর কথা কহিবার উদ্‌যোগ ও নীরদের ইঙ্গিতে নীরব হওন)

(বিরজার প্রবেশ)

বিরজা। কি গো—কি গো—হ'লো কি?

উপেন্দ্র। শৈলেন আমায় ধাক্কা মেরে চ'লে গেল।

বিরজা। তা যাক্—মরুক্ গে। তুমি বেরিয়ে পড়ো। আর আমায় দুষো না—আর আমার অপরাধ নাই। আর আমার কারুকে কিছু ব'ল্‌বার মুখ নাই। ও সত্যি সত্যিই খুন কর্‌তে পারে।

বিরজা। যাক্—যাক্—উচ্ছন্ন গিয়েছে, যাক্।

তর। লাঠি তুলেছিল?

উপেন্দ্র। যথেষ্ট হ'লো, হদ্দমুদ্দ হ'লো! আমি কি নির্ব্বোধ, কি বোকা, আমি কার জন্য টানাটানি করি? আমি মরতে ব'সেছি, তবু ভাই ভাই ক'চ্চি! ছিঃ ধিক্ আমায়! বড় বউ, সব আলাদা হওয়াই ঠিক। আমি কাশী যাচ্চি, নীরের নামে মোক্তারনামা দিয়েছি। নিতাই একটা ভাগ-বাঁটরা ক'রে দিক, সহমানে হয় ভালো, নৈলে যা হয় হবে!

বিরজা। সে যা হয় হবে—তুমি এসো। তুমি ও সব কিছু ভেবো না, আপনার শরীর রাখ, বেড়াতে যাও। ভাব্‌ছ কি—তুমিই বা কি করবে—আমিই বা কি করবো? ওর অদৃষ্টে যা আছে—হবে। ও কি না—খুন করবো বলে! আমি বলি—কাকে বল্‌চে। দেখ, তুমি মন থেকে ওকে কুটো ছিঁড়ে ফেলে দাও। ও তোমার কুলাঙ্গার ভাই। ও তোমায় প্রাণে মার্‌তে ব'সেছে।

উপেন্দ্র। আশ্চর্য্য—এমন ক'রে ব'য়ে যায়!

[প্রস্থান।

নীরদ। জ্যেঠাই মা, কাকাবাবু পাগল হ'য়েছেন। আমি শুন্‌ছি, ও'কে কি খাইয়ে এমন ক'রেছে। ও ভাগ-বখ্‌রা ক'রে দেওয়া নয়—ভাগ-বাখ্‌রা ক'রে দেওয়া নয়, ওঁকে মদ খাইয়ে সর্ব্বস্ব লিখে নিয়ে হাত-পা বন্ধ করা উচিত। বাবাকে বুঝিয়ে বল গে—ভাইএর খাতিরে আর না কোল্‌কাতায় থাকেন। ডাক্তার ব'লেছে—তাহ'লে আর বাঁচ্‌বেন না, আর বেড়াতে যাওয়া না বন্ধ হয়।

বিরজা। বেড়াতে যাবে বই কি, তুই সব ঠিকঠাক্ কর্।

নীরদ। উনি আবার না বেঁকেন।

বিরজা। না—আমি বেঁক্‌তে দেবো না। আহা! ভাই ভাই ক'রে প্রাণটা দিতে ব'সেছে। মেজ-বউ, বামুনকে বল—খানকতক লুচীটুচি ভেজে দিক্, আমি ওর কাছে যাই। ৮টার ভেতর ভাত খেয়ে যেতে পার্‌বে না। [প্রস্থান।

নীরদ। মা, তুমি ও সময় কথা কইতে যাচ্ছিলে? তাহ'লে ঐ ভেয়ের রাগ আমাদের উপর পড়্‌তো। তুমি কোন কথা ক'য়ো না, ওঁরা দেওর-ভেজে যা হয় করুন। এবার আর ঠিক হ'চ্ছে না! খুব বাড়াবাড়িই হয়ে গিয়েছে, লাঠি তুলেছিল।

তর। ওর কি হায়া আছে, লাঠি মার্‌লে হায়া হ'তো? হতচ্ছাড়া মিন্‌সে, ভাই ওর পিণ্ডি দেব!

নীরদ। তুমি দেখ না মা, কি হয়?

[তরঙ্গিণীর প্রস্থান।

(শ্যামার প্রবেশ)

শেমো—এত দেরীতে চিঠি পেলে যে?

শেমো। আদ্দেক রাত্রি অবধি খাওয়া-দাওয়া হ'লো, তার পর ঘুমিয়ে প'ড়্‌লো। বড় মা—ছোট মা—কাছে কাছে ছিলো, আমি দিতে বাগ পাইনি।

নীরদ। তা, তুই ঠিক সময়ে দিয়েছিস্‌।

[উভয়ের প্রস্থান।

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক।

পথ।

মন্মথ ও কুলী।

কুলী। মোনা বাবু—মোনা বাবু—সর্ব্বনাশ হ'য়েছে!

মন্মথ। তোর গায়ে রক্ত কিসের? কি হয়েছে?

কুলী। ও কিছু নয়--প'ড়ে গিয়েছি। শীগ্‌গির এসো, ছোটবাবুকে বাঁচাও।

মন্মথ। কোথা যাবো?

কুলী। এসো-এসো—কুমুদের বাড়ী, সেখানে এতক্ষণ খুন ক'রেছে।

মন্মথ। খুন ক'রেছে কি?

কুলী। এসো—এসো—ব'ল্‌তে ব'ল্‌তে যাচ্ছি।

মন্মথ। তুই যে চ'ল্‌তে পাচ্ছিস্‌ নি, খুঁড়াচ্ছিস্‌?

কুলী। চ'ল্‌তে পা'র্‌বো—চ'ল্‌তে পা'র্‌বো—এসো গাড়ী ক'রে যাই এসো।

মন্মথ। আমি তো সে বাড়ী জানি নি।

কুলী। আমি সে বাড়ী দেখে এসেছি, ঘর দেখে এসেছি, পরামর্শ কতক শুনে এসেছি,—চিঠি রাস্তায় দেখেছি, ছোটবাবুর রিভলভার নিয়ে গেছে, যে নিয়ে গেছে তারে চিনেছি, বুঝি খুন ক'র্‌বে। এসো—এসো

[উভয়ের দ্রুত প্রস্থান।

সপ্তম গর্ভাঙ্ক।

কুমুদিনীর কক্ষ।

কুমুদিনী ও শরৎ

নেপথ্যে শৈলেন্দ্র। দোর খোল', দোর খোল'—

কুমু। কি—কি—ভোরের বেলায় এসে ডাকাত পড়েছ কেন?

(শৈলেন্দ্রের প্রবেশ)

শৈলেন্দ্র। কে তোর ঘরে? তোমার বাবাকে ঘরে পুরে রেখে আমাকে চিঠি লিখেছ?

কুমু। যে হোক্‌ না—তোর্‌ কি?

শরৎ। হ্যাঁ হ্যাঁ শৈলেনবাবু, আমার মেয়েমানুষ কেড়ে নিয়েছ, আমাকে ব'ল্‌ছ—কে তোর ঘরে?

শৈলেন্দ্র। তবে রে শালা!

শরৎ। তাই তো রে শালা! আমার মেয়েমানুষের সঙ্গে ইয়ারকি?

শৈলেন। খুন ক'র্‌বি নাকি—খুন ক'র্‌বি নাকি?

[শরতের পিস্তলের দুইবার আওয়াজ করিয়া লাঠি লইয়া শৈলেন্দ্রের মস্তকে আঘাতকরণ।

খুন ক'র্‌লে—খুন ক'র্‌লে—

শরৎ। খুন ক'র্‌লে—খুন কর্‌লে—

কুম। কি ক'র্‌লি—মেরে ফেল্লি!

[শরতের শৈলেন্দ্রের বাম হস্তে পিস্তল দিয়া দ্রুত প্রস্থান।

(কুমুদিনীর মা ও অন্যান্য বারাঙ্গনার প্রবেশ।

কুমু মা। ওরে কি সর্ব্বনাশ কর্‌লি!

কুমু। শরতাকে গুলী ক'রেছিল, শরতা লাঠি মেরে পালিয়েছে।

কুমু-মা। অ্যাঁ! খুন হ'লো না কি?—মুখে জল দে-মুখে জল দে!

(ফুলী ও মন্মথর বেগে প্রবেশ)

ফুলী। এই দেখ—সর্ব্বনাশ।

(মন্মথর সত্বর শৈলেন্দ্রের ক্ষতস্থানে চাদর দিয়া ব্যাণ্ডেজ করণ)

মন্মথ। কে মা'র্‌লে ?

কুমু। ওগো—আমি কিছু জানি না! মারামারি হ'য়েছে, আমার ঘরে মানুষ ছিল দেখে, বাবু পিস্তল ছুড়েছিল, সে লাঠি মেরে পালিয়েছে। এই দেখ—স্বালে গুলীর দাগ দেখ।

ফুলী। দেখবে বই কি—কাকে দেখাচ্ছ? চুপ করো, তোমার যে ঘরে জন্ম, আমারও সেই ঘরে জন্ম। চুপ ক'রে থাকো, সব শুনেছি। শরৎ বাবু জিজ্ঞেসা ক'রেছিল- "দোরের পাশে কে?" তুমি ব'লেছিলে—"মা বুঝি!" সে তোমার মা নয়—আমি।

(পুলিস লইয়া শরতের প্রবেশ)

শরৎ। আমি প্রাণের দায়ে মেরেছি—আমি প্রাণের দায়ে মেরেছি।

জমাদার। ওঃ বাবু, যখন খুনখারাপি হয়েছে, তোমাকে তো ছাড়্‌বো না। আর মেয়েমানুষ তো ঠিক আছে, ওকে তো গুলী করে নাই। লাঠিটে বড়জোর লাঠি মারিয়াছেন। হাকিম যেমন বলবে, তেমান হবে, আপনাকে আজ থানায় থাকৃতে হবে, খুনটা বুঝ ছেন না?

ফুলী। হ্যাঁ মশায়, আপনি খুনটা বুঝছেন না!

জমা। এ কি, পাগলীটে এখানে কেন? তোর গায়ে লউ কিসের?

ফুলী। আমি ছুটে আস্‌তে পড়ে গিয়েছি।

জমা। এই পিস্তল ছুড়িয়াছিল? বাঁ হাতে ছুড়িয়াছে দেখছি।

মন্মথ। জমাদার সাহেব, হাঁসপাতালে নিয়ে চলো। (কুমুদিনার প্রাত) হাঁ বাছা, তোমাদের ঘরে একটু মদ আছে?

জমা। আছে বই কি।—ঐ তো খাটখাটি বাধাইয়াছে। ঐ যে বোতল।

(মন্মথের মদ লইয়া শৈলেন্দ্রর মুখে দেওন)

শৈলেন্দ্র। ও মা!

জমা। (শরতের প্রাত) বাবু, ফের থানায় চলিতে হইবে।

মন্মথ। জমাদার সাহেব, তোমার পাহারাওলাকে ধর্‌তে বলো।

ফুলী। জমাদার সাহেব,ও জামাতে কি আছে দেখ, জামাটা সঙ্গে নাও।

শরৎ। জামা কাচ্‌তে দিতে হবে—জামা কাচ্‌তে দিতে হবে, জামা কি হবে?

জমা। দেখি বাবু, কি আছে? (জামার পকেট হইতে নোট বাহির করিয়া) এ যে তাজা নোট—পাঁচ হাজার টাকা! বাবু আপনাকে টাকা দিয়া খুন করিতে আসিয়াছিল না কি? আপানাকে তো আমি জানি, এ নোট কোথায় পাইলেন? কিছু বল্‌ছেন না?—আচ্ছা চলেন—হাকিমের কাছে বলিবেন।

ফুলী। শরৎ বাবু ছেলের জন্যে পুতুল কিনেছিলেন, নিয়ে যাবেন না?

জমা। পুতুল কি রে ক্ষেপি?

ফুলী। ঐ যে পুতুলটো!

মন্মথ। ফুলী, কি বল্‌ছিস্?

জমা। (পিস্তল তুলিয়া লইয়া) এইটা পুতুল—এইটা পুতুল! এই পুতুলটা কি বাবু কিনিয়াছিল না কি?

মন্মথ। জমাদার সাহেব ও পাগল—ওর কথা কি শুন্‌ছ!

জমা। কেন বাবু, এর বিচে বাৎ আছে না কি? আপনি তো এমন কাজের নন, তবে ধমক দিচ্ছেন কেন

মন্মথ। মশায়, ও সব কথা কইবেন এখন—হাঁসপাতালে নিয়ে চলুন।

জমা। চলেন—চলেন। (কুমুদিনার প্রতি) বিবি, সিধের মিটবে না।

কুমু। ও মা! কি খুনের লোক সব বাড়ী আস্‌তে দিয়েছিনু গো!

জমা। টেকা বাজিয়ে নিয়েছ, তবে আসিতে দিয়াছ, সব এর বিচে আছে!—চলো।

[সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ অঙ্ক।

—ঃ*ঃ—

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

উপেন্দ্রের বহির্ব্বাটী।

মন্মথ ও বৈদ্যনাথ।

মন্মথ। উনি তো লাঠি খেয়ে অজ্ঞান, এ দিকে ওঁর নামে Charge এলো, উনি রিভল্‌ভার নিয়ে খুন করতে গেছেন।

বৈদ্য। তবে তুমি মেটালে কি ক'রে?

মন্মথ। ফুলী দেখেছিল, নীরো দাদা শরৎকে রিভল্‌ভার আর পাঁচ হাজার টাকা দিয়েছিলেন। সে টাকা শরতের পকেটে পাওয়া গেল। এ দিকে নীরো দাদা কি করেছেন, জানেন? ঐ পাঁচ হাজার টাকার নোটের নম্বর আটক করেছেন।

বৈদ্য। সে যাক্—সে যাক্ তার পর মিট্‌ল কিসে?

মন্মথ। আমি নিতাই বাবুকে সমস্ত বল্লুম। শরৎও বেঁকলো, সে বল্লে আমি জেলে যাই আর য হই, আমি সব খোলাসা কথা বল্‌বো; এইতে নীরো দাদা ভয় পেলে, আর সেই পাঁচ হাজার টাকা ছেড়ে দিয়ে আর কিছু ঘুষ-ঘাষ দিয়ে এক রকম তো মিটিয়ে রেখেছি! সে মিটে গিয়েছে।

বৈদ্য। তবে?

মন্মথ। এই সব খবর পেয়ে মেসোমশায় কাশী থেকে এলেন, ভায়ের উপরেই রাগ কল্লেন। নীরো দাদার উপর সমস্ত দানপত্র ক'রে দিয়ে পার্টিসন সুট্ করতে ব'লে চ'লে গেলেন। সেই পার্টিসন্ সুট্ চলেছে।

বৈদ্য। আর নীরো যে শৈলেনের কাছে হাণ্ডনোট কিনে নিয়েছে, সে কথাটা কি

মন্মথ। ছোট বাবু যখন শয্যাগত, তখন নীরো দাদার দরদ্ দেখে কে? আমি রাত জাগি, আমায় উঠিয়ে দিয়ে উনি রাত জাগ্‌তে বসেন। সেই সময় ছোট বাবুর প্রিয় হয়ে, ছোট বাবু যে সব উনপাঁজুরে লোককে টাকা ধার দিয়েছিলেন, সেই সব হাণ্ডনোট এন্‌ডোর্স ক'রে নিয়েছেন। আর এ সওয়ায়, কতকগুলো ভুয়ো হাণ্ডনোটও নীরো দাদা করেছিলেন, সেগুলোও এন্‌ডোর্স্ ক'রে নিয়েছেন। সব জড়িয়ে প্রায় লাখ টাকা; ছোট বাবুকে তার দায়ী ক'চ্ছেন।

বৈদ্য। নিতাই কি বলে?

মন্মথ। বলেন—শিবু উকীলকে দিয়ে সব ঠিক্‌ঠাক্ ক'রে নিয়েছে, এখন আর উপায় কি? এ দিকে সব টাকাকড়ি আটক করেছেন, পার্টিসন্ সুটের খরচায় সর্ব্বস্ব যেতে বসেছে, এখনো ছোট বাবুর শিবু উকীলকে বিশ্বাস। নীরো দাদা, লাগিয়ে ভাঙ্গিয়ে আমার উপর আর বড় মার উপর ছোট বাবুর মন ভাঙ্গিয়েছে; তার ধারণা যে, আমরাই সব ভাঙ্‌চি দিয়ে মেসো মশাইকে খারাপ ক'রেছি, নীরো দাদাকে খারাপ ক'রেছি। এ ষড়যন্ত্র য—আমরা সব মিলে জুলে ক'চ্ছি।

বৈদ্য। বড় বউ ঠাকৃরুণ কোথায়?

মন্মথ। তিনি মেসো ম'শায়ের সঙ্গে কাশীতে দেখা ক'র্‌তে গেছেন।

বৈদ্য। ইস্! এতটা হয়ে গিয়েছে! আমি যখন ওয়ালটায়ার বেড়াতে গেলেম, তখন বুঝি এর সূত্রপাত কিছু হয় নাই?

মন্মথ। না, তার পরেই এই হাঙ্গাম।

বৈদ্য। এ সব খবর তুমি আমায় লেখ নাই কেন

মন্মথ। আপনি মরণাপন্ন, শরীর সারতে গিয়েছেন, আর তখন আমিও এত হান্দবাজী বুঝে উঠ্‌তে পারি নাই।

বৈদ্য। ওহে, তুমি এ বাড়ীর সঙ্গে আমার সুবাদ জানো না, তাই পত্র লেখ নাই। আমি মানুষ হয়েছি কার হ'তে? বড় বাবু আমায় মানুষ ক'রেছেন। তোমার বড় মা যে চোখে [illegible] কে দেখেন, সেই চোখে আমায় দেখেন [illegible] — না হবার হয়েছে। কি কা[illegible]?

মন্মথ। আপনি ছোট বাবুর সঙ্গে [illegible] করুন, ক'রে ওঁর চোখ ফুটিয়ে দেন।

বৈদ্য। ছোকরা এতেও [illegible] আচ্ছা দেখি!

মন্মথ। ম'শায়, একটা কথা [illegible], আপনাকেও বিশ্বাস ক'র্‌বেন না।

বৈদ্য। কেন রে মূর্খ?

মন্মথ। আপনি যে মোনা দেখে গিয়েছিলেন, আমি আর সে মোনা নেই—আমি আর সত্যবাদী নাই, আমি জালিয়াত—জোচ্চোর; হীরু ঘোষাল প্রভৃতি যত অসৎ লোক—আমার বন্ধু। আমার সম্বন্ধে যে অপবাদ শুনবেন—বিশ্বাস করবেন। আমি সকল কাজ কর্‌তে প্রস্তুত।

বৈদ্য। সে কি রে—কি বল্‌ছিস্? তোর কথা শুনেও আমি বিশ্বাস কর্‌তে পাচ্ছি নে।

মন্মথ। বিশ্বাস করুন।

বৈদ্য। এ দুর্ম্মতি তোমার কেন হলো?

মন্মথ। কেন হ'লো? বড় বাবু আমায় অনাথ অবস্থায় কুড়িয়ে এনেছিলেন। বড় মা'র স্নেহে আমি রাজপুত্রের ন্যায় কাটিয়েছি—লেখাপড়া শিখেছি। আপনারা সকলে আমায় স্নেহ করেন—প্রশংসা করেন। আমি বড় বাবুর মৃত্যুশয্যায় কাছে ছিলুম। যদিচ আমি তখনও বালক,তথাচ আমি তাঁর আন্তরিক মনোভাব বুঝ্‌তে পেরেছিলুম। তাঁর কায়মনোবাক্যে ইচ্ছা ছিল—যেন পিতৃপুরুষের গৌরব বজায় থাকে। তিনি সেই জন্য বড় মাকে তাঁর অংশ দিয়ে গিয়েছেন। তাঁর মনে আশঙ্কা ছিল যে, পাছে ভায়ে ভায়ে ঝগড়া হয়ে সমস্ত নষ্ট হয়, বড় মার অংশ থাক্‌লে ঠাকুরসেবা চল্‌বে। বড় মাও স্বামীর আজ্ঞা পালনের জন্য, সংসার বাজায় রাখ্‌বার জন্য আত্মসুখে জলাঞ্জলি দিয়ে সংসারকার্য্য নির্ব্বাহ ক'রে আস্‌ছিলেন। সেই সংসার নীরো দাদা জুচ্চুরি ক'রে ভাঙ্‌ছেন। আমি প্রতিজ্ঞা করেছি, দেখ্‌বো, ওঁর কতদূর জুচ্চুরি।

বৈদ্য। তুই খেপেছিস্—খেপেছিস্। ছোঁড়া—ঠাণ্ডা হ।

মন্মথ। আজ্ঞে না, আমি খেপি নি। অনেক রাত্রি জেগে চিন্তা করেছি। আপনি জানেন, অসৎ মতি হৃদয়ে স্থান দেওয়া কি যন্ত্রণা—সেই দারুণ যন্ত্রণা ভোগ করেছি। সত্যে জলাঞ্জলি দিয়েছি—সদিচ্ছায় জলাঞ্জলি দিয়েছি। আমার এখন চিন্তা কিসে নীরো দাদার সর্ব্বনাশ কর্ব্বো।

বৈদ্য। মন্মথ, তুমি কি মনে করেছ, কোন কুকার্য্যের দ্বারা সৎকার্য্য হয়? আমি তোমার মনের অবস্থা বুঝ্‌তে পেরেছি। আমারও তোমার কথা শুনতে শুনতে ইচ্ছা হয়েছিল, নীরোর মাথা কেটে ফেলি। তুমি স্থির হও, অধর্ম্মপথে চলো না।

মন্মথ। অধর্ম্মপথে চল্লে কি হবে? হয় তো আমার দুর্নাম হবে, হয় তো আমি বিপদ্‌গ্রস্ত হবো, হয় তো আমার এ জীবন বৃথা হবে! কিন্তু মশায়, বড় মা আমার গলা ধ'রে কেঁদেছেন, চক্ষের জল ফেলেছেন,—বলেছেন—মোনা, কি হবে! আমি দেখ্‌বো—কি হয়, আমায় বারণ কর্‌বেন না।

বৈদ্য। ওরে শোন্ শোন্—

মন্মথ। না, আমি আর শুন্‌বো না। আপনি ছোট বাবুকে শিবু উকীলের হাতে থেকে ছাড়িয়ে নেন।

বৈদ্য। আচ্ছা আচ্ছা, আমি নিতাইয়ের সঙ্গে পরামর্শ করে, যা হয় কচ্ছি। বল্লি যে—সব টাকা কড়ি আটক হয়েছে; আমি কিছু টাকা দিচ্ছি—নে, যদি কিছু সচ্ছল হয়, দেখ্।

মন্মথ। না মশায়, আমি উপস্থিত সংসার একরকম চালাচ্ছি, আমার nursery থেকে প্রায় হাজার দশেক টাকা জ'মেছে, তা থেকে এখন চল্‌বে। শেষ যা ব্যবস্থা হয় কর্‌বেন।

[প্রস্থান।

বৈদ্য। ছোক্‌রা ভারি রেগেছে, রাগ হ'তেই পারে, আমি কাশীতে একবার উপেনের সঙ্গে দেখা করি?

(নিতাই উকীলের প্রবেশ)

হ্যাঁরে নিতে, কো'ল্‌কেতায় ব'সে—এই সব দেখিল বুঝি?

নিতাই। দেখলুম বই কি—কি কর্‌বো বল?—আমায় কি ঘেঁসতে দিলে? পুলিস কেস্ কাটিয়ে দিলুম। নারে—শৈলেনকে বোঝালে কি জানিস্? যে, আমি শৈলেনের বিপক্ষ হয়ে শৈলেনকে যে ব্যাটা লাঠি মেরেছিল—ঐ শরৎ না কি, তারে বাঁচিয়ে দিলুম। আর এখন তার ধারণা যে, আমি পরামর্শ দিয়ে এই পার্টিসন্ সুট্‌টা করিয়েছি।

বৈদ্য। তা এখন উপায় কি?

নিতাই। বড় বউঠাক্‌রুণের বিষয় কেয়ালো ক'রে

নেওয়া—আর কোন উপায় নাই। তিনি এখন রাজী হ'লে হয়।

বৈদ্য। এখন শিবে ব্যাটার হাত থেকে শৈলেনকে বা'র কর্‌বার কি?

নিতাই। শৈলেন বোঝে তবে তো? আর শুধু বুঝলে হবে না, ওর cost না দিলে উকীল change হবে না।

বৈদ্য। তা দেখ—যা লাগে, আমি দিচ্ছি।

নিতাই। ওরে, সে তোর কেরাণীগিরি ক'রে টাকা জমিয়ে পার্টিসন্ সুটের খরচা দিতে পার্‌বি নি। দেখ,—শৈলেনকে যদি বোঝাতে পারিস্, তার পর যা ক'র্‌তে হয়, আমি করবো।

বৈদ্য। আচ্ছা, আমি যাচ্ছি।

নিতাই। সেই দিক্ ঠিক কর্, আর বড় বউকেও বুঝিয়ে সুঝিয়ে দেখা যাক—কত দূর হয়।

[উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

কাশীধাম—উপেন্দ্রের বাসাবাটী।

উপেন্দ্র ও বিরজা।

উপেন্দ্র। এ কি—বড় বউদিদি—এসেছ?—ব'সো।

বিরজা। না এসে কি করি বল?—সর্ব্বনাশ হ'লো যে? এ যে মাম্‌লা-মোকদ্দমায় সব যেতে ব'সেছে!

উপেন্দ্র। যাওয়া কি ভাল নয়? থেকে কি হবে? মানুষকে বেশ্যার জন্য গুলী করবে, ছেলে টাকার জন্য বাপের কথা শুন্‌বে না, কাকাকে বাঁধিয়ে দেবে,—স্ত্রী স্বামীকে দেখবে না, কিসে ছেলের সর্ব্বস্ব হবে—এই নিয়ে দিবারাত্র বিব্রত থাকবে! বেশ হ'চ্ছে, এ টাকা যাওয়াই ভাল। সর্ব্বস্ব ফাঁকি দিয়ে নিয়েছিলো, সে তো বেশ ছিলুম, চিন্তা ছিল না; স্ত্রী বশ ছিল, ছেলে বশ ছিল, ভাই বশ ছিল—

বিরজা। তা এখন কি মনে ক'রেছ, এইখানে ব'সে থাক্‌বে, আর সর্ব্বস্ব যাবে?

উপেন্দ্র। তা যাক্ না—আমার কি!—সর্ব্বস্ব তো আর আমার নয়? যে দিন শুন্‌লুম—বাড়ীতে ফৌজদারী—খুনে মকদ্দমা,—সেই দিন তো ছেলেকে দানপত্র লিখে সর্ব্বস্ব দিয়েছি, আর আমার কি আছে যে দেখ্‌বো?

বিরজা। কি হয়েছে—সব শুনেছ? শুন্‌তে পাই তো, তুমি বাড়ী থেকে চিঠি এলে খোলো না—পড়ো না—অমনি ফেলে দাও।

উপেন্দ্র। শুন্‌তে হবে না, শোন্‌বার কিছু নাই। তবে রেল ভাড়া ক'রে এসেছ, না শুনিয়ে নিশ্চিন্ত হবে না; শোনাও! শোনাবে তো এই—মকদ্দমা রুজু হয়েছে, বিষয় বখরা হ'চ্ছে, টাকাকড়ি পাঁচ ভূতে লুটে খাচ্ছে, শৈলেন আবার কোন্ মাগীর কাছে যাচ্ছে, আর একটা খুনোখুনি হাঙ্গাম বেধেছে, নীরো কাকাকে ফাঁসাবার চেষ্টায় আছে,—এই তো—না আর কিছু? এ সব তো শুনে এসেছি, কতক দেখেও এসেছি—আর নূতন কি শোনাবে?

বিরজা। তুমি রাগ ক'রেই সর্ব্বনাশ ক'র্‌লে, তোমার দোষেই সব গেল।

উপেন্দ্র। রাগ করবো না, স্থির থাক্‌বো, বিষয়-আশয় বন্দোবস্ত ক'র্‌বো—এই বল্‌ছ? রাগ ক'রে আসিনি, আপনার ইজ্জৎ বাঁচাতে এসেছি। সেখানে থাক্‌লে হয় তো অপঘাতে মর্‌তে হ'তো। হয় ছেলে মা'র্‌তো, নয় ভাই মা'র্‌তো! নয় তো কলঙ্কের ভয়ে আত্মহত্যা ক'র্‌তে হ'তো।

বিরজা। কেন গো, কিসের কলঙ্ক—কিসের আত্মহত্যা?

উপেন্দ্র। কি—কি ব'ল্লে—কিসের কলঙ্ক? তুমি কি দাদার স্ত্রী নও? তুমি কি সেই বড় বউদিদি নও? আর কি কেউ সেই রকম সেজে এসেছে? তুমি ব'ল্‌ছ—কিসের কলঙ্ক? বেশ্যালয়ে খুনোখুনির মকদ্দমা আমাদের গুষ্টিতে হ'লো,—আর ব'ল্‌ছ—কিসের কলঙ্ক?

বিরজা। তুমি সব শোনো নি, তুমি শৈলেনের উপর রাগ ক'রে নীরের নামে সব লিখে দিয়েছ। এ সব তোমার নীরের জোটাজোট—তা জানো?

উপেন্দ্র। জান্‌তুম না—তাই শৈলেনের উপর রাগ ক'রে নীরের নামে সব লিখে দিয়েছি—সত্য, কিন্তু এখন দেখ্‌ছি—খুব ভাল ক'রেছি। যদি সত্য হয়—নীরে কাকাকে ফাঁসাবার জন্যে এত মতলব খাটিয়েছে, তা'হ'লে বাপ্‌কে বিষ দিয়ে

কর্ত্তা হ'তে চাইবে এটা বড় বিচিত্র নয়! তাইতে তোমায় বল্লুম—কেন অপঘাতে মর্‌বো, যা'র যা ইচ্ছে, করুক—আমি নিশ্চিন্দি হ'য়ে কাশীবাস কর্‌তে এসেছি।

বিরজা। আমি বুড়ো মানুষ—কোথায় যাই?

উপেন্দ্র। কেন?—তোমার তো সর্ব্বস্ব র'য়েছে, তুমি মামলা-মোকদ্দমা ক'রে কেয়ালো ক'রে নাও।

বিরজা। আমি বুড়ো বয়সে আদালতে দাঁড়াবো—কেয়ালো ক'রে নেব?

উপেন্দ্র। সে তোমার ইচ্ছে। আমি কিছু সঙ্গে নিয়ে আসিনি, বিষয় প'ড়ে রয়েছে। তুমি আপ্‌নার সম্পত্তি রক্ষা করো। পারো কিছু থাক্‌বে—ঠাকুর-সেবাটা চ'ল্‌বে। আমায় ব'ল্‌তে এসেছ—মিথ্যে, আমার তো হাত নাই; যদি আর একদিন দেরীতে আস্‌তে, তা হ'লে আমায় হেতা আর দেখ্‌তে পেতে না, আমি এখান থেকে চ'লে যেতেম; কোথায় যেতেম—খবর পেতে না,—আর যাবও, নইলে তো জ্বালাতনের হাত থেকে বাঁচ্‌বো না?

বিরজা। কেন?—আমি এসেছি ব'লে—তুমি জ্বালাতন হয়েছ?

উপেন্দ্র। তুমি একা নও, নীরদের গর্ভধারিণী কা'ল এসেছেন। কেন—জানো? আমি নীরদকে বিষয়-আশয় সব দিয়েছি; আমার নামে কিছু কোম্পানীর কাগজ আছে, আমার খরচ চল্‌বার জন্য সে আলাদা ক'রে রেখেছি; নীরদবাবুর মকদ্দমা-খরচার টানাটানি হ'চ্চে, সেই কাগজ ভাঙ্গাতে চান,—সেইজন্য এসেছেন। কা'ল ঝগড়া ক'রে মাথা ধ'রে প'ড়ে আছেন, তাই এতক্ষণ উঠে এসে তোমায় গলাধাক্কা দেন নাই। তোমার কথা বলা হয়েছে, শুনেছি,—ভালয় ভালয় চ'লে যাও। ভাল চাও—দেশে ফিরে চাও, কারুর মুখ চেয়ো না, নিতাইকে ব'লে আপনার বিষয় কেয়ালো ক'রে নাও, নইলে ওদের সঙ্গে জড়িয়ে থেকে পথে দাঁড়াবে।

বিরজা। তুমি তো আপনি নিশ্চিন্ত হয়েছ, আমার ব্যবস্থা ক'রে দাও নি কেন? চলো—আমার ব্যবস্থা ক'রে দিয়ে আস্‌বে।

উপেন্দ্র। তোমার ব্যবস্থা ঠিক আছে। দাদা তোমায় তাঁর অংশ দিয়ে গেছেন, তুমি নিতাইকে ডেকে চুপি চুপি আমায় সজ্জন বিবেচনা ক'রে দানপত্র ক'রে দিয়েছিলে। তাতে লেখা ছিল যে, শৈলেন যদি আমার বশে থাকে, তাকে আমি তোমার অংশের অর্দ্ধেক দেবো।

বিরজা। তবে আমি এখন কোথায় দাঁড়াই?

উপেন্দ্র। আমি নীরেকে যে দিন সর্ব্বস্ব দানপত্র লিখে দিই, তার আগের দিন তোমার দানপত্রের পিঠে লিখে দিয়ে রেজেষ্টারী ক'রে দিয়েছি যে,—দানপত্র নামঞ্জুর, দানপত্র স্থির-মস্তিষ্কে লেখেন নাই, স্বামীর শোকে বিবাগী হবেন মনে ক'রে মস্তিষ্কের তাড়নায় দানপত্র লিখে দিয়েছেন, স্থির মেজাজে লেখেন নাই, সুতরাং তা নামঞ্জুর। তুমি যাও, তোমার বিষয় আশয় দেখে নাও গে।

বিরজা। আমি অত পার্‌বো না, আমারও খান কতক কাগজ বের ক'রে দাও, তার সুদ থেকে আমি বৃন্দাবনে ব'সে খাই, ঠাকুর দর্শন করি।

উপেন্দ্র। এই না তুমি বিষয় রক্ষা কর্‌বার জন্যে আমায় অনুরোধ ক'চ্ছিলে? আমার হাত নেই, তুমি যা পারো টেনেটুনে রাখো, যদি কিছু থাকে ঠাকুরসেবা চ'ল্‌বে। ওরাও যখন মারামারি-কাটাকাটি ক'রে ফতুর হবে, তাই থেকে যদি দু'মুটো দাও—খেতে পাবে। নইলে সব যাবে। এখন দেখো—তোমার যা খুসী করো।

(দুই রগে পান দিয়া তরঙ্গিণীর প্রবেশ)

তর। হ্যাঁগা—তোমাদের জ্বালায় মানুষ কাশীবাসী হয়েছে, এখানে গাড়ী ভাড়া ক'রে এসেছ—জ্বালাতন কর্‌তে।

বিরজা। জ্বালাতন ক'র্‌বো কেমন ক'রে?—তুমি আগে এসে আগ্‌লেছ? মেজো বউ, তোর লজ্জা নাই—সরম নাই,—ছেলেকে ফুস্‌লে ফাস্‌লে সংসারটা ছারেখারে দিতে ব'সেছিস্?

তর। আর তুমি সব বজায় রাখ্‌তে ব'সেছ? তুমিই তো লাগানি-ভাঙ্গানি ক'রে দেশত্যাগী করিয়েছ। "ভাই ভাই" ক'রে তো মর্‌ছে

সেছিলো, এখনো মনস্কামনা পূর্ণ হয় নাই—তাই এখানে এসেছ।

বিরজা। মনস্কামনা পূর্ণ আমার হবে না কেন—তোমার হয় নাই, এখনো তোমার দেওর মরে নি, এখনো আমি বেঁচে আছি;—আমার বিষয়ে ভাগ আছে, এখনো যা হোক্ উপেনের হাড় কখানা খাড়া আছে, এখনো তোমার পুরো গিন্নীত্ব হয় নি।

তর। তোমার মুখে আগুন লাগুক্—মুখ পুড়ে যাক্—অকথা কুকথা ব'লে গাল দিতে এসেছ। আলালের ঘরের দুলাল মোনাকে সর্ব্বস্ব দিতে পারনি ব'লে হিংসেয় ফেটে ম'চ্চ? বাড়ীর গিন্নী—বাড়ীর কল্যাণ করেন!

উপেন্দ্র। তুমি দাঁড়িয়ে কি শুনছ? আমি তোমায় না যেতে বল্লে যাবে না। তা থাকো—দু'জনায় ঝগড়া করো। মেজো বউ, শোনো, যদি এখান থেকে তুমি বিদেয় না হও, আমি বিদেয় হ'লুম। হয় তোমরা দু'জনে বিদেয় হও, নয়—আমি চল্লুম।

তর। বিদেয় আর কি—বিদেয় তো হয়েই আছি, ভাল কথা বল্‌তে এয়েছিলুম—মন্দ হ'লো। তা কি পরামর্শ কর্‌বে করো দেওর-ভেজে—আমি চ'লে যাচ্চি। আমার নীরে বেঁচে থাকুক্, এক মুটো অন্ন দেবে, কারো পিত্যেশী আর আমি নই যে, 'বড় দিদি—বড় দিদি'—ক'রে বাঁদীগিরি কর্‌বো।

বিরজা। না, তোমার সে দিন কেটে গিয়েছে। তাই রগে পান দিয়ে ঝগড়া কর্‌তে এয়েছ। এখন মনোবাঞ্ছা যা আছে, তা মায়ে বেটায় পূর্ণ করো। তবে তোমার বেটাকে ব'লে আমার বখ্‌রা আমায় দিইয়ে দাও। আমি ঠাকুরবাড়ীতে পড়ে থাকবো, তোমাদের ছায়া মাড়াতে আস্‌বো না।

তর। ইস্—তা হ'লে তো সব হেজে যাবে—ম'জে যাবে! গিন্নী—গিন্নীত্ব কর্‌বেন না! তোমার আবার বিষয় কি, তুমি তো সব দিয়েছ। বিধবা মেয়ে মানুষের আবার বিষয় কিসের? শূর্পণখা হ'য়ে তো সব জ্বালিয়ে পুড়িয়ে খেয়েছ।

বিরজা। উপেন, আমি চল্লুম।

উপেন্দ্র। আমিও চল্লুম।

তর। কেন গো—কেন গো—তোমাদের যেতে হবে কেন? —আমি যাচ্ছি, পরামর্শ আঁটো।

[তরঙ্গিণীর প্রস্থান।

উপেন্দ্র। দেখ্‌লে, এখন যা ইচ্ছা হয় করো।

[উপেন্দ্রের প্রস্থান।

বিরজা। কাশীনাথ, অপরাধ নিও না, আমি আর কারো মুখ চাইবো না।

[প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

কুমুদিনীর কক্ষ।

শরৎ ও কুমুদিনী।

শরৎ। আজ থেকে আমি এ বাড়ীতে আর আস্‌বো না। তোমার মা যে আমায় দেখ্‌লেই ঝগ্‌ড়া কর্‌বেন, আর আমি তোমার খোসামোদ করতে আস্‌বো—তা হ'চ্ছে না। আমায় চাও, এ বাড়ী থেকে বেরিয়ে চল।

কুমু। কোথায় যাব?—তোর এক পয়সার মুরোদ নেই।

শরৎ। চল—আমি ঘর ভাড়া ক'রেছি।

কুমু। ঘর তো ভাড়া ক'রেছিস্—আমার পেট চালাবে কে?

শরৎ। গয়নার বাক্স নিয়ে চল্, বেচে কিনে একটা কারবার কর্‌বো। আমিও বাড়ী ছেড়ে—মাগ-ভাতারের মতন দু'জনে থাক্‌বো।

কুমু। তুমি কারবার কর্‌বে! এই তিন বার ভারি ভারি গয়নাগুলো নে গিয়ে কারবার কর্‌লেন! আর আমার আছে কি?

শরৎ। যা আছে—এখন' ঢের আছে—নে।

কুমু। ঐ ক'খানা পেলে বাঁচ বুঝি?

শরৎ। বাঁচা মরা কি? সে গয়না বেচে কি আমি কারবার করেছি? সে তো তোরে বলেইছি—আমি খরচ করেছি। মাইরি বল্‌ছি—এবার কাজকর্ম্মে মন দেবো; হাজার দুই টাকা পেলে কয়লার কারবার ক'রে দু'দিনে ফেঁপে উঠ্‌বো। তা'হ'লে তোরও ঘরে আর মানুষ জন আন্‌তে

হবে না, আমারও কারো মোসাহেবি করতে হবে না।

কুমু। না ভাই, তুমি যেমন আস্‌ছো—এসো। তুমি যখন আস্‌বে, যে থাকুক, আমি উঠিয়ে দেবো, আমি তোমার সঙ্গে যাবো না! শেষে কি ভিক্ষে কর্‌বো?

শরৎ। তবে তুমি আমায় চাও না?

কুমু। সে তুমি যা বলো, আমি আর গয়নাগাঁটি বেচ্‌বো না।

শরৎ। ওঃ! বুঝেছি—বুঝেছি—জবাব দিচ্চ, তা স্পষ্ট ক'রে ব'ল্লেই তো হয়!

কুমু। এর আর স্পষ্টাস্পষ্টি কি? আমি কি মর্‌বো? এই ফৌজদারী হওয়া থেকে কোন বড়মানুষের ছেলে তো তোর ভয়ে আমার ঘরে আস্‌তে চায় না। আর ৯টা না বাজতে বাজতে তো তুই আমার ঘরে এসে বস্‌বি।

শরৎ। আর আমার এই বুকের উপর দে' যে বাগান মার্‌চ? আমি এক দিন একটা কথা ব'লেছি? আমি আপনিই স'য়ে থাকি। যদি আমার সঙ্গে আলাপ রাখ্‌তে চাও, চলো, গয়নাগুলি বেচে কয়লার কারবার করি, দু'জনে থাকি। আর না চাও—এই পর্য্যন্ত।

(কুমুদিনীর মাতার প্রবেশ)

মাতা। হ্যাঁগা—তুমি কেমন ভদ্রলোকের ছেলে গা, মেয়ে মানুষটাকে পথে বসাতে ব'সেছ? আবার গয়না নিতে এসেছ?

কুমু। খুব ক'রেছে, তোর বাবার কি? হারামজাদী বেরো—

মাতা। হ্যাঁ লো হ্যাঁ—বেরোবো বই কি? পিরীত ক'রে টুক্‌নি নিয়ে দোরে দোরে ঘুরবি।

কুমু। দূর হ'—হারামজাদী, নইলে ঝেঁটিয়ে মুখ ছিঁড়ে দোব।

(হীরু ঘোষালের প্রবেশ)

হীরু। আরে থামো থামো—ঝগড়া রাখো—শরৎ চ'লে এসো—দাঁও আছে—একটা দাঁও আছে।

শরৎ। কি রকম—কি রকম?

হীরু। আরে এসো না বল্‌ছি—গোটা কতক মেয়ে মানুষ যোগাড় কর্‌তে হবে। ঐ মোনা একটা দাঁও খেলেছে, চলো না—শুন্‌বে।

শরৎ। চলো।

হীরু। গোটা আষ্টেক ছুঁড়ী যোগাড় কর্‌তে হবে।

শরৎ। তার আর ভাব্‌না কি? (কুমুদিনীর মাতার প্রতি) ওগো—আজ থেকে বিদেয় হ'লেম বাছা, আর তোমাদের বাড়ীতে আস্‌ছি না।

কুমু। কেন আস্‌বিনি—কেন আস্‌বিনি? আমি তোরে কি বলেছি?

শরৎ। কে বাবা—এ কচ্‌কচির ভেতরে আসে!

[হীরু ও শরতের প্রস্থান।

কুমু। (মায়ের প্রতি) দেখ্‌, হারামজাদী, শরতা যদি না আসে, তোকে আমি বাড়ী থেকে দূর ক'রে দেবো।

মাতা। তা দিবি বই কি,—তা না হ'লে পিরীত চল্‌বে কেমন ক'রে?

কুমু। তবে রে হারামজাদী! এই কাণা বৈরাগীকে নিয়ে তুমি পিরীত করো না! ঝাঁটা মেরে মুখ ভেঙ্গে দেবো।

মাতা। তা দিবি বই কি? পোড়ারমুখী, আর্সিতে নিজের মুখ দেখ্‌তে পাও না? "দাদ—দাদ" ব'লে আর কত দিন চল্‌বে! রং ঢাকা দিয়ে আর ক'দিন ঢাকবি! যখন সর্ব্বাঙ্গ ছেয়ে বেরুবে, শরতা কোথায় থাকে—দেখ্‌বো।

কুমু। দাদ নয় তো কি রে হারামজাদী, তোর চোখে আগুন লাগুক্‌।

মাতা। তুই মর্‌—মর্‌,—তোর বাড়ী আমি থাকৃতে চাইনে। [প্রস্থান।

কুমু। বেরো বেটি!

[প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

শৈলেন্দ্রের কক্ষ।

শৈলেন্দ্র ও সরোজিনী।

শৈলেন্দ্র। আমিও পথে বস্‌লুম, তোমাকেও পথে বসালুম। নীরো আমার সর্ব্বনাশ করেছে।

সরো। তা তুমি ভেবো না, দিন এক রকম ক'রে যাবে। আমি রাঁধ্‌বো বাড়্‌বো—তোমার সেবা কর্‌বো—তোমার কোন কষ্ট হবে না। একখানি গাড়ী রেখো—বেড়াবে—একটা চাকর

দেখো—ভাইয়ের কাজকর্ম্ম করবে—তা হ'লে তোমার কষ্ট কি ?

শৈলেন্দ্র। কি হয়েছে—তুমি জানো না, তাই বলছ—কষ্ট কি ? আমি পথে বসেছি।

সরো। কেন—কেন—তোমার তো বখরা আছে, বখরা তো পাবে ?

শৈলেন্দ্র। বখ্‌রা কবে হবে, তা জানি নি ; এখন নীরের কাছে লাখের উপর দেনা হয়েছি, আমায় কবে জেলে দেয়।

সরো। কেন—তুমি তো এক পয়সাও ওর কাছে ধার করো নি, ওই বরং তোমার কাছ থেকে টাকা নিয়ে গিয়েছে।

শৈলেন্দ্র। কি করেছে জানো ? আমায় তো ফন্দী ক'রে মার খাওয়ালে। তার পর রাতদিন সেবা, খুনি মকদ্দমা—আমার কাছে নাকে কেঁদে বল্‌তো, "কাকাবাবু, খুনি মকদ্দমা, আমার কাছে টাকা নাই, বাবা টাকা দিতে চাচ্চেন না, কি করবো ?" আমি হ্যাণ্ডনোটে ধার করতে চাইলুম, তা কি করলে জানো ?

সরো। কি করলে ?

শৈলেন্দ্র। শোন মত্‌লবখানা, আমায় বল্লে কি জানো ? "আমি তোমার নামে কতকগুলো টাকা হ্যাণ্ডনোটে সুদে খাটিয়েছি ; সেই হ্যাণ্ডনোটগুলোর পিঠে তুমি সই ক'রে দাও, আর তোমার কাছে যারা ধার করেছে, তাদের হ্যাণ্ডনোট যদি তোমার কাছে থাকে, তাতে সই ক'রে দাও, আমি সেইগুলো বাঁধা রেখে টাকা যোগাড় কচ্চি। আমি বিছানায় পড়ে, অত ফন্দি বুঝ্‌তে পারি নি—সই ক'রে দিয়েছি।

সরো। হ্যাঁ হ্যাঁ, আমায় উঠে যেতে বল্‌তো, কি সই করতে বটে। তা—তাতে কি হয় ?

শৈলেন্দ্র। সেই সমস্ত হ্যাণ্ডনোটের টাকা আমার কাছে আদায় করবে।

সরো। কি ক'রে ?

শৈলেন্দ্র। বলছি, কিন্তু তুমি তা বুঝ্‌তে পারবে না। তবু—বলছি শোন—কত বড় ফন্দীটে শোন—

সরো। এর কি কোন উপায় নেই ?

শৈলেন্দ্র। কি করেছে শোন—বলেছিল যে, আমার নামে টাকা ধার দিয়েছে—সে মিছে কথা। গোটাকতক হাঘাটে ছোঁড়া নিয়ে, তাদের কিছু কিছু দিয়ে হ্যাণ্ডনোট সই করিয়েছে। তাদের কাছে তো টাকা আদায় হবে না, ও এখন আদালতে বল্‌তে চাচ্চে যে, আমার কাছে যেন হ্যাণ্ডনোট কিনে নিয়েছে। তাদের কাছ থেকে টাকা আদায় করতে পাচ্চে না, আমার কাছ থেকে টাকা আদায় করবে। আমি সে টাকার জামিন হয়ে পড়েছি।

সরো। তুমি কি সে সব বেচেছ ?

শৈলেন্দ্র। বেচ্‌বো কেন—বল্লুম তো—বুঝ্‌তে পারবে না। এই শিবু উকীলকে দিয়ে আমার ঠেঁয়ে একখানা চিঠি নিয়েছে, আমি যেন মকদ্দমা-খরচার জন্যে হ্যাণ্ডনোটগুলো নীরেকে বেচেছি। মোনা আমায় বলেছিলো, আমি বিশ্বাস করি নাই, আজ নীরো উকীলের চিঠি দিয়েছে—সেই চিঠি পড়ে দেখি—এই সর্ব্বনাশ!

সরো। তুমি কি করবে মনে করেছ ?

শৈলেন্দ্র। মনে করেছি, এ বাড়ীর অংশ বেচে এখান থেকে চ'লে যাব। নীরে দিন দিন আমাকে যে রকম বিপদে ফেল্‌বার চেষ্টা কচ্ছে, তাতে আর এখানে থাকতে সাহস হয় না। আমার Share বেচ্‌লে নগদ টাকা কিছু হাতে পাব, তাতে শিবু উকীলের cortএর দেনা কতক চুকবে, আর কিছু টাকা দিয়ে তাল-তলায় একখানি বাড়ী দেখে এসেছি, তোমার নামে কিনবো। সেইখানে গিয়ে থাকবো। তবে টাকা-কড়ি সব আদালত থেকে আটক হয়েছে। পেট চল্‌বে কিসে, সেই এক ভাবনা।

সরো। আচ্ছা—আমার কত টাকার গয়না ?

শৈলেন্দ্র। বেচ্‌লে হাজার পাঁচ ছয় হবে।

সরো। তাতে মুদিখানার দোকান হয় না ?

শৈলেন্দ্র। এই যে—তুমি একটা রোজগারের উপায় শিখেছ দেখ্‌চি।

সরো। কেন কেন—তাতে দোষ কি ? আমি মোনার ঠেঁয়ে শুনেছি, খেটে খেতে দোষ নাই, মোনা মিথ্যে কথা কয় না।

শৈলেন্দ্র। তাই মোনাতে তোমাতে মুদিখানার দোকান ক'রো।

সরো। তুমি না বল্লে কেন করবো ?

শৈলেন্দ্র। তোমার কথা শুনে আমার বুক ফেটে যায়।

সরো। আমায় মাপ করো, আমি আর কিছু বল্‌ব না।

শৈলেন্দ্র। শোন সরোজিনী ; তোমার মত নির্ম্মল স্ত্রী হয়, আমি স্বপ্নেও জান্‌তেম না ; আমি রত্ন চিন্‌লুম—কিন্তু শেষে। এই রত্ন আমার ধূলোয় লুটাবে। এ খেদ আমার রাখবার জায়গা নেই। তুমি সিংহাসনের যোগ্য, তোমায় আমি বুদ্ধির দোষে পথে বসালুম। আমায় ধিক্!

সরো। কেন তুমি অমন কচ্চ—আমি তো পথে বসিনি! তুমি ভেবো না, দিদি বল্‌তেন, মোনা বলে,—যে ধর্ম্ম পথে থাকে, ধর্ম্ম তার রাত দুপরে অন্ন জোটান! তুমি তো কখন অধর্ম্ম করোনি! আমিও অধর্ম্ম করিনি,—আমি কখনো মিথ্যে কথা কইনি,—আমরা দুঃখ পাবো না, তুমি ভেবো না।

শৈলেন্দ্র। অধর্ম্ম করিনি?—তোমায় ফেলে কাল-সাপিনীকে বুকে নিয়েছি; দেবতা সাক্ষী ক'রে তোমায় বিবাহ করেছি, তোমার ভার নেবো অঙ্গীকার করেছি, সেই অঙ্গীকার ভঙ্গ হয়েছে,—আমি অধম, নীরের চেয়েও অধম। নীরে আপনার স্বার্থ দেখে, আপনার স্ত্রীকে পথে বসায় না। আমি অলস, আমোদপ্রিয়। আমি তোমার সর্ব্বনাশের হেতু।

সরো। তুমি কেন এমন কচ্ছ, শুনেছি—বয়েস-কালে এমন সব্বাই করে। দেখ—আমি কিছু মনে করিনি, তোমার পা ছুঁয়ে বল্‌চি।

শৈলেন্দ্র। যদি আমায় কেউ জিজ্ঞাসা করে যে, সকলের চেয়ে পাপী কে? আমি উত্তর কি দিই জানো, যে আমোদপ্রিয়, ব্যভিচারী, সেই মহাপাপী। ব্যভিচারী চোর হয়, খুনে হয়, বংশের পিণ্ডদাতা সন্তানকে রোগগ্রস্ত করে, নিজে কলুষিত হয়, স্ত্রীকে কলুষিত করে, সন্তানকে কলুষিত করে, বংশের ধারা কলুষিত করে। কিন্তু আর উপায় নেই—আক্ষেপে ফিরবে না।

সরো। শোন শোন—আমি উপায় ঠাউরেছি। এসো এসো—রাধাবল্লভজীর কাছে চলো—আমরা দুজনে রাধাবল্লভজীর কাছে দুঃখের কথা জানাই—রাধাবল্লভজী উপায় করবেন, সত্যি বল্‌চি—সত্যি বল্‌চি। দিদি বল্‌তেন শোন নি?—আমাদের সব ঠকিয়ে নিয়েছিল, রাধাবল্লভজী আবার পাইয়ে দিয়েছেন। এসো—এসো।

[শৈলেন্দ্রের হস্ত ধরিয়া—সরোজিনীর প্রস্থান।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক।

উপেন্দ্রের বাটী।

নীরদ ও ফুলী।

নীরদ। শোন্—শোন্—

ফুলী। শুন্‌বো কি—তোমার সঙ্গে আলাপ করতে আসি কি না, তাই শুন্‌বো?

নীরদ। তবে কার সঙ্গে আলাপ করতে এসো—মন্মথর সঙ্গে?

ফুলী। হাঁ, মন্মথর সঙ্গে,—তার চাল নাই, চুল নাই—মন্মথর সঙ্গে।

নীরদ। তবে কার সঙ্গে শুনি।

ফুলী। কেন, ছোটবাবুর সঙ্গে। যার তোমাদের বিষয়ের দুবখরা। বড়গিন্নীর বিষয়ের এক বখরা। সে এখন তার মেয়েমানুষ ছেড়েছে, আমি যদি জুটতে পারি, মানুষ হয়ে যাবো।

নীরদ। হাঃ হাঃ—

ফুলী। হাস্‌লে যে?

নীরদ। ছোট বাবু পথে বসেছে—তার এ বাড়ীর অংশ আমি কিনেছি, তাকে এখান থেকে উঠে যেতে হবে।

ফুলী। উঠে যেতে হবে কেন? বড়মার বাড়ীর অংশ বড়মা তাকে দেবে।

নীরদ। তুই বুঝি তাই মনে করেছিস্? সে হবে না—সে হবে না। সে কাকা বাবুতে বড় মা'তে মন-ভাঙ্গাভাঙ্গি হ'য়ে গিয়েছে। আর বড়মা'র বিষয়?—সে এখন মকদ্দমা চলুক, তার পর নেবে। বড় মা বাবাকে সব লিখে দিয়েছে।

ফুলী। লিখে দিয়েছে বই কি? আবার তোমার বাপ উল্টে তোমার বড় মা'কে লিখে দিয়েছে।

নীরদ। তুই কি ক'রে জান্‌লি? মন্মথ ব'লেছে বুঝি?

ফুলী। হাঁ, মন্মথ ত ব'লেছে।

নীরদ। এ সব কথা মন্মথর সঙ্গে হয় বুঝি?

ফুলী। হয় বই কি, সে যে আমায় ভোলায়। বলে —আমি বড় মা'র বিষয় পাবো, তোরে দেবো। আমি সে ভোলবার মেয়ে নই। আমি একটা দাঁও মারব ব'লে এত দিন অপেক্ষা ক'চ্চি, নইলে কত লোক সাধাসাধি ক'চ্ছে।

নীরদ। তাই ছোটবাবুর কাছে দাঁও মারবে মনে ক'রেছ? তা সে জো নাই—সে জো নাই—বাড়ী তো নিয়েইচি, আর মন্মথকে জিজ্ঞেস করিস্,—আমি তার সব হ্যাণ্ডনোট্ এন্ডোর্স্ ক'রে নিয়ে তারে ভাসিয়েছি। তুই তো লেখা-জানিস্—বুঝিস্ তো? আমি সেই হ্যাণ্ডনোটের টাকা তার কাছে আদায় কর্‌বো—বুঝেছিস্?

ফুলী। হ্যাঁ—হ্যাঁ—শুনেছি বটে। আমি চল্লুম।

নীরদ। চল্লি কেন—চল্লি কেন—শোন্ না? তুই বড় মানুষ হ'তে চাস্? আমার সঙ্গে আলাপ কর্—আমি তোর ভাল ক'রে দেবো।

ফুলী। হাঁ, তুমি আমার ভাল কর্‌বে! তোমার শরীরে ভালবাসা আছে?

নীরদ। তুই যে বিশ্বাস করিস্ নি—আমি তোরে ভারি ভালবাসি, এক দিন যদি তোরে না দেখি, আমার প্রাণ কেমন কর্‌তে থাকে! সত্যি ফুলি, আমি তোর জন্যে মরি!

ফুলী। তুমি কারো জন্যে মরো না, তোমার কথা আমি বিশ্বাস করি না।

নীরদ। কি হ'লে বিশ্বাস করিস্?

ফুলী। সত্যি কথাটি বলো দেখি, মন্মথর সঙ্গে ষড় ক'রে আমায় দম্ দিচ্চ কি না?

নীরদ। কি দম্ দিলুম?

ফুলী। কি দম্ দিলে? ছোট বাবু এম্‌নি আল্‌গা, তোমায় সব সই ক'রে দিলে—নয়? তোমার বাপ্ যা তোমায় তেজ্য পুত্তুর কর্‌বে—তুমি আমার ভাল ক'রে দেবে!

নীরদ। কে বল্লে রে—কে বল্লে রে?

ফুলী। সে যে বলুক; বড় মা আর কি কর্‌তে কাশী গিয়েছেন? আমি তাঁর সঙ্গে দেখা ক'রে জিজ্ঞেস কর্‌তে এসেছিলুন,—"কি হ'লো?" তা—তিনি তো ফেরেন নাই। আমি ছোটবাবুর বাগানে চল্‌লুম।

নীরদ। চ'ল্‌বি কেন—চল্‌বি কেন—শোন্ না! কি চাস্ বল্ না, আমি দিচ্চি।

ফুলী। তোমার কথায়ই আমার বিশ্বাস হয় না। তুমি কি কম দমটি আমায় দিচ্ছিলে।

নীরদ। তুই তবু বল্‌বি দম্?

ফুলী। দম নয়?—আমি পড়্‌তে জানি, তুমি আমায় হ্যাণ্ডনোট দেখাতে পারো?

নীরদ। দেখাতে পারি, তুই দাঁড়া।

ফুলী। অনেকক্ষণ কথা ক'চ্চি, আমি চ'ল্‌লুম,—লোকে কি বল্‌বে! যদি দেখাতে পার, আর হাজার টাকা দাও,—তুমি যা বলো শুনি।

নীরদ। আচ্ছা, আজ রাত্রে তুই আমাদের সিঁথির বাগানে যাস্, শেমো তোরে গাড়ী ক'রে নিয়ে যাবে। সেইখানে টাকা দেবো, আর হ্যাণ্ডনোট্ দেখাবো।

ফু । আমি সে মেয়ে নই, আমি কায়দার ভেতর যাব না। যদি আলাপ কর্‌তে চাও, তোমাদের শিবের মন্দিরে যে অতিথির ঘর আছে, সেখানে আলাপ ক'র্‌তে পারি—সেখানে লোকে দেখ্‌লেও আমায় কিছু বল্‌বে না, সেখানে হামেসা যাওয়া আসা করি। আর তুমিও তো যাও, রাত ১০ টার পর দেখা কর্‌বো।

নীরদ। এই কথা তো?

ফুলী। আমার কথা ঠিক, তুমি ঠিক থাক্‌লে হয়।

[ফুলীর প্রস্থান।

নীরদ। বেটীকে একবার বাগে পেলে হয়, বেটী ভারি পাজী। হ্যাণ্ডনোট্‌গুলো দেখিয়ে বেটীর বিশ্বাস জন্মাবো; টাকা চাইলে বল্‌বো উকীলকে দিতে হয়েছে, হাতে টাকা নাই, কা'ল দেবো। টাকা শো খানিক দিলেই বেটী বিশ্বাস কর্‌বে। বেটীর কি চমৎকার দুটি ঢ্‌লঢ্‌লে চোখ!

(তরঙ্গিণীর প্রবেশ)

কি মা, কি হ'লো?

তর। দিলে না! তার উপর তোমার বড় মা'র ভাংচি,—সে বাড়ী ছেড়ে বেরিয়ে চ'লে গেল। চাকরেরা ব'ল্লে, কোথা রেল-ভাড়া ক'রে যাচ্চে।

নীরদ। থাক, আমি ঠিক ক'রে দিচ্চি। আমি পাগল হ'য়েছে ব'লে দরখাস্ত লিখে রেখেছি, কা'ল আদালতে দাখিল ক'র্বো।

তর। তুই দরখাস্ত ক'রে কি কর্‌বি? কোম্পানীর

কাগজগুলো যে তার ঠেঁয়ে—তুই কি ক'রে বা'র করবি?

নীরদ। সে ব্যাঙ্কে জমা আছে—সে ব্যাঙ্কে জমা আছে। সে ঠিক হবে এখন। আর তারে পাগল সাব্যস্ত করতে হবে; নইলে বড় মা যদি মকদ্দমা করে, তা'হলে বড় মা'র অংশটা বা'র ক'রে নিতে পার্বে।

তর। ওরে পাগল ব'লে কি হবে?

নীরদ। জান না—দানপত্র ফিরিয়ে দে গেছে। আমি বল্‌বো—পাগল হয়ে এই কাজ ক'রেছেন, আদালত তা বিশ্বাসও করবে, খাম্‌কা খাম্‌কা কেউ বিষয় ফিরিয়ে দেয়!

তর। ঠিক হয়—ঠিক হয়, যদি করতে পারিস্, তা হ'লে বড় গিন্নীও জব্দ হয়—ও-ও জব্দ হয়।

নীরদ। মা, তুমি রেল থেকে এসেছ, ঠাণ্ডা হও গে, আমি সব ব'ল্‌বো এখন।

[তরঙ্গিনীর প্রস্থান।

টাকার ভারি দরকার। শিবু উকীল যদি মোনাকে বাগিয়ে শরতার হ্যাণ্ডনোট দু'খানা হাত ক'ত্তে পারে, তা'হলে এক ঢিলে দুই পাখী,—ফাঁকতালে কিছু টাকা পাওয়া যায়,—আর শরতা ব্যাটাও একটু জব্দ হয়। পার্‌বো কি? দেখা যাক্, বুদ্ধিবলে কি না হয়!

(হীরু ঘোষাল, মন্মথ ও শিবু উকীলের প্রবেশ)

মন্মথ। এই তো নীরোদা র'য়েছেন, কি বল্‌ছেন—বলুন?

হীরু। তুমি তো ভারি বোকা, নগদ টাকা পাচ্ছ—নিয়ে যাও না। তুমি কি শরতের কাছে কিছু আদায় করতে পার্‌বে?

মন্মথ। না, পার্‌বো না—নীরো দাদা কাঁচা ছেলে কি না? তাই টাকা দিয়ে শরতের হ্যাণ্ডনোট দু'খানা নিতে চাচ্ছেন? উনি সন্ধান পেয়েছেন, শরৎ রিভার্‌সন রাইটে দশ পনের হাজার টাকার বাড়ী পেয়েছে, তবে হ্যাণ্ডনোট কিন্‌তে চাচ্চে। আমি দু'খানা ছোটবাবুর কাছে বাগিয়ে এন্‌ডোর্স ক'রে নিয়েছি, আমি ও দু'খানা দেবো না, আমি শরতের বাড়ী বেচে আদায় করবো।

শিবু। সে নানান্ নট্‌খট—তা জানো? মকদ্দমা ক'রে আদায় করা তোমার কর্ম্ম নয়। মকদ্দমা খরচা কত? বাড়ী পেয়েছে—স্বীকার করি। তুমি ডিক্রীজারি ক'রে, attach ক'রে, বেচে কিনে নিতে পার্‌বে? সে খরচা জোটাতে পার্‌বে? তা চেয়ে নগদ টাকা পাচ্চ—নিয়ে নাও।

মন্মথ। কত টাকা দেবেন?

নীরদ। দু'হাজার টাকা নে।

মন্মথ। আমি ও পুড়িয়ে ফেল্‌বো—দেবো না।

শিবু। আচ্ছা—আচ্ছা—চার হাজার টাকা নাও।

মন্মথ। পাঁচ হাজার টাকা দেন—অর্দ্ধেক ক'রে দেন।

শিবু। ওহে—দাও গে যাও—চার হাজার টাকা—ঢের হয়েছে। হাইকোর্ট সুট—পাঁচ সাত হাজার টাকা খরচা প'ড়ে যাবে—কোথায় পাবে?

হীরু। বোকা—বোকা,—বল্‌লে বুঝ্‌বে না—বল্‌লে বুঝ্‌বে না!

মন্মথ। আমি কিন্তু নগদ টাকা নেবো।

শিবু। আচ্ছা আচ্ছা, তাই হবে। আমার অফিসে নিয়ে যেও।

মন্মথ। কখন্?

শিবু। কা'ল ১০টার সময়।

মন্মথ। আমি কিন্তু চেক্‌টেক নেবো না, নম্বুরি নোটও নেবো না, নীরো দাদা আবার নোটের নম্বর আটক ক'রে দেবেন।

নীরদ। অ্যাঁ—এমনি আর কি!

মন্মথ। না—তুমি সব পার। এই যে শরতাকে নোট দিয়েছিলে, তার নম্বর আটক ক'রে দিয়েছিলে।

নীরদ। সই ক'রে দিবি তো।

মন্মথ। না—তা করবো না।

শিবু। ও ছোট বাবুর Blank endorse আছে; সই করতে হবে না। তবে ঠিক রইল।

মন্মথ। হ্যাঁ। [মন্মথের প্রস্থান।

নীরদ। কি বুঝ্‌তে পার্‌লুম না ব্যাপার কি।

শিবু। ব্যাপারটা কি জানো, শরতকে ছোট বাবু পাঁচ হাজার ক'রে দু'বারে দশ হাজার টাকা ধার দেন, সেই হ্যাণ্ডনোট মন্মথ কি জানি কি ক'রে সই ক'রে নিয়েছে।

নীরদ। তা হ'লে সব হ্যাণ্ডনোট ছোটকাকা আমায় সই করে দেয়নি? কি পাজি দেখেছ! আরও হ্যাণ্ডনোট ছিল।

শিবু। তাই তো দেখ্‌ছি! তার পর শুনুন, এখন মোনা কি ক'রে সন্ধান ক'রেছে, শরৎ তার মার বাপের বিষয় পেয়েছিলো, মা মারা গেছে, ও এখন সেই টাকা আদায় ক'র্‌তে আমার কাছে গিয়েছিল। আমি আপনাকে ব'লে গেলুম না, একটা দাঁও আছে? ও সেই দু'খানা হ্যাণ্ডনোট।

হীরু। শিবু বাবু, ঐ হ্যাণ্ডনোট দুখানা পেয়েই নালিশ ক'রে দেবেন। শরতা বেটা নীরো বাবুকে যাচ্ছেতাই ব'লে গালাগাল দেয়। আবার শাসায়—বাগে পেলেই খুন ক'র্ব্বো।

শিবু। ঐ বিষয়টা পেয়েছে কি না! তাইতে নফর-চপর হচ্চে। ঐ attachment before Judgement ক'রে আমি শীল ক'চ্চি। নীরদ বাবু, কা'ল যেন টাকাটা পাই। তা না হ'লে ছোঁড়া আবার অন্য কোন উকীলের কাছে যাবে, সে নিজে খরচা দিয়ে ওর হয়ে মোকদ্দমা ক'র্ব্বে।

নীরদ। শরতা ব্যাটাকে জব্দ কর্‌তে পার্‌লে হয়, ব্যাটা আমায় ফাঁসাবার যোগাড় করেছিল।

হীরু। ওঃ, গা'ল যে দেয়! একবার বাড়ীখানা শীল করুন তো তা হ'লে ব্যাটার একবার গা'ল বুঝি।

শিবু। ব'স্‌বো কি? চেক একখানা দেবেন?

নীরদ। দেখি, অত টাকা ব্যাঙ্কে হবে কি।

[নীরদের প্রস্থান।

হীরু। শিবু বাবু, মোনা পাঁচশো দেবে ব'লেছে, আপনিও পাঁচশো দেবেন, শৈলেন বাবু ফেল্ হওয়া ইস্তক তেমন কোথাও কিছু হাত লাগ্‌ছে না।

শিবু। আচ্ছা আচ্ছা, হবে, মকদ্দমাটা বাধাই না। নীরো বাবু বড় চালাক, কিছু আদায় কর্‌তে হবে।

হীরু। কি ক'রে—কি ক'রে?

শিবু। দাঁড়াও না, আগে affidavit ক'রে আদালতে দু'খানা হ্যাণ্ডনোট ফাইল করি। এই-বার শ্রীমান্‌কে শ্রীঘর দেখ্‌তে হবে, নয় যা চাইব, তাই দিয়ে মেটাতে হবে। দু'খানা হ্যাণ্ড-নোটই জাল, মোনা খুব বুদ্ধি ক'রে নতুন ধরণের জাল ক'রেছে। আর যে বাড়ীর লোভে নীরদ-চন্দ্র হ্যাণ্ডনোট দুখানি কিন্‌চেন, সে বাড়ী অনেক দিন বিক্রী হ'য়ে গেছে। লোকে খিদের চোটে পাটকেলে কামড় দেয়—এ তাই।

হীরু। শিবু বাবু, এদের গতিক বড় ভাল নয়, এই সময় যা কিছু পাওয়া যায়, হাতিয়ে নাও। নিতাই উকীল যে রকম লেগেছে, বড় বউয়ের বিষয় কেয়ালো না ক'রে ছাড়ছে না।

শিবু। আমি আর তা ভাবছিনি? বড় বউকে দশ বছরের আয়ের ভাগ দিতে দু'পক্ষই জেরবার হ'য়ে পড়বে।

হীরু। তা হ'লে শৈলেনের খরচা যে আপনি ঘর থেকে চালাচ্ছেন, তার কি হবে?

শিবু। বাড়ীর share বেচে কিছু দিয়েছিল, আর যা বাকী আছে, তার একটা উপায় করতে হবে।

হীরু। তা হ'লেই হলো, তা হ'লেই হলো। আমি আপনাকে প্রথম জুটিয়েছিলুম। আপান ফাঁকে পড়্‌লে আমার কলঙ্ক হবে—কলঙ্ক হবে।

(শ্যামার প্রবেশ)

শ্যামা। বাবু বল্লেন, উনি টাকা আপনার বাড়ী পাঠিয়ে দেবেন।

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক।

উপেন্দ্রের অতিথিশালার পশ্চাদ্ভাগ।

মন্মথ ও শরৎ।

মন্মথ। তোমার নামে শীগ্‌গির হ্যাণ্ডনোটের নালিশ হবে। তুমি জবাব দেবে, তুমি হ্যাণ্ডনোট দাও নাই—ও জাল।

শরৎ। তা আমি সই ক'রে কি ক'রে ব'ল্‌ব যে জাল?

মন্মথ। আরে তাতে তোমার কোন [illegible] নেই, এ জাল মকদ্দমার বিচার কেবল সই [illegible] হবে না। এর ভেতর একটা মজা আছে, [illegible] কাগজে হ্যাণ্ডনোট দু'খানা লেখা, [illegible] স্বদেশী মিলের, মোটে মাস আষ্টেক হ'ল [illegible] মিল খোলা হ'য়েছে। আর তোমার হ্যাণ্ডনোটের তারিখ হ'চ্চে আড়াই বছরের [illegible]। যখন হ্যাণ্ডনোট সই ক'রেছে, [illegible] কাগজ জন্মায় নি, ঐ কাগজই জাল [illegible] দেবে।

শরৎ। কিছু হবে ব'ল্‌তে পারো।

মন্মথ। জেল হবে।

শরৎ। আরে না না, আমি [illegible] দিয়ে যাচ্চিনে। নগদ রেস্ত কিছু চা[illegible]

মন্মথ। কেন বল দেখি? তুমি ও নীরদবাবুকে জব্দ কর্‌বার জন্ত খুব রোক ক'রেছিলে?

শরৎ। ক'রেছিলুম বটে, এখন আর তা নাই। কুমী বেটীর সর্ব্বাঙ্গে কি বেরিয়েছে। তার রোজগারের পথ বন্ধ হ'য়েছে। চার ধারে দেনা, দাঁড়াতে পাচ্চি না, কিছু চাই।

মন্মথ। তা' যা চাও পাবে। নীরোদা' যখন মেটাতে আস্‌বে, বিশ, পঁচিশ, ত্রিশ, হাজার—যা চাও, দিতে হবে।

শরৎ। যা থাকে অদৃষ্টে, আমি জাল ব'ল্‌বো—আমার আর কি?

মন্মথ। ছুঁড়ী টুঁড়ীগুলো এসেছে?

শরৎ। সব মজুত,—আমিও মজুত। একবার যদি চারে ফেল্‌তে পার, উনি আর এড়াচ্চেন না। তা ছুঁড়ীদের কেন, আমরা দু'তিন জন হ'লেই তো ঠিক ক'রে দিতুম।

মন্মথ। না, কে আবার ব'লে দিত। দেখো না, ছুঁড়ীরা ঠিক কর্‌বে এখন। আর ছুঁড়ীদের কেউ কোথাও চেনে না, পূজো দিতে এসেছে। তোমাদের দল দেখ্‌লে অবধূত চিন্‌তে পার্‌তো। কি জানি, কি হ'তে কি হ'তো, এ ঠিক হয়েছে। ও সিদ্ধেশ্বরীর বাচ্ছাদের সাত পুরুষে কেউ চেনে না।

শরৎ। দুই রদ্দা যা ঝাড়বো—তা আমার মনেই আছে।

মন্মথ। (স্বগত) আগে ছোটবাবু হ্যাণ্ডনোটের দায় থেকে বাঁচুক, তার পর জাল মামলায় ফেলে নীরদা'কে একবার বেড়াজালে ঘের্‌বো। বাছাধন কত কূটবুদ্ধি ক'রে কেটে বেরোন, একবার দেখ্‌বো। (প্রকাশ্যে শরতের প্রতি) চল হে চল, গা-ঢাকা হই, ঐ আস্‌ছে। (স্বগত) পার্টিসন্ সুট না মেটালে কিছুতেই ছাড়্‌বো না।

[উভয়ের প্রস্থান।

(অবধূত ও নীরদের প্রবেশ)

অব। এত রাত্রে কি ক'র্‌তে যাচ্ছ বাবাজী? আজ বড় ফ্যাসাদ, স'রে পড়ো—আজ স'রে পড়ো—কাল দিনের বেলায় এসো।

নীরদ। দিনের বেলায় ফুরসুৎ হোক্ না হোক্, না দেখ্‌লে শুন্‌লে যে অতিথির ঘরগুলো প'ড়ে যাবে। আপনি শুন্ গে—আমি দেখে শুনে আজ চ'লে যাচ্ছি।

অব। সে কি?—তা কি হয়? চলো—আমি তোমার সঙ্গে যাই।

নীরদ। কেন—কেন—ভয় পাচ্ছেন অবধূত ম'শায়?

অব। আরে আজ দু'ঝাঁক পরী উড়ে উড়ে এসে ঐ বেলগাছে ব'সেছে! বেহ্মদত্যির আজ বেটার বে—নাচ-গান কর্‌বে।

নীরদ। না না—আপনাকে যেতে হবে না—আপনাকে যেতে হবে না।

অব। সে কি?—তোমার মত্‌লবটা কি। তুমি কি পরীর রাজ্যে উড়্‌বে না কি?

নীরদ। (স্বগত) ভাল বেটা গাঁজখোরের পাল্লায় প'ড়েছি। (প্রকাশ্যে) হ্যাঁ অবধূত ম'শায়, ভুলে গেছি—বড় মা কাশী থেকে এসে আপনাকে কেন ডেকেছেন, বলেছেন এই রাত্রেই দেখা কর্‌তে।

অব। তুমি কেন বল্‌লে না—এ রাত্রে যাই কি ক'রে? আজ দুকুর রাত্রে বেহ্মদত্যির বেটার বে, আমার পুরোহিতগিরি ক'রতে হবে।

নীরদ। সে এসে কর্‌বেন এখন, সে এসে কর্‌বেন এখন।

অব। না—সেটা কি ভাল দেখায়? ও বেল গাছটিতে অনেক দিন আছে, অনেক দিনের আলাপ, মনে দুঃখু কব্‌বে, সে ভাল দেখায় না।

নীরদ। (স্বগত) এ ব্যাটাকে নিয়ে তো ভারি মুস্কিলে প'ড়্‌লুম।

অব। বড় ধুমধামের বিয়ে বুঝেছ? ডানা লুকিয়ে সব ঝম্ ঝম্ ক'রে পরী এসে সেঁধোলো। তারা সব খাওয়া-দাওয়া কর্‌বে। গোটা দশ মৌচাক ভেঙ্গে নিয়ে গেছে, মধু খাবে।

নীরদ। পরীতে মধু খায় বুঝি?

অব। আর পাকা তেলাকুচো চোষে।

নীরদ। তা বে দেবেন, আপনি কি পাবেন?

অব। একটা মনসা-কাঠের তাম্রকুণ্ড।

নীরদ। তবে যাচ্চেন না যে?

অব। এই বাবাকে একটু তুরিতানন্দ দিয়ে, বাবা ঝিমুবে—আর আমি স'রে পড়্‌বো।

আম্বর। তবে তাই যান,—তবে তাই যান, আর দেরি করবেন না।

অব। দেখ,—তোমার যদি ওড়ায়, তা হ'লে মন্দিরের চক্রটা ধরবে।

নীরদ। তাই করবো—তাই করবো।

অব। আর যদি ফুঁ ঝাড়ে, কাছা খুলে কাপড় ঝেড়ে পরবে।

নীরদ। যে আজ্ঞে, তাই করবো—তাই করবো।

অব। আর যদি কোন বেটী বে করতে চায়, তার মা বেটীর কান দুটো ধ'রে মুচড়ে দেবে। বুঝলে—আমি চল্লুম,—বাবাকে শয়ন দি'গে। (অগ্রসর হইয়া) আর যদি মধু খাওয়াতে চায় —দুটো ঢেকুর তুলবে।

(অগ্রসর হইয়া ফিরিয়া দণ্ডায়মান)

নীরদ। আজ্ঞে হ্যাঁ—তাই করবো।

অব। আর শোনো—শোনো,—যদি বাসর-ঘরে বসায়, তুমি একটা দুটো উলটো ডিগবাজী খাবে।

নীরদ। আজ্ঞে হ্যাঁ—আজ্ঞে হ্যাঁ।

অব। আর দেখ,—যদি ছাঁদনাতলায় নিয়ে যায়—

নীরদ। আজ্ঞে হ্যাঁ—আজ্ঞে হ্যাঁ—আমি আসছি—আমি আসছি—

অব। আচ্ছা, তুমি এসো—আমি শয়ন দি গে।

[অবধূতের প্রস্থান।

নীরদ। আপদ্ গেল।

[প্রস্থান।

সপ্তম গর্ভাঙ্ক।

অতিথিশালার অভ্যন্তর।

ফুলী

ফুলী। এত দেরী ক'চ্চে কেন? ঐ আসছে।

(নীরদের প্রবেশ)

নীরদ। কে রে ফুলী?

ফুলী। হ্যাঁ, আজ থাক্—আমি চললুম। আমার বড় ভয় ক'চ্ছে, রাত দুপুর হ'লো—এখানে উপদেবতা আছে।

নীরদ। আর নে—ঢং করিস্‌নে।

ফুলী। না না—আজ থাক্, কাল তখন সন্ধ্যে রাত্রে আসবো। আমি একলা বসেছিলুম, কে যেন আসে পাশে হাসছে, কে যেন আসে পাশে কাঁদছে।

নীরদ। আরে দুর—এই আলো জাললে সব থেমে যাবে। বাতাসের শব্দ শুনতে পাচ্ছিস্ নে?

ফুলী। না—আমার ভয় হচ্ছে।

নীরদ। তবে আমার বৈঠকখানায় চ।

ফুলী। বাপ্ রে!—তা কি হয়—সবাই টের পাবে।

নীরদ। ভয় নাই—ভয় নাই—বোস্!

[দেশলাই জ্বালিয়া বাতি প্রজ্বলিতকরণ।

তোর কপাল ফিরলো। আমি এই দেড়শো টাকা দিয়ে একটা ভাল বাড়ী ভ'ড়া করেছি, তোকে সেইখানে রাখবো, আর জিনিসপত্র খাট-বিছানা সব ঠিক ক'রে দিয়েছি। দেখবি যেন ইন্দ্রালয়।

ফুলী। তুমি কখন্ করলে? ঐ তো তোমার মিছে কথা, এইতে আমার অবিশ্বাস হয়।

নীরদ। আর অবিশ্বাস কেন চাঁদ—আর অবিশ্বাস কেন? এই তোমায় হ্যাণ্ডনোট দেখাচ্ছি।

ফুলী। আমি এক এক ক'রে দেখবো, ছোট বাবুর সই চিনি, সই দেখবো। তুমি যে যার তার নামে হ্যাণ্ডনোট দেখাবে—তা হবে না। আর আটখান হ্যাণ্ডনোট আমি শুনেছি—আটখানা আমি গুণে দেখবো।

নীরদ। আচ্ছা—দেখ্।

(হ্যাণ্ডনোট প্রদান)

ফুলী। হ্যাঁ - ছোট বাবুর সই বটে। এই একখানা —এই দুখানা—

নীরদ। এই দেখ—এই দেখ—এই সাজিয়ে দিচ্ছি দেখ। (তদ্রূপ করণ)

ফুলী। (হ্যাণ্ডনোটগুলি লইয়া) এই তো হ্যাণ্ড-নোট। টাকা কই?

নীরদ। আমি অদ্দেক কথা রাখলুম। তুমি আদ্দেক কথা রাখো। তার পর টাকা দিচ্ছি, টাকা কি ফাঁকি দেবো? এততেও আমায় বিশ্বাস হচ্ছে না? এসো প্রাণ, প্রাণ জুড়োও।

ফুলী। (অনুনাসিক স্বরে) ও নীরেঁ—ও নীরেঁ —নীরেঁ—আমি ফুলী নই—তোর ঘাড় ভাঙ্গবো।

নীরদ। তুই কত ঢং-ই জানিস?

(লুক্কায়িত বারাঙ্গনাগণের প্রবেশ)

বারাঙ্গনাগণ। (অনুনাসিক স্বরে) ও নীরেঁ ও নীরেঁ ও ফুঁলী নয়—ফুঁলী নয় তোঁর ঘাড় ভাঙ্গবে।

নীরদ। অ্যাঁ—এ সব কি? বদ্‌মাইসি জুচ্চুরী?

বারাঙ্গনাগণ। (অনুনাসিক স্বরে) ও নীরেঁ—তোঁর ঘাঁড় ভাঙ্গবে—ঘাড় ভাঙ্গবে!

(নীরদকে বেষ্টন করিয়া বারাঙ্গনাগণের গীত)

এইবারে তোর বরাত ফিরেছে।
দোসর ক'রে রাখবে তোরে
পাঁচীর মা তাই আছে এঁচে॥
গান শোনাবে খোনা স্বরে,
হাওয়া খাবি পেট্‌টি পুরে,
দিনেরেতে তেশূন্তেতে বেড়াবি ঘুরে;
সাঁজ সকালে সেওড়া ডালে,
ঝুল খাবি খুব উল্‌টো ধাঁচে॥

(ও নীরেঁ—ও নীরেঁ—ও নীরেঁ!)

নীরদ। চোর—চোর—খুন কর্‌লে—খুন কর্‌লে!

[বারাঙ্গনাগণের উচ্চৈঃস্বরে হাততালি দিয়া গান।

[এই অবসরে ফুলীর নোটগুলি আগুনে দগ্ধকরণ।

ফুলী। ফুস্—ফুস্—ফুস্, হ্যাণ্ডনোট তোর পুড়ে হলো ধুস্!

নীরদ। পুলিস—পুলিস, পাহারাওয়ালা—পাহারা-ওয়ালা—

[ফুলীর প্রস্থান।

(শরতের প্রবেশ)

শরৎ। খাও রসগোল্লা। (প্রহার)

নীরদ। ও বাপ্‌রে—খুন কল্লে রে—

[নীরদ ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

(অবধূতের প্রবেশ)

অব। ইস্ নীরদ, বাসরে সেঁধিয়েছ! ডিগবাজী খাও—ডিগ্‌বাজী খাও!

নীরদ। রক্ষে—কর, রক্ষে কর, আমায় খুন কর্‌বে।

অব। চট ক'রে ডান বগলটা সোঁকো।

নীরদ। অবধূত মশায়, সব ডাকাত ছিল।

অব। ডাকাত কোথা—সব পরীর বাচ্ছা পোঁ উড়ে গেল।

নীরদ। ঐ ফুলী! পাহারাওয়ালা ডাকো, বেটাকে বাঁধিয়ে দেবো!

অব। ফুলীর মতন দেখেছ, সেই পরীর রাণী, এখনো তোমার ঘাড়ে ভর ক'রে র'য়েছে।

নীরদ। তবে রে ব্যাটা গাঁজাখোর, তুমি এর ভিতর আছ।

অব। উঃ বক্কার হ'য়েছে। বিচেল দড়ি বেঁধে মাথায় কলসী কতক কোয়ার জল ঢাল্‌তে হবে।

নীরদ। সব ব্যাটাকে বাঁধিয়ে দেবো—সব ব্যাটাকে বাঁধিয়ে দেবো।

অব। ইস্, বাঁধতে হবে, নইলে আজ খুনখারাপি কর্‌বে।

নীরদ। ওরে বাপ্‌রে—শালা বাঁধতে চায় রে!

[প্রস্থান।

অব। দাঁড়াও দাঁড়াও, তিন ফুঁয়ে তোমায় ঝাড়িয়ে দিচ্ছি।

[অবধূতের পশ্চাৎ পশ্চাৎ প্রস্থান।

অষ্টম গর্ভাঙ্ক।

উপেন্দ্রের অন্তঃপুর।

বিরজা।

(উপেন্দ্রের প্রবেশ)

বিরজা। একি ঠাকুরপো! তুমি এমন হয়েছ কেন?

উপেন্দ্র। যা হবার তা হ'য়েছি, পাগল হ'য়েছি—শোন নি?

বিরজা। পাগল হয়েছ কি?

উপেন্দ্র। কেন শোন নি? নীরো তার গর্ভ-ধারিণীর সঙ্গে পরামর্শ ক'রে, আমি পাগল হয়েছি ব'লে আদালতে দরখাস্ত ক'রেছে। আমার খোরাকির কোম্পানার কাগজ আটক করেছে। আমায় পাগল সাব্যস্ত কর্‌বে! নইলে সে কোম্পানীর কাগজ হাতে পাবে না, তোমার বিষয় হাত কর্‌তে পাবে না। আমি পাগল না হ'লে, তোমার বিষয় যে তুমি পাবে।

বিরজা। অ্যাঁ বল কি! কি সর্ব্বনেশে কথা! তুমি বসো—বসো।

উপেন্দ্র। আর ব'সবো না, এ বাড়ীতে আমার স্থান নাই। এ বাড়ীতে থাক্‌লে আমায় গারদে দেবে, তাই পালাচ্ছি। বড় মনে সাধ ছিল, শৈলেনকে দেখবো;—সে তো এ বাড়ীতে নাই। যদি অপঘাত মৃত্যুর সাধ না থাকে—তুমিও পালাও।

বিরজা। তুমি স্থির হও—স্থির হও, কে তোমায় গারদে দেয় দেখি! তুমি নাও নি—খাও নি?

উপেন্দ্র। আর নাওয়া খাওয়া, এখন যতদিন বাঁচি ভিক্ষে ক'রে তো খেতে হবে। সর্ব্বস্ব আটক হয়েছে, ভিক্ষে করে খাবো, নইলে কোথায় খাবো?

বিরজা। ছিঃ! ছিঃ! এমন সন্তানও জন্মায়!

উপেন্দ্র। ঠিক সন্তান, কলির সন্তান! আমি চল্‌লুম—আমি পালাই, আমার পায়ে বেড়ী দেবে—আমি সত্যি পাগল হ'য়েছি! আর পাগল হয় কিসে?

(তরঙ্গিণীর প্রবেশ)

তর। এসো—এসো—ঘরে এসো,—আর শত্রু হাসিও না। ঘরে এসো—এখানে কি ক'চ্ছ?

উপেন্দ্র। বেড়ী এনেছো! এইখানেই পরিয়ে দাও। না, একটু দেড়ী করো দুটো কথা কই!

তর। আর কথা কয় না; এসো এসো।

উপেন্দ্র। তুমি কি জাত? তোমার কোন্ ঘরে জন্ম? তুমি কি মানুষের ঘরে জন্মেছ? ঠিক বলো—ঠিক বলো! তোমার জোড়া পৃথিবীতে আছে! তোমার ভারে পৃথিবী নেবে যায় না!

তর। নীরে—নীরে! শীগগির আয়—শীগগির আয়, এখানে তোর জ্যেঠাই সোহাগ ক'রে পাগল ক্ষেপাচ্চে!

(নীরদের প্রবেশ)

নীরদ। জ্যেঠাই মা, তোমার সঙ্গে আমাদের সুবাদ কি? বাবাকে তো পাগল ক'রে সব লিখে নিয়েছ, আবার কেন? বাবা আসুন—বাবা আসুন!

উপেন্দ্র। ছুঁস্‌নে—ছুঁস্‌নে—গায়ে হাত দিস্‌ নে। সবই তো হয়েছে, কেন নরহত্যা করাবি—কেন পুত্রহত্যা করাবি—কেন করাবি? সরে যা!

তর। ওগো—উন্মাদ হয়ে ক্ষেপেছে! নীরে, লোক ডাক্, লোক ডাক্ বেঁধে ফেলে রাখ্; নইলে খুনোখুনি কর্‌বে, খুনোখুনি কর্‌বে।

উপেন্দ্র। হ্যাঁ, খুনোখুনি কর্‌বো।

[তরঙ্গিণীর গলা টিপিয়া ধরণ।

নীরদ। খুন কর্‌লে, খুন কর্‌লে!

[দ্রুত প্রস্থান।

বিরজা। কি করো, কি করো, খুন হয়ে যাবে!

উপেন্দ্র। কিছু ব'লো না, বড় বউদিদি কিছু বলো না, এই জন্মেই সব হয়ে যাক্! (তরঙ্গিণীর প্রতি) এখনো মরিস্ নি!

(বৈদ্যনাথ, নিতাই ও মন্মথের প্রবেশ এবং তরঙ্গিণীকে মুক্তকরণ)

বৈদ্যনাথ। কি করো উপেন, কি করো?

নিতাই। বড় বউদিদি, শীগ্‌গির জল আনো।

(বিরজার জল আনয়ন ও তরঙ্গিণীর মুখে দেওন)

বৈদ্যনাথ। এ কি উপেন, কি কর্‌লে?

উপেন। কি করেছি, পাগল হয়েছি, জানো না? দেখে টের পাচ্ছ না? কাজ দেখে বুঝ্‌তে পাচ্চ না?

তর। ওরে বাবা রে, খুন করেছে রে—

উপেন্দ্র। মরিস্ নি, মরিস্‌নি? স্ত্রীহত্যা করা অদৃষ্টে নাই। [তরঙ্গিণীর প্রস্থান।

বৈদ্য। উপেন উপেন, চ'লে এসো, চ'লে এসো।

উপেন্দ্র। যাচ্ছি, রাস্তায় রাস্তায় তো ঘুর্‌তেই হবে, ভিক্ষে ক'রে তো খেতেই হবে, আর তো উপায় নেই, আর তো উপায় নেই! কুলের ধ্বজা পুত্রেক সর্ব্বস্ব দিয়ে ফকির হয়েছি, তা কি শোন নি?

নিতাই। এসো, এসো, রাস্তায় ঘুর্‌বে কেন? আমার বাড়ী নাই, ব'দের বাড়ী নাই?

বৈদ্য। উপেন, চল, চল।

উপেন্দ্র। চল যাই, একবার শৈলেনকে আমায় দেখিও, যতক্ষণ তারে না দেখি, এ পাপদেহে প্রাণ রাখ্‌বো। কিন্তু শীগ্‌গির দেখিও, আমার দিন ফুরিয়ে এসেছে, এ পাপদেহে আর প্রাণ থাকতে চায় না।

বিরজা। ও মা, সার্জ্জন যে গো!

[অন্তরালে গমন।

উপেন্দ্র। এই দেখ, আমার সুসন্তান দেখ, আমায় ধরিয়ে দেবার জন্য সার্জ্জন এনেছে।

(ইন্‌স্পেক্‌টার ও পাহারাওয়ালাগণকে লইয়া নীরদের প্রবেশ)

নীরদ। বিনোদ বাবু, বাঁধো—ধরো।

বিনোদ। কই খুন কই?

উপেন্দ্র। বাবা, ফাঁসী হবে না, ফাঁসী হবে না। খুন হয় নাই, বেঁচে গিয়েছে, বেঁচে গিয়েছে।

নীরদ। বিনোদ বাবু, ধরুন, গারদে নিয়ে যান। খুনে হয়েছেন। মা, মা, এ দিকে এসো, সার্জ্জন সাহেবকে বলো।

(তরঙ্গিণীর প্রবেশ)

তর। আর কি বল্‌বো বাবা,আমায় খুন করেছিলো বাবা, আমার গলা টিপে ধ'রেছিলো বাবা!

নিতাই। বিনোদ, সব বুঝ্‌তে পেরেছ তো?

বিনোদ। উপেন বাবু পাগল হ'য়েছেন না কি?

তর। উন্মাদ হয়েছে, খুনে হয়েছে; আমায় খুন কর্‌তে কর্‌তে রেখেছে, বেটাকে শাসিয়েছে।

নীরদ। বিনোদ বাবু, গারদে নিয়ে চলুন। ছাড়া থাক্‌লে খুন ক'রবেন!

নিতাই। বিনোদ, কিছু বুঝ্‌তে পাচ্ছ না? চলো, সব ব'ল্‌ছি!

বৈদ্য। (উপেন্দ্রের হাত ধরিয়া) চলো, চলো।

উপেন্দ্র। আহা, কুলতিলক, কুলতিলক, বংশ পবিত্র ক'রে জ'ন্মেছ! তুমি যে দিন জন্মাও, দাদা দেশে ঢাকঢোল রাখেন নাই, তুমিও খুব ঢাকঢোল বাজালে। ধন্য তুমি, তোমার গর্ভ-ধারিণী ধন্য, তোমার জন্মদাতা ধন্য! তোমার চিন্তা নাই, আমি আর বেশী দিন বাঁচ্‌বো না, তুমি দাঁড়িয়ে ভাব্‌ছ কেন? মতলব করো, পাগ্‌লা গারদে দিও।

নীরদ। বিনোদ বাবু, পাগল হয়েছেন—বুঝ্‌তে পাচ্ছেন না?

বিনোদ। পাগল হ'য়েছেন, না করেছেন, কিছু বুঝ্‌তে পাচ্চি না। দেখে শুনে আমিই পাগল হবার যোগাড় হয়েছি!

তর। নীরে, ভাল সার্জ্জন ডেকে নিয়ে আয়, ভাল সার্জ্জন ডেকে নিয়ে আয়!

বিনোদ। হ্যাঁ মা, তাই ডাকান, আমার কর্ম্ম নয়।

[ইন্‌স্পেক্টর ও পাহারাওয়ালাগণের প্রস্থান।

বিরজা। নিতাই ঠাকুরপো, মনে ক'রেছিলুম, শ্বশুরের বংশ কেমা ঘেন্না ক'র্‌বো। কিন্তু আর কা'রো মুখ চা'ব না। তুমি আদালত থেকে শীগ্‌গির হুকুম বা'র করো। দশ বছর হ'ল, আমার এই দশা হয়েছে,—আমি বিষয় থেকে একটি পয়সা নিই নি। পেট-ভাতায় এদের সংসারে বাঁদী-গিরি কর্‌চি। 'এখন কড়ায় গণ্ডায়' আমার ভাগের ভাগ বুঝে নেব।

বৈদ্য। চলো না হে—চলো না—

উপেন্দ্র। দাঁড়াও দাঁড়াও, বাছার মুখকান্তি দেখ্‌ছি—চাঁদমুখ দেখ্‌ছি,—আমার বংশের তিলককে দেখ্‌ছি!

বৈদ্য। এসো—এসো।

নীরদ। (তরঙ্গিণীর প্রতি জনান্তিকে) মা, দেখ না, আমি যদি গারদে না দিই তো আমার নামই নয়!

উপেন্দ্র। মরি মরি নীরদচন্দ্র রে!

[সকলের প্রস্থান।

পঞ্চম অঙ্ক।

—•:•:•—

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

রেজেষ্টারী আফিস।

সতীশ, শরৎ ও হারু ঘোষাল।

সতীশ। বল কি? নীরে—পনের হাজার টাকা দিয়ে—মেটালে না? ফোর্‌জ্দারী কেস্! একে-বারে যে চৌদ্দ বৎসর বনবাস? চাঁদ জেলে যাবে?

হারু। সখ!

শরৎ। শুধু সখ নয় বাবা—নিতাই উকীল বড় বো'র বিষয় আদালত থেকে বার ক'রেনিয়েছে। বড়বৌ ঠাকরুণের ধনুকভাঙ্গা পণ—কড়ায় গণ্ডায় ভাগের ভাগ বুঝে নেবেন। কম ত নয়, তিনি দশ বছর বিধবা হয়েছেন, বিষয় থেকে একটি পয়সা নেন্‌নি, তাঁকে তাঁর দশ বছরের আয়ের ভাগ বুঝিয়ে দিতে খুড়ো-ভাইপোর জীব্‌ বেরিয়ে প'ড়েছে! তাইতে নীরের হাতে নগদ যা কিছু ছিল, সব গেছে।

সতীশ। একটা বিষয় বাঁধা দিয়ে কেন দিক্ না! পনর হাজার বৈ ত নয়?

হীরু। বুঝ্‌তে পাচ্ছে না, অত বুদ্ধি নাই। তুমি বুঝি আজ্‌কাল দালালী ধ'রেছ?

শরৎ। নিতাই উকীল কি সে যো রেখেছে? সহজে হস্তান্তর করা যায়, এমন সব বিষয় ক্রোক্ ক'রেছে।

সতীশ। তা'হলে শিবু উকীল ত শৈলেনের কাছে ফাঁকে প'ড়্‌ল?

শরৎ। তেমনি কাঁচা ছেলে কি না; শিবু উকীল ফাঁকে পড়্‌বে কি? শৈলেনকে ফতুর করবে। শৈলেন দেনার জ্বালায় অস্থির হয়েছে, পাওনাদারেরা তিষ্ঠুতে দিচ্ছে না, তাই মৎলব ক'রেছে, তালতলার বাড়ীখানা বেচ্‌বে।

সতীশ। সেই বাড়ীর দলিল রেজেষ্টারী ক'রে নেবার জন্যে ত আমি এসেছি, আমার একজন আত্মীয় কিন্‌ছে।

শরৎ। বুঝে সুজে কিনো, বাবা! ওর ভেতর গোল আছে। শৈলেন স্ত্রীধন ব'লে পরিবারকে দিয়ে বাড়ী বেচাচ্ছে; কিন্তু তা নয়, বাড়ী বেনামী। তার সব প্রমাণ শিবু উকীলের কাছে আছে। সেই প্রমাণের কাগজ-পত্তর হস্তগত ক'র্‌বার জন্যে, শৈলেন শিবু উকীলের কাছে হাঁটাহাঁটি কান্নাকাটি ক'চ্ছে—পায়ে পর্য্যন্ত ধ'রেছে।

হীরু। পায়েই ধরুক, আর মাথাই খুঁড়ুক, শিবু উকীল সেগুলিকে ইষ্টি-কবচ ক'রে রেখেছে।

শরৎ। আর এ দিকে শৈলেনকে ব'ল্‌ছে—আমি cost এর দরুণ যে টাকা পাব, তার একটা কিনারা ক'রে দাও। তোমার বড় বৌদিদি ম'লে তুমি তার অর্দ্ধেক বিষয় পাবে, সেই স্বত্ব আমায় লিখে দাও, তা'হলে আর তালতলার বাড়ী নিয়ে কোনও গোল ক'র্‌ব না। শুনছি—আজ সেই স্বত্ব রেজেষ্টারী ক'রে নেবে।

সতীশ। তবে আর কি! তালতলার বাড়ী নিয়ে শিবু উকীল আর কোন গোল করবে না।

শরৎ। মা! সাধু—সাধু! দেখে শেখে, আর ঠেকে শেখে, শিবু উকীলের কাছে ঠেকেও যে তোর শিক্ষা হয় নি।

সতীশ। কি জানিস্, আমার খরচার জন্যে অমন ক'রে জড়িয়ে রেখেছিল। সেই costএর যখন কিনারা হ'চ্ছে, তখন আর শৈলেনের বাড়ী নেবে কেন?

শরৎ। কাম্‌ড়ে কাম্‌ড়ে ইট্ পাঠকেল খাবে ব'লে। বাড়ী, ঘর, দোর না খেলে ওর রাত্রে ঘুম হয় না।

সতীশ। কি ক'রে নেবে বল্ না, সব খরচাই যদি চুক্‌ল?

হীরু। তিনখানা হাণ্ডনোট ডিক্রী ক'রে জীইয়ে রেখেছে—এক দিকে শৈলেন বড়বৌর স্বত্ব লিখে দেবে, আর এক দিক্ দিয়ে শিবু উকীল তালতলার বাড়ী attach ক'র্‌বে।

(শিবু উকীলের প্রবেশ)

শিবু। ওহে শরৎ, হীরু, তোমাদের দু'জনের একজনকে শৈলেনকে identify করতে হবে।

শরৎ। তা ত করব, কিন্তু এদিকে যে নীরে সাফ্ জবাব দিয়ে গেল।

শিবু। পাগল আর কি! সাফ্ জবাব দেবে কি? ওর শাশুড়ীর হাতে টাকা আছে, আমি তার কাছে যেতে ব'লেছি।

হীরু। ম'শায়, ও সব মন্মথর পট্টি,—তুমি শুনো না।

শিবু। পাগল হয়েছ? টাকা দিয়ে না মেটালে পুলিপোলাও যাবে যে? সে আমি ঠিক ক'রেছি, তোমাদের ভাব্‌না নেই। টাকা দিয়ে মেটাতেই হবে। কা'ল মকদ্দমা মুলতুবি নেব, তা'হলেই টাকার যোগাড় হবে।

শরৎ। জজ যদি মুলতুবি না দেয়?

শিবু। দু'পক্ষ মিলে দরখাস্ত করব, postpone হ'তেই হবে। তোমরা থেকো, আমি অফিস-ঘর থেকে একটা কাজ সেরে আস্‌ছি। হাকিমও আসতে আর বেশী দেরী নাই।

সতীশ। শিবু বাবু, আমি আপনাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করব।

[উভয়ের প্রস্থান।

হীরু। এ দিক্ যা হয় হবে। এখন একটা মাল হাতে এসেছে—বল্লাল গেরস্তর মেয়ে, সোয়ামী জ্বালা-যন্ত্রণা দেয়, মানুষ খুঁজ্‌ছে—বেরিয়ে আস্‌বে।

শরৎ। এ সব কথা কি তোমার বাড়ীতে এসে ব'লে গেল?

হীরু। কাজের কথায় ঠাট্টা নয়। কাল সন্ধ্যের

পর গঙ্গার ধারে দেখা—চাদর মুড়ি দে' একলা ব'সে কাঁদ্‌ছিল। আমি সব কথায় কথায় ভাব বুঝে নিলুম।

শরৎ। চেহারাখানা কি রকম দেখ্‌লে?

হীরু। বল্‌লুম চাদর মুড়ি দিয়েছিল। সে আর দেখতে হবে না। যে মিষ্টি কথা ক'ইলে, তাতেই বুঝ্‌লুম, একেবারে পরী না হোক্‌, সুন্দরী বটে। কাল তোমার মকদ্দমা, আমি পরশু গঙ্গার ধারে থাক্‌তে বলেছি! একেবারে গয়নার বাক্স নিয়ে বেরিয়ে আস্‌বে। তুমি রাজী না থাক,—বল, আমি অন্য লোক জোটাব!

শরৎ। আর কাজ কি তোমার অন্য লোক জুটিয়ে!

(শিবু উকীল, শৈলেন্দ্র ও সতীশের প্রবেশ)

শৈলেন্দ্র। শিবুবাবু, আমি আপনার শরণাগত, গলায় গলায় হয়েছে, সাম্‌লাতে পার্‌ছি না। আমায় রক্ষা করুন,—খেতে, বস্‌তে, শুতে তাগাদা। এতদিন যাদের বিষয় দেখিয়ে রেখেছিলুম, নিতাই দা ক্রোক দিতে তারা আর থামছে না। জীবনে যে সব কথা শুনিনি, তা শুন্‌ছি—হজম ক'চ্ছি। আপনি সহায় হয়ে আমার বাড়ীখানি বেচিয়ে দিন্‌। দু'দিন একটু হাঁফ্‌ ছাড়্‌বার সময় পাই। (সতীশের প্রতি) সতীশ, টাকা এনেছ ত ভাই?

শিবু। শৈলেন বাবু, আপনি ব্যস্ত হ'চ্চেন কেন? আমার দলিলখানা রেজেষ্ট্রী হয়ে যাক, তার পর যা ব'লেছি, তার নড়চড় হবে না।

সতীশ। না হে শৈলেন বাবু, আমি শিবুবাবুকে সব কথা জিজ্ঞাসা ক'রেছি, উনি ব'লেছেন, কোন গোল হবে না। যে গলা বাড়িয়ে দিয়েছে, তার গলায় কি কেউ ছুরি দেয়? উনি ব'লেছেন, ও বাড়ী তুমি স্বচ্ছন্দে কিন্‌তে পার।

শৈলেন্দ্র। দেখ ভাই, শেষ যেন কোন গোল না হয়।

সতীশ। গোল কি? তুমি যাতে একটু ঠাণ্ডা হ'তে পার, আমি সেই চেষ্টাই কর্‌ব। আর শিবুবাবু আমায় কথা দিয়েছেন, কোন গোল ক'র্‌বেন না।—যাক্‌ এখন দুর্গা ব'লে ত ঝুলে পড়, তার পর যা বরাতে আছে হবে।

শৈলেন্দ্র। দেখুন, পাওনাদারদের এম্‌নি জোর তাগাদা, আজ বাড়ী বেচে টাকা পাব শুনেছে, তাই এখান পর্য্যন্ত ধাওয়া করেছে।

(রেজিষ্ট্রার, কর্ম্মচারী প্রভৃতির প্রবেশ)

শিবু। আগে আমার দলিলখানা রেজেষ্টারী হয়ে যাক্‌।

(দলিল দাখিল করণ)

রেজি। কি দলিল?

শিবু। বলুন শৈলেন বাবু?

শৈলেন্দ্র। মর্টগেজ দলিল। বিরজা দাসীর অর্দ্ধেক সম্পত্তির আমি উত্তরাধিকারী। শিবুবাবু হ্যাণ্ড-নোটের দরুণ আমার নিকট অনেক টাকা পান, সেই টাকার জন্য এই দলিল লিখে দিচ্চি।

রেজি। সনাক্ত কর্‌বে কে?

শিবু। এই হীরু ঘোষাল।

রেজি। ঘোষাল ম'শায়ের দেখ্‌ছি, এখানে মাসে দুই একবার যাওয়া আসা আছে।

হীরু। কি করি হুজুর! অনেকের সঙ্গে আলাপ, কারু কথা ঠেল্‌তে পারি না।

শিবু। হুজুর, এঁর সনাক্ত যদি গ্রহণ না করেন, আমার অপর লোক আছে।

রেজি। না না, উনিই কর্‌বেন। কেমন ম'শায়, আপনি এঁকে চেনেন কি?

হীরু। আজ্ঞে, শৈলেন বাবুকে চিনি নি? চিনি বই কি!

রেজি। বেশ—সই করুন। (শৈলেন্দ্রের প্রতি) আপনিও সই করুন। (কর্ম্মচারীর প্রতি) নাও হে, এঁদের fiinger print নাও।

(জনৈক ভদ্রলোকের প্রবেশ)

ভদ্র। কই হে সতীশ, কতদূর?

সতীশ। এই যে হ'চ্চে। এই দলিলখানা হয়ে যাক্‌।

কর্ম্মচারী। (শিবুকে) এই নিন—আপনার রসিদ নিন।

সতীশ। শৈলেন বাবু, দলিল present করুন।

রেজি। কি দলিল?

শৈলেন্দ্র। বিক্রয় কওয়ালা। তালতলায় আমার স্ত্রীর একখানি বাড়ী আছে, তাঁর স্ত্রী-ধন-সম্পত্তি ইনি কিন্‌বেন।

শিবু। স্ত্রীধন-সম্পত্তি আপনি বিক্রয় কর্‌বার কে?

শৈলেন্দ্র। সরোজিনী আমার নামে বিক্রয় কওয়ালা রেজেষ্টারী কর্‌বার power দিয়েছে, এই দেখুন।

শিবু। সরোজিনী দাসী এখানে উপস্থিত নাই, থাকলে হাকিমকে ফৌজদারী সোপরদ্দ কর্‌তে বল্‌তুম।

শৈলেন্দ্র। শিবু বাবু, আমায় দয়া করুন, রক্ষা করুন।

সতীশ। সে কি শিবু বাবু, তুমি এই আমায় ব'ল্লে, কোন গোল নাই!

ভদ্রলোক। চুপ করো না—চুপ করো না—ইনি কি বলেন—শোনা যাক্। কি হয়েছে মশা'য়?

শিবু। হবে আর কি? এ সব জোচ্চোরের পাল্লায় প'ড়েছেন!

শৈলেন্দ্র। শিবু বাবু, কি কথা ব'লে দয়ার উদ্রেক ক'র্‌তে হয়, জানি নি। আপনার পায়ে ধরি, আমায় রক্ষা করুন।

শিবু। বটে, জুচ্চুরীর আর জায়গা পাও নি? এটা আদালত—তা জান? এখানে এসেছ জচ্চুরী ক'র্‌তে? তুমি পায়ে ধর্‌ছ ব'লে কি আমি অধর্ম্ম কর্‌ব? নিরীহ ভদ্রলোককে ঠকাবে, দাঁড়িয়ে দেখ্‌ব?

ভদ্র। ম'শায় কি হ'য়েছে—বলুন।

শিবু। ভাগ্যিস্ আমি আদালতে উপস্থিত ছিলুম, কি হ'য়েছে জিজ্ঞাসা ক'চ্ছেন? জোচ্চোরে মিলে আপনার টাকা ঠকিয়ে নিচ্চে।

ভদ্র। কেন মশায়?

শিবু। বাড়ী সরোজিনীর নয়, ইনি তার নামে বেনামী ক'রেচেন। তার ভেতরে অনেক গোল। আমার কাছে সব প্রমাণ আছে, দেখতে চান—আমার আফিসে যাবেন। আর কিন্‌তে ইচ্ছা হয়—কিনুন। কিন্তু রাখ্‌তে পারবেন না। আমার ডিক্রী আছে, এর সম্পত্তি ক্রোর করে নেব।

ভদ্র। বটে! বটে! (শৈলেন্দ্রের প্রতি) ছিঃ! ছিঃ! ম'শায়, আপনি ভদ্রলোক, এমন জুচ্চুরী মত্‌লব করেন! (সতীশের প্রতি) সতীশ, তোমার উপর ভার দিয়েছিলুম। এই ভদ্রলোক না থাক্‌লে ত ঠক্‌তুম!

শিবু। আপনি cheating charge আনুন, ওকে জেল দিন, আমি সাক্ষী দেব।

ভদ্র। আর যাক্ ম'শায়, আমি ও বাড়ী আর কিন্‌ব না। সতীশ, এস বাড়ী যাই।

[শিবু উকীলের প্রস্থান।

সতীশ। তুমি যাও, আমি পরে দেখা ক'রে, তোমায় সব বল্‌ব।

[ভদ্রলোকের প্রস্থান।

রেজি। ছিঃ! ছিঃ! শৈলেন বাবু, আপনি বড়-ঘরের ছেলে, এ সব কি? সভ্যপথ, সদ্ব্যবহার—লোকে আপনাদের কাছ থেকে শিখ্‌বে, তা না আপনারাই পথ দেখাচ্চেন? আর যাঁদের রেজিষ্ট্রেশন কর্‌তে হবে, তাঁরা অপেক্ষা করুন, আমার chamber এ একটি স্ত্রীলোক এসেছে, আমি তাঁর দলীল রেজেষ্ট্রী ক'রে আসি।

[রেজিষ্ট্রারের প্রস্থান।

১ম পাওনাদার। কি হ'ল ম'শায়? আমরা টাকা পাব না? চুপ ক'রে রইলেন কেন? ব'লে এলেন যে—এইখানে সব চুকিয়ে দেবেন? এত দমবাজী?

শৈলেন্দ্র। হা ভগবান্!

২য় পাওনাদার। ওঃ—আবার ভগবান্ দেখান আছে! বলি ধর্ম্মজ্ঞান আছে না কি?

সতীশ। ম'শায়, মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা আর কেন দিচ্ছেন? ইনি জোচ্চোর নন। রয়ে ব'সে নিন্—আপনারা পাবেন।

৩য় পাওনাদার। আর পাবেন! এমন ঠকের পাল্লায় কখনো পড়ি নি! আর আছে কি?—পাব কি?

৪র্থ পাওনাদার। নাও নাও—যা পাও, ছাতা চাদর কেড়ে নাও—ছাতা চাদর কেড়ে নাও।

সতীশ। মশা'য়, মাপ করুন। (শৈলেন্দ্রের প্রতি) চল, শৈলেন বাবু, বাড়ী চল।

১ম পাওনাদার। নিদেন হাতের সুখটা ক'রে নাও ত হে! দুটো কান আচ্ছা ক'রে ম'লে দাওত টাকা যা পাব, তা ত দেখ্‌ছি।

সতীশ। শৈলেন, বাড়ী চল, তোমায় রেখে যাই এ সব আর কি শুন্‌বে? সময় বিগুণ হ'লে, এমনি সব হয়

শৈলেন্দ্র। তাই ত—তাই ত—দুঃখ কি? কিছু না—কিছু না! এম্‌নি হয়—এম্‌নি হয়!

সতীশ। চল—বাড়ী যাই।

শৈলেন্দ্র। বাড়ী?—চল! এম্‌নি হয়,—এম্‌নি হয়!

২য় পাওনাদার। চল হে, চল। টাকা ত কোঁচড় ভ'রে পাওয়া গেল।

সতীশ। আবার থ'ম্‌কে দাঁড়ালে কেন? ও সব আর কি শুন্‌ছ?

শৈলেন্দ্র। কিছু না—কিছু না, এমনি হয়,—এম্‌নি হয়!

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

উপেন্দ্রের বাটী

বিরজা ও নিতাই।

নিতাই। বউ দিদি, নীরে আর শৈলেনের উপর তুমি যে টাকার ডিক্রী পেয়েছ, তা সব টাকা নগদ দিতে পারবে না, ওদের বিষয় ক্রোক দিতে হবে। তা সব তোমার নামে কিনি?

বিরজা। ঠাকুরপো কি বলে?

নিতাই। সে বলে, তোমায় জিজ্ঞাসা করতে।

বিরজা। তুমি কি বল?

নিতাই। আমি ত তোমায় জিজ্ঞাসা ক'চ্চি।

বিরজা। নিতাই ঠাকুরপো, তুমি শৈলেনের কাছে আর একবার যাও।

নিতাই। আমি আরও দশবার যেতে রাজি আছি। কিন্তু গেলে ফল কি? তার সে ধনুকভাঙ্গা পণ। বাড়ী বেচে গেছে, এ বাড়ীতে আর আসবে না। হাতে যা টাকা ছিল—গেছে, ছোট বউমার গয়নাপত্তর সব গেছে। চারদিকে দেনা; তবু কারুর সাহায্যও নেবে না।

বিরজা। ঠাকুরপো, মাই দিয়ে মানুষ ক'রেছি, আমি কি তার উপর রাগ ক'রে থাকতে পারি। এই অজগর পুরী, আমার মনে হয়, আমি শ্মশানে ব'সে আছি। আমি না ব'স্‌লে শৈলেন খেতে পারত না। সেই শৈলেন আমার পর হ'ল! ছোট বউ আঁচল ধ'রে ধ'রে ফিরত। ঠাকুরপো, রাগের মাথায় ব'লেছি আর তোর মুখদর্শন ক'র্‌ব না। কাশী থেকে এসে আর তাদের দেখ্‌তে পেলুম না। আমার বুকে শেল বিঁধে র'য়েছে। নিতাই ঠাকুরপো, তুমি আর একবার যাও।

নিতাই। আমি কালই যাব।

বিরজা। আর ঠাকুরপোকে ব'লো, আমি মেয়ে মানুষ, আমার ঘাড়ে সব এম্‌নি ক'রে ফেলে দিয়ে পরের বাড়ী কি ব'সে থাকা ভাল?

নিতাই। পরের বাড়ী কি বউদিদি? আমাকে কি পর মনে কর? বড় দা'র আমার সঙ্গে কি সুবাদ ছিল, তা তুমি যত জান, তত ত আর কেউ জানে না! সে সব কথা কি ভুলে গিয়েছ?

বিরজা। ভুলিনি ভাই, কিন্তু কেন যে ভুলিনি, তা ত জানি না। আট বছরের মেয়ে, এদের সংসারে এলুম, তখন ভাল ক'রে হাত তুলে খেতে শিখি নি। মানুষ মুনুষ ক'রে শ্বশুর-শাশুড়ী আমার গলায় সংসার দিয়ে স্বর্গে গেলেন। বিষয় গেল, রাধাবল্লভজীর কৃপায় আবার ফিরে পেলে। তখনও দেখেছি, এখনও দেখছি।

(উপেন্দ্রের প্রবেশ)

উপেন্দ্র। বড় সু-খবর এনেছি, বড় সু-খবর এনেছি, বড় বউদিদি, সন্দেশ নিয়ে এসো! মুখের পানে ফ্যাল্ ফ্যাল্ ক'রে চেয়ে আছ কি? মনে ক'চ্চ আমি পাগল? মেডিক্যাল বোর্ডে বারোজন সাহেব ডাক্তার সার্টিফিকেট দিয়েছে, আমি পাগল নই। তোমার নীরে আর আমাকে পাগল বল্‌তে পাচ্ছে না।

নিতাই। কি শুনে তুমি আবার ছুটে এলে? একে ডাক্তার বলে, তোমার heart week, কোন রকম উত্তেজনা, চলাবলা ভাল নয়;

উপেন্দ্র। চোপ্‌রাও, বক্তৃতা করিস্ কোর্টে।

বিরজা। স্থির হও, ঠাকুরপো, স্থির হও! কি কথাটাই বল না?

উপেন্দ্র। অতি সুসংবাদ,—অতি সুসংবাদ, কুলের তিলক তোমার নীরে!

বিরজা। স্থির হয়ে বল'। ব'স ব'স, অত হাঁপিও না। নীরে আবার কি ক'রেছে?

উপেন্দ্র। গুণধর বংশধর—জাল ক'রে হাজতে গেছে।

বিরজা। অ্যাঁ, কি সর্ব্বনাশ!

নিতাই। তুমি কার কাছে শুন্‌লে?

উপেন্দ্র। তোর মহুরীর কাছে; ব'ল্লে জজ postpone দিলে না। ফৌজদারী সোপরদ্দ ক'রবার হুকুম দিয়েছে। জামিন চাইলে, আদালতে কেউ জামিন হলো না। হাজতে নিয়ে গেছে, এ বংশের ছেলে জামিন পেলে না। ধর্ম্মের কল আপনি নড়ে!

(উপেন্দ্রের কম্পন, বিরজার পাখা লইয়া ব্যজন)

বাতাস ক'চ্ছ কি? মর্‌ব না—নীরের ফাঁসী না দেখে মর্‌ব না।

নিতাই। জাল কর্‌লে ফাঁসী হয়, তোকে কোন্ উকীলে ব'লেছে?

উপেন্দ্র। মহারাজ নন্দকুমারের হয়েছিল, নীরেরও হবে। ফকির হয়েছি—ফকির হয়েছি, নইলে আজ কালীঘাটে পূজো দিতুম। নিতে চল্—কালীঘাটে যাই!

বিরজা। স্থির হও ঠাকুরপো—স্থির হও।

উপেন্দ্র। বাতাস ক'চ্চ—মাথা ঠাণ্ডা কর্‌বে? চিরকাল তোমার ঐ একদশায় গেল। এখনো শিখ্‌লে না, এখনো পরের জন্যে মাথা ব্যথা। না ম'লে স্বভাব যায় না। সংসার বজায় কর্‌বে? মনে ক'রেছ—আবার সব যেমন ছিল, তেমনি হবে? তোমার মরণ হয় না? তুমি মর্‌বে কবে?

বিরজা। ঠাকুরপো, তোমার মুখে ফুলচন্দন প'ড়ুক, আমায় এখনি রেখে এসো, আমি আর সইতে পারি না। রাধাবল্লভ!

নিতাই। বউদিদি, তুমিও দেখছি যে, পাগলের মত পাগ্‌লামি আরম্ভ কর্‌লে?

উপেন্দ্র। চোপ্ ষ্টুপিড্, তুই না সঙ্গে ক'রে আমায় মেডিক্যাল বোর্ডে নিয়ে গিয়েছিলি?

বিরজা। নিতাই ঠাকুরপো, কি হবে? আমায় নিয়ে চল, আমি জামিন হয়ে ছোঁড়াকে খালাস ক'রে আনি।

নিতাই। বউদিদি, তুমি না বল, আর কারো মুখ চাইবে না?

বিরজা। নিতাই ঠাকুরপো, আমার শ্বশুরের বংশে কলঙ্ক হবে, তুমি যাতে জামিন হয়, কর।

উপেন্দ্র। কি, জামিনে খালাস কর্‌বে? খুন কর্‌ব, কেটে কুচি কুচি ক'রে গঙ্গায় ভাসিয়ে দেব। নিতেকে কাট্‌বো। তোমায় কাট্‌বো। আর ঐ সর্ব্বনাশী মেজ বৌকে কাট্‌বো। জামিনে খালাস কর্‌বে? খবরদার! খুনোখুনি হবে, খুনোখুনি হবে! জীবনে অনেক সাধ ছিল, দাদার নামে ডাক্তারখানা ক'রে দেবো, বড় বউদিদির নামে অতিথিশালা হবে, এমনি আরও কত কি! তখন পাগল ছিলুম, এখন ভাল হয়েছি, ভাইকে ফকির করতে নীরদচন্দ্রকে বিষয় দিয়েছি! এখন দুটি সাধ আছে—নীরের ফাঁসী দেখ্‌বো, আর—আর—আর শৈলেনকে একবার দেখ্‌ব! কি মমতা, কি মমতা! স্বহস্তে পুত্র বধ করা যায় না! ছোট ভাই লাঠি মার্‌তে এলেও তারে ভোলা যায় না।

বিরজা। ঠাকুরপো, চেঁচিও না, মেজবউ এখনি শুন্‌তে পাবে।

উপেন্দ্র। আহা, কুললক্ষ্মী গো—কুললক্ষ্মী! আমাদের ছোটখাট সংসারে তেমন জুত্ হলো না, একটা বড় রাজারাজড়ার ঘরে পড়্‌তো ত রণরঙ্গিণী হয়ে নাচ্‌ত! সংহাররূপিণী! একটা বলি না নিয়ে ঠাণ্ডা হবে না।—বড় ঘুম পাচ্চে, একটু ঘুমুই গে।

[উপেন্দ্রের প্রস্থান।

বিরজা। রাধাবল্লভ, আমার সোনার সংসার ছারখারে দিলে! নিতাই ঠাকুরপো, কি দেখ্‌ছ, আমার নীরেকে খালাস ক'রে এনে দাও। ঠাকুরপোকে আর তোমার বাড়ী যেতে দেব না, আমি না হলে ওকে কেউ ঠাণ্ডা করতে পার্‌বে না। শেষ কি সত্যি পাগল হবে! এক একটা ধাক্কা আসে, আর এম্‌নি হয়ে পড়ে। হ্যা নিতাই ঠাকুরপো, হাজতে ভাত ক'রে খেতে দেয় ত?

নিতাই। আহা, তা আর দেয় না!

বিরজা। তুমি কি এর কিছু জান্‌তে না?

নিতাই। আমি ত আজ আদালতে বেরুই নে। শুন্‌ছিলুম—পনের হাজার টাকায় রফায় কথা হ'চ্চে। তা তোমায় বল্‌ব মনে ক'রেছিলুম।

বিরজা। যাও, যত টাকা লাগে, যা করতে হয়, নীরেকে খালাস ক'রে আন। নইলে তোমার সঙ্গে আর কথা কইব না।

[নিতাইয়ের প্রস্থানোদ্যম।

দেখ, নীরেকে এনে আমায় এখান থেকে

কোথাও পাঠিয়ে দাও, আমি তীর্থে তীর্থে ঘুরুব। আর সইতে পারি না।

[নিতাইয়ের প্রস্থান।

(ফুলীর প্রবেশ)

ফুলী। বড় মা, তুমি তীর্থে যাবে বলুছ ?

বিরজা। আর মা, এ সংসারে আমার জায়গা নাই। পাপে পরিপূর্ণ হয়েছে !

ফুলী। কোন্ তীর্থে যাবে বড় মা, আমি তোমার সঙ্গে যাব।

বিরজা। তুই ছেলে মানুষ, কোথায় যাবি ? তোর কি এরই মধ্যে তীর্থধর্ম্মের বয়স হয়েছে ?

ফুলী। ও মা, এমন কথাও ত কোথাও শুনি নি; ধর্ম্মকর্ম্মের আবার বয়স কি মা ! বয়স কম ব'লে কি যমে ছাড়্‌বে ?

বিরজা। বালাই. ও কি কথা বল্‌ছিস্ ?

ফুলী। বড় মা, আমি তীর্থ দেখ্‌তে বড় ভালবাসি। কো'লকাতার ভেতর আর তার আশে পাশে যত তীর্থ আছে, নিত্য ঘুরে ঘুরে সব দেখে বেড়াই।

বিরজা। ছুঁড়ী বেশ কথা কয়, আবার ঐ একটা পাগলামী ক'রে বসে। কোলকাতায় আবার তীর্থ কি—রে ?

ফুলী। মা, তুমি দেখ নি,—কত তীর্থ আছে—একটা আছে—সতী তীর্থ, কা'ল দুকুর বেলায় তুমি যখন গঙ্গাস্নানে যাবে, তোমায় নিয়ে গিয়ে দেখিয়ে আনুব।

বিরজা। হ্যাঁ রে ফুলী, কাছে এমন তীর্থ আছে. আমি নাম শুনি নাই! আচ্ছা, কা'ল তুই আসিস্, আমি গিয়ে দেখে আস্‌ব। যাই—ঠাকুরপো কোথায় দেখি! মেজ বউ আবার হয় ত পাগল ক্ষ্যাপাচ্চে।

[প্রস্থান।

ফুলী। (স্বগত) মনে হ'চ্ছে যেন কোথায় যাই—কোথায় যাই,—বড় মা যদি তীর্থে যায়, সঙ্গে যাব। মোনা বাবু "পাতকোর ব্যাঙ আর সাগরের কথা" ব'লেছিল। আমার মনে হচ্ছে, যেন ছোট্ট পাতকোয়াটিতে আমার আর পোষাচ্চে না, প্রাণটা যেন সাগরে গে' মিশতে চাচ্ছে !

(মন্মথের প্রবেশ)

মোনা বাবু, বড় মা বল্লে, তোর এখন ধর্ম্মকর্ম্মের বয়স হয় নাই। কোন্ বয়সে ধর্ম্মকর্ম্ম কর্‌তে হয় মোনা বাবু ?

মন্মথ। কেন—তুই ত এই সব ধর্ম্মকর্ম্ম ক'চ্ছিস্ ? পরের উপকার ক'রে বেড়াচ্ছিস্—দশজনে তোর কত সুখ্যাত করে! তুই ত মনের সুখে আছিস্।

ফুলী। আছি, কিন্তু—

মন্মথ। আবার কিন্তু কি ?

ফুলী। তোমার কাছে মিছে কথা বল্‌ব না মোনা বাবু! পরের কাজ কর্‌তে কর্‌তে খুব সুখ হয়। কিন্তু—আমার কখন কখন মনে হয়, বুঝি ঐ সুখটুকু পাবার জন্যে পরের কাজে ঘুরি। মনে হয়—পরের হিত ক'রে বেড়াই—আমার ধর্ম্ম হবে ব'লে। সুখ হবে—ধর্ম্ম হবে—এ সব ত ব্যবসা, মোনা বাবু! মার কাছে থাক্‌লে কুৎসিত ব্যবসা শিখ্‌তুম, তোমার কাছে একটা গৌরবের ব্যবসা শিখছি। মোনা বাবু, এর চেয়ে কি উঁচু কাজ নেই ? থাকে যদি, আমায় শেখাও।

মন্মথ। আছে, তুই কি তা পার্‌বি ?

ফুলী। তুমি ব'লে দাও, পারি না পারি, চেষ্টা কর্‌ব।

মন্মথ। তোকে শেখাব কি ক'রে ?—আমি শুনেছি, বইয়ে পড়েছি—কিন্তু এখনও বুঝতে পারি নি। কেমন জানিস্ ? তুই না বল্লি—পরের হিত করিস্, সুখ হয় ব'লে—ধর্ম্মলাভ হবে ব'লে ? যখন এই সুখের প্রত্যাশাটুকু তোর মন থেকে যাবে, ধর্ম্মলাভের আশা বিসর্জ্জন দিতে পার্‌বি, তখন আর তোর মনে ঐ 'কিন্তু' টুকু থাক্‌বে না।

ফুলী। কি বলুছ মোনা বাবু, বল—বল—

মন্মথ। বল্‌লুম ত, তুই এখন বুঝতে পার্‌বি নি। শোন্, তুই হীন কুলে বেশ্যার ঘরে জ'ন্মেছিস্; শুনেছিস্—ব্যাভিচারিণীর উদ্ধার নাই। তাই কুপথ ছেড়ে সুপথে এসেছিস্। লোকের হিত কর্‌লে ধর্ম্ম হয়, স্বর্গ হয়, এম্‌নি আরো কত কি হয়, তাই করিস্। কিন্তু সহস্রবার বেশ্যাজন্ম হোক্, বিষ্ঠার কীট হই, নরকের কৃমি হ'য়ে থাকি, তবু লোকহিত কর্‌ব, এই ভেবে যখন লোকহিত কর্‌তে পার্‌বি, তখন আর কিন্তু

থাকবে না; এর নাম আত্মবিসর্জ্জন—পরের জন্য আপনাকে বলি দেওয়া। এর চেয়ে উঁচু কাজ আর নাই—বুঝলি?

ফুলী। আত্মবিসর্জ্জন!—আপনাকে বলি দেওয়া! বুঝতে পার্ব্ব কি না, পরে বল্‌ব মোনা বাবু!

[এক দিক্‌ দিয়া ফুলী ও অন্য দিক্‌ দিয়া

[মন্মথের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

শৈলেন্দ্রের তালতলার বাটী.

শৈলেন্দ্র ও সরোজিনী।

শৈলেন্দ্র। সরোজিনি, এখান থেকে এক জায়গায় যাব, তুমি আমার সঙ্গে যাবে?

সরো। তুমি সঙ্গে ক'রে আমায় যেখানে নিয়ে যাবে, আমি যাব।

শৈলেন্দ্র। তোমার ভয় কর্ব্বে না?

সরো। তোমার সঙ্গে আমার ভয় কি? তোমার সঙ্গে যমের বাড়ী যেতে আমার ভয় নাই! ভয় কর্‌বে বল্‌ছ কেন? কোথায় যাবে?

শৈলেন্দ্র। কোথায় যাব? সে বড় চমৎকার স্থান। সেখানে পেটের ভাবনা ভাবতে হবে না, দেনার তাগাদা থাকবে না, কেউ জোচ্চোর ব'লে গাল দেবে না।. এখানে দুশ্চিন্তায় চোখ বুজতে পার্‌চো না, সেখানে গেলে ঘুম হবে। এমন ঘুমুব যে, আর কেউ জাগাতে পার্‌বে না।

সরো। তুমি কি বল্‌ছ? তোমার কথা শুনে যে আমার পেটের ভিতর হাত-পা সেঁদিয়ে যাচ্ছে! তোমার হাতে ও কি?

শৈলেন্দ্র। এই সেই মহাঘুমের মহৌষধ। দরিদ্রের এমন বন্ধু আর নাই।

সরো। অ্যাঁ—তুমি বিষ খাবে মনে করেছ?

শৈলেন্দ্র বিষ কি? দুঃখের সাগর মন্থন ক'রে এই সুধা উঠেছে। তাপিতের এমন শান্তিদাতা আর নাই। যার অর্থ আছে. মান আছে, সুখ আছে.আশা আছে, সে বিষকে বিষ ব'লে শিউরে উঠ্‌বে, তুমি আমি ভয় কর্‌ব কেন? এত যন্ত্রণায় তোমার মরতে ভয়?

সরো। ভয়? তোমার পায়ে মাথা রেখে মর্‌ব, সে ত আমার ভাগ্য! তুমি দাও, আমি হাসি-মুখে খাচ্ছি। তুমি যে রকম ক'রে বল, আমি এখনি মর্‌ছি। কথার কথা নয়, সত্যি। তুমি কি শোননি, সতীরা হাস্‌তে হাস্‌তে আগুনে পুড়ে মর্‌ত? মর্‌তে আমি ভয় করি না। কিন্তু তোমার জন্য ভয় করি। জান না, আত্মঘাতী অনন্ত নরকে ডোবে?

নেপথ্যে। শৈলেন বাবু বাড়ী আছেন? চালের টাকার জন্য এসেছি। দেবেন কি না, একটা খোলসা জবাব দিন। মশায় বাড়ীতে আছেন, গলা পেয়েছি। এই কি ভদ্রলোকের ব্যাভার? সমবচ্ছর ধ'রে খোরাক জুগিয়ে এলুম, আর এখন গা ঢাকা দিয়ে বেড়াচ্ছেন? ভাল জোচ্চোরের পাল্লায় পড়া গেছে বাবা!

শৈলেন্দ্র। শুনচ কি? নরক কি এর চেয়ে বেশী? যে আগুনে এখানে পোড়াচ্চে, সেখানে কি তেমন আগুন আছে? তুমি না খেতে পার, আমি খাই।

সরো। (শৈলেন্দ্রের হাত ধরিয়া বিষপানে বিরত করিয়া) কি ব'লে তোমায় বোঝাব? তোমায় বোঝাবার মত কথা আমি জানি নি। শোন, আমি সতী, আমার কথা কখন মিথ্যা হবে না। তুমি অনেক সয়েছ, আর দু'দিন ধৈর্য্য ধর। ভগবান্ নিশ্চয় উপায় কর্‌বেন।

শৈলেন্দ্র। এখন বল্‌চ ভগবান্ উপায় কর্‌বেন? এখনো বল্‌ছ ধৈর্য্য ধর? ভগবান্ কার উপায় করেছেন? কত লক্ষপতি ভিখারী হচ্ছে, কত ক্রোড়পতির সন্তান অনাথ হয়ে পথে পথে বেড়াচ্ছে, তোমার মত কত নির্ম্মল কুলবধূ পেটের তাড়নায় বেশ্যাবৃত্তি কচ্ছে! কার উপায় হচ্চে, তা আমার হবে? আপনি না উপায় কর্‌লে, উপায় হবে না। তোমার কথায় অনেক ধৈর্য্য ধ'রেছি, আর ভুল্‌চি নি, হাত ছাড়, ভগবান্ হ'তে কোন উপায় হবে না! তাঁর দয়া নেই, তাঁর চেয়ে সয়তানের দয়া আছে, তাই কত হৃদয়ের এই ঔষধ দিয়েছে। হাত ছাড়, তোমার প্রয়োজন থাকে, অন্য পথ দেখ। আমার পথ আমি চিনেছি।

সরো। এই পথ ছাড়া আর কি পথ দেখ্‌তে পাচ্ছ না?

শৈলেন্দ্র। আর কি পথ? বড় মানুষের ছেলে,

চিরদিন ইয়ারকি দিয়ে কাটিয়েছি। লেখাপড়া শিখিনি, কাজকর্ম্ম জানিনি। বড় বউদিদি নিতাই দাদাকে চার পাঁচ বার পাঠালেন, অভিমান ক'রে গেলুম না। সোনা দেনাপত্তর চুকিয়ে দিতে চাইলে, অপমান ক'রে তাড়ালুম, পাছে আমার কথা বড় বউদিদিকে বলে, তাই ফুলী এলে গালাগালি দিয়ে তাড়াই। তোমার বাপের বাড়ী থেকে তিন চার বার ক'রে তোমায় নিতে এল, গেলে না; আর কি পথ আছে? বাড়ী বেচে দেনা শুধব মনে কর্লুম, শিবু উকীলের পায়ে পর্য্যন্ত ধর্লুম, আদালতে জোচ্চোর ব'লে গাল দিলে। লোকের ভবিষ্যৎ আশা থাকে, তাই নিয়ে জীবন ধারণ করে, আমার তা-ও নাই। বড় বউদিদির বিষয়ের আমার উত্তরাধিকার শিবু উকীলকে লিখে দিয়ে এসেছি। সকল পথ বন্ধ হয়েছে, এখন এই মহাপথ মাত্র খোলা। তোমার যেতে ইচ্ছা হয়, চল; নইলে আমায় বাধা দিও না।

নেপথ্যে। শৈলেন বাবু, ভয় নাই, তাগাদা কর্তে আসিনি, দোর খোল, একটা কথা কও।

শৈলেন্দ্র। তোমার সাধ থাকে, এই সব উপহাস শোন, আমার হাত ছাড়। মনে করেছিলুম, তোমায় ফেলে পালাব না, তাই এত ক'রে বোঝাচ্ছিলুম, তুমি বুঝ্‌লে না। হাত ছাড়, কথনো তোমার গায়ে হাত তুলিনি, কালসর্প নিয়ে খেলা ক'র না, হাত ছাড়।

সরো। তুমি মারো কাটো, যা ইচ্ছে কর, আমি কথনো তোমায় এ মহাপাতক করতে দেবো না। তুমি অনন্ত নরকে ডুবতে যাচ্ছ, আমি দাঁড়িয়ে দেখ্‌ব? তবে আমি তোমার কিসের স্ত্রী?

নেপথ্যে। দরজা ভেঙ্গে ঢোক' না।

(দ্বার ভঙ্গ করিয়া শিবু উকীল, আদালতের বেলিফ, পিয়াদা প্রভৃতির প্রবেশ)

শিবু। সব ঘরে চাবি দাও, আর শীল কর, কোন জিনিষপত্তর নিয়ে যেতে দিও না। এক কাপড়ে বা'র ক'রে দাও। (সরোজিনীকে দেখিয়া স্বগত) ওঃ, কি রূপ! কি চোখ্! কি কপাল! কি ভুরু!

(সরোজিনীর দ্রুত গৃহে প্রবেশ)

শৈলেন্দ্র। কই গো, কোথায় গেলে? নরকের ভয় কর্‌ছিলে না? এই দেখ, সব নরকের দূত। আর ঐ সাক্ষাৎ নরকের রাজা!

শিবু। বেলিফ, যে ঘরে ঐ মেয়ে মানুষ সেঁধুলো, ঐ ঘরে আগে চাবি দাও।

(সরোজিনীর বাহিরে আগমন ও বেলিফের চাব দেওন)

শৈলেন্দ্র। চল, এখন বুঝ্‌ছ কেন বিষ খেতে চাচ্ছিলুম? চল, এইবার গঙ্গায় ঝাঁপ দিই গে।

শিবু। কেন হে শৈলেন বাবু, বিষ খেতে যাবে কেন? গঙ্গায় ঝাঁপ দিতে হবে কেন? তোমার এমন পরিবার থাক্‌তে আবার ভাবনা?

শৈলেন্দ্র। Rascal!

(শিবু উকীলকে পদাঘাত করণ)

শিবু। এই—পাক্‌ড়ো শালাকো!

১ম পিয়াদা। হুজ্জুত কর্‌বে!

(প্রহার)

সরো। ওগো, মেরো না, মেরো না, তোমাদের পায়ে পড়ি। ছেড়ে দাও বাছা, আমরা চ'লে যাচ্চি।

শিবু। কেন, চ'লে যেতে হবে কেন? তুমি আমায় হুকুম কর, আমি সবই ছেড়ে দিয়ে চলে যাচ্চি।

সরো। ভগবান্, কেন আমি স্বামীর কথা শুনে বিষপান কর্‌লুম না? পরপুরুষে আমায় কুচক্ষে দেখছে, ভগবান্ আমায় জরাগ্রস্ত কর। রাধা-বল্লভজী, তোমার মনে এই ছিল!

শিবু। বাড়ী কোন্ ছার, সুন্দরি, তোমার জন্য আমি প্রাণ দিতে পারি।

শৈলেন্দ্র। ছেড়ে দাও, ছেড়ে দাও, ওঃ, প্রাণ কি বেরোবার নয়!

(পিয়দাগণের শৈলেন্দ্রকে প্রহার)

সরো। কে আছ, খুন কর্‌লে, খুন কর্‌লে! কুল-স্ত্রীর উপর অত্যাচার, রক্ষা কর, রক্ষা কর! নির্দ্দোষীকে মেরে খুন করলে, রক্ষা কর, রক্ষা কর, দেখ্‌বার কেউ নাই? রাধাবল্লভ!

(বিরজা ও তৎপশ্চাৎ ফুলীর প্রবেশ)

বিরজা। শৈলেন, শৈলেন! ওগো কে তোমরা?

কেন আমার বাছাকে ধ'রেছ? ছেড়ে দাও, ছেড়ে দাও।

১ম পিয়াদা। (শৈলেন্দ্রকে ছাড়িয়া দিয়া) আরে মায়ি, ছারিয়ে দাও, ছারিয়ে দাও! টেকা আনো, তবে তো ছাব্‌বে!

বিরজা। আমার সর্ব্বস্ব নাও, সর্ব্বস্ব নাও! ওগো, তোমরা জানো এ রাজার ছেলে, কপালদোষে ওর এই দশা! আহা, মেরেছে, মেরেছে? তোমাদের কি দয়ামায়া নেই! ওর যে ননীর গা! শৈলেন, শৈলেন, তুই আমার উপর অভিমান ক'রে খুন হ'তে বসেছিস্? কত টাকা চাও, আমি সর্ব্বস্ব দেব।

শিবু। কোথাকার ঝাড়াঝাড়ুনী মাগী এসে বলে সর্ব্বস্ব দিচ্চি। দূর ক'রে দাও মাগীকে! (সরোজিনীকে বিরজার নিকটবর্ত্তী হইতে দেখিয়া) সুন্দরি, তুমি কোথায় যাও? (অঞ্চল ধারণোদ্যোগ)

ফুলী। আরে নরকের পিশাচ! আর এক পা এগুবি ত এই ছোরা তোর বুকে বসাব।

(ছোরা প্রদর্শন।

শিবু। আরে ম'লো, এ বেটী আবার ছোরা বা'র ক'রে ফেল্লে যে!

ফুলী। শিবে, তুই আমায় চিনিস্‌নি? তোদের মত বাঘ-ভালুকের কাছে যখন যেতে হয়, তখন এই আমার সহায়!

(নিতাই উকীলের প্রবেশ)

নিতাই। বড় বউদিদি, ফুলী, শিবু উকীল! এ সব কি ব্যাপার!

বিরজা। নিতাই ঠাকুরপো, তুমি খুব সময়ে এসেছ, এদের পাওনা কড়ায় গণ্ডায় ফেলে দাও।

নিতাই। কিহে শিবু? বেলিফ, এই দশটা টাকা নাও, তোমরা জল খেও শিবু, এদের নিয়ে বাইরে দাঁড়াও গে, আমি যাচ্চি।

[বেলিফ্‌ ও পিয়াদাগণের প্রস্থান।

শিবু। আমি বাড়ী সিজ্‌ (seize) কর্‌তে এসেছি, টাকা না পেলে যাব না। এরা সব এসে বে-আইনি ক'রে আমায় বাধা দিচ্চে, আমি আদালত কর্‌ব।

ফুলী। আর ঐ পাষণ্ড কুলস্ত্রীর উপর অত্যাচার কর্‌তে যাচ্ছিল, আপনি ওকে বাঁধিয়ে দিন।

শিবু। মিথ্যা কথা, সাক্ষী কে?

ফুলী। সাক্ষী ধর্ম্ম! সাক্ষী তোমার অন্তরাত্মা! আর সাক্ষী তোমারই ঐ সব লোক!

১ম পিয়াদা। (প্রবেশ করিয়া) হাঁ হাঁ, কর্‌তা, আপনি চড়াও হইয়াছিলেন, বেইজ্জুত কর্‌তি যাইছিলেন।

বিরজা। নিতাই ঠাকুরপো! দাও, ওকে বাঁধিয়ে দাও, যেমন ক'রে পার, এর বিহিত কর।

নিতাই। তুমি বল্‌বে, তবে কর্‌ব? (শিবুর প্রতি) শিবু, তোমায় একবার আমি দেখ্‌ব! এখন দূর হও।

[শিবু উকীল ও পশ্চাৎ পিয়াদার প্রস্থান।

ফুলী। বড় মা, আমি যাই, আমার কাজ আছে।

[প্রস্থান।

বিরজা। ফুলী, তুই সত্যি ব'লেছিলি, যেখানে আমার শৈলেন, আমার ছোট বউ, সে আমার তীর্থের চেয়েও বেশী।

নিতাই। বউদিদি, তুমি এদের নিয়ে বাড়ী যাও, এখানকার যা কর্‌তে হবে, আমি সব ক'চ্ছি।

[প্রস্থান।

বিরজা। দিদি চল। আমার লক্ষ্মী ঘরে নিয়ে যাই।

সরো। দিদি, আমি ত তোমার দাসী, ওকে জিজ্ঞাসা কর।

বিরজা। শৈলেনকে? আমি যখন এসেছি, ওকে কান ধ'রে নিয়ে যাব। (শৈলেন্দ্রের প্রতি) নীরেকে বাড়ী বেচে অভিমান ক'রে যাস্‌নি, সে বাড়ী ত আমি কিনেছি। আর আমার উপর রাগ? হ্যাঁরে শৈলেন, কি দোষ তোদের কাছে ক'রেছি যে, এই শাস্তিগুলো আমায় দিচ্ছিস্?

শৈলেন্দ্র। বড় বউদিদি, আমায় মার্জ্জনা কর।

বিরজা। চ'—বাড়ী চ': এখানকার যা সব তোর দেনাপত্তর আছে, নিতাই ঠাকুরপো তা সব চুকিয়ে দেবে।

শৈলেন্দ্র। কিন্তু বউদিদি, তোমার ঋণ কেমন ক'রে শোধ যাবে? মা প্রসব করেছিলেন, তুমি মাই দিয়ে মানুষ ক'রেছ; আমি অকৃতজ্ঞ, তোমায়

মনে ব্যথা দিয়েছি। আমায় মার্জ্জনা কর। আমি বুঝ্‌তে পারি নি—আমি বর্ব্বর।

গিরজা। আশীর্ব্বাদ করি, ছেলে হোক, পালন কর্‌বার ব্যথা বুঝ্‌বি।

[সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

গঙ্গা-তীর।

(নীরদের প্রবেশ)

নীরদ। ছনিয়া বিরূপ। শাশুড়ী বেটীর পায়ে ধ'রে কাঁদলুম, মেটাবার জন্য টাকা দিলে না। জজ ফৌজদারী সোপরদ্দ করলে। আদালতে কেউ জামিন হ'ল না! এ সব অনর্থের মূল মোনা। আর দোষ কার? ওরই ষড়্‌যন্ত্রে জাল হ্যাণ্ড-নোটের সৃষ্টি! জীবনে প্রতিপদে আমার কণ্টক হয়েছে। আর কি জন্য জীবন-ধারণ? জেলের জন্য? এ বংশে যা কখন হয় নি, তাই হবে? কখন না—কখন না! জামিনে খালাস্‌,—এতেও বোধ হয় মোনার কি অভিসন্ধি আছে। যে দিকে চাই—সেই দিকেই মোনা। কিন্তু সত্যি মোনাকে ত খুঁজে পাচ্চি নি। কা'ল ফিরে এসেছি, আজ দেখি কি হয়! চল চল।

[প্রস্থান।

(ফুলীর প্রবেশ)

ফুলী। চল, চল। ছায়ার মত তোমার সঙ্গে সঙ্গে ফিরছি। বাঘের মত শীকার খুঁজে বেঁড়াচ্ছ। তোমার অন্তরের ছবি তোমার চোখে দেখ্‌তে পাচ্ছি। চল, চল'!

[প্রস্থান।

(শরৎ ও হীরু ঘোষালের প্রবেশ)

শরৎ। কই বাবা, তোমার বাক্স-হাতে মেয়েমানুষ?

হীরু। সে আস্‌বে—আস্‌বে। ভদ্রলোকের মেয়ে সন্ধ্যা না হ'লে বেরুতে পারে? একটু গা-ঢাকা হোক্‌, তবে ত আসবে। শোন, এই গোঁফ পর। আমি নৌকা ঠিক ক'রে আস্‌ছি। ও পারে নিয়ে গিয়ে এক রকম ক'রে গয়নার বাক্স নিয়ে আমরা সট্‌কাব। তার পর রেলোয় উঠে একেবারে বর্দ্ধমান। বথ্‌রা কিন্তু যা বলেছি, আদা-আদি। গেরস্তর মেয়ে, কখনও বাড়ীর বা'র হয়নি, আমাদের সন্ধান কর্‌তে পার্‌বে না। তোমার নাম প্রেমচাঁদ, আর আমার নাম শেতল।

শরৎ। দেখ, আর গোঁফ পরাপরিতে কাজ; বিন্দির বাড়ীতে ঘর খালি আছে। চল সেইখানে নিয়ে গিয়ে তোলা যাক্‌। ভেসে বেড়াচ্ছি, একটা আড্ডা বজায় হবে।

হীরু। তুমি ত বিন্দির বাড়ী নে গিয়ে তুল্‌বে; দরকার হ'লে একখানি ক'রে গয়না বেচ্‌বে, আর তোমার বেশ চল্‌বে; তার পর আমার? নীরে, শৈলেন ফেল হওয়া ইস্তক একটা পয়সার মুখ দেখি নাই। দেনা হয়েছে, এখন ছ'এক হাজার না হ'লে দাঁড়াতে পাচ্ছিনি।

শরৎ। দেখ, ভারি ফ্যাঁসাদে লোক।

হীরু। তোমার ভয় হয় চলে যাও, আমি অন্য লোক জোটাব।

শরৎ। (স্বগতঃ) বটে! মেয়েমানুষটা আসুক আগে। (প্রকাশ্যে) আচ্ছা বাবা, গণ্ডা চেরেক পয়সা দাও দিকিন্‌, হাত নেহাত খাকৃতি, ঝাঁ ক'রে একটু টেনে আসি। তুমি নৌকো ঠিক ক'রে এস। কিন্তু বাবা, তুমি ত গোঁফ পর্‌লে না!

হীরু। আমায় এই চেহারায় দেখেছে যে? ছ'জনকে নূতন মানুষ দেখ্‌লে যাবে কেন? সে ঠিক হবে—ঠিক হবে, কিন্তু আদ্দেক বথ্‌রা।

[উভয় দিক্‌ দিয়া উভয়ের প্রস্থান।

(বাক্স-হস্তে কুমুদিনীর প্রবেশ)

কুমু। কত লোককে কাঁদিয়েছি, কত লোককে ঠকিয়েছি, কত সতীর মনে ব্যথা দিয়ে সোয়ামী ভুলিয়ে নিয়েছি। মাকে বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দিয়েছি। মা পথে পড়ে ম'রেছে। আমার শাস্তি হবে না ত হবে কার? কি কুৎসিত রোগ, আমার আপনাকে আপনি ঘেন্না হয়, তা পরের দোষ কি? সব সয়, কিন্তু শরতা, হীরু ঘোষাল দেখা হ'লেই দুর দুর করে, সয় না। দিন-রাত সর্ব্বাঙ্গ যেমন জলচে, মনও তেমনি জ্বলছে। কাল-সাপিনী আপনার বিষে কি আপনি এম্‌নি ক'রে জলে! ছ'জনে মিলে, সর্ব্বস্ব ফাঁকি দিলে, কেড়েকুড়ে নিলে, পথে বসালে, এখন কাছে গেলে, ঘেন্নায় দুর দুর করে। এ জ্বালা সয় না।

হু'জনকে জব্দ করতে পারি, তবে মনের জ্বালা একটু জুড়োয়। মা পতিতপাবনি, তোমার দাঁড়িয়ে পাপ চিন্তা কচ্ছি! মা, বর দাও—মনস্কামনা সিদ্ধ হয়, এই হু'জনের শাস্তি দেখে তোমার কোলে শুয়ে সব তাপ জুড়ুব। আশা কি পূর্ণ হবে না? হবে—আমার মন বলছে—হবে। এক টানে জোড়া কাৎলা গাঁথ্‌বো। এই বাক্স আমার টোপ। আর দু'চা'রখানা পাতর পুরি। তেমন ভারি হয় নি। গয়নাগাঁটি ত কিছু রাখো নি; সব নিয়েছ। এখন এই পাথরকুচি নাও। আমার আপ্‌না আপনি হাসি পাচ্চে। গেরস্তর মেয়ে—সোয়ামীর জ্বালায় বেরিয়ে যাব। ঐ যে একজন আস্‌চে, মুড়ি দিয়ে বসি। মড়া আবার গোঁফ পরেছে।

(চাদর মুড়ি দিয়া কুলবধূর ন্যায় উপবেশন)

(শরতের প্রবেশ)

শরৎ। (স্বগত) ও পারে কিছুতেই নে যাওয়া হবে না। ঐ ঝিঙ্গির ঘরে নিয়ে গিয়ে তুলব। হীরু ঘোষাল জোটালে, ওকে কিছু দেবো।

(অপর দিক্ দিয়া হীরু ঘোষালের প্রবেশ)

হীরু। এই যে প্রেমচাঁদ বাবু এয়েছেন। (জনান্তিকে) কেমন বাক্স হাতে, চাদর মুড়ি,—সব ঠিক-ঠাক, পেলে ত? আদাআদি চাই। (কুমুদিনীর প্রতি) এই নাও গো, খুব সুখে থাক্‌বে—খুব সুখে থাক্‌বে। প্রেমচাঁদ বাবু ভারি সজ্জন। ওপারে তোমার জন্য বাড়ী ঠিক করেছেন। গেরস্তর মতনই থাক্‌বে।

শরৎ। (বিকৃতস্বরে) শেতল বাবু, ওঁর নামটি কি?

কুমু। (বিকৃতস্বরে) আমার নাম কেনা দাসী। যদি পায়ে রাখেন, আমি তাই হয়েই থা'ক্‌ব।

হীরু। শুনুন শুনুন, প্রেমচাঁদ বাবু, কেমন রসিক দেখুন। সত্যি কি তোমার নাম কেনা দাসী গা?

কুমু। (বিকৃতস্বরে) না, ও বল্‌ছিলুম। আমার নাম লক্ষ্মীমণি।

শরৎ। (বিকৃতস্বরে) শেতলবাবু, বলুন,—পায়ে রাখা কি বলচেন, আমি ওঁকে মাথার মণি ক'রে রাখ্‌ব।

হীরু। হায় হায়—শোন গো শোন! তুমি যেমন রসিক, উনিও তেম্‌নি। নৌকায় ব'সে সব রসিকতা হবে। চলুন প্রেমচাঁদ বাবু, নৌকায় ওঠা যাক্।

কুমু। (বিকৃতস্বরে) প্রেমচাঁদ বাবু, আমি গেরস্তর বউ, এ পথ কেমন, জানি নি, বড় যন্ত্রণায় বেরিয়েছি, আপনার পায়ে ধর্‌চি, অবলাকে মজাবেন না।

(বাক্স রাখিয়া পদ ধারণ)

হীরু। (স্বগত) এই বেলা বাক্সটা হাতাই। (বাক্স তুলিয়া) ওঃ, ভারি আছে—ভারি আছে।

শরৎ। (বিকৃতস্বরে) রাম—রাম পা ছাড়ুন, আমি আপনার পায়ে ধর্‌ব, আপনি কেন?

হীরু। বেশ হ'ল, গোড়াতেই একটা বোঝাপড়া হয়ে গেল, চলুন—চলুন, শীগ্‌গির এখন নৌকায় ওঠা যাক্। এখানে আবার লোক জ'মে যাবে।

শরৎ। (বিকৃতস্বরে) দেখুন শেতল বাবু, আমি ঠাউরেছি, একে আর ও পারে নিয়ে যাব না, এই পারেই বাড়ী ঠিক করেছি। দু'জনে থাক্‌ব, কি বল গা?

কুমু। (বিকৃতস্বরে) আমায় যেখানে রাখবেন, সেইখানে থাক্‌ব।

হীরু। তা কি হয়—তা কি হয়! গোড়ায় কথার খেলাপ! তুমি চ'লে এস—চ'লে এস। (কুমুদিনীর হস্তধারণ)

শরৎ। কই, নে যাও দেখি, তুমি কেমন নে যেতে পার? ছাড় শালা হাত! (একহস্তে কুমুদিনীকে ধরিয়া অপর হস্তে হীরুকে প্রহার)

হীরু। ছাড়্ শালা হাত! (শরৎকে বাক্স দ্বারা প্রহার)।

শরৎ। চল গো চল আমার সঙ্গে! ও শালা চোর।

হীরু। আমার সঙ্গে চল, ও শালা গাঁটকাটা।

কুমু। পাহারাওলা, পাহারাওলা, আমার বাক্স কেড়ে নিচ্চে!

হীরু। আমাকে ফাঁকি দিয়ে গহনা নেবে! এই ফাঁকি দেওয়াচ্ছি। (গঙ্গায় বাক্স ফেলিয়া দেওন ও টানাটানিতে কুমুদের স্বরূপ প্রকাশ)

উভয়ে। এ কে? কুমী যে!

কুমু। হ্যাঁ হ্যাঁ কুমী, চিনেছিস্ বেইমান! পাহারাওলা, আমার বাক্স কেড়ে নিচ্চে।

(দুই দিক্ দিয়া দুইজন পাহারাওলার প্রবেশ)

১ম পাহা। গঙ্গাজীমে কেঁয়া ফেক্ দিয়া রে?

কুমু। পাহারাওলা সাহেব! এই দুই মিন্সে আমার বাক্স কেড়ে নিয়ে গঙ্গায় ফেলে দিয়েছে। এই নাও সাহেব, এ আবার গোঁফ (গোঁফ টানিয়া লওন) প'রেছে।

শরৎ। আঃ বেটি, মহাব্যাধির রস দিয়ে মুখটা ভরিয়ে দিলে!

হীরু। আমার গা ভরিয়ে দিয়েছে!

শরৎ। (স্বগত) তোমার এখন হয়েছে কি শালা! এ দিকে একটা হেস্ত নেস্ত হোক্, তার পর রস দেখাচ্ছি। শালা যড়্ ক'রে আমায় বাধিয়ে দাও।

১ম পাহা। শালা লোক পুরানো বদ্মাইস্, মোচ চড়ায়কে আয়া! চল থানামে।

কুমু। পাহারাওলা সাহেব, এরা বকেয়া গাঁটকাটা। আমি ভিক্ষে শিক্ষে ক'রে যা কিছু জমিয়েছিলুম, নিয়ে মাসীর বাড়ী যাচ্ছিলুম। এরা পথে বাক্স কেড়ে নিয়ে গঙ্গায় ফেলে দিয়েছে। এর নাম ব'লেছে শেতল, এর নাম বলেছে প্রেমচাঁদ।

১ম পাহা। হ্যাঁ—হ্যাঁ—শেতল আউর প্রেমচাঁদ পুরাণ বদ্মাস্। (২য় পাহারাওলার প্রতি) নেই ভেইয়া?

২য় পাহা। হ্যাঁ—হ্যাঁ—দোনোকো হুলিয়া হ্যায়।

হীরু। আরে কোন্ শালা শেতল হ্যায়—আমি হীরু ঘোষাল।

কুমু। ঐ শোনো, আবার বল্ছে হীরু ঘোষাল। তোমার আরও নাম আছে না কি?

২য় পাহা। হ্যায়ই ত—ও শেতল হ্যায়, হীরু হ্যায়, পীরু হ্যায়, আর কভি কভি পাঁচকড়ি হোতা হ্যায়। শালা পুরাণা বদমাস্।

১ম পাহা। আর এই শালা প্রেমচাঁদ, এক দফে হামারা চাপরাস ছিনায় লিয়াথা, চল শালা থানামে। (রুলের গুঁতা প্রদান)

হীরু। আরে থাম থাম, কথাটাই শোনো—

২য় পাহা। (রুলের গুঁতা দিয়া) থানামে চল শালা, থানামে সব বাত হোগা।

কুমু। সেলাম—সেলাম।

শরৎ। বেটী, তোর মনে এত ছিল, শেষ হাতে দড়ি দিলি?

কুমু। জোচ্চোর, বিশ্বাসঘাতক, লম্পট, তোর মনে এত ছিল? অনাথা স্ত্রীলোকের সর্ব্বনাশ করলি? তোদের জন্য কত ভদ্র সন্তান পথে ব'সেছে, কত রাজার ঘর উচ্ছন্ন গেছে, কত নিরীহ স্ত্রীলোক অকূলে ভেসেছে! ঘৃণিত বেশ্যার সঙ্গে যারা প্রবঞ্চনা করে, জেল কি, নরকেও তাদের উপযুক্ত শাস্তি হয় না। তোরা হীন, ঘৃণিত বেশ্যার চেয়েও ঘৃণ্য।

[সকলের প্রস্থান।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক।

মন্মথর গঙ্গাতীরস্থ বাগান বাড়ী।

চেয়ারে উপবিষ্ট অধ্যয়নরত মন্মথ।

(নীরদের প্রবেশ)

নীরদ। এই যে মন্মথ বাবু! আজ দু'দিন ধ'রে ফিরে ফিরে যাচ্চি! একা যে? গুপ্ত বৃন্দাবনে রাসেশ্বরী কই? ফুলী কই?

মন্মথ। নীরো দা, তোমার মন বড় অপবিত্র। ফুলীর নাম তুমি মুখে এনো না, তা'হলে তা'কে কলঙ্ক স্পর্শ করবে।

নীরদ। আর তুমি এমন পবিত্র যে, তোমার স্পর্শে সে দেবত্ব প্রাপ্ত হয়। মরি মরি, কলঙ্কভঞ্জন কৃষ্ণচন্দ্র আমার! তা হবে না! তুমি যে সাধু, পরোপকার কর, রাস্তা থেকে লোক তুলে নে গে সেবা কর, নিরন্নকে অন্ন দাও! ঠক্! ভণ্ড! জালিয়াৎ!

মন্মথ। নীরো দা! আমি জাল করিয়েছিলুম বটে, কিন্তু সে আমার স্বার্থের জন্য নয়। তুমি অর্থ-লোভে সংসারটাকে উচ্ছন্ন দিচ্ছিলে, বড় মা আমার গলা ধ'রে কেঁদে ব'লেছিলেন, "মোনা, কি হবে!" তাঁর সে ব্যাকুলতা আমাকে জ্ঞান-শূন্য ক'রেছিল। আমি মৎলব ক'রেছিলুম, তোমাকে কোন রকম বিপদে ফেলে, সর্ব্ব-গ্রাসী মকদ্দমার মুখ থেকে তোমাদের সংসারটা রক্ষা করব। তাই জাল হ্যাণ্ডনোট সৃষ্টি ক'রে-ছিলুম। কুৎসিত চিন্তা হৃদয়ে স্থান দেওয়া, কুসঙ্গে বেড়ান যে কি যন্ত্রণাদায়ক, তা তুমি বুঝতে পারবে না। যখনি কষ্ট হ'ত, বড় মা'র

চোখের জল মনে পড়্‌ত, আর আমি সব ভুলে যেতুম।

নীরদ। ব'লে যাও—ব'লে যাও,—আমি স্থির হ'য়ে শুন্‌চি।

মন্মথ। আমি ভেবেছিলুম, তুমি বিপদে পড়্‌লে পার্টিসন্ সুট তুলে দেবে, সংসারটা বজায় হবে। কিন্তু সে দিক্ দিয়েই গেলে না। তবু আমি শিবু উকীলকে postponement নিতে ব'লেছিলুম। জজ দিলে না, সকল সঙ্কল্পই বিফল হ'ল।

নীরদ। কিন্তু আমার সঙ্কল্প বিফল হবে না। মৎলব ক'রেছিলে, বড় মা'র বিষয় হাতে পেয়েছ, ছোট কাকাকে এক রকম পেটভাতায় রাখলেই হবে, আর আমায় ভাসিয়ে সমস্ত বিষয়টা হাত ক'রে ফুলীকে নিয়ে মজা করবে। তুমি যে নিঃস্বার্থ—সাধু!- সয়তান!

মন্মথ। নীরো দা, আমি স্থির করেছি কোর্টে গিয়ে বল্‌ব, আমিই তোমায় জব্দ কর্‌বার জন্যে জাল নোট তোমায় বেচেছি।

নীরদ। সাধু সাধু! ওঃ! আশ্চর্য্য স্পর্দ্ধা তোর! তুই এখনও আমার সাম্‌নে দাঁড়িয়ে কথা ক'চ্ছিস্? লজ্জা ক'চ্ছে না? তুই কি মনে করেছিস্, আমি তোর কথা বিশ্বাস করি? তুই ভেবেছিস্, এই স্তোক দিয়ে আমার হাত থেকে বেঁচে যাবি। মনের কোণেও স্থান দিস নি।

মন্মথ। তোমায় আর কি ক'রে বিশ্বাস করাব?

নীরদ। বিশ্বাস কর্‌ব না, তোর কথা সত্য হ'লেও বিশ্বাস কর্‌ব না। শোন্, তোর সঙ্গে আমার অনেকদিনের দেনাপাওনা। আজ তারই হিসেব-নিকেস কর্‌তে এসেছি। জানিস্ নি. বার বার আমার মুখের গ্রাস কেড়ে নিয়েছিস্? ছোট কাকাকে যখন খুনি মামলায় ফেল্‌লি, তুই তার উদ্ধারকর্ত্তা। ফের যখন লাখ টাকার দায়ে ফেল্‌লুম, ফুলীকে দিয়ে নোট পুড়িয়ে তুই তাকে বাঁচালি, ফুলীকে পাছে আমি তোর কাছ থেকে নি, এইজন্য চক্রান্ত করে আমায় দ্বীপান্তরে পাঠাবার বন্দোবস্ত ক'রেছিস্। ক্ষুধাতুর ব্যাঘ্রের মুখ থেকে আহার কেড়ে নিয়ে ভেবেছিলি, তাকে পিঁজরেয় পুর্‌বি। আজ আমার হাতে তোর নিস্তার নেই। মনে ক'রেছিস্, তুই ফুলীকে নিয়ে রাসলীলা কর্‌বি, আর দ্বীপান্তরে ব'সে আমি সেই ছবি ধ্যান ক'র্‌ব। তার আগে তো খুন কর্‌ব।

মন্মথ। খুন কর্‌বে? তা'হ'লে ত তুমি বন্ধুর কাজ কর্‌বে। আমি তোমার সর্ব্বনাশ ক'রেছি কিন্তু এখনও বল্‌ছি, আমি নিজের স্বার্থের জন্য করিনি। মকদ্দমা ওঠ্‌বার আগে তুমি যদি আমার কথা শুন্‌তে, পার্টিসন্ সুট্ রফা কর্‌তে, তা'হলে তোমাকে হাজতে যেতে হ'ত না। আমাকেও অনুতাপে দগ্ধ হ'তে হ'ত না। নীরো দা, আমি অপরাধ করেছি, আমায় মার্জ্জনা কর। যে দণ্ড দেবে দাও, আমি বুক পেতে নেব। মৃত্যু এখন আমার শান্তি।

নীরদ। ফুলি! ফুলি! এখানে থাক্‌তিস্ ত দেখ্‌তিস, তোর পেয়ারের মোনা বাবুকে কি ক'রে খুন করি।

(খুন করিতে অগ্রসর হওন ও ফুলীর পশ্চাৎ হইতে আসিয়া হস্ত ধারণ)

ফুলি—ফুলি, এই যে ফুলী! ফুলী বেঁচে থাক্‌তে তুমি মোনা বাবুর গায়ে একটি আঁচড় দিতে পার্‌বে না।

নীরদ। ফুলি, সর্, বাধা দিস্ নি।

ফুলী। আজ দু'দিন তোমার পেছু পেছু ঘুরছি। তোমার চোখে তোমার অন্তরের অভিসন্ধি দেখেছি। আমি থাক্‌তে তোমার মনস্কাম সিদ্ধ হবে না, মোনা বাবুকে মার্‌তে পার্‌বে

নীরদ। তবে তুমিই মর, মর, মর। (ছুরি অস্ত্রাঘাত ও ফুলীর পতন)

মন্মথ। নীরো দা, কি ক'র্‌লে—কি কর্‌লে? দা, যে দণ্ড তুমি আমায় দিলে, এর কাছে ও দণ্ড অতি তুচ্ছ! ফুলি, আমার প্রাণরক্ষা ক'র্‌বার জন্য, তোর অমূল্য জীবন তুই বিসর্জ্জন দিলি? আহা, নির্ম্মল কুসুমকলি! নীরো দা, তুমি দাঁড়িয়ে কেন? আমাকেও মার। এখন আমার প্রাণবধ করা করুণা। আত্মঘাতী হওয়া মহাপাপ! নীরো দা, আমায় মারো, জীবনে একটা ভাল কাজ করো। আমায় খুন কর্‌লে তোমার অশেষ পুণ্য হবে! মারো—মারো, দাঁড়িয়ে রৈলে কেন?

নীরদ। না, আর তোকে মার্ব না, তোকে কি দণ্ড দিয়েছি, আমি বুঝেছি, তুই বেঁচে থেকে জলে মর্।

মন্মথ। নীরো দা, শোনো, তুমি পালাও, শীগ্গির পালাও। ঐ ঘরে কাপড় আছে, এই রক্ত-মাথা কাপড় জামা ছেড়ে তুমি পালাও।

নীরদ। তোর মত্লব যাই হোক, আপাতত তোর কথা শুন্ব।

[নীরদের কক্ষাভিমুখে দ্রুত প্রস্থান।

মন্মথ। (নেপথ্যাভিমুখে) মালি, মালি, শীগ্গির পুলিসে খবর দে, খুন হ'য়েছে। আহা, চক্ষু যেন সজীব র'য়েছে, যেন মহা ধ্যানে মগ্ন! পরের জন্য আত্মবিসর্জ্জন! আমায় ভাল শিক্ষা দিয়ে গেল। আমি কথার কথা শিখিয়েছিলুম, ফুলী আমায় কাজে শেখালে!

(ইন্স্পেক্টার, জমাদার ও পাহারাওয়ালাগণের প্রবেশ)

ইন্স্। এ কি!—কে এ কাজ কর্লে?

মন্মথ। আমি।

ইন্স্। আপ্নি ফুলীকে হত্যা ক'রেছেন?

মন্মথ। হ্যাঁ।

ইন্স্। মন্মথ বাবু, এ কি সম্ভব?

মন্মথ। সবই সম্ভব। আমার অবাধ্য হয়েছিল, সেই রাগে মেরেছি।

ইন্স্। এ কি—ন'ড়ে উঠ্ল কেন? চোখ মেল্‌চে!

মন্মথ। ফুলি, ফুলি! ওঃ! মূর্চ্ছা হয়েছিল—বুঝ্তে পারি নি। একটু ব্রাণ্ডী দিই, যদি কিছু ফল হয়।

[প্রস্থান।

(নকুল অবধূতের প্রবেশ)

অব। আজ বাবার বিয়ে, দাও তোমার বাগান থেকে দুটো নাগেশ্বর ফুল পেড়ে। (ফুলীকে দেখিয়া) এ বেটী এখানে প'ড়ে যে! রং মেখেছে, বাবার বিয়ে দেখ্তে যাবে বুঝি! তাই ত বটে, তাইত বটে! ঐ যে সব ঝম্ ঝম্ ক'রে আস্‌চে যাচ্ছে!

ফুলী। (চৈতন্যলাভ করিয়া) বাবা!

অব। বাবাই বল্, আর বেটাই বল্, বেটী, আজ আর তোর সঙ্গে ঝগড়া কর্ব না।

(মন্মথর ব্রাণ্ডী লইয়া পুনঃ প্রবেশ)

মন্মথ। ফুলি, খা।

ফুলী। মোনা বাবু, ওষুদ আর খাব না, গঙ্গাজল দাও।

অব। খা বেটী, বাবার চরণামৃত খা, আমার কমণ্ডলুতে আছে।

(কমণ্ডলু হইতে চরণামৃত প্রদান)

ফুলী। মোনাবাবু, আমায় একটু তুলে ধরো, আমি গঙ্গা দেখ্বো।

অব। দেখ্বি বই কি রে বেটী, দেখ্বি বই কি! (গঙ্গাভিমুখী করিয়া ফুলীকে শয়ান করান) ওঃ! তোকে আজ কোলে নেবে কি না! বেটীর, হাত তুলে তুলে নাচন দেখ্! ঐ দেখ্ বেটী তোর মত সব আকাশ ছেয়ে এসেছে, তোকে নিয়ে যাবে ব'লে!

ইন্স্। মা, এই গঙ্গা সাম্নে, তোমায় একটি কথা জিজ্ঞাসা করি। মা, কে তোমার ছুরি মেরেছে?

ফুলী। নীরদ বাবু।

ইন্স্। অবধূত, শুন্লে? বল্লে—নীরদ বাবু! (জমাদারের প্রতি) জমাদার, নীরদবাবুকে চেন। ঘাটে ঘাটে পাহারা বসিয়ে দাও, ষ্টেশনে ষ্টেসনে লোক রাখ, আসামী যদি পালায়, তুমি দায়ী। ঠিকাগাড়ী ক'রো। [জমাদারের প্রস্থান। ফর্সা কাপড় চাদর পরে তাড়াতাড়ি গিয়ে নীরদ বাবু আমায় বলে গেল,—"নর্শারিতে খুন হ'য়েছে।' একজন এ বাড়ী সাচ্ (search) কর, দু'জন পাহারায় এখানে মোতায়েন থাক—আমি চট ক'রে ম্যাজিষ্ট্রেটের অর্ডার নিয়ে আস্‌চি।

মন্মথ। (জনান্তিকে) ইন্স্পেক্টার বাবু, যাতে শেষ কার্য্যটার কোন বিঘ্ন না হয় একটু দেখবেন।

ইন্স্। আপনারা গঙ্গাতীরে নিয়ে গিয়ে রাখবেন, আমি এলুম ব'লে।

[প্রস্থান।

অব। ঐ বেটী দেখ্—তোর রথ এল! যা বেটী হরগৌরী মিলন দেখ্গে যা! বেটী নায়িকা ছিল কি না, বাবার মন্দিরে যখন যেত, পায়ে নূপুর বাজত—শুনতুম। বেটী শাপভ্রষ্টা হ'য়ে বেশ্যা ঘরে জ'ন্মেছিল। ওর মা কীর্ত্তন গাইত কি না!

এ বেটী ওঁ যখন বাবার কাছে কেঁদে কেঁদে গান ক'র্‌ত, তখন দেখতুম, বাবার গা জলে ভেসে যাচ্ছে। ও বেটী না গেলে কি হর-গৌরীর মিলন হয়? দেখ্ বেটী, এই ফুল নিয়ে যা,—বাবাকে মাকে সাজাবি!

(ফুলীর গাত্রে ফুল ছড়াইয়া দেওন)

হরি নাম গান করে তোর মা, তোর মত মেয়ে পেয়েছিল। হরিনাম শোন্ বেটী! (ফুল দিতে দিতে) হরিবোল—হরিবোল—হরিবোল!

ফুলী। আত্মবিসর্জ্জন! সোনাবাবু বুঝতে পেরেছি কি?

(মৃত্যু)

মন্মথ। ফুলি, ফুলি, সব ফুরুল'!—

অব। চল চল—মা গঙ্গা অধীর হ'য়েছে, বেটীকে তাঁর্ কোলে দিইগে চল! মিছে কাজে ঘুরে বেড়াচ্ছি, বেটী আজ আমার চোখ ফুটিয়ে দিলে।

[ফুলীকে লইয়া সকলের প্রস্থান।

গর্ভাঙ্ক।

উপেন্দ্রের বাটীর কক্ষ।

বিরজা, নিতাই ও বৈদ্যনাথ।

নিতাই। বউদিদি, শিবু উকীলের নামে মকদ্দমা ক'র্‌লে, আদালতে পাঁচ রকমের লোক পাঁচ কথা কইবে, একটা কুৎসা রটনা হবে।

বিরজা। কি, শিবু উকীলকে ক্ষমা ক'র্‌ব? আমার কুলবধূর অপমান ক'রেছে!

নিতাই। সে কি ব'ল্‌তে এসেছে, তুমি শোনো, তার পর যা ব'ল্‌বে—কর্‌ব। (বৈদ্যনাথের প্রতি) ব'দে, শিবুকে নিয়ে আয়।

[বৈদ্যনাথের প্রস্থান।

(শিবু উকীলকে লইয়া বৈদ্যনাথের পুনঃপ্রবেশ এবং বিরজার অন্তরালে গমন)

শিবু। বউদিদি, এই দোরের পাশে আছেন, কি বলবে বল।

শিবু। বউঠাকৃরুণ, আমার মার্জ্জনা করুন্। আমি আপনিই আপনার দণ্ড গ্রহণ ক'চ্ছি। আর কেন আদালতে আমার নামে নালিশ কর্‌বেন। বৈদ্যনাথ বাবু, হাণ্ডনোটগুলো আমায় দেন। না, আমি নিজে থেকে টাকা দিয়ে শৈলেনবাবুর মকদ্দমা খরচ ক'রেছি। তিনি তার জন্য আমাকে এই সব হাণ্ডনোট লিখে দিয়েছিলেন। আপনার সাম্‌নে সে সব ছিঁড়ে ফেল্‌ছি। (তথা করণ) আপনার অবর্ত্তমানে উনি যে আপনার অর্দ্ধেক বিষয় পেতেন, তা আমায় লিখে দিয়ে ছিলেন। আমি তা রিকন্‌ভে (reconvey) ক'রে দিচ্ছি, এই নিন্ তার দলিল। (প্রদান) মা, আমি আর কল্‌কাতায় থাক্‌বো না, পশ্চিমে কোথাও প্রাক্‌টীস কর্‌বো, আমায় দয়া ক'রে ছেড়ে দিন্।

বিরজা। নিতাই ঠাকুরপো, তুমি না বল্‌ছিলে ওঁকে ক্ষমা কর্‌তে?

নিতাই। না, শিবু উকীলকে কিছুতেই ক্ষমা করা হবে না।

বিরজা। না নিতাই ঠাকুরপো! (বৈদ্যনাথের প্রতি) বদি ঠাকুরপো, কি বল? শরণাগতকে পীড়ন কর্‌লে অধর্ম্ম হবে। রাধাবল্লভজী রাগ ক'র্‌বেন। আমার শ্বশুরের ভিটে থেকে কেউ কখনো মনঃক্ষুণ্ণ হ'য়ে যায় নাই। তুমি ওঁর ন্যায্য পাওনা ওঁকে চুকিয়ে দিও।

নিতাই। শিবু, কাল দেখা ক'রো।

শিবু। এই দেবীকে আমি কটু কথা ব'লেছিলুম!

[প্রস্থান।

বৈদ্য। বউদিদি! উপেন কেমন আছে?

বিরজা। আর থাকাথাকি কি ভাই—সে মানুষ আর নেই। কেমন বিব্‌ভুল হয়েছে; কখন নিজেকে মনে করে মরে গেছে, কখন একটু জ্ঞান হয়। একটা কাগজের টুপি হাতে ক'রে বেড়ায়। রাধাবল্লভজীর মনে কি আছে জানি না। ওর ভরসা আর কিছু করি নে!

(উপেন্দ্রের প্রবেশ)

উপেন্দ্র। কে তোমরা পালাও—পালাও। মায়ে-বেটায় আবার কি পরামর্শ ক'চ্চে। যখনই অমনি ফুসুর-ফাসুর করে, তখনি দাউ দাউ ক'রে আগুন জ্বলে উঠে। পার্টিসন্ স্যুট হবার আগে অম্‌নি ফিস্‌ফাস্ ক'র্‌ত। পাগল ব'লে উপেনের পায়ে বেড়ি দেবার আগে আবার তেম্‌নি ফিস্‌ফাস ক'রেছিল। উপেন ম'রে বেঁচে গেল। কাল থেকে আবার ফুস্‌ফুস চ'ল্‌ছে।

বিরজা। সত্যি,—কথাতো একেবারে পাগ্‌লার নয়। কা'ল সন্ধ্যারাত্রে নীরে হন্তদন্ত হ'য়ে এল। তার পর থেকে দু'জনে পরামর্শ চ'লেছে। এত কিসের পরামর্শ গা? হাজত থেকে ফিরে এসে অবধি গুম্‌ হ'য়ে র'য়েছে। কারো সঙ্গে দেখা না, পরামর্শ না, সন্ধ্যে হ'লে একবার ক'রে দোর খুলে বেরোয়, কার কাছে যায়—কে জানে?

উপেন্দ্র। পালাও পালাও, মাগীটা ব'ল্ছে,—"নর-বলি খাবো—খাবো।" ছোঁড়া ব'ল্ছে—"দেবো—দেবো।" উপেন ম'রে গিয়ে বেঁচে গেল। নইলে তাকে ধ'রেই বলি দিত।

নিতাই। উপেন, কি ম'রেছে—ম'রেছে ব'ল্ছ? এই ত দিব্বি আমাদের সাম্‌নে দাঁড়িয়ে র'য়েছ। আমায় চিন্‌তে পাচ্ছ না? আমি কে বল্‌ দেখি?

উপেন্দ্র। তোমায় চিনি, তুমি নিতাই উকীল। এই ব'দে, আর এই তার বড় বউদিদি।

বৈদ্য। তবে যে ব'ল্‌ছ—উপেন ম'রেছে?

উপেন্দ্র। ম'রেছে—ম'রেছে—উপেন ম'রেছে।

(শৈলেন্দ্রের প্রবেশ)

শৈলেন্দ্র। আমার একটু তন্দ্রা এসেছে, আর অমনি চ'লে এসেছ? চল',—আমি বাতাস করিগে, একটু ঘুমাবে—চল। নিতাই দা, মেজদা খবরের কাগজে এক্‌টা বড় গাধার টুপি ক'রেচেন, সেই ফুলে যেমন মাথায় পরিয়ে দেয়,—সেইটে কখন' কখন' মাথায় দেন। আর বলেন—'বাঙ্গলা ক'রে এনাম পেয়েছি।' বউদিদি, তুমি কি এই সব দেখ্‌তে আমায় বাড়ী আন্‌লে? তুমি না ব'ল্লে, তোকে দেখ্‌বার জন্য ঠাকুরপো প্রাণ রেখেছে। মেজদা, আমায় চিন্‌তে পাচ্ছো না?

উপেন্দ্র। চিনেছি—চিনেছি—তুই শৈলেন। তুই লাঠি মেরে উপেনকে মেরে ফেলেছিলি। তোকে একটা পেত্নী ডাকলে, পেত্নীটা তোর ঘাড় ভাঙ্‌বে ব'লে, উপেন তোকে ছেড়ে দিতে চায় নি। তুই লাঠি মেরে উপেনকে মেরে ফেলে চ'লে গেলি।

শৈলেন্দ্র। মেজদা, সত্যিই তখন আমায় পেত্নীতে পেয়েছিল। আমি বুঝ্‌তে পারি নি, আমায় মার্জ্জনা কর, আমার যথেষ্ট শিক্ষা হ'য়েছে।

উপেন্দ্র। শিক্ষা হ'য়েছে?

শৈলেন্দ্র। মেজ্‌দা, দেনায় মাথার চুল বিক্রী হ'য়ে গেছে, জোচ্চোর খ্যাতি হ'য়েছে, লম্পটে স্ত্রীকে অপমান ক'রেছে! এততেও যদি শিক্ষা না হয়, তবে আর কিসে হবে তা জানি নি!

উপেন্দ্র। বটে বটে!—এতদূর হ'য়ে গেছে! লম্পটে তোর স্ত্রীকে অপমান ক'রেছে? তা বেশ হ'য়েছে—বেশ হ'য়েছে। কি বল্লি—কথাটা বুঝি। লম্পটে তোর স্ত্রীকে অপমান ক'রেছে? তবে ত তোর খুব শিক্ষা হ'য়েছে। যাক্‌—তা বেশ হ'য়েছে। তোর ভাই উপেন বেঁচে থাক্‌লে এতটা হ'ত না। তা, তুই ত তাকে লাঠি মেরে, মেরে ফেল্লি! এখন আর কাঁদলে কি হবে? তা' কাঁদ—কাঁদ—কাঁদ্‌লে অনেক জ্বালা জুড়োয়। আমার চোখে জল নেই,—চোখের জল সব আগুন হ'য়েছে, তাই সর্ব্বশরীর জ্বল্‌ছে।

শৈলেন্দ্র। নিতাই দা, কি কুলাঙ্গার জ'ন্মেছিলুম। যুধিষ্ঠিরের মত ভাই আমার জন্য পাগল হ'ল!

উপেন্দ্র। চুপ কর্‌—ভাইয়ের জন্য কাঁদিস্‌নে। এখনি মায়ে-পোয়ে তোর পায়ে বেড়ি দিয়ে পাগ্‌লা গারদে পাঠাবে। উপেনাক পাঠাচ্ছিল,—ম'লো তাই বেঁচে গেল।

বৈদ্য। উপেন তুই ত মরিস্‌ নি, এই ত বেঁচে আছিস্‌।

উপেন। না, না—ম'রেছে—ম'রেছে,—তোমরা জান না। তার ছেলে দানসাগর ক'রেছিল। তোমাদের বুঝি নিমন্ত্রণ করে নি, খুব ঘটা ক'রে দানসাগর ক'রেছিল। বাপের এক ছেলে—দানসাগর ক'র্‌বে না? ঘরোয়ানা ঘরের ছেলে,—দানসাগর ক'র্‌বে না? খুব দানসাগর হ'য়েছিল,—বড় বড় উকীল কাউন্সিল সব সভাস্থ হ'ল,—কত আইনের সব বিচার হ'ল—খুব দরাজ কাজ ক'রেছে। ঘটী, বাটী, ঘড়া, গাড়ু, খাট, বিছানা, গাড়ী, জুড়ি, বাগান-বাড়ী সব দান করেছে। তুই অশেষ পুণ্য, তাই তালুকমুলুক পর্য্যন্ত দান ক'রেছে। আর সোণারূপো মুটো মুটো দু'হাতে বিলিয়েছে। তার পর তুরি ভোজন, খাদি দীয়তাং

·ভূত্যতাং—নীরতাং ভূত্যতাং—ঘেড়ে পেয়াদা পর্য্যন্ত বাদ যায় নি।

বৈদ্য। উপেন, কোথায় শ্রাদ্ধ হ'ল? তুইও যেমন—

উপেন্দ্র। কেন হাইকোর্টে। কর্‌বে না,—কর্‌বে না—বাপকে স্বর্গে দেবে না? বাপকে অন্নবস্ত্র দান কর্‌লে, তার সঙ্গে এই মটুক দিলে। মটুক দিতে হয়। বাপ যে! দেবে না? এই দেখ্—(টুপি পরিয়া) কেমন দেখাচ্ছে বল্ দেখি?

বিরজা। ঠাকুরপো, তোমার এই দশা চোখে দেখ্‌তে হ'ল!

উপেন্দ্র। বেঁচে থাক্‌লেই দেখ্‌তে হয়! অনেক দেখ্‌তে হয়, তাই উপেন ম'রেছে। নইলে ভাইকে পথের ভিখারী দেখ্‌তে হ'ত, লম্পটের হাতে কুলবধূর অপমান দেখ্‌তে হ'ত, ছেলে জাল করেছে দেখ্‌তে হ'ত,—তাই মরেছে—উপেন—তাই ম'রেছে।

(মন্মথের প্রবেশ)

মন্মথ। বড় মা, তোমার ফুলী ফুলের মত পুড়ে গেল।

সকলে। অ্যাঁ!—ফুলী পুড়ে ম'রেছে?

মন্মথ। খুন হ'য়েছে।

সকলে। কে খুন কর্‌লে?—কে খুন কর্‌লে?

মন্মথ। মা, ছুরি মেরেছে নীরো দা; কিন্তু খুন করেছি আমি। মা, আমারই হীন কৌশলে জাল মোকদ্দমার সৃষ্টি। তার জন্যে নীরো দা'র ক্রোধ,—তার ফলে ফুলীর মৃত্যু।

উপেন্দ্র। কুলবধূর অপমান, নারীহত্যা! বেঁচে থাক্‌লে অনেক দেখ্‌তে হয়,—অনেক দেখ্‌তে হয়।

মন্মথ। মা, আমায় বিদায় দাও! আমি নর-সমাজে থাক্‌বার যোগ্য নই,—আমার মহাপাপের প্রায়শ্চিত্ত নাই! শুনেছি, ভগবান্ করুণাময়, তাঁর চরণ অবলম্বন ক'রব—যদি শান্তি হয়।

বিরজা। শোনা, শোন্। তোর হৃদয়—নিঃস্বার্থ হৃদয়। তুই ভুল ক'রেছিলি, অসৎ উপায় অবলম্বন ক'রেছিলি। অসদুপায়ে সদুদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় না। ভগবান্ মন দেখেন, তোকে ক্ষমা ক'রবেন। তুই যেমন তাঁর কাজ করছিস্, তেমান কর—শান্তি পাবি।

(নীরদ, তৎপশ্চাৎ তরঙ্গিণী, তৎপশ্চাৎ ইন্‌স্পেক্টার, জমাদার, পাহারাওয়ালা প্রভৃতির প্রবেশ)

তর। ওগো—রক্ষা করো—রক্ষা করো, আমার নীরেকে পুলিস ধ'র্‌তে এসেছে।

ইন্‌স্। In the name of the King, I arrest you for murder.

নীরদ। মিথ্যা কথা—প্রমাণ কি? কার হুকুমে অন্দরে এসেছ?

ইন্‌স্। নীরদ বাবু, সতর্কতা অবলম্বন না ক'রে কি বাঘের ঘরে ঢুকেছি? এই দেখুন,—ম্যাজিষ্ট্রেটের ওয়ারেণ্ট।

বিরজা। ওগো—ঠাকুরপোকে দেখ—ঠাকুরপোকে দেখ।

বৈদ্য ও নিতাই। উপেন, উপেন—

উপেন্দ্র। অনেক দেখ্‌তে হয়—অনেক দেখ্‌তে হয়। নির্ম্মল কুলে কুলস্ত্রীর অপমান, জাল, নারীহত্যা, অন্দরমহলে পুলিস, হাতে হাতকড়ি! অনেক দেখ্‌তে হয়! আরও দেখবার সখ আছে? আর কেন? চার পো পরিপূর্ণ হ'য়েছে—আর কেন? হৃদয় কি পাথরের চেয়েও কঠিন! ওঃ!—ওঃ!—(পতন)

সকলে। কি হ'লো—কি হ'লো—

বিরজা। ঠাকুরপো, আমি পতিপুত্রহীনা, আমার ভার কারে দিয়ে যাচ্ছ? খোনা, একবার তুই ঠাকুরপোকে বাঁচিয়েছিলি, এবার রক্ষা কর।

মন্মথ। (পরীক্ষা করিয়া) Terrible brain strain—blood vessel কেটে গিয়েছে, নাক দিয়ে রক্ত ছুটছে, আর আশা নাই, এইবার ফুরুলো!

তর। কি হ'লো—একদিনে পতি পুত্র দুই-ই হারালুম? (পতন)।

সকলে। কি হলো—কি হলো!

বৈদ্য। উপেন, ফেলে চলে গেলি! ভাই রে—

নিতাই। উপেন, উপেন—

বিরজা। ডেকো না, ডেকো না—বড় জ্বলেছে—একটু ঠাণ্ডা হয়ে ঘুমুক! আর কেন? নিতাই ঠাকুরপো, তোমরা ওর বন্ধু ছিলে, এখন বন্ধুর যা শেষ কাজ, তা করো। আহা! রাজরাজেশ্বর—ধুলোয় পড়ে লোটাচ্ছে! শৈলেন ওঠ-

বংশের মান-মর্য্যাদা এখন তোর হাতে। মেজবৌ, ওঠ্, যা হ'য়েছে, আর ত উপায় নেই দিদি! নিতাই ঠাকুরপো, নীরে বংশের একমাত্র সন্তান, যাতে ফাঁসীটা রদ হয়, প্রাণপণ চেষ্টা কর, পিতৃ-পুরুষের জলগণ্ডূষ বজায় থাকবে।

নিতাই। বউদিদি, ধন্য তুমি, ধন্য তোমার ধৈর্য্য! সংসারে কেমন করে থাকতে হয়, তুমি শেখালে! তোমার মত বধূই কুললক্ষ্মী—আদর্শ-গৃহিণী। সমাজের কল্যাণের জন্য বাঙ্গালার ঘরে ঘরে তুমি বিরাজ করো।

যবনিকা।

য্যায়সা-কা-ত্যায়সা।

(প্রহসন)

সুপ্রসিদ্ধ ফরাসী নাট্যকার মলেয়ারের "L' Amour Medecin" অবলম্বনে

প্রহসনোল্লিখিত চরিত্র।

পুরুষ।

হারাধন	"ম্যানিয়া" প্রস্ত বড়লোক। (পর হইবার আশঙ্কায় কন্যার বিবাহদান-বিরোধী)
রসিকমোহন	প্রেমোন্মত্ত যুবা। (রতনমালার অনুরাগী)
সনাতন	হারাধনের প্রতিবাসী।
মাণিক	হারাধনের ভৃত্য। (গরবের অনুরাগী)
মিঃ নন্দী (দ্রুতভাষী) / মিঃ ঢোল (মন্থরভাষী)	এলোপ্যাথিক ডাক্তারদ্বয়।

জহুরী, এসেন্সওয়ালা, ছবিওয়ালা, পোষাকওয়ালা, হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার, বৈদ্য, হকিম, পশুচিকিৎসক, ড্রেসোর, গো-বৈদ্য, বাদ্যকারগণ, পুরোহিত, নাপিত, মালী, বরযাত্রী ও কন্যাযাত্রীগণ ইত্যাদি।

স্ত্রী।

রতনমালা	হারাধনের কন্যা। (রসিকমোহনের অনুরাগিনী।
গরব	হারাধনের গৃহে প্রতিপালিতা দাসী।

ধাত্রীদ্বয়, জোঁকওয়ালী, বেদিনী, এয়োগণ, বঙ্গরমণীগণ, পুরস্ত্রীগণ ইত্যাদি

য্যায়সা-কা-ত্যায়সা।

প্রস্তাবনা।

—:•:—

(গীত)

দুনিয়া পুরোনো, হেথা চল্‌বে না কো নয়া ঢং।
হিঁদুয়ানী টপ্‌কে গেলে, কালি মেখে সাজ্‌বে সং॥
যতটা সয় রয়, তার বেশী ভাল নয়,
চাল-বেচাল কি হিঁদুর ঘরে সয়?
বেচালে বেজায় নাকাল, দেখিয়ে দেবে রং বেরং॥
সেয়ানা সে শুনে শেখে, সেও ভাল যে শেখে দেখে,
বেকুবের হাড়ে হাড়ে শিখ্‌তে হয় ঠেকে,
নাক কাণ আপনি মলে, তালি দে লোক দেখে রং॥

প্রথম দৃশ্য।

হারাধনের বাটী।

(হারাধনের প্রবেশ)

হারা। বেটাদের বায়না কত—দশ হাজার নগদ, বিশ হাজার গয়না, হীরে মাণিক, সোণারূপোর খাট বিছানা, আবার নিজের মেয়েটী; চোর দায়ে ধরা পড়েছি,—সাদি নেই দেঙ্গা! আমার মেয়ে বড় হুয়া তো কার বাবার কেয়া হুয়া! বে কভি নেহি দেঙ্গা! জাত জায়গা?—জাগা! জাগা! বটে—বে দেবো! বেটারা লুচি খাবেন? আর আমার মেয়ের সঙ্গে গাঁটছড়া বেঁধে নবাবের-বেটা নবাব জামাই বাড়ী নিয়ে যাবেন,—আবার দান-সামগ্রী দাও, টাকা দাও,—সে পাত্র আমি নই, সে পাত্র আমি নই।

(মাণিকের প্রবেশ)

মাণিক। আজ্ঞে সে পাত্র আপনি নয়, সে পাত্র আপনি নয়!

হারা। দেখ মাণ্‌কে, তুই একটু বুঝিস্ সুঝিস্—

মাণিক। আজ্ঞে হঁা।

হারা। বল দেখি—মেয়ে আমার কি আর কার?

মাণিক। আজ্ঞে—আজ্ঞে—

হারা। চোপরাও বেটা—বল মেয়ে আমার কি কার?

মাণিক। আজ্ঞে কোন্ মেয়েটী?

হারা। বল বেটা, আমার মেয়ে আর কোন মেয়ে?

মাণিক। আজ্ঞে আপনকারই মেয়ে, আপনকারই মেয়ে

হারা। তবে আর কে কি বলে।

মাণিক। আজ্ঞে কে কি বলে, কে কি বলে?

হারা। ষোল বছরের মেয়ে হয়েছে—হোক্।

মাণিক। আজ্ঞে হোক্—হোক্।

হারা। তবে আর কি!

মাণিক। আজ্ঞে তবে আর কি।

হারা। খপরদার বেটা কারুকে বাড়ী ঢুক্‌তে দিবি নি।

মাণিক। আজ্ঞে তা কি হয়—বাড়ী ঢুকবে কে?

হারা। দেখ্ ঘটক বেটাকে দেখ্‌বি তো অমনি দোরে খিল দিয়েছিস্।

মাণিক। আজ্ঞে হুড়কো দেবো।

হারা। শোন্ মাণকে, বেটাদের আস্পর্দ্ধার কথা শোন্।

মাণিক। আজ্ঞে শুন্‌বো বই কি—শুন্‌বো বই কি।

হারা। এখনি শোন্ বেটা।

মাণিক। আজ্ঞে কাণ পেতে খাড়া রয়েছি।

হারা। বেটারা বলে,—ষোল বছরের মেয়ে হলো, একটি পাত্র ডেকে এনে বে দাও, আবার বলে, দান সামগ্রী দিয়ে বে দাও,—আবার [illegible] নগদ কিছু দিতে হবে। শুনেছিস্ বেটাদের আস্পর্দ্ধা?

মাণিক। আজ্ঞে খুব গরজে কথা বলে—খুবই গরজে কথা বলে।

হারা। আবার শোন—বলে দৌহিত্র হবে।
মাণিক। আজ্ঞে তা কি হয়—তা কি হয়।
হারা। বলে—আমার বিষয় ভোগ করবে।
মাণিক। ইঃ—তা আর কর্‌তে হয় নি!
হারা। তবে আর কি—আমি চল্লুম, তুই হুঁসিয়ার থাকিস্।
মাণিক। আজ্ঞে খুব হুঁসিয়ার রইলুম।
হারা। দেখিস্। [হারাধনের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

হারাধনের বাটীর সম্মুখ।

বাটীর মধ্যে মাণিক।

(গরবের প্রবেশ)

গরব। (স্বগত) আমারও যেমন পোড়া কপাল, দিদিমণিরও তেম্‌নি। ভাগ্যিস গিন্নী ঠাঁই দিয়েছিল, তাই পেটের জ্বালায় ভিক্ষে কর্‌তে হয় নি। আহা মাগী যেন মেয়ের মতন ক'রে পেলেছে। আর তার মেয়ের এই পোড়া কপাল! আমার যেন বাবা টাকাকড়ি দিতে পারে নাই, তাই বে হলো না। ও মা, বুড়ো মিন্সে, টাকার কাঁড়ির উপর ব'সে আছিস্, তুই মেয়ে আইবুড়ো রাখছিস্ কি দুঃখে! দিদিমণি যে তেমন নয়, তা' নইলে ওই তো রসিক বাবু—ঘুর ঘুর ক'রে ঘোরে, দিদিমণিও জানালা দিয়ে চেয়ে থাকে। আমরা হ'তুম, জানালা দিয়ে উলে গিয়ে বে ক'রে তবে আর কাজ।
মাণিক। (ভিতর হইতে) এই গরবি বেটী আস্‌ছে, দোর দিই। (দ্বার বন্ধ করণ)
গরব। (অগ্রসর হইয়া) মাণ্‌কে, দোর দিচ্ছিস্ কেন?
মাণিক। কর্ত্তা না তোরে পাড়া বেড়াতে মানা করেছে, আবার পাড়া বেড়াতে গিয়েছ? এই কর্ত্তাকে ডেকে দেখাচ্ছি।
গরব। আহা মাণিক, আমি তোমার জন্তে মরি, আর তুমি আমায় এ রকম কর?
মাণিক। আহা মরো না, ম'রে দানো পাও!
গরব। তোকে কত সোহাগ করি—
মাণিক। সোহাগ তো তুড়্ তুড়্ করে,—"মাণ্‌কে, মুখপোড়া, ঝাঁটাখেকো!" আমি কাকুতি মিনতি করি,—'গরব একবার চাও না!' চাইতে বল্লে মুখে থুতকুড়ি দিয়ে যাও,—আর তেম্‌নি থেঁত্‌লান থেঁত্‌লাবো।
গরব। তবে আমি বামুনবাড়ীর হীরের কাছে চল্লুম, আমার মনের কথা তাকে বলিগে।
মাণিক। কেনে—তাকে বল্‌বি কেনে—আমার কি কাণ নাই, আমি কি শুন্‌তে জানি নে?
গরব। তবে শুনো মাণিক শোনো—(ফুস্ ফুস্ শব্দ করণ)
মাণিক। তুই গলা হাঁকারে বল—ওমন ফুস্ ফুস্ কর্‌লে শুন্‌বো কেমন ক'রে?
গরব। তুই দোরের আড়াল হ'তে শুন্‌তে পাচ্ছিস্ নে।
মাণিক। তুই গলা হাঁকারে বল দেখি—কেমন শুন্‌তে না পাই।
গরব। (স্বগত) ছোঁড়া আমায় ভালবাসে, বল্লে তো আমাদের জাত। মুখপোড়া যেন পায়ে পায়ে ঘোরে। ওইতে তো আমার রাগ হয়। (অস্পষ্ট শব্দ করণ)
মাণিক। আরে বুঝ্‌তে নার্‌চি।
গরব। দোর দিয়ে কি বোঝা যায়।
মাণিক। বোঝা যায় না!—তুই ঠায়ে ব'ল্লেই বুঝবো।
গরব। ও মনের কথা ঠারে বল্লেও বোঝা যায় না। কই তুই বল দেখি, কেমন বুঝ্‌তে পারি?
মাণিক। ও গরব—গরবমণি—
গরব। আমর্ মুখপোড়া! কি ফুস্ ফুস্ ক'চ্চে দেখ্।
মাণিক। ফুস্ ফুস্ কর্‌বো কেনে? এই যে গলা হাঁকারে বল্‌ছি,—ও গরব—গরবমণি—তুমি আমার বে কর্‌বে?
গরব। এই দেখ কি তড়্‌বড়্ তড়্‌বড়্ করে, আমি একটীও বুঝ্‌তে পাচ্ছি নে।
মাণিক। বুঝ্‌তে পাচ্ছিস্ নে—তবে শোন। (দোর খুলিয়া বাহিরে আসিয়া) ও গরব—গরবমণি—আমি তোমার জন্তে মরি!
গরব। ও মাণিক—মাণিকচাঁদ,—তোমার কাণে কাণে একটা মনের কথা বলি—দাঁড়াও।
মাণিক। আচ্ছা কি বল্‌বি বল?
গরব। তুই চোখ বুজে কাণ পেতে দাঁড়া, আমি

আস্তে আস্তে মনের কথা বল্‌বো, নইলে কেউ শুন্‌তে পাবে।

মাণিক। আচ্ছা, আমি চোখ মুদে দাঁড়িয়েছি, তুই বল। (চক্ষু মুদিয়া দণ্ডায়মান)

গরব। আচ্ছা আমি বল্‌ছি, তুই দাঁড়া। (বাটীর ভিতরে প্রবেশ করিয়া দ্বার বন্ধ করণ)

মাণিক। কই বল্লি নি ?

গরব। (ভিতর হইতে) তুই দাঁড়া—কর্ত্তাকে বলি, তুই পাড়া বেড়াতে গিয়েছিলি।

মাণিক। ও গরব—তোমার পায়ে ধরি গরব ! দোর খুলে দাও গরব !

গরব। না—তুই দাঁড়া, আগে কর্ত্তাবাবুকে বলি,তুই সনাতন বাবুর কাছে সম্বন্ধ কর্‌তে গিয়েছিলি।

মাণিক। দই—গরবের দই—এই নাক রগ্‌ড়চ্ছি—কাণ মল্‌ছি, ঘাট করেছি—আর অমন কর্‌বো নি।

গরব। আমি যা বল্‌বো—তা শুন্‌বি ?

মাণিক। শুন্‌বো—শুন্‌বো—ঘাড় একাশি ক'রে শুন্‌বো, তুই যা বল্‌বি শুন্‌বো।

গরব। আচ্ছা তবে আয়।

(দোর খুলিয়া দেওন)

উভয়ের গীত)

মাণিক।—
নাক কাণ মলালি, এখন পীরিত একটু কর !

গরব।—
ওমা ছিঃ ছিঃ তোর পীরিতে ভূতে কর্‌বে ডর !

মাণিক।—
গরবিনী গরবমণি, কওনা কথা, চাওনা ফিরে !

গরব।—
মুখখানা তোর গোমড়াপানা, আঁত্‌কে উঠি,
চাইবো কিরে ?

মাণিক।—
এত তোর গরব কিসে ?

গরব।—
রূপের গরব—মর্ মিন্সে !

মাণিক।—
তাইতে তো আছি ম'রে !

গরব।—
মরেছিস্ বলিস্ কিরে ? দেখি দাঁড়া মুড়ো ধ'রে !

মাণিক।—
ইসঃ তোর সোহাগ ভারি ! এতটা কর্‌বি কার ?

গরব।—
কর্‌বো না কার ?
সাত রাজার ধন সোনার মাণিক—
তুই কি আমার পর !

[উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

হারাধনের বৈঠকখানা।

(হারাধনের প্রবেশ)

হারা। ওঃ শাস্ত্র কি মিছে !—গিন্নী যদি ম'লো তো মেয়ে বিইয়ে গেল ! তাই তে তো বলে বিপদ একলা আসে না। মেয়ে যদি বি'য়োলো তো বড় হলো,—কোত্থেকে পাড়ার লোকও জুটলো—বলে বৈ দাও। আচ্ছা মেয়ে হবি হ—বড় হবি হ—তো মুখ গুম্‌ড়ে অমন, ব'সে থাকবি কেন ? কেন—তা আমায় বোঝা ! কথাই কইবে না—তো বোঝাবে কি ? এই দেখ দেখি, এই এত গুলি বিপদ একেবারে ঘাড়ে চাপ্‌লো ! আবার বিপদ মেয়েটাকে না দেখলে বাঁচিনে, মেয়েটার হাসি না দেখ্‌লে বাঁচিনে ! মনে কর্‌লুম তোমাকা রাখবো না ;—মন খারাপ হবে—টাকা নাড়বো-চাড়বো। টাকা নেড়েও সোয়াস্তি পাইনে, মেয়েটাকে মনে পড়ে !—মেয়েটার কি হলো—তাই তো—কি হলো—

(জহুরী, ছবিওয়ালা পোষাকওয়ালা ও এসেন্স ওয়ালার প্রবেশ)

(স্বগত) এই দেখ, মাণ্‌কে বেটা দোর খুলে দিয়েছে। (প্রকাশ্যে) এখন তোম্‌রা যাও গো—যাও, এখন আমার বড় মন খারাপ।

জহুরী। আজ্ঞে তাই তো আপনার সঙ্গে দেখা কর্‌তে এলুম।

সকলে। আজ্ঞে তাই তে তো এলুম—তাই তে তো এলুম।

হারা। আমার বিপদ—

সকলে। আহা বিপদ শুনেই এসেছি—বিপদ শুনেই এসেছি।

(সনাতনের প্রবেশ)

হারা। আমার মেয়ের ব্যামো—

ছবিওয়ালা। অ্যাঁ মেয়ের ব্যামো!—তবে বস্‌তে হলো।

পোষাকওয়ালা। ব্যাওরাটা জান্‌তে হলো।

এসেন্সওয়ালা। উপায় কর্‌তে হলো।

হারা। আর উপায়!—উপায়ের বা'র।

সকলে। সে কি—সে কি?

হারা। তা বই কি—কোন কথা ভাঙ্গে না,দিবা রাত্রি চুপ ক'রে ভাবে, চোখ ছল ছল করে, নিশ্বেস ফেলে,হলো—হাঁ ক'রে আকাশ পানে চেয়ে থাকে!

জহুরী। এর আর কি, সোজা উপায়। এই স্বদেশী স্যাকরার গড়ন একছড়া হীরের "বঙ্গবাসী নেক্‌লেস" কিনে দেন, এখুনি এক গাল হাস্‌বে।

ছবি। ওতে হবে না, ওতে হবে না—এই স্বদেশী "কোকিল-কূজিত-কুঞ্জ-কুটীর চিত্র" খানি দেন, এখনি হেসে লুটোপুটি খাবে।

পোষাক। না—না—ওতে হবে না—এই স্বদেশী সাঁচ্চা "বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ জ্যাকেট"টী কিনে দেন দেখি, গায়ে দিয়ে আয়নায় মুখ দেখ্‌বে, আর আহ্লাদে আটখানা হবে।

এসেন্স। আঃ, ওতে কি হবে,—এই স্বদেশী "বয়কট এসেন্স" দেন, শুঁকবে—আর রোগ-জ্বালাই দেশ ছেড়ে পালাবে;–প্রাণ ঠাণ্ডা হবে—মন ঠাণ্ডা হবে—বল্‌বো কি, এসেন্স শুঁকে পাগল ভাল হয়েছে।

হারা। আর আমার বুঝি পাগল কর্‌তে এসেছ?

সনা। তাই তো, তাই তো,—যে যার মাল বেচ্‌তে এসেছেন। ওঁর স্বদেশী স্যাকরা হ্যামিল্‌টন, ওঁর স্বদেশী ছবি ফরাসী, ওঁর স্বদেশী বডি র‍্যাঙ্কিনের আর ওঁর স্বদেশী এসেন্স জার্ম্মাণীর। কর্ত্তা ওতে ভোলে না হে—কর্ত্তা ওতে ভোলে না। তোমাদের মত স্বদেশী জুটেই স্বদেশী কাজটা মাটী কর্‌তে বসেছ। আহা, শুভক্ষণে লোকের স্বদেশী জিনিসে ঝোঁক হয়েছে, তোমরাও এক দাঁও পেয়েছ—যত বিদেশী জিনিস এনে জুচ্চুরি ক'রে স্বদেশী ব'লে ধাপ্পা দিচ্চ। কর্ত্তা আমাদের সব বোঝে। (হারাধনের প্রতি) আমার কথা শোনো—মেয়ে বড় হয়েছে, বের সময় হয়েছে,—

হারা। হুঁ!

সনা। আমি যে 'রসিকমোহন' ব'লে পাত্রটি ঠিক করেছি, রূপে-গুণে, কুলে-শীলে যেমন হ'তে হয়, কিছু খরচ হবে না—

হারা। হুঁ!

সনা। রসিকমোহনের সঙ্গে মেয়েটির বিবাহ দাও।

হারা। হুঁ!—আর তিনি বে ক'রে, আমার মেয়েটির হাত ধ'রে নে বাড়ী চ'লে যান! ওরে বাপ্‌ রে—খুনে রে— [দ্রুত প্রস্থান।

সনা। এইখানে এসেছ দাঁও বাগাতে?

জহুরী। আমরা তো বাগিয়েছিলুম, আপনি যে বাগড়া দিলেন।

সনাতন। নাও নাও সরে পড়ি এসো, এখানে বাগ-সাগ চল্‌বে না, দেখ্‌ছ না—টাকা খরচ হবে ব'লে মেয়ের বে দিচ্ছে না। বলে কি জানো, আমার মেয়ে আমার থাক্‌বে না, পরকে দেবো?

(মাণিকের প্রবেশ)

মাণিক। ম'শয়েরা ভেতরে থাক্‌বেন কি বাইরে থাক্‌বেন বলুন, আমি দোর দোব।

সনা। কেন বাপু, দোর দেবে কেন?

মাণিক। আজ্ঞে কর্ত্তার হুকুম—দোর দিতেই হবে।

সনা। দোর তো দেবে, আবার খুলে দেবে তো?

মাণিক। আজ্ঞে কাল সকালে,—কর্ত্তার হুকুম।

সনা। তবে আমরা চল্লুম।

মাণিক। আজ্ঞে থাকেন থাকুন, কর্ত্ত বলেন নেই; কিন্তু দোর আমি দেবো।

সন। আচ্ছা, বাপু, তুমি দোর দাও, আমরা চল্‌লুম।

(সকলের গীত)

বিক্রেতাগণ।—
কখেছি স্বদেশহিতে জীবন দিতে চার জনে।

সনাতন।—
ভিরকুটিতে চারটি সমান কমবেশী নাই ওজনে॥

জহুরী।—
ঠিক স্বদেশী "বঙ্গবাসী নেক্‌লেস" যে পরে,
দেশহিতৈষী ঠিক বলি তারে,
দেশের মুখ আলো সে করে;

ছবি।—
"কোকিল-কূজিত-কুঞ্জকুটীর" স্বদেশী তসবীর,
দেখ্‌লে ক্রমে স্বদেশ-প্রেমে ব'র্‌বে চোখে:নীর;

পোষাক।—

আঁটুলে জ্যাকেট "বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ",
আয়না ধ'রে বুকে দেখে স্বদেশ-প্রেমের জেদ,
জ্যাকেটে জমাট বাঁধে বঙ্গচ্ছেদের খেদ ;

এসেন্স।—

সাধের এসেন্স সাধের নাম "বয়কট",
শুঁকলে পরে স্বদেশ-প্রেমে ক'রে সে ছটফট্,
ঝাড়ে লেক্‌চার চটপট্, হয় বীরাঙ্গনা চট্ ;

বিক্রেতাগণ—

ফিরি দেশের তরে ফিরি ক'রে,
অনুরাগ খুব গণ্‌গণে।

সকা।—

এরা মর্‌বে কবে কে জানে,
কি আছে যমের মনে॥

(মাণিকের প্রস্থান ও স্তাদ্‌না লইয়া পুনঃ প্রবেশ)

মাণিক।—

গুড়ি গুড়ি দাও পড়ি, যাও বাড়ী,
নইলে এই স্তাদ্‌না ঝাড়ি, থাক্‌তে নার্‌বে এখানে।
হেথায় চল্‌বে নি কো গান,
আমি মাণিক, নই পাঁড়ে দরোয়ান,
খুব সেটে দেবো দোর এঁটে,
কর্ত্তার কড়া হুকুম নাও শুনে॥

[মাণিক ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

মাণিক। আর একটা কি কর্ত্তা বল্লে বে? হ্যাঁ! এরা গেলো কি রইলো,খবর দিতে হবে। গেল বই কি? যদি বলে, কোথায় গেল? দোর খুলে পেছু পেছু দৌড়বো? দেখ্‌বো কোথায় যায়? না, এখনি দেখ্‌বো নাকি? (দৌড়াইবার উপক্রম)

(হারাধনের পুনঃ প্রবেশ)

হারা। মাণ্‌কে, কি কচ্ছিস্?

মাণিক। আজ্ঞে, দৌড়ব মনে ক'রে কাপড় গুছুচ্ছি।

হারা। কেন রে বেটা?

মাণিক। আজ্ঞে, যদি জিজ্ঞোসেন—ওরা কোথায় গেল, তা হ'লে তো বল্‌তে নার্‌বো, তাই পেছু পেছু দৌড়ব ভাব্‌ছি।

হারা। নে, তুই রতনকে ডেকে আন্।

মাণিক। আজ্ঞে, গরব যদি সঙ্গে আসে?

হারা। আসে আসুক।

মাণিক। আজ্ঞে দেখুন—আমার দায়-দোষ নাই। সে আস্‌বে, সে বড় বাধারে, দিদিমণির সঙ্গে সঙ্গেই ফেরে। আজ্ঞে, চল্‌লুম তবে?

হারা। জ্বালাতন কর্‌লে! নে তোরে যেতে হবে না, আমিই যাচ্ছি।

[হারাধন ও তৎপশ্চাৎ মাণিকের প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

রতনমালার কক্ষ।

রতনমালা ও গরব।

(হারাধনের প্রবেশ)

হারা। শোন্ রতন, আজ আমি একটা হেস্ত-নেস্ত কর্‌বো—তবে ছাড়্‌বো। তোর কি হয়েছে, বল্‌তেই হবে। বল্‌বিনি?

রতন। কই কি হয়েছে?

হারা। কি হয়েছে। অমন মুখ গোমড়া ক'রে থাক কেন? কি চাও, একটা মুখের কথা খসালেই তো হয়। কোন্ জিনিস তোমায় দিই নাই?—গয়না দিয়েছি, পোষাক দিয়েছি, ছবি দিয়ে ঘর সাজিয়ে দিয়েছি, ঘরের নীচে ফুলবাগান ক'রে দিয়েছি, লেখাপড়া শিখিয়েছি, গান শিখিয়েছি, বুনতে শিখিয়েছি, ছবি আঁকতে শিখিয়েছি, ফটোগ্রাফ তুল্‌তে শিখিয়েছি, কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা খরচ করেছি—

গরব। মাথা কিনেছ!

হারা। চুপ মাগী চুপ। গিন্নীর আস্‌কারাতে খুব বাড়িয়ে তুলেছে। (রতনের প্রতি) হ্যাঁ রে, এক-ছড়া হীরের "বঙ্গবাসী নেক্‌লেস" নিবি?

গরব। ধুয়ে খাবে!—ঢের নেক্‌লেস আছে।

হারা। রবিবর্ম্মার ছবি নিবি?

গরব। গোল গোল বোম্বাই মুখ দেখে স্বর্গে যাবে।

হারা। দ্যাখ বলে না,—"বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ জ্যাকেট" নিবি?

গরব। হ্যাঁ—সোল্‌তে পাকাবে।

হারা। শিশি কতক "বয়কট এসেন্স" নিবি?

গরব। একটা রাজা চুসি নিবি? এসেন্স কি কর্‌বে

গো— জল বাড়াবে না কি? এসে-লের শিশি যে আর ঘরে ধরে না।
হারা। তবে কি চায়—তুই ছাই আমার বল্ না?
গরব। চায় একটা বর?
হারা। চোপ্ মাগী চোপ—যত বড় মুখ তত বড় কথা!
গরব। তবে কাতলা মাছের মুড়ো খাবে।
হারা। সত্যি নাকি—সত্যি নাকি?
গরব। সত্যি না তো আর কি? সত্যি কথা বল্লে তো আর শুনবে না।
হারা। কি সত্যি কথা—বল্ না?
গরব। ঐ যে বল্লুম, বর চায়।
হারা। বর চায়—ছেলের হাতে মো! বর চায়—বাঁদর চায়—উল্লুক চায়—ভাল্লুক চায়!—রতন বল্ কি চাস্? বল্—বল্—বল্ছি? নইলে আমি আত্মহত্যা কর্‌বো, বাড়ী থেকে বেরিয়ে যাবো, বিবাগী হয়ে চলে যাবো!
রতন। কি বল্‌বো!
গরব। (জনান্তিকে) বল্ না কেন—বর চাই।
হারা। (স্বগত) আমি স'রে পড়ি,—কি জানি যদি ব'লে ফেলে। কথায় কান দেবো না। (প্রকাশ্যে) তুই বল্লি নি, আমি চল্লুম বিরাগী হয়ে।

[হারাধনের প্রস্থান।

গরব। হ্যাঁগা দিদিমণি, বলি, মুখ ফুটে বল্‌তে পার্‌লে না যে বর চাই?
রতন। নে, তুই আর জালার উপর জ্বালাস নি, আমায় মরণই ভাল।
গরব। হ্যাঁ—সে এক রকম মন্দ নয়।
রতন। তুই আমার সঙ্গে ঠাট্টা করিস্?
গরব। ঠাট্টা কি গো, তোমার এত জ্বালা, ম'রে জুড়োবে।
রতন। মরণ বল্লেই তো মরণ হয় না!
গরব। তা হবে না কেন্ গো, ঠিক মরণ হয়।
রতন। কিসে?
গরব। এই দড়ি, ছুরী, আফিং, গঙ্গায় ডোবা—
রতন। তুই ঠাট্টা কচ্ছিস্, আমি সত্যি বিষ পেলে খাই।
গরব। তা বেশ তো গো, যদি মন হয়ে থাকে, বিষ খেতে চাচ্ছ, খাও না। যেখানে আট আনা আফিংএর ভরি, সেখানে বিষের ভাবনা?
রতন। আফিং কে এনে দেবে?
গরব। তার জন্যে ভেবো না, আমি যোগাড় কর্‌বো।
রতন। তুই আমার আফিং কিনে এনে দিবি?
গরব। ত। দিদিমণি, তোমাদের এদ্দিন খাচ্ছি, পর্‌চি, গিন্নী কত যত্ন করেছে, কর্ত্তা কত আবদার সয়, তুমি তার এক মেয়ে, সখ করে আফিং খেতে চাচ্চ, একটু আফিং এনে দিতে পার্‌বো না, লোকে যে বেইমান বল্‌বে!
রতন। তুই কি সত্যিই আমার আফিং এনে দিবি? ঠাট্টা কচ্ছিস্?
গরব। হ্যাঁগা, তোমার এমন খাটো মন, বিশ্বাস করো না, তবে বুঝি তুমি ঠাটা ক'চ্চ?
রতন। বুঝেছি বুঝেছি, আমায় বিষ এনে দিয়ে বাবাকে ব'লে দিবি।
গরব। মাইরি না, তোমার গায়ে হাত দিয়ে বল্‌ছি। (গায়ে হাত দিয়া) হলো?
রতন। গরব, তোকে মনে কর্‌তুম, তুই আমার আপনার। তুই আমার হাতে ক'রে বিষ দিবি!
গরব। এ কাজ তো দিদিমণি, আপনার লোকেই করে।
রতন। ভাখ,—আমার দুঃখ কেউ বুঝ্‌ছে না!
গরব। তোমার ঢং কেউ বুঝ্‌চে না ব'লে?
রতন। ঢং কিরে?
গরব। ঢং নয় তো কি? আমি কি মেয়েমানুষ নই, আমি কি কাণা? আমি কি দেখি নি—জানলা খুলে তাকিয়ে থাকো, কখন সে আস্‌বে। সে চলে গেলে, অমনি বুক ধড়ফড় কর্‌তে থাকে, চ'খোচ'খি হ'লে ওমনি আহ্লাদে আটখানা হয়ে যাও।
রতন। জান্‌লা—আমোদে আটখানা, বুক ধড়ফড়—এ সব কি লো?
গরব। ঐ সব গো—ঐ সব—
রতন। বাঃ, তুই তো বেশ গল্প ক র্‌তে পারিস্।
গরব। আরো গল্প বলি শোনো,—এক জনের বাপের এক মেয়ে, মাগ ছেলে আর কেউ নেই, বাপ মিন্সে মেয়ের বে দেবে না, জামাই মেয়েকে বাড়ী থেকে নে যাবে, মেয়ের ছেলে হ'লে বিষয় ভোগ কর্‌বে। খুব আঁট ক'রে ব'সে আছে, লোকের কথায় কান দেয় না। এ দিকে মেয়ে জান্‌লা খুলে এদিক্ ওদিক্ দেখে, মনের মতন লোকেরও দেখা পেলে, হাহুতাশ করে, বাপকেও

কিছু বল্‌তে পারে না, ভেবে ভেবে সোনার অঙ্গ কালি হ'তে লাগ্‌লো।

রতন। তার পর কি হলো?

গরব। দিনরাত আকাশ পানে চেয়ে ব'সে থাকে, চাঁদ দেখে, ফুল শোঁকে, খায় না-দায় না, শোয় না-ঘুমোয় না, বাপকেও কিছু বলে না, জানে—বল্‌লেও বাপ শুন্‌বে না।

রতন। তার পর কি কর্‌লে?

গরব। সে কি কর্‌লে, জানিনে। আমরা হ'লে উপায় কর্‌তুম।

রতন। কি উপায় কর্‌তিস্?

গরব। উপায়ের ভাবনা? মনের কথা খুল্‌লে উপায় হয় না?

রতন। কি উপায়—কি উপায়?

গরব। আমি তো বলেছি, অম্‌নি উপায় হয় না, মনের কথা ভাঙ্গলে তবে উপায় হয়।

রতন। সত্যি গরব—কিছু উপায় আছে?

গরব। কিসের গো?

রতন। আচ্ছা, তুই এখনো ঠাটা কচ্ছিস্? আমার অবস্থা তো সব জেনেছিস্, তোর কাছে আর লুকোচুরি কি? বইয়ে পড়েছি, কিন্তু পরের জন্যে যে এত ক'রে ভাবতে হয়, যার সঙ্গে কেবল চ'খের দেখা, কখনো কথা কইনি, কাছে বসিনি, সে যে জীবনের সর্ব্বস্ব হয়, তা আগে বিশ্বাস কর্‌তুম না। এখন আর কি করবো, দেখ্‌ছি, এমনি ক'রে জ্ব'লতে জ্ব'লতে জীবন যাবে।

গরব। জীবন যাবে! নক্‌ড়া ছক্‌ড়া জীবন কিনা, গেলেই হলো! বালাই! তুমি সব কথা খুলে বলো,—কবে দেখা হলো, কোথায় দেখা হল্যে,এ যে দেখছি চোরে কামারে দেখা নাই, রাজমহলে সিঁদ! তুমি একা জল্‌ছ, না সে লোকটাও তোমার জন্যে জল্‌ছে, সব জানা চাই, দম্‌বাজ পুরুষের পাল্লায় না পড়ো।

(গরবের গীত)

পুরুষের নামান্ দমবাজী।
মন বোঝা নয় তো সোজা,সত্যি প্রেম কি কারসাজি॥
আগে সে কত কাঁদে, পায়ে ধ'রে কত সাধে,
নারীর প্রাণ বাঁধে প্রেম-ফাঁদে;
হাতে পেলে পায়ে ঠ্যালে, কাঁদা সাধা ভোজবাজী॥
সরলা কুলনারী, চল্‌তে হয় সাম্‌লে ভারি,
অবুঝ হয়ে চল্লে নানা বাল্লা ভারি;
না হাতে পেয়ে, হাতে যেতে কেউ যেন না হয় রাজী॥

রতন। তার মনে কি আছে, জানিনে ভাই। আমি আড়াল থেকে শুনেছি, তার সঙ্গে সম্বন্ধের কথা নিয়ে তাদের পাড়ার সনাতন বাবু এসেছিলেন। বাবা তো মাণ্‌কেকে দিয়ে বাড়ীতে লোক আসা বন্ধ ক'রে দিয়েছে।

গরব। তোমার সঙ্গে কি ক'রে দেখা হলো?

রতন। সে অনেক দিনের কথা, একদিন নূতন ঝির সঙ্গে মাসীর বাড়ী হ'তে ভাড়াটে গাড়ী ক'রে আস্‌ছি, আস্‌বার সময় হাবাকালা মাগী, গলীর ভেতর দিয়ে আস্‌তে আস্‌তে পথ চিন্‌তে পার্‌লে না; গাড়োয়ানও বাড়ী চেনে না, আমি তো কেঁদে সারা,—সেই সময় দেখা। ঝিকে জিজ্ঞাসা ক'রে খবর নিয়ে, কোচবাক্সে উঠে বাড়ী রেখে গেল। আমিও গ্যাসের আলোয় আমার হৃদয়-দেবতাকে দেখ্‌লুম।

গরব। অম্‌নি প্রেমের গ্যাস জেলে বুঝি বাড়ীতে চ'লে এলে?

রতন। নইলে এত জল্‌ছি কিসে!

রতন। তাই তো এ গ্যাসের আলোর প্রেম, বড় দবদবে প্রেম! তা কিছু কথাবার্ত্তা হলো?

রতন। না, দেখ্‌লুম, আমার মুখপানে চেয়ে রয়েছে, আমি লজ্জায় চোখ ফিরিয়ে নিলুম। তার পর থেকে দেখতে পাই, রোজ আমার জানালার পানে চেয়ে চেয়ে রাস্তায় বেড়ায়। এখন বল্—কিছু উপায় কর্‌তে পার্‌বি?

গরব। এর উপায় যদি না ক'র্‌তে পারি, তবে গরবের আর গরব কি? তোমায় কিন্তু যা বলি, তা কর্‌তে হবে।

রতন। কি কর্‌তে হবে বল্—কি কর্‌তে হবে বল্?

গরব। বেশী কিছু না—গব্ গব্ ক'রে খেতে হবে আর বিছানায় শুতে হবে।

রতন। আবার ঠাট্টা?

গরব। ঠাট্টা নয়, তুমি চুপ ক'রে বিছানা কামড়ে প'ড়ে থাকো, আমি কর্ত্তাকে বলি গে, তোমার বড় ব্যামো।

রতন। বাবা যে ডাক্তার ডাক্‌বে?

গরব। ডাক্‌লেই বা, ডাক্তার রোগ ঠাওর পায়, ভিটকিলুমি কি ঠাওর পায় ?

রতন। আর চক্ চক্ ক'রে ওষুধ যে গিলোবে !

গরব। সে আমি আছি, সব ওষুধ পুকুরসই কর্‌বো।

রতন। তাতে কি হবে ?

গরব। তার পর বৈদ্যরাজ এসে তোমায় আরাম ক'রে বাড়ী নিয়ে যাবেন।

রতন। সে কি লো ?

গরব। সে আছে আছে—তুমি এখন ঘরে গিয়ে রোগী হয়ে পড়। আমি চল্‌লুম, তোমার বাপকে গিয়ে খবর দিই গে।

রতন। উপায় কর্‌তে পার্‌বি তো ?

গরব। না পারি, নিয়েন আফিং এনে দেবো। যাও যাও, চুপি চুপি শোও গে, দেখ না গরবের গরব-টাই ! এখন তুমি, রোগী হ'তে পার্‌লে হয়।

রতন। তা খুব পার্‌বো, বেঁক্‌বো চুর্‌বো, মাথা চাল্‌বো, হিহি ক'রে হাস্‌বো, ফোঁস্ ফোঁস্ ক'রে কাঁদ্‌বো, কখনো গুম্ খেয়ে প'ড়ে থাক্‌বো, তা হ'লে তো হবে ?

গরব। বেশ হবে—খুব হবে—খাট আন্‌বার মত হবে।

(উভয়ের গীত)

গরব।—
বাপটি মেয়ে ছিল পিরীত, চাগাড় দিলে এইবারে।
না হ'লে হিষ্টীরিয়া হয় না পিরীত বাহারে॥

রতন।—
এমন কি বরাত আমার পিরিতে হবে যাহার,
আমি দাঁত ছিরকুটে থাক্‌বো প'ড়ে একধারে॥

গরব।—
ছিরকুটা দাঁতকপাটী, সেইখানে পীরিত খাঁটি,
এইবারে—তোমারে—কে পারে।

রতন।—
জানিনে পারি হারি, কুলনারী—
বেঁক্‌বো চুর্‌ বা চাল্‌বো মাথা, কইবো না কোন কথা
ফোঁস্ ফোঁস্ নিশ্বেস ফেলে ফোঁপাব বারে বারে॥

গরব।—
মরি মরি এমন পীরিত পায় কি আর যারে তারে,
পীরিত যেমন পেলে তোমারে।

উভয়ে।
যে পীরিতে খাট না আসে, পীরিত কি বল্লি তারে॥

[উভয়ের প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য

হারাধনের ভিতর বাটী।

হারাধন ও মাণিক।

হারা। মানকে ?

মাণিক। আজ্ঞে—

হারা। কারুকে আস্‌তে দিস্‌নি তো ?

মাণিক। আজ্ঞে, তেমন মাণিকের মাণিক নই।

হারা। কেউ এসেছিলো ?

মাণিক। অনেক লোক।

হারা। ঐ সনাতনে বেটা—ঐ যে সম্বন্ধ করে—সে এসেছিল ?

মাণিক। আজ্ঞে না।

হারা। তবে কে এসেছিল রে ?

মাণিক। বেলগেছে বাগানের মালী ডালা নিয়ে এসেছিল।

হারা। সে কোথা গেল ?

মাণিক। সে বাড়ী ঢুক্‌তে যায়। আমি ডালা-খানা কাছাড়ে ফেলে গর্দানা দিলুম, সে ভোঁ ভোঁ ক'রে পালালো।

হারা। আ মর্ বেটা—ডালা ফেলে দিলি কেন ?

মাণিক। আজ্ঞে—তাইতো কেন ফেল্‌লুম ?

হারা। যা বেটা, কোথা ফেলেছিস্, কুড়িয়ে নিয়ে আয়। (মাণিকের প্রস্থানোদ্যম) শোন্ শোন্—রেওতেরা খাজনা দিতে এসেছিল ?

মাণিক। ঝাঁকে ঝাঁকে! আমি খাজনা নিয়ে সব তাড়া কর্‌লুম।

হারা। যা বেটা সর্ব্বনাশ কর্‌লে, যা এখনি যা—সব ডেকে নিয়ে আয়।

মাণিক। আজ্ঞে, এই চল্‌লুম—এই চল্‌লুম।

[মাণিকের প্রস্থান।

হারা। দেখ্ ব্যাটা আহাম্মুখ! যাই ডালাখানা কোথায় ফেল্লে দেখি।

(কপট ক্রন্দন করিয়া বেগে গরবের প্রবেশ)

গরব। ও মা, কোথা যাবো—কি সর্ব্বনাশ! বাপ নিজে কোথা গেল, শুনলে এখনি গলায় ঝাঁপ দেবে।

হারা। কি কি –কি হয়েছে—চেঁচাচ্ছিস্ কেন ?

গরব। ওরে কি হলো রে—হায় হায়, এমন সর্ব্বনাশ কি কারো হয় ? কর্ত্তা গেল কোথায় ?

হারা। ওরে—এই যে আমি! কেন দশবাই চণ্ডী হয়ে নাচ্চিস্? কি হয়েছে বল্ না?

গরব। হায় হায়—বাপ শুন্লে গলায় দড়ি দেবে! মেয়ে তো নয়, যেন জগদ্ধাত্রী! এমন সর্ব্বনাশও হয়!

হারা। ওরে, কি হয়েছে কি? গরব ও গরব—

গরব। আমি জলে ঝাঁপ দিই গে—কর্ত্তাকে এ খবর দিতে পার্ব্বো না!

হারা। কি সর্ব্বনাশ হয়েছে! মাগী বল্বেও না, কেবল ধেই ধেই ক'রে নাচ্বে।

গরব। ওগো, তোমরা কেউ কর্ত্তাকে ডেকে দাও—

হারা। ওরে, এই যে আমি?

গরব। আমি ওমন দমবাজীতে ভুলিনি; যাও, কর্ত্তাকে ডেকে দাও!

হারা। আরে, এই যে কর্ত্তা—ছাখ্ না?

গরব। আমি চোখে দেখ্তে পাচ্ছিনি, আমার বুকে দম্ ধরেছে! ওরে, কি সর্ব্বনাশ হলো রে—

হারা। ফ্যাল্ ফ্যাল্ ক'রে চেয়েই রইলো!—এই যে আমি, দেখ্ না, আমি কর্ত্তা—আমি কর্ত্তা—

গরব। তুমি কর্ত্তা?—দাঁড়াও—তোমার গোঁফ দেখি ঠাউরে—ওগো, আমি চোখে দেখ্তে পাচ্ছিনে গো—

হারা। ছাখ্ না বেটী—ছাখ্ না—(গোঁফ দেখান)

গরব। কর্ত্তা আমাদের লম্বা লম্বা পা ফেলে পায়-চারি করে,

হারা। এই রে বেটী—এই রে বেটী—(পায়চারি করণ)

গরব। কর্ত্তা আমাদের ঝাঁকারি মারে—

হারা। তবে রে বেটী স্থাকাপনা—

গরব। অ্যাঁ—তুমিই তো কর্ত্তা—তুমিই তো কর্ত্তা! —ওগো, সর্ব্বনাশ হয়েছে গো—সর্ব্বনাশ হয়েছে! দিদিমণি গো—

হারা। তোর কান্না রাখ্, কি হয়েছে বল্?

গরব। কেমন ক'রে বল্বো গো—কর্ত্তার যে এক মেয়ে—

হারা। ওরে, তোরে ব্যগ্রতা করি, শীগ্গির বল্?

গরব। কর্ত্তা বাবু, সেই যে তুমি কত মুখনাড়া দিলে, বল্লে, "বিরাগী হবো!" সেই শুনে দিদি-মণি একেবারে ঘরে চ'লে গেলো। তার পর বাগানের দিকে গিয়ে ফ্যাল্ ফ্যাল্ ক'রে পুকুর পানে চেয়ে চেয়ে—

হারা। তার পর—তার পর?

গরব। তাড়াতাড়ি করো না কর্ত্তাবাবু, আমাকে দম্ ফেল্তে দাও!

হারা। তার পর—ও গরব—আর কত দম্ ফেল্বি?

গরব। এখনো একটু ফেল্বো—

হারা। না বাছা, আর দম্ ফেলিস্ নি—বল—বল, তারপর

গরব। তার পর পুকুরপানে চেয়ে বল্তে লাগ্লো, "বাপই যদি বিবাগী হলো, আমার আর ভবে থেকে কাজ কি, মরণই ভালো!"

হারা। ব'লে জলে ঝাঁপ দিলে?

গরব। না,—

হারা। তবে কি কর্লে—তবে কি কর্লে?

গরব। আস্তে আস্তে বিছানায় গিয়ে শুলো।

হারা। আঃ, বাঁচ্লেম, সর্ব্বরক্ষে—

গরব। সর্ব্বরক্ষে কি কর্ত্তাবাবু? শোন আগে—

হারা। আবার কি?

গরব। বিছানায় শুয়ে এই ফোঁস্ ফোঁস্ ক'রে কান্না! কাঁদ্তে কাঁদ্তে একেবারে অজ্ঞান, আর নড়েও না, চড়েও না।

হারা। তার পর—তার পর কি, শীগ্গির বল্?

গরব। তাড়াতাড়ি করো না কর্ত্তাবাবু, আমায় সব মনে কর্তে দাও!

হারা। আর মনে করিস্ নি গরব! বল্—বল—

গরব। হাঁ, এইবার মনে হয়েছে—গা মুখ সব পাঁশ হ'য়ে গেল, যত ডাকি "দিদিমণি দিদিমণি", সাড়াও নাই শব্দও নাই। নাকে হাত দিয়ে দেখি—ও মা, নিশ্বেসও নাই।

হারা। অ্যাঁ—নিশ্বেস নাই? হায় হায় কেন আমার কুমতি হলো—কেন আমি বিবাগী হব বল্লুম। হ্যাঁরে নিশ্বেস নাই?

গরব। ছিল না—অনেকক্ষণ ধরে মুখে জলের ঝাপ্টা দিতে দিতে,নাড়তে চাড়তে চোখ মিলে চাইলে। ছোট করে বল্লে 'বাবা!' আবার অজ্ঞান। সেই থেকে একবার চেতন হচ্চে, একবার অজ্ঞান হচ্চে। ওরে কি রাত পুইয়ে ছিল রে— আজকের দিন কাট্লে যে বাঁচি!

হারা। কি সর্ব্বনাশ হলো—কি সর্ব্বনাশ হলো— মাণকে—মাণকে!

নেপথ্যে। আজ্ঞে।

(মাণিকের প্রবেশ)

হারা। ওরে যা বেটা, শীগগীর যা !
মাণিক। যে আজ্ঞে। (মাণিকের গমনোদ্যোগ)
হারা। যাস্ কোথায় ? শোন্ কোথা যেতে হবে ব'লে দিই, ছুটে যাবি।
মাণিক। যে আজ্ঞে। [ছুটিয়া গমন।
হারা। ওরে আবাগের ব্যাটা, শোন্ শোন্, আমার সর্ব্বনাশ হ'তে ব'সেছে, জ্বালার উপর আর জ্বালাস্ নে।
মাণিক। আজ্ঞে না, আর জ্বালাব নি।
হারা। যেখানে যত ডাক্তার-বদ্দি পাস্, ধ'রে নিয়ে আয়। শীগ্‌গীর যা।
মাণিক। যে আজ্ঞে। [মণিকের প্রস্থান।
হারা। হায় হায় ! কি হলো—কি হলো ! কি সর্ব্বনাশ হলো ! (গরবের প্রতি) চল্ চল্, দেখে আসি।

[উভয়ের প্রস্থান।

ষষ্ঠ দৃশ্য

চিকিৎসকের বাজার।

অ্যালোপ্যাথিক ডাক্তার মিঃ নন্দী ও মিঃ ঢোল, হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার, বৈদ্য, হকিম, ধাত্রী-দ্বয়, গো-বৈদ্য, পশু-চিকিৎসক, বেদিনী, জোঁকওয়ালী, ড্রেসার ও মাণিক।

(গীত)

চিকিৎসকগণ।—

এসেছি সকাল সকাল
এড়িয়ে রোগী যায় পাছে।
ক'রে আশ মুদ্দফরাস মুখ চেয়ে আছে॥
ওলাউঠো প্লেগ বসন্ত রক্ত-আমাশা,
আম্‌রা আছি তাই সহরে করেছে বাসা,
ম্যালেরিয়ার খাসা তামাসা
আমরা সব লায়েক ভারি বুঝ্‌দারে বোঝে আঁচে॥
লোকের ভিড় কমাই, তাই সহরে হয় ঠাঁই,
রোগে ক'টা চালান দিত ছাই ;
গাড়ী গাড়ী চালান দেবার টাটকা দাওয়াই সব কাছে।

অ্যালোঃ ডাক্তার।—

পিলপাউডার মিক্‌শ্চার,
এড়ান এতে নাই কো কার,

বৈদ্য।—

তৈল আর বটিকা আমার,
(সদ্য) আন্‌বার পারে ঘোর বিকার,

হকিম।—

দমকুল বার, এয়'সা খুব মেরি হালুয়ার ;

হোমিঃ ডাক্তার।—

আমি গ্রবিউল ঝাড়ি উল্টে বইয়ের পাত,
ওলটাতে ওলটাতে পাতা রোগী কুপোকাত ;

ধাত্রী।—

আমরা সব শিক্ষিত দাই, পরিচয় আর কি চাই ?

গো বৈদ্য।—

মুই গোদাগা, গরু দাগি,

পশু-চিকিৎসক।—

কুত্তাকে মলম মাখাই—
ঘোড়াকে খাওয়াই দাওয়াই,

বেদিনী।—

দাত ভাল করি, দাঁতের পোকা ভাল করি,
বেদিনী বসাই শিঙে রক্ত চুষে খাই,

জোঁকওয়ালী।—

আমি খেড়ে খেড়ে জোঁক লাগাই,

ড্রেসার।

আমি ড্রেস করি আর পিচকিরি বাগাই,

মাণিক।

সবাই দেখছি পোক্ত, রোগ বড় শক্ত,
এসো গিট্‌গিট্ চলে এসো কর্ত্তার এখন বক্ত ;
তোমাদের দিক্ হাতে, হয় যাতে—
এস্‌পার কি ওস্‌পার—মেয়ে মরে আর বাঁচে।

সকলে।—

মেয়ে মরে আর বাঁচে॥

[মাণিকের পশ্চাতে সকলের ভঙ্গিসহ প্রস্থান।

সপ্তম দৃশ্য।

হারাধনের বহির্ব্বাটী।

হারাধন ও মাণিক।

মাণিক। আর মাণ্‌কেকে আহাম্মুক বলতে পাবে

নি। এই যে যেখানে ছিল, সব বেঁটিয়ে এনেছি।

হারা। আরে বেটা, ডাক্তার বদ্যি আনতে বল্লুম, এ কি করেছিস্?

মাণিক। আজ্ঞে ডাক্তারে যদি না শানে, হোমা-পাথী লাগ্‌বে; তায় না থই পায়, বদ্যি গুলি ঝাড়বে; তাতে না বাগে, হকিম হালুয়া খাওয়াবে; এতেও না সামাল খায়, ডাক্তার ফাড়বে আর পিচকিরিওয়ালী পিচকড়ি ঝাড়বে, আর ন্যাংড়া জড়াবে, আর জোঁকওয়ালী জোঁক লাগাবে. আর বেদিনী বেটী শিঙ্গে বসাবে।

হারা। আর সব কাদের এনেছিস্?

মাণিক। আজ্ঞে গরু দাগ্‌তে জানে, ঘোড়ার বাত ভাল করে, কুকুরের ঘায়ে মলম দেয়।

হারা। আরে বেটা, সর্ব্বনাশ করেছিস্,—সর্ব্বনাশ করেছিস, বিদেয় কর, বিদেয় কর।

মাণিক। আজ্ঞে বিদেয় হবে নি—সব রুকে এসেছে।

(ডাক্তারগণের প্রবেশ)

সকলে। আমাদের valueable time, ব'সে থাক্‌তে পারি নে।

(বৈদ্যের প্রবেশ)

বৈদ্য। আমিও বৈদ্যরাজ, আমারও সময় খাটো নয়।

(হকিমের প্রবেশ)

হকিম। হাম হকিম, হামার ফুর্‌সৎ কম।

হারা। আচ্ছা—আসুন আপনারা, মেয়েটিকে দেখ্‌বেন।

[চিকিৎসকগণকে লইয়া হারাধনের প্রস্থান।

(ধাত্রী, গো-বৈদ্য, পশুচিকিৎসক, বেদিনী, জোঁকওয়ালা ও ড্রেসারকে লইয়া গরবের প্রবেশ)

গরব। ও মাণিক—মাণিক আমার—

মাণিক। আরে কিরে গর্‌বি—কিরে গর্‌বি,—আজ যে তোর সোহাগ বড়!

গরব। মাণিক, একটু বসো।

মাণিক। হাঃ হাঃ, আমার বরাত খুলেছে।

(উপবেশন)

গরব। (জোঁকওয়ালীর প্রতি) নাও এর কপালে দু'টো জোঁক বসাও। (বেদিনীর প্রতি) তুমি শিঙ্গে বসাও। (গো-বৈদ্যের প্রতি) আর তুমি ছেঁদো দাগোতো গা। (পশুচিকিৎসকের প্রতি) আর তুমি তোমার ঘোড়ার দাওয়াই খাওয়াও।

মাণিক। হাঃ—হাঃ · হাহাঃ খুব মস্‌করা কচ্ছিস্।

গরব। আরে না না—মস্‌করা নয়—তোর বড় ব্যামো।

মাণিক। বেশ—বেশ—

গরব। নাও গো নাও—তোমরা কাজ করো। (গো-বৈদ্যের প্রতি) নাও—নাও ছাঁদো।

গো-বৈদ্য। (দড়ি লইয়া অগ্রসর হইয়া) কই—গরু কই?

গরব। (মাণিককে দেখাইয়া) এই যে গরু। ও গরু ছিলো. মানুষ হয়েছে। ছাঁদো—ছাঁদো।

(গোবৈদ্যের মাণিককে বাঁধিতে অগ্রসর হওন)

মাণিক। তবে রে বেটা, তুমিও মস্‌করা ক'চ্চ?

গরব। ছাঁদো গো—ছাঁদো,—এখনি হাম্বা ক'রে খেপে উঠবে।

মাণিক। ওরে বাপরে,—ছাঁদ্‌বে কিরে?

গরব। ধরো ধরো—নাও জোঁক লাগাও, শিঙ্গে বসাও, পিচকিরি দাও—

(সকলের অগ্রসর হওন)

মাণিক। ওরে বাপ রে—সারলে রে [পলায়ন।

ড্রেসার। রোগী যে পালাল—পিচকিরি কাকে দেবো?

গরব। তুমি পিচকিরি আপনি নাও।

জোঁক। আমাদের টেকা দাও—টেকা দাও—

বেদিনী। আমরা চ'লে যাই, আমরা না ডাক্‌লে আসি নি।

(ন্যাদ্‌না লইয়া মাণিকের প্রবেশ)

মাণিক। আর কোন শালা ছাঁদবি—

বেদিনী প্রভৃতি। আরে দেইয়ারে দেইয়ারে—

[সকলের গোলযোগ করিয়া প্রস্থান।

(হারাধনের পুনঃ প্রবেশ)

গরব। হ্যাঁ গা কর্ত্তা বাবু, মেয়েটির আর কতক্ষণ?

হারা। কতক্ষণ কিরে বেটী?

গরব। কেন গো—সব যমদূত ডেকে এনেছ তো? ওরা জনাজুতি বাড়ী ওজোড় করে। ক'জন

জড়িয়ে একটা খুনে মেয়ে আর সারতে পারবে না।

হারা। চুপ বেটি চুপ, ওরা সব আসছে; শুনলে এখনি সব রাগ ক'রে বেরিয়ে যাবে।

গরব। সে তো ভাল গো, মেয়ে তো গিইয়েছে, তোমার বাঁচবার উপায় হবে।

(বৈদ্য ও হকিমের প্রবেশ)

হারা আসুন—আসুন ক'বরেজ মশায়, আসুন হকিম সাহেব, কি দেখলেন?

বৈদ্য। ও ডাক্তারেরা দেখছেন—দেখুন রোগটী ত্রিদোষপূর্ণ, তৈল ঔষধ ব্যবহার করতে হবে।

হকিম। নেই, হালুয়া খিলাও—হালুয়া খিলাও, সব সারা পশিমা নিকাল যায়েগা, তব বেমারি ছুট যাগা।

বৈদ্য। আরে হালুয়া খাইলে প্যাট ফুলে মরবে। তৈল ঔষধ দিয়ে বায়ুর সাম্য করা চাই।

হকিম। নেই সরবৎ পিলাও। আউর এই মগজ কদ্দুকা তেল শিরমে মালিস করো—ঠাণ্ডা হো জাগা।

বৈদ্য। আরে লও—লও-তোমার কর্ম্ম নয়—তোমার কর্ম্ম নয়। তোমার রাজমিস্ত্রীরে যাইয়ে হালুয়া খাওয়াও, সরবৎ পিয়াও, আরে ইসে মালিস করো।

হকিম। কেয়া বুরা বোলতে হো!

বৈদ্য। হ, হক্ বলতিছি।

হাকিম। আও দেখে—

বৈদ্য। কি আমি মুসুরির ঝোল খাইয়ে বারুইচি, আমারে কম পাইছ?

[উভয়ের দ্বন্দ্ব করিতে করিতে প্রস্থান।

গরব। কর্ত্তা বাবু- কর্ত্তা বাবু, দুর্গা বলো! তোমার রাহু-কেতু কাটলো।

(অ্যালোপ্যাথিক ডাক্তারদ্বয়কে আসিতে দেখিয়া) এইবার শনি-মঙ্গল আসছে, এইটে সামলে যাও তো অনেক দিন টেঁকবে।

(মিঃ নন্দী ও মিঃ ঢোলের প্রবেশ)

ডাঃ নন্দী। (দ্রুতভাষায়) আপনি মিছিমিছি কতকগুলো টাকা খরচ ক'রে কতকগুলো আনাড়ি কেবল জড় করেছেন। বদ্দি,হকিম হোমিওপ্যাথ ওরা রোগের কি জানে, প্যাথালজি পড়েছে?

হারা। আজ্ঞে যা হয় আপনারা উপায় করুন—আপনারা উপায় করুন, মেয়েটী বাঁচবে তো?

ডাঃ ঢোল। (মন্থর ভাষায়) ব-ড়—শ—ক—ট! এমটিক অর্থাৎ যাতে বমি করে, এমন ঔষধ ব্যবহার করতে হবে।

ডাঃ নন্দী। এমটিক! by no means কখনই না, পারগেটিভ—জোলাপ দিতে হবে।

ঢোল। জোলাপ দিলে এখনই রোগী মারা যাবে।

নন্দী। বমন করালে এক মিনিট বাঁচবে না।

ঢোল। আপনার authority কি?

নন্দী। আপনার authority কি?

ঢোল। authority!—জোলাপ দিয়ে সেদিন একটাকে মেরেছ।

নন্দী। নাও নাও, সেদিন বমি করিয়ে তুমিও একটাকে মেরেছ।

হারা। ম'শায়, ঝগড়া করবেন না—ঝগড়া করবেন না, আপনাদের এই ফি নেন, রোগটা কি ঠাওরালেন?

ঢোল। রোগ—ক্যাকৃহেক্‌সিয়া।

নন্দী। ক্যাকৃহেক্‌সিয়া!—কখনো না—কখনো হ'তে পারে না, সম্ভব নয়—অসম্ভব!—it is asphyxia (অ্যাস্‌ফিক্‌সিয়া)।

ঢোল। ম'শায়, উনি অন্যায় বলছেন।

নন্দী। অন্যায় বলছি, একি ছেলের হাতে পিটে, যা তা বল্লেই হলো—যে এলুম, ফি নিলুম চ'লে গেলুম। ঠাওরাতে হবে, ভাবতে হবে, বিবেচনা করতে হবে, বিচার করতে হবে, চিন্তা করতে হবে, তবে একটা কথা বলতে হবে।

হারা। (স্বগত) এক শালা সুর ধরেছে একেবারে ঢিমে তেতালায়, আর এক শালা চৌতুম।

ঢোল। মহাশয় বুঝুন,আপনার একমাত্র কন্যা,এদিক ওদিক কিছু হ'লে পাগল হবেন, কেমন কি না বিবেচনা করুন; রোগ হলো সাংঘাতিক,মৃত্যু হ'তে পারে। ঔষধ দিতে হবে খুব বিবেচনা ক'রে।

নন্দী। নিশ্চয়, তার জন্যে যা করতে হয়, আমি প্রস্তুত। একি ছেলের হাতের পিটে, যে এলুম ফি নিলুম, চলে গেলুম।

ঢোল। আপনি অন্যায় বলছেন,—অ্যাস্‌ফিক্‌সিয়া কখনই হ'তে পারে না, বরং অ্যাপোপ্লেক্‌সি বলা যেতে পারে।

নন্দী। নন্‌সেন্স, বাজে কথা, বরং বল্‌তে পারো ধনুষ্টঙ্কার। কারণ শরীরের রক্ত, মাংসপেশী, শিরা, অস্থি, মজ্জা সমস্ত বিকৃত হ'য়ে রোগীকে ধনুকের মত ক'রে ফেল্‌বার চেষ্টা ক'চ্চে। এর লক্ষণ হাঁসফাঁস, এ পাশ ও পাশ, ঘন ঘন শ্বাস, হা-হুতাশ,—কখনো বা কাসে, কখনো হাসে, কখনো ঝম্পন, কখনো বা কম্পন, ফুস্‌ফুস্ দাহন, নাড়ী অতি দ্রুতগতি, কখনো বা মৃদুগতি, ঘন ঘন মাথা চালা, সর্ব্বাঙ্গে জ্বালা—অ্যাস্‌ফিক্‌সিয়া না বলে কোন্ শালার বেটা শালা!

হারা। (স্বগত) বাপ! যেন পাঞ্জাব মেল চালালে। (প্রকাশ্যে) ম'শায় হয়েচে তো?

নন্দী। এখনো আছে, সব নিঃশ্বেস হয় নাই।

হারা। আপনার থাক্—এবার ঢোল ম'শায় কেমন বাজেন দেখি।

ঢোল। অপমান—Defamation.

নন্দী। Defamation—Dum nation.

ঢোল। Dam nation—Dam fool! (পরস্পর দ্বন্দ্ব)

হারা। ম'শায়—ঠাণ্ডা হোন—ঠাণ্ডা হোন!

নন্দী। কি? ঠাণ্ডা হবো—শালা ঢোল বলে Dam fool, চল্লুম!

ঢোল। চল্লুম!

(উভয়ের প্রস্থানোদ্যম।

(মাণিক ও গরবের প্রবেশ)

মাণিক। এজ্ঞে কেউ যেতে পাবেন নি—কেউ যেতে পাবেন নি!

গরব। আজ্ঞে, এই রেড়ীর তেল আর নুন গুলে এনেছি, কে বমি কর্‌বেন কে জোলাপ নেবেন?

ঢোল। আমি বমি কর্‌বো না—রোগী বমি কর্‌বে।

নন্দী। আমি জোলাপ নেব না—আমি জোলাপ নেব না, রোগী জোলাপ নেবে।

গরব। ব'ল্দ নারায়ণ, আপনারা খেলেই রুগীর খাওয়া হবে; আপনারা ম'লেই রুগী বাঁচ্‌বে।

মাণিক। খাও ডাক্তার বাবু! খাও,—তোমাদের চারুটি পায়ে পড়ি খাও!

নন্দী। সত্যি খাওয়াবে নাকি! [লম্ফ দিয়া পলায়ন।

ঢোল। ও বাপু ও বাপু! ওকে ধরো, আমার পায়ে বাত, আমি পালাতে পার্‌বো না।

[ধীরপদে প্রস্থান!

হারা। এদের তো হলো—এখন সে ডাক্তারবাবু কি কচ্চেন? (নেপথ্যাভিমুখে উচ্চৈঃস্বরে) ম'শায়, কি হ'চ্ছে আপনার?

নেপথ্যে। সিম্‌টম্ নিচ্চি—সিম্‌টম্ নিচ্চি—

হারা। আসুন—আসুন, বেরিয়ে আসুন।

নেপথ্যে। দাঁড়ান—দাঁড়ান—বই খুলে সিম্‌টম্ মিলুচ্চি—

গরব। আসুন—আসুন।

(পুস্তক পড়িতে পড়িতে হোমিওপ্যাথিক ডাক্তারের প্রবেশ)

হোমিও। বল্‌তে পারেন, শুয়ে ক'বার পাশ ফেরে? ভ্রূর উপর মাছি বসে কি না?

গরব। আজ্ঞে উনি বল্‌তে পার্‌বেন না, উনি বল্‌তে পার্‌বেন না, আমি বল্‌ছি। ঘুমিয়ে পাশ ফেরে, পায়ের উপর ভর দিয়ে দাঁড়ায়, মশা কাম্‌ড়ালে গা চুলকোয়, মাছি বস্‌লে তাড়ায়, আর তোমার মত ডাক্তার পেলে—ঝেঁটিয়ে বিষ ঝাড়ায়।

হোমিও। কি—কি, অপমান—অপমান! আমি চল্লুম।

[প্রস্থান ও তৎপশ্চাৎ মাণিকের ভঙ্গীসহ গমন।

হারা। কাঁড়ি কাড়ি টাকা নিলে, ঝুড়ি ঝুড়ি বক্‌লে, তড়্‌তড়িয়ে সর্‌লো! যাক্ এ বেটাদের কাজ নয়। কোন রকম টোটকা ওষুধ চেষ্টা করা যাক্

[হারাধনের প্রস্থান।

গরব। এইবার আমার ডাক্তার খুঁজতে বেরুই—যে এক তুড়িতে রোগ ভাল কর্‌বে। যেমন ভরা রস যৌবন, তেমনি রসিক বদ্দিও তো চাই। এ রোগে বায়ু-পিত্ত-কফ তিনই প্রবল, তবে বাইয়ের ভাগটা কিছু বেশী। আমি যে রুগী আর রোজা দুই-ই হ'য়ে হাড়ে হাড়ে বুঝ্‌ছি। ও বালাই ডাকতে হয় না, থাম্‌কা এসে জুলুম করে।

গরবের গীত।

যৌবন কেন আসে কে জানে।
বাণ ডেকে গাঙ্ ভ'রে যেন ব'য়ে চলে উজানে॥
ফিরে বয় মনের ধারা, থাকে না কুল-কিনারা
ভেসে গিয়ে কূল না পেয়ে হয় দিশেহারা;

ডোবে ওঠে তুফান খেলে, কখন তোলে কখন ফেলে,
পাথারে পাক দে নে যায়, প্রাণ কাঁপে থর টানে।
তর্‌তরে বয় কাণে কাণে॥

[গরবের প্রস্থান।

অষ্টম দৃশ্য।

পথ।

(গরবের প্রবেশ)

গরব। ঐ দেখ, আবার মাণকে ছোঁড়া পেছু পেছু আস্‌ছে। ওকে তাড়াই, না তাড়ালে রসিক বাবুর সঙ্গে দেখা করা হবে না। ভয় দেখাই, নইলে সঙ্গ ছাড়্‌বে না। বিস্তর কাকুতি-মিনতি করে; এক একবার ইচ্ছে হয় ছোঁড়াকে বে করি। বড় বোকা, তা বোকা ভাতার না হ'লে, নাকে দড়ি দে বেড়াবো কি ক'রে?

(মাণিকের প্রবেশ)

মাণিক। ও গরব গরব! তুই যা বল্লি, তাই তো কর্‌নু, ডাক্তারদের তাড়ানু। তুই বিয়ে কর্‌বি ব'লেছিলি, বিয়ে কর। বিয়ে কর্‌বি তো?

গরব। এসেছিস্—আয়, আমার সঙ্গে চল্।

মাণিক। কোথায় যাচ্ছিস্?

গরব। ও পাড়ার ডান বুড়ী বৈষ্ণবীর কাছে যাচ্ছি, চ'।

মাণিক। ছিঃ—ছিঃ! সেখানে কেনে রে?

গরব। কারুকে বলিস্ নি, তোরে বে কর্‌বো, তাই তোরে এখন চুপি চুপি বল্‌ছি। আমি ওর কাছে ডাইনে মন্ত্রটী শিখেছি,—এখন গাছচালা মন্ত্রটী শিখ্‌তে যাচ্ছি।

মাণিক। ডাইনে মন্ত্র শিখেছিস্ কিরে?

গরব। নইলে আর তোরে বে কর্‌তে চাচ্চি কেন? তোর কাছে শুয়ে থাক্‌বো আর একটু একটু ক'রে তোর বুকের রক্ত খাবো।

মাণিক। নে নে, ঠাট করিস্ নে, তোর কথা শুনে ভয় লাগে।

গরব। ভয় কি'র, তোর বুকের রক্ত খাবো, তাকি তুই টের পাবি? এই ভাখ্, তুই সাম্‌নে দাঁড়া দেখি, একটু খাই, তুই টেরও পাবি নে।

মাণিক। অমন করিস্ তো তোরে বে কর্‌বো নি।

গরব। বে কর্‌বে বই কি!—মাণিকচাঁদ—মাণিক আমার—তোমাকে কি আমি ছাড়্‌বো, বে কর্‌বোই কর্‌বো। (উচ্চৈঃস্বরে বিভীষিকা দেখাইয়া) ওরে তোর বুকের রক্ত খাবার জন্ত আমার জিব শুকিয়ে উঠ্‌ছে!—মাণিক সাম্‌নে দাঁড়া, সাম্‌নে দাঁড়া,—আমি তোরে বে কর্‌বো—আমি তোরে বে কর্‌বো। হাড়িঝি চণ্ডীর দোহাই, আয় আয়, বুকের রক্ত মুখে আয়।

মাণিক। ওরে বাস্‌রে! [মাণিকের পলায়ন।

গরব। হাঃ হাঃ হাঃ—যাক্—আপদ গেল। এখন রসিক চূড়ামণি কোথায় দেখি। ঐ যে আস্‌ছে।

(রসিকের প্রবেশ)

রসিক। পিরীতে খুব আকেল দিলে বাবা! পিরীতে যে রাস্তায় রাস্তায় এমন ঘোড়দৌড় করায়, তা জান্‌তেম না,—আবার রাতদুকুরে বুকের উপর ঢেঁকীর পা পড়ে। একবার চোখের দেখা দেখ্‌তেম, তা তো তিন দিন গা ঢাকা! নয়ন-বাণ শুনেছিলুম, এমন হাড়ে হাড়ে বেঁধে, তা কে জানে! দোতালা ঘর, বিদ্যাসুন্দরের মত সুড়ঙ্গ কাট্‌তে পার্‌লেও তো সুবিধা নাই। মাথাল ঠাকুরের বরে যদি একটা সুরাহা লাগে, দোহাই মদন রাজা, একটা পথ দেখাও, তোমায় পাঁচ-কড়া সিন্নি দেবো। ঐ যে—ঐ না গরবভয়ে গরবিনী এই দিকে আস্‌ছে? চাউনিটে যেন আমার উপরে একটু নেক্‌নজর বোধ হচ্চে, দেখি কথা ক'য়ে।

গরব। (স্বগত) এই যে দিদিমণির মতন মনে মনে ভাঙছে গড়্‌ছে। নেহাৎ এক হাতে তালি বাজে নাই।

রসিক। ও গরব—গরবমণি!

গরব। ও মা, রাস্তার মাঝ্‌খানে কে ডাকে গো?

রসিক। এই যে আমি ডাক্‌ছি, তোমার নাম গরব না?

গরব। না।

রসিক। তুমি হারাধন বাবুর বাড়ী থাকো না?

গরব। ও মা, এ কে গো, পাগল নাকি?

রসিক। কেন গো, পাগল কি দেখ্‌লে?

গরব। আমি পাগল চিনি।

রসিক। পাগল চেনো?

গরব। চিনি বই কি?
রসিক। কি ক'রে চিন্‌লে?
গরব। এই তোমায় দেখে।
রসিক। তোমার খুব জবর ঠাওর, পাগলই করেছ।
গরব। তবে আর কি, পথ দেখ, আমি চল্‌লুম।
রসিক। কোথায় চল্লে বল না?
গরব। আমার পাগলের সঙ্গে পাগ্‌লামো কর্‌বার সময় নাই, সরো।
রসিক। আমি তো পাগল নই।
গরব। এঃ তুমি এমন মিথ্যাবাদী, আপনার মুখে বল্লে পাগল, আবার বল্‌ছো পাগল নই। আমি চল্‌লুম, আমার কাজ আছে।
রসিক। কোথায় যাচ্চ?
গরব। রসিক খুঁজতে।
রসিক। ব্যস্! তবে আর কি, এই তো থান্‌কে থান্ তোমার সাম্‌নে বজায়, আমি নামে রসিক, কাজে রসিক।
গরব। মিছে কথা।
রসিক। সে কি, আমি এত বড় রসিক, তোমার পছন্দ হ'চ্চে না?
গরব। না, তোমার রসিকের চেহারাই নয়।
রসিক। তোমার রসিক কিসে হয় শুনি?
গরব। রসিক আঁদাড়ে-পাঁদাড়ে ঘুরে বেড়ায়, গালে মুখে চড়ায়, দিন রাত বিরহে হা-হুতাশ করে, ঘন ঘন দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়ে,আর গাছ দেখ্‌তে পেলে একেবারে ডালে গিয়ে চড়ে।
রসিক। তবে আর কি, তবে আমিই সেই।
গরব। রসিক হ'লেই হলো, রসিক ওম্‌নি প্রেমে টুপ-টুপে হবে, যেন নুনে ফেলা জারক নেবুটি! যার বদহজমি হবে, একবার গা চাট্‌লেই ভাল হবে।
রসিক। আমিও প্রেমের নুনে টুপ-টুপে হ'য়ে আছি তোমার বদহজম হ'লে বুঝতে পার্‌বে।
গরব। আবার তাতে লঙ্কা দেওয়া।
রসিক। আমিও লঙ্কার ঝোল মাখা।
গরব। তুমি ঠিক বল্‌ছ—প্রেমে টুপ-টুপে?
রসিক। ঠিক।
গরব। আচ্ছা দেখি, তুমি চাঁদ দেখ্‌লে কি কর?
রসিক। হাঁ ক'রে চেয়ে থাকি।
গরব। হলো না, প্রেমিক চাঁদ দেখ্‌লে চোখে কাপড় দেয়, ঝাঁজ সইতে পারে না। মলয় হাওয়ায় গায়ে ফোস্‌কা পড়ে, ফুলের গন্ধে মাথা ধরে, আর ভোমরা দেখ্‌লে আঁৎকে উঠে দোরে খিল দেয়। আর ঘন ঘন ভির্‌মি যায়।
রসিক। আমার রোগ ধরেছ,—আমিও ঠিক অম্‌নি করি।
গরব। ওঃ, তবে তোমার কাঁচা প্রেম, পাকা প্রেম হ'লে সে আর একরকম।
রসিক। আমার কাঁচা পাকা দুরকমই,—
গরব। কই—তোমায় তো প্রেমে জখম দেখ্‌ছি নি?

(উভয়ের গীত)

গরব —
পাক্‌লে প্রেম জখম হয় বেজায়।
নিশিদিন করে সে হায় হায়—
থেকে থেকে গালে-মুখে দুহাতে চড়ায়॥

রসিক।—
হায় হায়—(গালে চপটাঘাত করণ)

গরব।—
কখন বা হিঃ হিঃ হাসে,
কেঁদে কেঁদে কখন হাসে,
কখনো গুম্ খায়, আকাশপানে চায়—

রসিক। ওঃ, প্রাণ যায়! (হাস্য, ক্রন্দন, কাসি, পরে গুম্ খাইয়া আকাশপানে দৃষ্টিপাত করণ)

গরব।—
যখন প্রেম বুকে বাজে, দুহাতে বুক চেপে থাকে,
থামকা তেওড়ে উঠে, ঘুরপাক সে খায়।

রসিক।—
বুক যায়, প্রেম গলায় গলায়
(বুক চাপিয়া বসিয়া হঠাৎ খিঁচিয়া উঠিয়া গরবের চারিদিকে ঘূর্ণন)

গরব। বেশ বেশ দেখছি শেষ, থামো থামো—
এমন প্রেমে জমাট হয় না কার সোজায়॥

রসিক। সোজা তো নয় বুঝেছ, এখন অভয় দাও।
গরব। অভয় দিতেই তো এসেছি,তুমি না ভয় পাও।
রসিক। তবে রতনমালা কি আমার কাছেই তোমায় পাঠিয়েছে?
গরব। ও মা, তোমার কাছে কেন? ও পাড়ার ভজহরিকে ডাক্‌তে যাচ্চি।
রসিক। আর নাকানি-চোবানি খাইয়ো না।

গরব। তুমি অবধূত হ'তে পারবে?

রসিক। অবধূতের আবার লক্ষণ কি, আওড়াও, শুনে বুঝি।

গরব। ঝাড়িয়ে দিদিমণিকে আরাম কর্‌তে পার্‌বে?

রসিক। একটু জবর হেঁয়ালির ধাতে চলেছ, একটু সাদা কথায় বুঝিয়ে দাও।

গরব। পিরীতে ধর্‌লে কি হয়, তা তো তুমি আপনিই দেখালে, তবে এর উপর একটু রং চড়িয়ে, দিদিমণি আমার বিছানার শুয়ে পড়েছে। আমি কর্ত্তাকে বলেছি, দিদিমণির ভারি অসুখ। কর্ত্তা মিন্‌সে ডাক্তার, বদ্দি, হকিম, কত কি আন্‌লে, কিন্তু রসিক বদ্দি নইলে তো রোগ ভাল হবে না,—তাই রসিক বদ্দি খুঁজ্‌তে এসেছি। এখন বৈদ্যরাজ, চলুন।

রসিক। চলো—চলো—কোথায় যেতে হবে বলো? আমি যমের বাড়ী যেতেও রাজী আছি।

গরব। বালাই! তা হ'লে আমার দিদিমণি কাকে নিয়ে থাক্‌বে?

রসিক। তাই তো, ঠিক বলেছ, যমের বাড়ী যাওয়া হলো না, তবে কোথায় নে যাবে চলো।

গরব। অত তাড়া কর্‌লে চল্‌বে না, তোমায় তো কর্ত্তা চেনেন না?

রসিক। না। আমার নাম জানেন, শুধু আমার সম্বন্ধ নিয়ে সনাতন খুড়ো আনাগোনা করেছেন।

গরব। এখন কর্ত্তা এমন লোক খুঁজ্‌ছেন, যে ঝাড়ান-ঝোড়ান ক'রে ভাল কর্‌তে পারে। তুমি অবধূত সেজে আমার সঙ্গে এস।

রসিক। আচ্ছা বাবা,—প্রেমে যোগী সাজাবে সাজাও, রাজী আছি। এখন সাজিয়ে কুঞ্জে নিয়ে চলো।

গরব। শুধু যোগী সাজ্‌লে তো হবে না, একটু ঝাড়ান মন্ত্র শিখ্‌তে হবে।

রসিক। আচ্ছা চাঁদ, তোমার পাঠশালের প'ড়ো ক'রে নাও।

গরব। এমন মন্ত্র ঝাড়্‌তে হবে যে, এক ঝাড়নে তোমাদের দুজনের রোগ আরাম হয়। পার্‌বে তো?

রসিক। পার্‌বো—খুব পার্‌বো।

গরব। এতে একটু চালাকি চাই, তুমি ছেলে মানুষ, পার্‌বে না, তোমার সনাতন খুড়োর কাছে তালিম নাও।

রসিক। আমায় তালিম নিতে হবে না, মদন রাজাই আমার তালিম দেবেন।

গরব। না না, তাঁর সঙ্গে পরামর্শ করি গে চলো। বের সব জোগাড় কর্‌তে হবে, বরযাত্রী, কন্যাযাত্রী নিমন্ত্রণ কর্‌তে হবে।

রসিক। তাতে কি হবে?

গরব। ঐ তো বল্‌লুম, তুমি ছেলে মানুষ, সব বুঝ্‌তে পার্‌বে না। চলুন, সনাতন বাবুকে সব বলি গে। তিনি যেমন যেমন বলেন, সেই রকম করো।

[উভয়ের প্রস্থান।

(বঙ্গরমণীগণের প্রবেশ)

(গীত)

কাঙ্গালী বাঙ্গালীর মেয়ে, কাজ কি ঝিবিয়ানা বাই।
বুকে-পিটে সেঁটে ধরে, জ্যাকেট বডির মুখে ছাই॥
এখন চল্‌ছে কস্তাপেড়ে সাড়ী,
শাঁখার আদর বাড়ী বাড়ী,
ভেঙ্গে কাচের বাসন কাচের চুড়ি,
ঘুচেছে কাচের বালাই।
পরেছে ধুতিচাদর, বেড়েছে তাঁতির আদর,
কর্‌কচের কদর এখন, লিবারপুল আমদানি নাই॥
দেখেছে ঠেকে শিখে, সাহেবয়ানা বেবাক ফিকে,
বলে না সাজ্‌তে বিবি, সাবান ছেড়ে ব্যাসম তাই॥
সাহেব ব'লে দিতে ধোঁকা, নাম রাখে না আঁকাবাঁকা,
(এখন) বল্‌তে বাঙ্গালীর ছেলে,
বাঙ্গালীর আর সরম নাই।
বুঝি বা এতদিনে গরবের দিন এলো ভাই॥

[সকলের প্রস্থান।

নবম দৃশ্য।

হারাধনের বহির্ব্বাটীর প্রাঙ্গণ।

(হারাধনের প্রবেশ)

হারা। কি উপায় হবে? টোট্‌কা ওষুধেও তো কিছু হলো না। ক্রমেই বৃদ্ধি—ক্রমেই বৃদ্ধি! আগে কত সন্ন্যাসী অবধূত আস্‌তো, শুনেছি,

তারা ফুঁ দিয়ে, ছাই দিয়ে মরা বাঁচাতে পারে। কি করবো—কি হবে?

(মাণিকের প্রবেশ)

মাণিক। কর্ত্তা বাবু—কর্ত্তা বাবু, বড় ফ্যাসাদ বেধেছে গো—

হারা। কি রে কি—আবার কি ফ্যাসাদ?

মাণিক। এই গর্‌বী বেটী হজ্জুত ক'রে আমার বে কর্‌তে চায়।

হারা। নে নে থাম্—বেল্‌কোপনা রাখ্।

মাণিক। না কর্ত্তাবাবু, তোমার পায়ে ধরি, বেল্‌কোপনা নয় কর্ত্তাবাবু!

হারা। বে কর্‌তে চায় তো কি?

মাণিক। বড় হাঙ্গামা গো—বুকের রক্ত চুষ্‌বে।

হারা। বুকের রক্ত চুষ্‌বে কি?

মাণিক। হেঁ গো হেঁ, এক চুমুক বুকের রক্ত খাবে, তবে ছাড়্‌বে। আমি দেশের মানুষ দেশে চ'লে যাই।

হারা। এই দেখ, গর্‌বি বেটী এ বোকা বেটাকে কি ভয় দেখিয়েছে। নে তুই ভাবিস্ নে, তোর কে কি করে?

মাণিক। ওই এলো গো—

[বেগে প্রস্থান।

হারা। কি কর্‌বো, কি হবে, আমার বরাতে তেমন একটা সন্নিসি-ফন্নিসি জোটে না!

(গরবের প্রবেশ)

গরব। হাঃ—হাঃ—হাঃ—

হারা। মাগীর আক্কেল দেখেছ! বেটী সকলের সঙ্গে ঢং ক'রে বেড়াচ্ছে। কারুর সব্বনাশ, কারুর পৌষ মাস! কি হয়েছে কি?

গরব। হিঃ—হিঃ—হিঃ—

হারা। আ মর্—তুই খেপ্‌লি নাকি? হেসে মরছিস্ কেন?

গরব। হুঃ—হুঃ—হুঃ—

হারা। কি কাণ্ডটা বল্ দেখি? তোর আক্কেল কি? বাড়ীতে না ব্যামরাম? দাঁড়া বেটী, তোর হাসি বার কচ্চি।

গরব। হোঃ—হোঃ—হোঃ—কর্ত্তাবাবু, হাসো গো হাসো!

হারা। তোর ব্যাপার দেখে সত্যি হাসি পাচ্ছে। কি কাণ্ডটা বল দেখি?

গরব। হাসো—হাসো—আর দেরী ক'রো না,—আমার মত হোঃ হোঃ ক'রে হাসো।

অন্তরাল হইতে মাণিক। হেসো নি গো—হেসো নি, বেটী রুকে এসেছে।

হারা। খাম্‌কা হাস্‌তে যাবো কেন? কি হয়েছে বল্?

গরব। সে আমায় মাথার দিব্যি দিয়ে বলেছে, না হাস্‌লে কিছুতে বল্‌বো না, হাঃ হাঃ হাঃ—হাসো কর্ত্তাবাবু হাসো—হিঃ—হিঃ—হিঃ—

হারা। এই নে বেটী, হিঃ হিঃ হিঃ—এমন পাগল দেখি নি, হলো? এখন কি বল্?

গরব। তবে শোনো—এইবার দিদিমণির অসুখ ভাল হবে।

হারা। কি বলিস্, কি বলিস্, কেমন ক'রে কেমন করে?

গরব। আমি সেই তাকে পায়ে হাতে ধ'রে এনেছি।

হারা। কাকে রে?

গরব। ও মা! তুমি কিছু শোন নি নাকি? সহর শুদ্ধ লোকে ধন্যি ধন্যি ক'চ্চে। বলে সাক্ষাৎ পঞ্চানন্দ শিব। সবাই বল্‌ছে, ইনি আর দিনকতক সহরে থাক্‌লে, নিমতলা আর কাশীমিত্রের ঘাট হাওয়া খাবার বাগান হবে। আমি স্বচক্ষে দেখেছি কর্ত্তাবাবু, একজনের মা মরা ছেলে কোলে ক'রে এনে পায়ের কাছে ফেলে দিলে, তা তিনি কি ছুঁলেন? একটা তুড়ি দিতেই ছেলেটা ধড়মড়িয়ে উঠে ঢিপ ক'রে তাঁর পায়ে একটা গড় ক'রে, মায়ের আঁচল ধরে তিড়িং তিড়িং ক'রে নাচ্‌তে নাচ্‌তে ঘরে চলে গেল। আস্‌তে কি চান্, কত ক'রে হাতে পায়ে ধ'রে তোমার নাম ক'রে, তবে এনেছি।

হারা। কই, কোথায় তিনি?

গরব। এখনি ডেকে আন্‌বো?

হারা। আন্‌বি না তো কি?

[গরবের প্রস্থান।

এদ্দিনে বুঝি অদৃষ্ট প্রসন্ন হলো।

(অবধূতবেশী রসিকমোহনের সহিত গরবের পুনঃপ্রবেশ)

রসিক। তেরা ভালা হোয়।

গরব। ও ঠাকুর, খোট্টাই বুলি ব'লো না, উনি বুঝ্‌তে পায়েন না।

হারা। এ কি—ইনি! এঁর যে এখনো ভাল ক'রে দাড়ী ওঠে নি, ইনি রোগ ভাল করবেন?

গরব। চুপ করো কর্ত্তা বাবু, ও সব কথা বলো না, শুন্‌লে চ'টে চ'লে যাবেন। বড় দাড়ী হ'লেই বুঝি বেশী বিদ্যে হয়? দাড়ীর সঙ্গে বিদ্যের সঙ্গে কি? দাড়ী বড় রাখ্‌লেই যদি পণ্ডিত হয়, তা হ'লে বোকা পাঁটাগুলো এক একটা দিগ্‌গজ পণ্ডিত।

মাণিক। (অন্তরাল হইতে) রোস্, দিদিমণি একবার ভাল হোক্, একে ধ'রে বেটীর ডাইনে বিত্তি ছাড়াবো।

হারা। ম'শায়, আমি শুনেছি, আপনি চিকিৎসাশাস্ত্রবিশারদ।

রসিক। না, চিকিৎসাশাস্ত্র এমন কিছু নয়, তবে কি জানেন, আমি দৈববিদ্যা লাভ করেছি, মন্ত্র, কবজ, জলপড়া, ঝাড়াঝোড়া, নানারূপ সুকৌশল আমার করগত।

গরব। শুনছ কর্ত্তাবাবু—শুনছ?

হারা। (স্বগত) তাই তো অদ্ভুত লোক। (প্রকাশ্যে) আমি সেই কথাই বল্‌ছি, আমি সেই কথাই বল্‌ছি।

রসিক। দেখি, আপনার হাত দেখি (হারাধনের নাড়ী দেখিয়া) আপনার কন্যার দেখ্‌ছি উৎকট পীড়া।

হারা। মশায়, কেমন ক'রে বুঝ্‌লেন?

রসিক। তাই যদি না বুঝ্‌বো, তবে আর চিকিৎসা করি কি? কি জানেন, "আত্মা বৈজায়তে পুত্রঃ" বাপকি বেটা সিপাই কি ঘোড়া। আপনার ও আপনার কন্যার দেহের একই ধরণ। একটি স্ত্রীলোক পাগলের মতন হয়েছিল, তার বাপকে তিন কিল মার্‌লুম, আর তার পাগ্‌লামি ছেড়ে গেল।

মাণিক। (রসিকমোহনের নিকটে আসিয়া) ওগো, আমাকে গোটা দুই তিন কিলিয়ে, গর্‌বি [illegible]র ডাইনে বিত্তি ছাড়াও।

[illegible] নে নে—চুপ কর্—স'রে যা। (মাণিকের অন্তরালে গমন)

রসিক। আপনাকে পরীক্ষা ক'রে আপনার কন্যার সব রোগ নির্ণয় কর্‌বো। কি জানেন, আমি স্ত্রীলোকের দেহ স্পর্শ করি না। জন্মাবধি আমার স্বভাবতঃ ঘৃণা। বিবাহ তো কর্‌বোই না, স্ত্রীলোকের দেহও কখনও স্পর্শ কর্‌বো না। এখন দাঁড়ান দেখি, হাঁ করুন। (হারাধনের হাঁ করণ)

মাণিক। (রসিকের প্রায় নিকটে আসিয়া) ওগো, আমিও হাঁ কচ্চি, এই বেটীর রোগটা ঠাওরাও।

হারা। আথ্—দিক্ করিস্‌নি। (মাণিকের অন্তরালে গমন)

রসিক। ইস্, তাই তো—রোগ বড় সাংঘাতিক হয়ে উঠেছে। আচ্ছা ম'শায়, হাসুন দেখি। (হারাধনের হাস্যকরণ)

মাণিক। (অন্তরাল হইতে) এই দেখ আমিও—(হাস্যকরণ)

হারা। আবার জ্বালাতন করে।

রসিক। আচ্ছা, জোরে জোরে নিশ্বাস ফেলুন। (হারাধনের জোরে নিশ্বাস ত্যাগকরণ)

মাণিক। (অন্তরাল হইতে ইঙ্গিত করিয়া জোরে নিশ্বাস ত্যাগ করণ)

রসিক। হুঁ—মানসিক পীড়া। আর কিছু দিন আগে খবর দেওয়া উচিত ছিল। বড় বাড়াবাড়ি হয়ে উঠেছে।

হারা। হ্যাঁ ঠাকুর, তবে কি—এখন কোন উপায় হবে না?

রসিক। সে আপনার কন্যাকে দেখ্‌লে বুঝ্‌তে পার্‌বো।

হারা। তবে চলুন।

রসিক। যাবো কোথা? আমি স্ত্রীলোকের মন্দিরে কখনো প্রবেশ করি না। আপনার মেয়ে মলো কি বাঁচ্‌লো—তাতে আমার কি? আমার চিরকুমারব্রত ভঙ্গ হবে? বটে—বেশ তো আপনার উপদেশ? কোথায় সে মাগী,—তুই কেন আমায় এখানে আন্‌লি?

মাণিক। (গরবকে দেখাইয়া) ওই যে—ওই যে—

হারা। ম'শায় ঘাট হ'য়েছে, মাফ করুন, কথাটা হঠাৎ আমার মুখ থেকে বেরিয়ে গেছে। তবে কি ক'রে রোগী দেখ্‌বেন?

রসিক। হাঃ হাঃ—হাঃ হাঃ—এই, এই ভাব্‌না? তিন তালিতে তাকে হেথা তুলে আন্‌বো। এক—দুই—তিন (তালি প্রদান)

(রতনমালার বেগে প্রবেশ করিয়া বসিয়া পড়ন)

হারা। বাপ—কি কাণ্ড!

মাণিক। বলিহারি রোজা, তিন তালিতে দিদি-মণিকে চেলে আন্‌লে!

গরব। ঠাকুর, আপনি আসুন, এইখানে বসুন। চলুন কর্ত্তাবাবু, আমরা এ ঘর থেকে যাই।

মাণিক। যাবি কোথা—তুই বেটী ব'স কর না।

হারা। সে কি, যাব কেন?

গরব। সে কি, রোজা দিদিমণিকে সব কথা জিজ্ঞেস কর্‌বে, তবে তো? চলো—চলো—দাঁড়িয়ে কি দেখ্‌ছো? এই বুঝি আবার চটালে, আর আমি খোসামোদ ক'রে ডেকে আন্‌তে পার্‌বো না।

হারা। না—না—না—চ।

গরব। মাণ্‌কে মুখপোড়া, চ'লে আয়।

মাণিক। তোর পেছু চল্‌লুন এই যে—

[হারাধন ও গরবের একদিক্ দিয়া এবং মাণিকের অন্যদিক্ দিয়া প্রস্থান।

রসিক। (রতনের সম্মুখে হস্তসঞ্চালনে ঝাড়নের ভাণ করিয়া) রতন, বেশ মেঘনাদের যুদ্ধ করেছ। জানালার আড়াল থেকে দেদার নয়নবাণ হেনেছ, আর আমি প্রাণের জ্বালায় রাস্তায় ছুটোছুটি করেছি। আর তুমি তোফা নিশ্চিন্ত আছ।

রতন। তা বল্‌বে বই কি, রাস্তা থেকে তোমার তিরন্দাজি কি কম? তুমি তো নিশ্চিন্ত ছিলে, আমি গরবকে দিয়ে ধ'রে এনেছি, তবে তো?

রসিক। তা বেশ সন্ন্যাসী সাজিয়েছ; এখন বাড়ী ডেকে যেন অম্‌নি বিদায় করো না।

রতন। আমার তো আর কিছুই নাই, সম্বলের মধ্যে একটি প্রাণ ছিলো, তা তো জোর ক'রে কেড়ে নিয়েছ।

রসিক। আচ্ছা ভাল, যদি আমার জোর চলে, তবে জোর ক'রে নে তোমায় বুকে রাখি (বাহু প্রসারণ)

রতন। থামো থামো—বাবা দেখ্‌ছেন। আমাদের যড় যদি জান্‌তে পারেন, তবে তোমার বুজরুকি সব বেরিয়ে যাবে।

রসিক। বো কি? আমি তো শুধু তালি দিয়েছি—তুমি যে রকম বুজরুকি ক'রে পাগলের মতন ছুটে এসে ব'সে পড়্‌লে, তাতে আমিই ধোঁকা খেয়েছিলুম যে, সত্যি বা কি হয়েছে।

রতন। আমার ওস্তাদ কেমন—গরবিণী!

রসিক। আমরা দু'জনেই এক গুরুম'শায়ের প'ড়ো।

হারা। (দুর হইতে গরবের প্রতি) এত ফুস্‌ফুস্ ক'রে কি বল্‌ছে?

গরব। ঝাড়ফুক্ কচ্চে কর্ত্তাবাবু—ঝাড়ফুক্ কচ্চে। দেখ্‌ছো না, দিদিমণির মুখে হাসি বেরিয়েছে।

রসিক। গরব তোমায় সব বলেছে তো?

রতন। সবই বলেছে, আমি ঠিক আছি। বাবা আস্‌ছেন, আমি এখন যাই।

[রতনের প্রস্থান।

হারা। (নিকটে আসিয়া) কেমন দেখ্‌লেন?

রসিক। দেখ্‌বো আর কি, সমূহ বিপদ্ উপস্থিত।

হারা। কি—কি ঠাকুর, আরোগ্য হবার কোন আশা নাই?

রসিক। আশা আছে, উপায় কর্‌তে পার্‌লে হয়।

হারা। উপায় আছে?

রসিক। আছেও বটে—নাইও বটে।

হারা। ম'শায়, আমরা মুখ্য সুখ্য লোক, আপনি পণ্ডিত, আপনার সব কথা বুঝ্‌তে পাচ্চিনে। যদি কোন উপায় থাকে, আপনি করুন। আমি বুঝ্‌তে পেরেছি; আপনার দ্বারাই আমার কন্যা আরোগ্য হবে, নয় তো নয়।

রসিক। আপনার কন্যার পীড়া সম্পূর্ণ মানসিক। আমি বিশেষ পরীক্ষা ক'রে দেখলাম, মস্তিষ্কের বিকার উপস্থিত। সেই জন্য একটি বাতিক সৃষ্টি হইয়াছে, বিবাহের বাতিক। এর মনে দিনরাত বিবাহের বাসনা প্রবল। ছিঃ ছিঃ! কি লজ্জা! কি ঘৃণার কথা! ম'শায়, সমাজ থেকে বিবাহের কুপ্রথা কবে উঠে যাবে?

হারা। অতি উচ্চপ্রকৃতি—অতি উচ্চ দরের লোক!

গরব। মানুষ নয় বাবু, মানুষ নয়।

হারা। এখন কি উপায় হবে?

রসিক। দেখুন, যে সব লক্ষণ দেখ্‌লুম, তাতে শীঘ্র উপায় না কর্‌লে মৃত্যু সন্নিকট।

গরব। দিদিমণি, তোমার কপালে এই ছিল (কপট ক্রন্দন)

হারা। হায় হায়, কি হবে। ম'শায়, আমি আপনার গোলাম হয়ে থাক্‌বো, আপনি রক্ষা করুন।

রসিক। ব্যস্ত হবেন না, স্থির হোন। এক্ষণে

আপনার কন্যার উপায় কি জানেন? বিবাহের একটা অনুকল্প কর্‌তে হবে।

হারা। বিবাহের অনুকল্প ক রকম?

রসিক। যেমন মধ্যাভাবে গুড়, ফুলচন্দন দিয়ে পূজা না ক'রে যেমন গঙ্গাজলে ফুলচন্দনের অনুকল্প ক'রে পূজা করা হয়, তেম্‌নি মিছিমিছি একটা বিবাহ-ব্যাপার বাধাতে হবে। সবই মিছে, মিছিমিছি বিবাহ হবে।

হারা। আজ্ঞে বে হবে?

(রসিকমোহনের কপট ক্রোধ প্রকাশপূর্ব্বকগমনোদ্যম)

গরব। (ব্যস্ততার ভাণ করিয়া) যা, সর্ব্বনাশ কর্‌লে, বাপই শত্রু, মেয়েটাকে খুন কর্‌লে।

হারা। ম'শায় চলে যাচ্চেন কেন, শুনুন না।

রসিক। কি শুন্‌বো, আমার বাজে কথা ক'বার সময় নাই, যতক্ষণ আপনাকে নিয়ে বক্‌চি, ততক্ষণ দশ বারটা লোকের প্রাণদান কর্‌তে পার্‌তেম।

হারা। (স্বগত) কোথায় যাই, মিছিমিছি কে বে কর্‌তে আস্‌বে! যদি অনেক খুঁজে কোন বেটাকে পাই তো সে দাঁও বুঝে একটি কাঁড়ি টাকা নেবে! তা না হয় নিলে, কিন্তু পাত্র পাব কোথা। একেই বল্‌বো উপায় কর্‌তে! সাহস হয় না, যেমন গুণী, তেম্‌নি তিরিক্ষে, মেজাজের ঠিক নাই

রসিক। কি ঠাওরালেন? আমি যাব না থাক্‌বো? দেখুন, আমার সময়ের মূল্য আছে।

গরব। কি হবে কর্ত্তা বাবু, কি হবে? তুমি এত জানো, আর এর একটা উপায় কর্‌তে পাচ্ছ না?

হারা। (স্বগত) যা আছে অদৃষ্টে ব'লে ফেলি, এস্‌পার কি ওস্‌পার, মেয়ে এম্‌নেও গেছে ওম্‌নেও গেছে, (প্রকাশ্যে) ঠাকুর আপনি বে কর্‌লে হয় না?

রসিক। বটে! আমায় ডেকে এনেছিল, সে মাগী কোথায়? আমার হাতে আজ তার মৃত্যু আছে।

গরব। ওরে বাপ রে, এখনি ভস্ম কর্‌বে!

(গরবের পলায়ন)

হারা। দোহাই ঠাকুর, আপনার সাত দোহাই! তুমি আমার ধরম বাপ, আমায় রক্ষা করো।

রসিক। চুপ করো, আমি কান্নাকাটা দেখ্‌তে পারি নে।

হারা। দোহাই আপনার, দোহাই আপনার (ক্রন্দন)

রসিক। থামো থামো, কি চাও বলো। বুঝেছি মাগীতে যখন ডেকে এনেছে, তখন সমূহ বিপদ।

হারা। ঠাকুর, আজই বিবাহের লগ্ন আছে—এই গোধূলিতে। আপনি দয়া করুন, আপনার অক্ষয় পুণ্য হবে; আপনি মিছিমিছি বর সেজে ব'স্‌বেন, মিছিমিছি সম্প্রদান হবে, তার পর আমার মেয়ে আমার বাড়ীতে থাক্‌বে, আপনি আপনার আস্তানায় চ'লে যাবেন।

রসিক। শুধু তো সম্প্রদান মিছিমিছি হ'লে হবে না, তোমার কন্যার প্রত্যয়ের জন্য, বিবাহের সমস্ত উৎসব করা চাই।

হারা। তাই তো, সময়াভাব, কি করি?

রসিক। তোমায় দেখে দুঃখ হচ্চে। আচ্ছা, তুমি স্থির হও, আমি অভয় দিলুম। এক দুই তিন তালি আর কে কোথায় আছিস্ সব চ'লে।

(বাদ্যকারগণের প্রবেশ ও বাদ্যকরণ)

মাণিক। ইস্, সব চেলিয়ে আন্‌ছে।

হারা। (বাদ্যকারগণের প্রতি) তোরা বেটারা কে? বেরো আমার বাড়ী থেকে, মজা পেয়েছ নয়?

[সভয়ে বাদ্যকারগণের প্রস্থান।

রসিক। ওদের সঙ্গে সঙ্গে আমিও বেরোলুম।

(গমনোদ্যোগ)

হারা। কেন মশায়, কেন? আমার কি অপরাধ হলো?

রসিক। আমি ওদের ডেকেছি, তুমি বার ক'রে দিচ্ছ।

হারা। আজ্ঞে, আপনি কখন্ ডাক্‌লেন?

রসিক। তিন তালিতে তোমার মেয়েকে তুলে আন্‌লুম, এখনো তা বিশ্বাস করো না? দৈত্য-দানা ভূত-প্রেত-জিন যে যেখানে আছে, আস্‌তে হবে। এক—দুই—তিন তালি।

হারা। ও বাবা, এ যে ভূতগত ব্যাপার! মালী বেটা ফুলের মালা আন্‌ছে, নাপিত বেটা এসে হাজির, পুরুত মহাশয় শালগ্রাম হাতে করে!— ও বাবা, থাতায় থাতায় লোক!

[মালী, নাপিত ও পুরোহিতের যথাক্রমে প্রবেশ ও প্রস্থান।

মাণিক। দেখ্‌ছ কি কর্ত্তাবাবু, উড়োন মন্ত্র ঝাড়্‌ছে,

দেখো কেন্‌না—গয়লা বাড়ী থেকে বাঁকী শুদ্ধ দই-ক্ষীর চাল্‌ছে, ময়রা-বাড়ী থেকে লুচিমণ্ডা আর ঘেমো বামুন ছক্কার গাম্‌লা নিয়ে ভাঁড়ার বিগে চলেছে।

হারা। (স্বগত) নিশ্চয় এ কোন মহাপুরুষ।

রসিক। দাঁড়িয়ে ভাব্‌ছেন কি, মেয়ে সাজিয়ে আনুন, সব আমি ঠিক ক'রে নিচ্চি।

[হারাধনের প্রস্থান।

মাণিক। ঠাকুর, এই গরবির ডাইনেগিরিটে ভালো করো।

রসিক। ওর আর কি, তুমি বে ক'রে ফেল্লেই ভাল হয়ে যাবে।

গরব। ও মা, সে কি গো, কি লজ্জা!

[হাসিয়া গরবের প্রস্থান।

মাণিক। আজ্ঞে, বে কর্‌লেই ডানগিরি ভাল হয়?

রসিক। হয় বই কি, বে কর্‌লে মেয়েমানুষের আর রোগ থাকে না।

মাণিক। তবে আর যায় কোথায়!

[মাণিকের প্রস্থান।

(সনাতনের প্রবেশ)

সনাতন। (রসিকের প্রতি) বাবাজি, কাণ্ডটা যেন যাদুবিদ্যা হয়েছে! আমি ভাবছিলুম, পাছে তুমি না পারো, ফস্‌কে যায়; তোমার এমন পোক্তাই আমি জান্‌তুম না। এ না হ'লে বুড়ো বে দিত না।

রসিক। খুড়ো, এ তোমারই তালিম, এখন চুপ করো, না আঁচালে বিশ্বাস নাই।

সনাতন। আর আচানো কি বাবাজি, পান চিবোনো হয়ে গেছে। (নেপথ্যে বাদ্যকারগণের প্রতি) তোরা বাজা বাজা।

[সনাতনের প্রস্থান।

(এক দিক্ হইতে পুরোহিত, নাপিত প্রভৃতি ও অন্যদিক্ হইতে সজ্জিতা রতনমালাকে লইয়া হারাধনের প্রবেশ)

পুরোহিত। লগ্ন ব'য়ে যায় কর্ত্তা, কন্যা সম্প্রদান কর্‌বেন চলুন।

হারা। (রসিকের প্রতি) চলুন ম'শায়, চলুন অনুগ্রহ ক'রে।

রসিক। কোথায় যাবো?

হারা। সে কি! বিবাহ কর্‌তে?

রসিক। বিবাহ কর্‌তে কি? ওঃ, হাঁ, হাঁ, বটে বটে, চলুন চলুন।

[সকলের প্রস্থান।

(এয়োগণের প্রবেশ)

(গীত)

দেখিস্ লো সাম্‌লে থাকিস্ বর গুণিন্ ভারি।
নয় যেমন তেমন বরণ করা, চাই হুঁসিয়ারি॥
বর মুখপানে চেয়ে, তিন তালি দিয়ে,
কি জানি মজায়, কোথায় চেলে নে গিয়ে;
বর যেমন তেমন নয়, ওর তুড়ি কথা কয়,
একে ছাঁদ্‌নাতলা, কুলবালা, কি হ'তে কি হয়;
শুনি গুণের টানে প্রাণ টেনে নে,
মজায় এ কুলনারী।
যেন এয়োগিরি—হয় না ঝক্‌মারি॥

[এয়োগণের প্রস্থান।

দশম দৃশ্য।

হারাধনের বাটী।

হারাধন, সনাতন, পুরোহিত, বরযাত্রী ও কন্যাযাত্রিগণ।

(বর-কন্যাবেশে রসিকমোহন ও রতনমালার প্রবেশ)

হারা। (রসিকের প্রতি) ঠাকুর, এইবার আমার কন্যা সেরেছে তো? আর তো ভয় নাই?

রসিক। আজ্ঞে, নারায়ণ সাক্ষাতে আপনি সম্প্রদান করেছেন, পুরোহিত মন্ত্র পড়েছে, এই সব বরযাত্রী কন্যাযাত্রী উপস্থিত, ভয়ের কারণ তো কিছুই নাই। এখন আমাদের আশীর্ব্বাদ করুন।

(হারাধনকে উভয়ের প্রণাম করণ)

হারা। এ কি ঠাকুর, কাকে প্রণাম ক'চ্চ?

রসিক। আজ্ঞে, আপনি যখন শ্বশুর হলেন, পিতার স্বরূপ, আপনাকে প্রণাম কর্‌বো না তো কি?

হারা। এ অনুকল্প প্রণাম—এ অনুকল্প প্রণাম। ভাল ভাল, এইবার আমার কন্যা বাড়ীর ভেতর যাক্?

রসিক। হাঁ, বাসরে আমরা উভয়ে যাব বই কি।

হারা। বাসরও অনুকল্প নাকি ?

রসিক। আজ্ঞে, সম্বন্ধটা অনুকল্প হয়েছিল, বিবাহ তো ঠিক্ঠাক হয়েছে শ্বশুর মশায়!

হারা। অ্যাঁ—শ্বশুর কি—কার শ্বশুর ?

রসিক। আজ্ঞে, ম'শায়ের কন্যা, ম'শায়ই আমার শ্বশুর, এ তো জলের দাগ নয় যে, মুছে ফেল্‌তে চান।

হারা। শ্বশুর—কোন্ ভেড়ের ভেড়ে শ্বশুর ? তোর চোদ্দপুরুষ শ্বশুর হোক্। শ্বশুর কিসের ? জুচ্চুরির আর জায়গা পাও নি ?

সনাতন। তোমার কন্যাকে বিবাহ করেছে, তুমি শ্বশুর নও ?

হারা। বিবাহ করেছে! হ্যাঁরে বেটা, বিবাহ কিরে বেটা ? তবে রে বেটা, তুই কে রে বেটা ?

রসিক। আজ্ঞে আমি রসিকমোহন।

হারা। ও বেটা—তুমি রস্‌কে বেটা! তবে রে বেটা, তোমার চিরকুমারব্রত বেটা! তুমি স্ত্রীলোকের মন্দিরে যাও না বেটা! তুমি বাসরে যেতে ঘুরঘুর্ কর্‌চ বেটা ? তবে রে বেটা, বিবাহ-প্রথা উঠিয়ে দেবে বেটা ? স্ত্রীলোক স্পর্শ করো না বেটা ? তাই আমার মেয়ের হাত ধ'রে র'য়েছ বেটা ?

রসিক। আজ্ঞে না, আমারও মন, আপনার কন্যারও মন এরূপ বিবাহে তো আমার সম্পূর্ণ মত।

হারা। মত বই কি রে বেটা, বেরো বেটা। জুচ্চুরী, জুচ্চুরি! পুলিশ ডাকো—ও মাণকে, ও গরবি, আমার মাথায় জল দে। কখনো না—আমি মেয়ে ছাড়্‌বো না।

সনা। ভায়া, বয়স্থা মেয়ে ক'রে ঘরে রেখেছিলে, সে আপনার পথ আপনি ক'রে নিয়েছে। তুমি বাধা দিলে কি বিধাতার বিধান খণ্ডন হবে ? কেন আর গোল ক'চ্চ ? এই পাত্রের কথা তোমায় ছশো দিন বলেছি। এমন সুপাত্র আর কোথাও পেতে না।

হারা। বলেছ তো আমার মাতা কিনেছ! সুপাত্র নেই মাঙ্‌তা,আমার বাড়ী থেকে সব নিকালো।

রসিক। আজ্ঞে, শালগ্রাম সম্মুখে বিবাহ দিয়েছেন, এ কি বল্‌ছেন ?

হারা। শালগ্রাম নেই মাঙ্‌তা, সুড়ি নেই মাঙ্‌তা, আমার খৃষ্টানী মত। বেড়ো বেটা, পাহারাওলা ডাক্‌বো। (রতনমালার প্রতি) বাড়ীর ভেতর যা বেটী ? নইলে চুল ধ'রে নে যাব।

রতন। আজ্ঞে, যার পদে আমায় সমর্পণ করেছেন, তাঁকে ছেড়ে আমি কোথায় যাব ?

হারা। সমর্পণ করেছি বেটী ? সাধুভাষা কইচ বেটী ? তোর কোন্ বাবা সমর্পণ করেছে ?

গরব। হ্যাঁগা—সে কি গো ? তুমি তো বাবা।

হারা। তবে রে বেটী—সব্বাই জোটপাট খেয়েছ ? বেটী, ব্যামো ভাল কর্‌তে রোজা এনেছ ? ঠাকুর রাগ ক'রে চলে যাবে ? ওরে বেটী, এখন যে গলাধাক্কা দিলে যায় না! দাঁড়া বেটী, তোর মাথা মুড়িয়ে ঘোল ঢাল্‌বো বেটী!

মাণিক। আজ্ঞে, ও কিছু কর্‌বেন নি, আমিই :জব্দ ক'রে দিচ্ছি।

হারা। খুব নাকাল কর্, সব বেটাবেটীকে নাকাল কর্।

সনা। ভায়া, আর অমন ক'চ্চ কেন ? বে তো আর ফির্‌বে না ? পাহারাওয়ালা ডেকেও কিছু হবে না।

হারা। ফির্‌বে না, ওর বাপ ফির্‌বে। আমায় তেমন বাপের বাপ পাও নি, এর হেস্তনেস্ত না ক'রে কি ছাড়্‌বো ?

রসিক। ম'শায়, আপনি ক্রুদ্ধ হ'চ্চেন কেন ? এই দেখুন, আমার যথাসর্ব্বস্ব আপনার কন্যার নামে লিখে এনেছি। আপনি তার 'ট্রষ্টি'। আপনার কন্যা আপনারই থাক্‌বে,—তার উপর আজ হ'তে আমি আপনার পুত্র হ'লেম।

(দলিলাদি প্রদান ও হারাধনের পাঠ)

সনা। আর ভাবছো কি ? বর-ক'নে আশীর্ব্বাদ ক'রে বাসরে পাঠাও।

হারা। (পাঠ করিয়া) অ্যাঁ সনাতন, এ সব কথা তো তুমি সম্বন্ধের সময় কিছু বলো নি ? আমার মেয়ে যদি পর না হয়, আমার বে দিতে আপত্তি নাই, এ তোমারই দোষ।

মাণিক। আজ্ঞে, দোষ এই গর্‌বির।

রসিক। দোষই তো, এইবার তুমি ওকে বে করো।

মাণিক। এজ্ঞে, আর যায় কোথায়! আমি ন্যাকা

কবিতা-মালা।

প্রেমের জ্বালা।

—:*:—

বলি ওলো নবীন কলি,
তোর প্রাণে ভাই সয়তো এত,
ফুলে ফুলে বেড়ায় অলি,
অলির ছলা বুঝিস্‌নে তো!
অন্য ফুলে পিয়ে মধু,
গুন্‌ গুনিয়ে আসে যখন,
কে জানে তুই লো কেমন,
সোহাগ ক'রে হাসিস্‌ তখন।
ভাবি মনে শিখি মেনে,
তোর কাছে তায় ক'র্‌তে যতন,
কাছে এলে, আগুন জ্বলে,
অমনি ভেসে যায় লো নয়ন!
সয় কত তোর কোমল প্রাণে,
যাস্‌নে জ'রে রিশের বিষে,
ফেলে তোরে সে চায় পরে,
দেখে শুনে ভুলিস্‌ কিসে?
কোথায় পেলি ভালবাসা,
থাকিস্‌ ভাল ভালবেসে,
সয় যদি তোর বুকে এত,
ঝরিস্‌ কেন শুকিয়ে শেষে?
বলে বলুক মুখের কথা,
প্রতিদান সে চায় না প্রেমে,
লুকিয়ে রেখে আগুন বুকে,
তোর মত সে শুকায় ক্রমে।
সয় ব'লে সই সয় লো কত,
সইতে কি হ'য়েছি নারী,
ছি ছি ছি ধিক্‌ জীবনে,
জীবনের সার নয়ন-বারি!
অনল-তাপে গলে শিলা,
গলে না তো নারীর কায়া,
মজে তবু ভাল বাসে,
নারীর প্রাণে নাইকো হায়া!

বিগতা-যৌবনা।

—:*:—

গেছে দিন আছে তার স্মরণ কেবল,—
আছিল ললিত কায়, কেশজাল মেঘপ্রায়,
বিভাগী সীমন্ত-রেখা ধবল সরল,
অধরে আরক্ত রাগ, ভ্রমরায় অনুরাগ,
ফুটিত ঈষৎ হাসে মুকুতার দল,
উথলিত যৌবন-তরঙ্গ ঢল ঢল,—
আছে তার স্মরণ কেবল।

২

তখন আসিত আর না দেখি এখন,
ধনী-মানী যুবা কত, বেশ করি নানা মত,
গুণগ্রাম-বিকসিত সুঠাম বদন;
কেহ বাঁধা কেশ-পাশে, কেহ বা হাসির ফাঁসে,
কাহার হৃদয়ে বিদ্ধ কটাক্ষ ঈক্ষণ,
ইঙ্গিতে প্রস্তুত দিতে জীবন-যৌবন,—
কারে আর না দেখি এখন।

৩

সহিয়ে নিদাঘ-রবি, মেঘ-বরিষণ,
কুজ্‌ঝটিকা-ঢাকা দিশা, হেমন্তের তীব্র নিশা,
ঝটিকা করকা ঘোর তরঙ্গ নর্ত্তন,

উপেক্ষিত তৃণ জ্ঞানে, আসিত আমার ধ্যানে,
প্রাচীর পর্ব্বত সম লঙ্ঘিত লঙ্ঘন,
দেখে যেত ব্যগ্র ভক্ত যত অযতন,—
সহি রবি-রেখ-বরিষণ।

৪

কেন এলো কেন গেলো সুখের স্বপন,
এবে যদি দেখি কারে, ফিরে নাহি চাহে বারে
ডাকিলে চিনিতে নারে ফিরায় বদন ;
বেণীতে নাহিক ফাঁস, অধরে কুহকী হাস,
বেঁধে না নয়ন, গেছে চপল যৌবন,
করি নাই আবাহন করি নি বর্জ্জন,—
এলো গেলো সুখের স্বপন !

৫

কাচ বাঁধি অঞ্চলে কাঞ্চনে অবহেলা,
কেন দিব দেহ দান, প্রাণ দিয়ে নেব প্রাণ,
প্রণয়-বন্ধন প'রে হবে কিবা খেলা ;
চাহিতাম উপাসনা, কাঁদাইব—কাঁদিব না,
না বুঝে বেদনা সহি বেদনা একেলা,
দান-প্রতিদানে ধরা আনন্দের মেলা,—
কাঞ্চনে ক'রেছি অবহেলা !

মদিরা।

—:*:—

সরলা তরলা আমি মানব-মোহিনী,
সঙ্গমত রঙ্গ মম কত ;
বাসনার অনুগামী আনন্দদায়িনী
যে চাহে যে ভাবে তাহে রত।

যোগাসনে উচ্চ ধ্যানে উচ্চ কামনায়,
আমি তাঁর হৃদি-আমোদিনী ;
বিরাগী বাসনা তুচ্ছ করে যে হেলায়,
উন্মাদের আমি উন্মাদিনী।

শূর ধরি তরবারি শত্রু-মাঝে ধায়,
নৃত্য যায় অস্ত্র ঝন্ ঝনে ;
তৃণজ্ঞান করে প্রাণ বীর গরিমায়,
রঙ্গিনী সঙ্গিনী রণাঙ্গনে।

বিলাসী নেহারে হাসি-রমণী-অধরে,
রসবতী দূতী আমি তার ;
ভাসাই মাতাই মন রসের লহরে,
রঙ্গে খেলে তরঙ্গের হার।

নীচ সঙ্গে নীচ রঙ্গে করি নীচ সেবা,
তরলাঙ্গী ভাবের অধিনী ;
মনে মনে বুঝে দেখ নিন্দ মোরে যেবা
মত্ততার মঞ্চ এ মেদিনী।

স্মৃতি।

—:*:—

বহু দিন পরে কি দেখি আবার,
সে দু'টি নয়ন সোহাগে মাখা ;
সাথে সমীরণ খেলে ধীরে ধীরে,
অলকায় আধ বদন ঢাকা।

সেই তো গোলাপ সলাজ কপোলে,
সেই তো গোলাপ অধর-রাগে,—
মৃদু হাসি সনে বিষাদ মিলিত,
কেন হেন এ তো দেখিনি আগে।

সেই তো তটিনী সাগরগামিনী,
শশী-হাসি-ছবি হৃদয়ে ধরে ;
সেই তো কলিকা ঈষৎ দুলিয়া,
শিহরিছে ধীর সমীর-করে।

বাহু-পাশে বাঁধি নয়নে নয়ন,
যতনে দেখেছি বদন খানি ;
আজ' ধরি ধরি ধরিতে তো নারি,
আমার আমার—আমি তো জানি।

এলো এলো এলো, আবার ফুরা'লো,
চলে গেল কেন, কি অভিমানে,—
ছিল তো বেদনা মরমে লুকা'য়ে,
কেন বারিধারা নয়নে আনে !

এসেছিল সে কি দেখে গেল এসে,
প্রাণে প্রাণ আজ' কাঁদে না কাঁদে,—
কেঁদে গেছে সে তো দেখেছে কেঁদেছি,
কাঁদিতে কাঁদাতে এলো কি সাধে !

দিয়েছি আহুতি হৃদয় সুসার,
দু'জনে যে ব্রতে ছিলাম ব্রতী,
নীরস জীবনে গেছে তো সকলি,
তবু কেন পুনঃ জাগিছে স্মৃতি !

শূন্যপ্রাণ।

:*:—

মা ব'লে কাঁদিয়ে শিশু কাছে যেতে চায়
সবে মিলে করে নিবারণ,
কাঁদিছে. কেন মা নাহি কোলে নেয় তায়
ভাসে আঁখি না বুঝে কারণ ;
যত্নে করে কত জন, কোলে নিতে আকিঞ্চন,
মাতৃহারা শূন্য ধরা কে তারে ভুলায়,
শূন্যপ্রাণ—শূন্যপানে চায়।

সুখের কৈশোরকাল সুখের সংসার,
না চাহিতে মিলে প্রয়োজন,
পাঠ করি পিতৃস্থানে স্নেহ পুরস্কার,
সবাকার আদর ভাজন ;
অকস্মাৎ বজ্রাঘাত, বহিছে শ্মশান-বাত,
চিতায় পিতার মুখে অনল প্রদান
শূন্যপ্রাণ—নেহারে শ্মশান !

আমোদিনী প্রমোদিনী জীবন-সঙ্গিনী
ক্ষুদ্র গৃহ নাট্যশালা প্রায়,
সোহাগ হৃদয়-রাগে রজনী রঙ্গিনী
সোণার স্বপন ব'য়ে যায়,
কালের কুটিল রঙ্গ, চমকিয়া স্বপ্ন ভঙ্গ,
শূন্য গৃহ—নহে ত উজ্জ্বল নাট্যাগার,
শূন্য প্রাণ—শূন্য এ সংসার !

কুলের তিলক কৃতী সুন্দর কুমার,
উচ্চ স্থানে প্রাপ্ত উচ্চাসন,
শ্রদ্ধাবান আজ্ঞাকারী নিয়ত পিতার,
শত স্রোতে বহে উপার্জ্জন ;
শমন হরিল তায়, হৃদি বিদ্ধ শেল-ঘায়,
চিত্রপ্রায় ব্যথা নাহি বুঝে বেদনায়,
শূন্যপ্রাণ—শূন্যেতে মিশায় !

একক বান্ধবহীন প্রবাসে নিবাস
কেহ আর নাহি আপনার,
বার্দ্ধক্যে অশক্ত দেহ—কৃপার প্রয়াস,
হৃদে সদা আতঙ্ক সঞ্চার,
কাটে দিন নাহি রহে, স্মৃতিমাত্র কথা কহে,
গোধূলি আলোক পিছে, সম্মুখে আঁধার,
শূন্যপ্রাণ—কিছু নাহি আর !

বহুরূপী বিদ্যা।

কিংবদন্তী আছে যে, কুম্ভকর্ণ রাবণকে বলে, 'সীতার প্রতি যখন তোমার অনুরাগ, তুমি রামরূপ ধরিয়া তাহার মন হরণ করিলে না কেন?" রাবণ উত্তর করিলেন, "আমি এরূপ কল্পনা করিয়াছিলাম, কিন্তু যে রূপ ধারণ করিতে হয়, সে রূপ ধ্যানের প্রয়োজন; নচেৎ সে রূপ ধারণ করা যায় না। রামরূপ ধারণ করিতে গেলে রামের ধ্যানের প্রয়োজন, কিন্তু রামরূপ ধ্যান করিলে ব্রহ্মপদ তুচ্ছ হয়, পরবধূর সঙ্গ-প্রয়াস করিব কি?" কথাটী জগতে শ্রীরামচন্দ্রের স্বরূপ প্রকাশ করে, বহুরূপী নটের কার্য্যেও বিশেষ উপদেশপ্রদ। মিনার্ভা থিয়েটারে অর্দ্ধেন্দুশেখরের শোকসভায় পঠিত যে প্রবন্ধ "অর্চ্চনায়"—"অভিনয় ও অভিনেতা"—নামে প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহাতে অভিনেতার কর্ত্তব্য সম্বন্ধে দুই এক কথা বলিয়াছিলাম। বলিয়াছিলাম, অভিনেতা যে ভূমিকা গ্রহণ করিবেন, কেবল সে ভূমিকা বুঝিলেই অভিনেতার পক্ষে যথেষ্ট নয়, সে ভূমিকার ধ্যান অভিনেতার প্রয়োজন; যে ধ্যানমুগ্ধ হইয়া অভিনেতা অনেক সময়ে নাটককারকে মুগ্ধ করিয়াছেন। অনেক সময়ে অভিনয়কালীন নাটককার অভিনয় দর্শনে বুঝিয়াছেন যে, তিনি যাহা লিখিয়াছিলেন, তাহা তিনি নিজেই বোঝেন নাই, অভিনয় দর্শনে তাহা বুঝিলেন। "অভিনয় ও অভিনেতা" প্রবন্ধে তাহার দৃষ্টান্তও আমরা দিয়াছি। জিজ্ঞাস্য হইতে পারে—যে নাটককার লিখিয়াছেন, অথচ বোঝেন নাই কিরূপ? তাহার কারণ এই, যে তন্ময় অবস্থায় তিনি লিখিয়াছেন, তাহার পর সে অবস্থা তাঁহার স্মরণ থাকে না। অভিনেতার তন্ময়ত্বে নাটককার তাঁহার তন্ময়ত্ব প্রত্যক্ষ করেন, এই তাঁহার চমৎকৃত হইবার কারণ। বলিয়াছি, ভূমিকা (part) বুঝলেই অভিনেতা হয় না, নাটককার সকল সময়ে অভিনেতা নয়। সেক্সপীয়র 'হ্যামলেটের' Ghost মাত্র সাজিতে পারিতেন। কেবল ভূমিকা বুঝিয়া নয়, কেবল মানসিক ধ্যানে নয়, ধ্যানস্থছবি তাঁহার দেহে পরিণত করিয়া অভিনেতাকে অভিনয় করিতে হয়। তাঁহার মাংসপেশী সকল ইচ্ছামত চালিত হওয়া চাই —প্রেমিকের প্রেমিকা দর্শনে তাঁহার প্রেমভাব বদনে অঙ্কিত হওয়া আবশ্যক; কাহাকেও বা মৃত্যুশয্যায় মুমূর্ষুর ন্যায় দর্শক দেখিবে। যে ভাবের অভিনয় হইতেছে, সেই ভাব সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গে প্রকাশ পাইবে। এ সকলে বেশের (Make up) সাহায্য অত্যাবশ্যক। কোন যুবা বেশের সাহায্য ব্যতীত বৃদ্ধ সাজিতে পারে না, প্রৌঢ়াবস্থার অভিনেতাকে সাজের সাহায্য ব্যতীত প্রণয়মুগ্ধ যুবা দেখাইবে না। অভিনেতা ধ্যানে নিজ ভূমিকানুসারে প্রত্যেক ভূমিকার বেশ পরিবর্ত্তন করিতে না শিখিলে তিনি ভ্রম উৎপাদন করিতে সক্ষম হইবেন না। গদাধারী ভীমের বেশ ধর্ম্মপ্রাণ যুধিষ্ঠিরের সাজিবে না, শত্রুসংহারকারিণী এলোকেশী দ্রৌপদীর বেশভূষা মলিনবসনা জানকী হইতে বিস্তর প্রভেদ হইবে। অবশ্য, এক ব্যক্তির সকল ভূমিকা শোভা পায় না। যথা—কোন স্থূলকায় খর্ব্বাকৃতি লম্বোদর ব্যক্তি হাস্যরস উদ্দীপনের বিশেষ উপযুক্ত। সুন্দর সুগঠন পুরুষ নায়কের উপযুক্ত, অবশ্য খর্ব্বাকার কখনও দীর্ঘাকার হয় না, স্থূল দেহ কখনও সুঠাম হয় না। কিন্তু সুঠাম দেহ যাহা অভিনেতার হওয়া উচিত, তাহা বেশসাহায্যে বিকৃত করা যায়; এবং যদি আকারে বিশেষ অন্তরায় না থাকে, রূপবান্ পুরুষ না হইলেও তাহাকে রূপবান্ সাজান যায়। কিন্তু প্রত্যেক অভিনেতাকে প্রত্যেক ভূমিকায় বুঝিতে হইবে, কিরূপ সজ্জা তাঁহার ভূমিকার উপযোগী হয়। প্রেমিক উপযোগী সরল সুঠাম কোমল বাহু সব্যসাচী অর্জ্জুনের চলিবে না। ধনুর্গুণ ঘর্ষণে কঠিন-হস্ত, যাহা শঙ্খ দ্বারা আবরিত করিয়া অর্জ্জুনকে বিরাট-গৃহে অজ্ঞাতবাস করিতে হইয়াছিল, তাঁহার সে রমণী চিত্তাকর্ষক বীরমূর্ত্তি একরূপ এবং পঞ্চ-

বাণধারী মদনমূর্ত্তি অনুরূপ—বেশের সাহায্যে তাহা দর্শক দেখিবে। কোন্ ভূমিকার কি বেশের প্রয়োজন,তাহা রঙ্গালয়ের স্বত্বাধিকারী, ম্যানেজার বা নাটককার অপেক্ষা অভিনেতার বোঝা আবশ্যক। দর্পণ-সাহায্যের কল্পনায় তাঁহার কিরূপ মূর্ত্তি হওয়া উচিত, তাহা অভিনেতাই অবগত। অবশ্য, নাটককার একরূপ ধারণা করিয়াই লিখিয়াছেন, তিনি 'খড়ির আদরা' আঁকিয়াছেন, রং ফলাইতে হইবে অভিনেতাকে, ছবিকে প্রাণ দিতে হইবে অভিনেতাকে, ইহা অভিনেতার ধ্যানের প্রাণ,অন্যে তাহা জানে না।

পাশ্চাত্য বড় বড় অভিনেতা ও অভিনেত্রীর অভিনয়ে দেখা যায় যে, ধ্যান অনুসারে বেশের পরিবর্ত্তন হইয়াছে। যথা Mrs. Siddons-এর Lady Macbeth-এর বেশ এবং Sara Barnhardt (বার্ণহার) এর Lady macbeth-এর বেশ ধ্যানানুসারে প্রভেদ। মিসেস্ সিডনসের Lady Macbeth উগ্রস্বভাব, স্বামিসঞ্চালনকারিণী, ক্রূরকর্ম্মা নারীমূর্ত্তি। বার্ণহার (Barnhardt) লেডী ম্যাক্‌বেথের স্বামী অনুরাগিণী মূর্ত্তি। তিনি সিংহাসনপ্রয়াসী নন; মিসেস্ সিডনস্ উচ্চাভিলাষী সিংহাসনপ্রয়াসী। আমাদের যে প্রবন্ধ "অর্চ্চনায়" প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে উল্লেখ করিয়াছি যে, এ দেশে রামলীলাতে প্রতিবৎসর যেরূপ রাম, লক্ষ্মণ, সীতা বদল হয়, বিলাতে সেইরূপ প্রতি বৎসর রোমিও-জুলিয়েট বদল হয়। কিন্তু প্রতি বৎসরে প্রত্যেক রোমিও জুলিয়েট কোন না কোন প্রকার নূতনভাবে দর্শকের সম্মুখীন হয়। প্রত্যেক রোমিও-জুলিয়েটের ধ্যান পরস্পর স্বতন্ত্র এবং সেই ধ্যানানুসারে তাঁহাদের পরিচ্ছদও পরিবর্ত্তিত হয়; নতুবা দর্শক নূতনত্ব দেখিত না।

অভিনেতার ধ্যানের মূর্ত্তি অভিনেতার প্রকৃত মূর্ত্তি নয়। সাজের সাহায্যে তাঁহার শরীরে ধ্যানের মূর্ত্তি যতদূর প্রকাশ পায়, নিশ্চয় তাঁহাকে তাহা করিতে হইবে। রং, পরচুলা, মোম ও পরিচ্ছদ প্রভৃতির সাহায্যে এত দূর মূর্ত্তির পরিবর্ত্তন হওয়ার সম্ভব যে, পরিবর্ত্তিত মূর্ত্তিতে পরমাত্মীয়ের নিকট উপস্থিত হইলেও তাঁহাকে চেনা যাইবে না। একজন সুন্দর পুরুষ কাফ্রী সাজিয়াছে, কালো রংএ রং ঢাকিয়াছে। নাকের অগ্রভাগ দড়ি দিয়া তুলিয়া দড়ি রংএর সহিত মিশাইয়া দিয়া কাফ্রীর নাসিকা করিয়াছে, গালের হাড় মোম দিয়া উঁচু করিয়াছে, মোম দিয়া ঠোঁট পুরু করিয়াছে, কোঁকড়া পরচুলা পরিয়াছে, গোবা-কও কাফ্রীর মত। কাফ্রীর চলন অনুকরণ করিয়াছে; ইহাতে সহজে তাহাকে চেনা কোন রূপেই যায় না।

অভিনেতা কুরূপই সাজুক, বা সুরূপই সাজুক এমন কি,ভিখারী সাজিলেও যে সাজে দর্শকের ঘৃ. উদ্রেক হয়, সে সাজ পরিহার্য্য। কেন না, দ আমোদ করিতে আসিয়াছে, গলিতকুষ্ঠরোগী ভি. দেখিয়া তাহার আমোদের নিতান্ত ব্যাঘাত হই এ আবার এক তর্কের স্থল; কেহ বা বলিবে "স্বাভাবিক দেখান উচিত।" কিন্তু যদি বোঝেন, কলাবিদ্যা ও স্বভাব এক নয়, কলাবিদ্যাবলে স্বভাবছবি হৃদয়ে উদয় করিয়া দেয় মাত্র, কলাবিদ্যা আনন্দপ্রদ, যদি ইহা সকলে বুঝিতেন, তাহা হইলে 'স্বাভাবিক' 'স্বাভাবিক' বলিয়া এত চীৎকার করিতেন না।

চিত্রকরের ন্যায় অভিনেতারও রং বোঝা আবশ্যক। চিত্রকর যেমন তাঁহার অঙ্কিত ছবি কোথা হইতে দর্শক দেখিবে, তাহা লক্ষ্য করিয়া সেইরূপ রং দেন, অন্যাবস্থায় তাঁহার ছবি দেখিলে তাঁহার চিত্রবিদ্যা সেরূপ বোঝা যায় না। অভিনেতাও সেইরূপ দর্শক যাহাতে তাহার সজ্জিতরূপের ছবি সম্পূর্ণ পায়, সেই অনুসারে রং মাখিবেন। দৃশ্যপট দিনের বেলায় দেখিলে এ কথা স্পষ্টরূপে প্রকাশ পাইবে। রজনীতে দূর হইতে দর্শক দেখিবে, চিত্রকর সেই ভাবে লিখিয়াছেন। দৃশ্যপট দীপালোকে দূর হইতে ভ্রমোৎপাদন করে, দিবালোকে মোটা মোটা রংয়ের দাগ দেখা যায়। অভিনেতাকেও রং মাখিবার সময় বিবেচনা করিতে হইবে যে বৈঠকখানায় যেরূপ পাউডার মাখিয়া সুন্দর হইলে চলে, রঙ্গমঞ্চ হইতে সেরূপ চলিবে না। বেশী করিয়া লাল রং তাহার গালে দিতে হইবে, তবে গোলাপ আভার ন্যায় দূর হইতে দেখাইবে। ক্ষুদ্র চক্ষু বৃহৎ দেখাইতে গেলে চোখের কোণে কাজলের রেখা বিশেষ করিয়া দিতে হইবে বা চক্ষু কোটরগত করিতে হইলে চোখের কোলে বেশী করিয়া কালো রং দেওয়া আবশ্যক। দোকানে পরচুলা ভাল দেখিয়া লইলে চলিবে না। পরচুলা তাহারই উপযুক্ত হওয়া উচিত। ভূমিকা (part) অনুসারে বৃহৎ ললাট বা ক্ষুদ্র ললাট হওয়া তাঁহার প্রয়োজন, তাঁহাকে প্রয়োজন অনুসারে করমাস দিতে হইবে, ভাল পরচুলাটি দেখিয়াই পরিলে চলিবে

আমরা দেখিতে পাই, যদি কেহ পরের দেখিয়া তাহাতে অনেক সময়ে কদর্য্য দেখায়; যদি নিজের আকার অনুসারে অনুকরণ না যে ভাব তাঁহাকে শোভা পায়, সেই ভাবে চুল, তাহা হইলে সুন্দর দেখায়। অতএব কিরূপ ও পরিচ্ছদে তাঁহাকে ভাল দেখাইবে, তাহা অভিনেতার বিশেষ বোঝা আবশ্যক।

নাটকের ভাল ভূমিকা লইয়া সকলেই কাড়াকাড়ি। কিন্তু কোন্ ভূমিকা তাঁহার শোভা পাইবে, ভূষা করিলে সে ভূমিকায় তাঁহাকে কিরূপ দেখাইবে, ইহা বিবেচনা না করিয়া যদি ম্যানেজারের প্রতি কেহ ক্রুদ্ধ হন, তাহা যে কেবল অসঙ্গত হইবে, তাহা নয়—তিনি যে ভূমিকা না পাইয়া ক্ষুণ্ণ হইয়াছেন, তাহা পাইলে দর্শককে সন্তুষ্ট করিতে পারিতেন না। পরিশেষে আমাদের বক্তব্য যে, কল্পনারাজ্যে ভ্রমণ করিয়া কল্পনারাজ্যে দর্শককে আনা তাঁহার কার্য্য। সেই কার্য্যের সহায় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধ্যান; দ্বিতীয়—ধ্যানানুসারে অভ্যাস; তৃতীয়—সজ্জা। তৃতীয় হইলেও সজ্জার স্থান সামান্য নয়। তিনি অভিনয় করিতে না পারিলেও যদি তিনি ভূমিকা অনুসারে ঠিক সাজিতে পারেন, তাহাতেও ভূরি ভূরি প্রশংসা-ভাজন হইবেন। অভিনেতার কার্য্য যিনি সামান্য জ্ঞান করেন, তিনি ধ্যানাভ্যাস ও সাজের কথা কিছুই বুঝিবেন না, যিনি বুঝিবেন, তাঁহার জন্যই প্রবন্ধ লিখিলাম। যিনি না বুঝিবেন, তিনি যেন বৃদ্ধ বলিয়া আমায় মার্জ্জনা করেন।

বৰ্ত্তমান রঙ্গভূমি।



থিয়েটারের বর্ত্তমান অবস্থা লইয়া অনেক সংবাদ-পত্রে মধ্যে মধ্যে সমালোচনা হইয়া থাকে। অনেকেরই মত, দর্শক কুরুচিসম্পন্ন হইয়াছে; নাটক অভিনয় হইলে, লোক-সমাগম হয় না। রং-তামাসা নৃত্য-গীত—দর্শক এই সকলই দেখিতে ভালবাসে। বাধ্য হইয়া রঙ্গভূমির অধ্যক্ষেরা দর্শকের রুচির উপযোগী আয়োজন করেন। আবার কোন কোন সমালোচক অধ্যক্ষেরই দোষ দেন, তাঁহাদের মতে সাধারণের রুচি মার্জ্জিত করিয়া লওয়া উচিত। অধ্যক্ষেরা যদি কিঞ্চিৎ ক্ষতিস্বীকার করেন, ক্রমে রুচির পরিবর্ত্তন হয়। এই উভয় শ্রেণীস্থ সমালোচকই কতক সত্য বলেন।

থিয়েটারের প্রাদুর্ভাবের পূর্ব্বে কবি, হাফ্‌আকড়া পাঁচালী ও যাত্রার প্রাদুর্ভাব ছিল। হাফ্‌-আকড়া, কবি ও পাঁচালীতে গালি গালাজ চলিত এবং ঐ সকল গালি-গালাজ লইয়া সমাজে সকলে বিশেষ আনন্দ করিত। যাত্রায় বড় একটা কথাবার্ত্তা ছিল না। একটা কথার পর, "তবে প্রকাশ ক'রে বল দেখি?" বলিয়া গান আরম্ভ হইত। সেই গানের কতক আদর ছিল, কিন্তু বিশেষ আদর সঙের। সঙ্‌ হাল্‌কা সুরে গাইত, অপেক্ষাকৃত ভারি অঙ্গের পালার সুর হইতে সঙের সুরের আদর অনেকের নিকট হইত। সঙ্‌ গালাগালিও দিত। তাই লোকের বিশেষ প্রিয় হইত। গালাগালির আদর ছিল যে, সংবাদপত্রের সম্পাদকে সম্পাদকে অতি অবক্তব্য ভাষায় গালি চলিত এবং ঐ সকল সংবাদপত্রেরই গ্রাহক অধিক হইত। যিনি গালাগালি দিতে সুনিপুণ হইতেন, —আদর তাঁহার বেশী ছিল। ইংরাজী বিদ্যার যতই কেন দোষ দেন না, ইংরাজী বিদ্যায় কৃতবিদ্য ব্যক্তি-গণ দেখিলেন যে, সমাজের এরূপ রুচি ভাল নয়। সমাজের বড় বড় লোক নাটক অভিনয়ে প্রবৃত্ত হই-লেন। সে সময়ে নাটকের বড় চটক হইল। নাটক-সম্প্রদায়ের মধ্যে রুচিসম্পন্ন ব্যক্তি অনেক ছিলেন; সঙ্গীতজ্ঞ ব্যক্তিরা সঙ্গীত শিক্ষা দিতেন, সাজসরঞ্জাম পরিচ্ছদাদি ধনাঢ্য ব্যক্তিরা অর্থব্যয়ে প্রস্তুত করিতেন ও পারিবারিক অলঙ্কারাদি আনাইয়া অভিনেতাগণকে সাজাইতেন। অতি উচ্চ শ্রেণীর নাটক না হইলেও, অধিকাংশ দর্শক তাহার রসাস্বাদন না করিতে পারিলেও কৃতবিদ্য ব্যক্তির প্রশংসার অনুকরণ করিয়া সকলেই প্রশংসা করিতেন। টিকিট

কিনিতে পাওয়া যাইত না, সাধারণের মধ্যে যাঁহাদের অদৃষ্টে টিকিট যোগাড় করিয়া নাটক দেখা ঘটিত, তাঁহারা নাটক ভাল লাগুক আর না লাগুক, অন্যের নিকট তাঁহার সৌভাগ্যের পরিচয় দিবার নিমিত্ত যাহা দেখিয়াছেন, তাহা শতগুণে বর্ণনা করিতেন। যাঁহাদের অদৃষ্টে নাটক দেখা হয় নাই,—নাটক অভিনয় না জানি কি ভাবিতেন। কোথাও একখানি নাটকের অভিনয় হইলে, সেই অভিনয়ের কথা কিছু দিন চলিত।

অভিনয়েও সাধারণের পক্ষে অনেক আশ্চর্য্য জিনিস ছিল। কোথা হইতে অভিনেতারা আসে, কিরূপে পট উত্তোলন ও পট পরিবর্ত্তন হয়,—মূল্যবান্ পরিচ্ছদ,—যাত্রার ন্যায় দর্শকের নিকট হাত পা মুখ না নাড়িয়া পরস্পর কথা কওয়া, রাজা, রাণী, রাজমন্ত্রী প্রভৃতির আবির্ভাব—এই সমস্তই অদ্ভুত জ্ঞান হইত। যাঁহারা কাব্যরসাস্বাদন করিতে পারিতেন, তাঁহাদের তো কথা নাই, যাঁহারা রসাস্বাদন করিতে পারিতেন না, তাঁহারাও লোকে পাছে বেসমজ্দার বলে, এই ভয়ে প্রশংসা করিতেন। কিন্তু তাঁহাদের যাত্রা বা কবির রুচির পরিবর্ত্তন হয় নাই। রং-তামাসা নীচ অঙ্গের আমোদ প্রভৃতিও পূর্ব্ববৎ রহিল।

বড়লোকের অনুকরণ করিয়া, নানাস্থানে থিয়েটার হইতে লাগিল। চলিত রঙ্গমঞ্চে নানাস্থানে অভিনয় হওয়ায়, পূর্ব্বে যাঁহারা বড়লোকের থিয়েটার দেখিতে পাইতেন না, তাঁহাদের থিয়েটার দেখিবার বিশেষ সুযোগ জন্মিল। এই সকল অভিনয়ে অনেক কৃতবিদ্য থাকিতেন। পূর্ব্ববৎ তাঁহাদের মতে মত দিয়া সাধারণেও তাঁহাদের প্রশংসা করিত। কিন্তু সখের থিয়েটারেও সর্ব্ব-সাধারণের দেখিবার সুযোগ হইত না,—প্রকাশ্য রঙ্গালয় হওয়ায় সে অভাব দূর হইল।

প্রকাশ্য রঙ্গালয় "নীলদর্পণ" লইয়া আরম্ভ হয়। নীলদর্পণ যাঁহারা অভিনয় করেন, তাঁহারা ইতঃপূর্ব্বে অভিনয়কার্য্যে অনেকটা দীক্ষিত। নীলদর্পণও অনেক মহলা দেওয়ার পর সাধারণের সম্মুখীন হয়। তখনও সকলে জানিতেন না,—কিরূপে দৃশ্য-পট চালিত, কিরূপে অভিনেতারা সজ্জিত হইত। এখন খুব চটক, যাঁহারা অভিনয় করেন, কিছু বোধ-শোধও আছে। অন্ততঃ শিখাইয়া দিলে শিখিতে পারে, এরূপ লোক অভিনয়কার্য্যে ব্রতী। চটকে অনেক দিন চলিল।

কিন্তু সে চটক আর নাই। এক্ষণে প্রায় [illegible] জানে, কিরূপে পটপরিবর্ত্তন প্রভৃতি রঙ্গ[illegible]ক, আভ্যন্তরীণ কার্য্য সম্পন্ন হইয়া থাকে; অপর [illegible]নায় কার্য্যক্ষম না হইলে অভিনয়-কার্য্যে ব্রতী হয়। [illegible]শক কি. কেহ বা নিজ অভিনয়াংশ (Part) প[illegible]য়ারী পারে না। তোতা পাখীর ন্যায় সঙ্গে সঙ্গে [illegible]বে। অভ্যাস করাইয়া দেওয়া হয়। যেমনটি [illegible]য়,—হয়, তাহা ঠিক পারে না,—বিকৃত করিয়া ব[illegible] কোন গভীর ভাবাপন্ন কথা, সেই ভাবের উপযোগী সুর আনিতে না পারিয়া একটা কৃত্রিম সুরে বলিয়া থাকে; এরূপ স্থলে নাটক অভিনয় হওয়া একরূপ কঠিন হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু নাচ-তামাসা গান কতক শিক্ষা করিতে পারে। নিম্ন অঙ্গের সুর শিক্ষা করা অনায়াস-সাধ্য। প্রহসনে (Pantomime) যে সকল চরিত্র থাকে, তাহা সহজেই বুঝিতে পারে, অভিনয়ও কতকটা স্বাভাবিক হয়। অধ্যক্ষেরা সাজ, পোষাক, পট প্রভৃতি উপযোগী করিয়া দেন। একখানি সামান্য ঘর আঁকা পটোর পক্ষে সহজ হয়, দর্জ্জী কি পোষাক নির্ম্মাণ করিতে হইবে,—তাহা বুঝিতে পারে, পরচুলওয়ালা কিরূপ চুল তৈয়ারি করিবে, তাহাও জানে, এই সকল কারণে অভিনয় কতকটা ভাল হয়। তাহাতে আবার কোন ব্যক্তি-বিশেষকে লক্ষ্য করিয়া পঞ্চরং লেখক রচনা করেন। যাঁহাকে গালি দেওয়া মনস্থ, তাঁহার ন্যায় অভিনেতাকে সাজান হয়। পূর্ব্বোল্লিখিত কবি শ্রোতার রুচি দিব্য পুষ্ট করে।

কিন্তু নাটকের বেলা বিষম হুলুস্থূল পড়ে; যাহারা অভিনয় করিবে, তাহারা সে সব চরিত্র বোঝে না; বরের সজ্জা পরিয়া সমস্ত জগতের রাজা আবির্ভূত হন,—রাজমুকুট রাজ অলঙ্কার কুমারটুলী হইতে আইসে। রাজার ন্যায় চলিতে জানে না—বলিতে জানে না। বীরত্ব প্রকাশ করিতে যাইলে অভিনেতা গোঙায়ের ন্যায় চীৎকার করে। বহুদিন হইতে ঐরূপ চীৎকার শুনিয়া দর্শকও তাহা বীর-রস ভাবিয়া "এক্সেলেণ্ট (Excellent) করিয়া উঠেন। একখানি রাজসভা বহুদিন হইতে চিত্রিত আছে, সমস্ত পৃথিবীর রাজা সেই সভায় আসিয়া উপস্থিত হন। পটো জানে না,—রাজবাড়ী কিরূপ,

দর্জ্জী জানে না, রাজ-পোষাক কিরূপ, পরচুল-ওয়ালা কখনও রাজা দেখে নাই, কোন অধ্যক্ষের উপদেশে রাজা হইলেই বাউরীচুল হয়,ইহা জানিয়াছে এক ব্যক্তি যদি 'নল' ও 'ভীমসিংহ' সাজেন, দর্শক পালার নাম শুনিয়া ইনি 'ভীমসিংহ' কি 'নল' সাজিয়াছেন, বুঝিতে পারিবেন। তাহার পর এক সপ্তাহ রিহারস্যাল দিয়া অভিনয় হইতেছে, সকলের নিজ নিজ অংশ অভ্যাস হয় নাই, সুতরাং প্রম্‌টারের কথার প্রতি কান রাখিতে হইয়াছে। প্রম্‌টারও উচ্চৈঃস্বরে- চেঁচাইতে বাধ্য,—তাহার হস্তেই অভিনয়ের প্রাণ, তিনি উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিতেছেন, শ্রোতা ডবল অভিনয় শুনিতে পাইতেছেন। কৃতবিদ্য হইয়া "কবি হাফ আকড়াইর" রুচি দমন পূর্ব্বক যিনি উচ্চ রুচি লাভ করিয়াছেন,তাঁহাকেই "পালাই পালাই" ডাকিতে হয়, অপর সাধারণের ত কথাই নাই।

নাটক বোঝাও কঠিন,—একৃটার একট্রেস নাটক বুঝাইয়া দেয়, সুযোগ্য একৃটার না থাকিলে যে অতি উচ্চ নাটকেরও হতাদর হইয়া থাকে, তাহা কৃতবিদ্য ব্যক্তিমাত্রেই জানেন। একৃটার একট্রেস তো একে লেখা-পড়া জানে না, তাহার উপর বহু চেষ্টায় যে একট্রেসটিকে শিক্ষিত করা যায়, তাহাকে অনেক কাপ্তেন বাবু ষ্টেজ হইতে লইয়া যান। যে একৃটার একটু ভাল হইয়াছে, এত বন্ধু জুটিয়া তাহার সুখ্যাতি আরম্ভ করে যে, তাহা দ্বারা আর কার্য্য হইতে পারে না। তাহার পর অধ্যক্ষদেরও পুরাতন লোকদিগকে রাখিবার চেষ্টা কম, তাঁহারা ভাবেন, একজনকে তো শিখাইয়াছি, আর একজন কেও শিখাইয়া লইব। কোন একখানি নাটক সুখ্যাতির সহিত অভিনীত হইবার দিনকতক পরে দেখিতে পাওয়া যায় যে,প্রায় সমস্ত অংশ পরিবর্ত্তিত হইয়াছে, যাহারা প্রথম বারে অভিনয় করিয়াছিল, তাহারা আর নাই—এরূপ পরিবর্ত্তন যে কেবল অধ্যক্ষের দোষে হয়, তাহা নয়, অভিনেতা ও অভিনেত্রীর দোষেও হইয়া থাকে। যাহারা অভিনয় করে,একবার সুখ্যাতি পাইলে তাহারা মাথা কিনিয়া লয়। মূর্খ, কোন কালে হৃদয়ের শিক্ষা হয় নাই,সুতরাং কৃতজ্ঞতা কাহার নাম অনেকেই জানে না,আমরা কি হইয়াছি ভাবে, অধ্যক্ষও মনে ভাবেন, "এর এত স্পর্দ্ধা সহিব কেন, দূর হইয়া যাক্" কলহের অন্যান্য কারণও আছে। তাহা অধ্যক্ষেরাও বুঝেন, এবং তাঁহাদের সতর্ক হওয়াও উচিত।

অন্যান্য দেশে যথায় রঙ্গভূমি উন্নতি লাভ করিয়াছে, সে উন্নতি অনেকটা সমালোচকের সাহায্যে। সকল দেশেই অভিনয়-কার্য্য শিক্ষা করিতে হইতেছে। প্রায়ই অশিক্ষিত ব্যক্তিরা অভিনয়-কার্য্যে প্রথম ব্রতী। রাজসাহায্যে, ধনাঢ্য ও পদস্থ ব্যক্তির সাহায্যে নাটক অভিনীত হইত। যোগ্য ব্যক্তি শিখাইত এবং সমালোচকের দ্বারা যথাযোগ্য প্রশংসা পাইত। কোন অংশ অভিনয় করিয়া একেবারে কেহ সর্ব্বোৎকৃষ্ট বলিয়া গণ্য হইতেন না। নাটকের ভাব, সমালোচকেরা বুঝাইয়া দিতেন এবং দৃশ্যপট প্রভৃতি যথা উপযোগী হওয়ায় সাধারণের প্রীতিকর হইত। সাধারণ দর্শকেরা দৃশ্যকাব্যের দৃশ্য অংশে বিমোহিত হইতেন এবং কাব্য অংশ সমালোচক হইতে বুঝিতেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ বাঙ্গালায় সেইরূপ সমালোচক বিরল। যে শ্রেণীস্থ লোক একৃটার, প্রায় সেই শ্রেণীস্থ ব্যক্তি সমালোচক। তার পর তাহারা কখনও হৃদয়ের শিক্ষা পায় নাই। কাগজ হাতে আছে, তাহাতে যাহা নয়, তাহা লিখিতে প্রস্তুত। তাহার মধ্যে কেহ কেহ বা নাটক রচনা করিয়াছেন, সেই নাটক অভিনীত হইবে, প্রত্যাশা করিয়া কোন থিয়েটারের অযোগ্য প্রশংসা করেন; কেহ নভেল লিখিয়াছেন, সেইখানি নাট্যাকারে পরিবর্ত্তিত হইয়া অভিনীত হউক আকাঙ্ক্ষা করেন। সুতরাং থিয়েটারের প্রধান ব্যক্তির প্রতি নানা প্রকার তোষামোদ-বাক্য প্রয়োগ করিতে হয় এবং কাগজেও অলীক প্রশংসা করিতে বাধ্য হন। অন্যান্য লোভের প্রত্যাশা রাখিয়াও সমালোচক চাটুকার হইয়া পড়েন। যথার্থ সমালোচনা করিবারও তাঁহার শক্তি নাই। কোন ভাষায় কোন উচ্চশ্রেণীর নাটক পড়েন নাই। মাতৃভাষা বাঙ্গালা বলিয়া বাঙ্গালা খবরের কাগজে তাঁহাদের লেখা চলে। তাঁহারা সমালোচক হওয়ায় রঙ্গভূমির সর্ব্বাপেক্ষা সর্ব্বনাশ হইয়াছে।

এই তো এক শ্রেণীর সমালোচক। আর এক শ্রেণীর সমালোচক আছেন, তাঁহারা কৃতবিদ্য বলিয়া অভিমান রাখেন। তাঁহাদের চক্ষে কিছুই ভাল লাগে না। বাঙ্গালায় সেক্সপীয়ার নাই বলিয়া তাঁহারা ক্রন্দন করেন; আরভিং নাই, সারা

বাগহার্ট নাই,—ইটালী দেশীয় চিত্রকর নাই—তবে তাঁহারা নাটক দেখিতেই বা যাইবেন কি?—আর সমালোচনার কথাই কহিবেন কি?—ইঁহারা যদি একবার ভাবিতেন যে, বঙ্গের রঙ্গভূমির এই প্রথম অবস্থা, যাহা হইয়াছে,—তাহা বিনা সাহায্যে; ইহার অধ্যক্ষেরা নানা প্রতিবন্ধক অতিক্রম করিয়া কতক কৃতকার্য্য হইয়াছে এবং যে কতক কৃতকার্য্য হইয়াছে, তাহার প্রমাণস্বরূপ অনেক ইংরাজ দর্শকের প্রশংসাপত্রে দেখিতে পাইবেন। লেডী ডফ্‌রিণ—যাঁহার চক্ষে বাঙ্গালী বাবু সম্পূর্ণ ঘৃণ্য,—তিনিও রঙ্গভূমির সুখ্যাতি করিয়াছেন। এডুইন আরনল-ডের ভারতভ্রমণ পুস্তকে বাঙ্গালা অভিনয়ের বিশেষ প্রশংসা লিখিত, অতএব সমালোচকগণের নিকট সবিনয় নিবেদন, তিনিও বাঙ্গালী, বাঙ্গালীর অবস্থা সম্পূর্ণ জানেন। তুলনায় ইংরেজের সমকক্ষ—বাঙ্গালী কোন বিষয়েই হইতে পারে নাই, তবে যদি রঙ্গভূমি না হইয়া থাকে, তাহা তিনি যত দোষের ভাবেন,—তত নয়।

যে সকল বিষয় সংক্ষেপে স্পর্শ করিয়াছি,সময়ান্তরে তাহার প্রত্যেক বিষয়টি ব্যাখ্যা করিবার ইচ্ছা রহিল।

পিতৃ-প্রায়শ্চিত্ত।



আশুতোষ চিকিৎসা-বিদ্যা ও বিজ্ঞান-শিক্ষার্থে ফ্রান্সে যাইবার প্রার্থনা করায় তাঁহার পিতা বলেন,—"কেন, কি দুঃখে যাইবে? আমার অতুল সম্পত্তি, তোমরা দুই ভাই মাত্র, বড়-মানুষী করিয়া চলিবে!" আশুতোষ বিশেষ জিদ করায়, তাহার পিতা ভয় প্রদর্শন করেন যে, "যদি যাও, আমার সম্পত্তির এক কপর্দ্দকও তোমায় দিব না, তোমার বৈমাত্রের ভ্রাতার নামে উইল করিয়া যাইব।" কিন্তু আশুতোষ নিষেধ না শুনিয়া শিক্ষার্থে ফ্রান্সে গেলেন।

আশুতোষের মাসিক দুই শত টাকা ছাত্রবৃত্তি ছিল ও যে কলেজে তিনি পড়িতেন, তাহা কোন একজন ধনাঢ্য ফরাসী কর্ত্তৃক স্থাপিত। তথায় ব্যবস্থা ছিল যে, বিজ্ঞান-শিক্ষার্থে ফরাসীদেশে যাইলে তাহার ব্যয়-সঙ্কুলান কলেজ হইতে হইবে। তিনি যাওয়ার প্রথমেই তাঁহার পিতা ক্রুদ্ধ হন। কিন্তু পুত্রের যশঃসংবাদ দিন দিন শোনায় পিতার মন নরম হয় এবং পুত্রকে ইংলণ্ড যাইয়া ব্যারিষ্টারী শিখিতে আদেশ দেন। ছয় বৎসর পরে আশুতোষ ব্যারিষ্টার হইয়া প্রত্যাগমন করিলেন এবং প্রায়শ্চিত্ত করিয়া গৃহে স্থান পাইলেন।

আশুতোষের বৈমাত্রের ভ্রাতা দেবেন্দ্রের উপর তাঁহার পিতা বিরক্ত ছিলেন। দেবেন্দ্র মূর্খ ও নীচাত্মা—ইহাই তাঁহার অসন্তোষের কারণ। উইলে দেবেন্দ্রকে সিকি সম্পত্তি দিয়া সমস্ত বিষয় আশু-তোষকে দিয়া যান।

পিতার মৃত্যুর পর যখন উইল-পাঠ হইল, দেবে-ন্দ্রের ক্রোধের সীমা রহিল না। দেবেন্দ্র পিতাকে নানা কুবাক্য বলিতে লাগিলেন; কিন্তু আশুতোষ কহিলেন, "ক্ষান্ত হও, আমি পিতার অমতে ইউ-রোপ-যাত্রা করিয়াছিলাম। তিনি বলিয়াছিলেন যে, ইউরোপে যাইলে তিনি আমাকে সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত করিবেন। এক্ষণে আমি পিতৃবাক্য রক্ষা করিব। উইলে আমায় যাহা দিয়াছেন, তাহা তোমার; কিন্তু তোমার সিকি সম্পত্তি ব্যতীত, এ সম্পত্তিতে তোমার স্বেচ্ছাচার চলিবে না। অতিথি-শালা প্রভৃতি যে সকল ক্রিয়া-কলাপ আছে, এই সম্পত্তির আয় দ্বারা তাহা প্রথমতঃ রক্ষিত হইবে; সে সকল ব্যয় নির্ব্বাহ হইয়াও যাহা বাকী থাকিবে, তাহা সামান্য নহে; সে আয়ে তোমার সিকি সম্প-ত্তিতে হস্তক্ষেপ না করিয়াও একজন গণ্য বড়লোকের মত চলিবে।"

দেবেন্দ্র যদিচ আশুতোষের বৈমাত্রেয় ভাই এবং উভয়ের বয়সে তিন বৎসর মাত্র পার্থক্য, তথাপি তিনি দেবেন্দ্রকে ভালবাসিতেন। লেখাপড়ায় অযত্ন

দেখিয়া শাসন করিতেন বটে, কিন্তু যেমন শিশু ভ্রাতার প্রতি অধিকবয়স্ক জ্যেষ্ঠের সন্তানবৎ স্নেহ থাকে, দেবেন্দ্রের প্রতি সেইরূপ স্নেহই ছিল; বিশেষতঃ তাঁহার বুদ্ধিমতী বিমাতা মৃত্যুশয্যায় দেবেন্দ্রকে সপত্নী-পুত্রহস্তে সমর্পণ করিয়া যান,—বলেন, "বাবা, এ অভাগা নিশ্চয় মূর্খ হইবে, দিন দিন কর্ত্তার বিরাগভাজন হইতেছে, তুমি ইহার শত দোষ মার্জ্জনা করিয়া দেবেন্দ্রকে বিপদ হইতে রক্ষা করিও।" ইহাতে দেবেন্দ্রের প্রতি মধ্যে মধ্যে ক্রুদ্ধ হইলেও বিমাতার মৃত্যুশয্যার অনুরোধ স্মরণ রাখিয়া আশুতোষ সমস্ত দোষ মার্জ্জনা করিতেন।

দেবেন্দ্র অতি নীচচেতা। ভ্রাতার দিন দিন উন্নতি দেখিয়া ঈর্ষান্বিত হইত। তাহার সর্ব্বদাই চেষ্টা ছিল,—কোথায় কি সম্পত্তি অল্প মূল্যে কিনিবে; নানাবিধ দ্রব্য ক্রয় করিবার সখও তাহার ছিল। জহরতের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য; অল্প দরে বহুমূল্য কোনও দ্রব্য কিনিতে পারিলে, দুই চারিজন সমপ্রকৃতি বন্ধুবান্ধবকে নিমন্ত্রণ করিয়া আসিয়া দেখাইত, কেমন অল্পমূল্যে ফাঁকি দিয়া ক্রয় করিয়াছে। বন্ধুরা সকলেই ধনাঢ্য ব্যক্তি, এবং দেবেন্দ্রের মত কোথায় কি অল্প মূল্যে পাইবেন খোঁজেন। মজ্‌লীস করিয়া পরস্পর কথাবার্ত্তা হয় কে কেমন সেয়ানা; তাহারই বাহাদুরী—অতি নীচ আলাপ - কে কেমন তাহার রক্ষিতা বেশ্যাকে ফাঁকি দিয়াছে; কে কোন্ দরিদ্রের রোদনে কর্ণপাত না করিয়া বেতি সুদে আসল ভারি করিয়া সম্পত্তি বেচিয়া লইয়াছে; অমুক বাবু পাঁচ হাজার টাকা দিয়া জুড়ি কিনিয়াছে, কিন্তু তাহার একটা ঘোঁড়া হইয়াছে, আহা! কি দুঃখের বিষয়। সকলেই দেবেন্দ্রকে উপদেশ দিয়া বলিত,"তুমি তো এ দিকে এত দাঁওবাজ,পাল-পার্ব্বণ অতিথিশালার খরচ কমাইয়া দাও না কেন?" দেবেন্দ্র নিশ্বাস ফেলিয়া উত্তর করিত যে, তাহার কুচুটে ভাই যেরূপ ব্যবস্থা করিয়াছে, তাহাতে তাহার কিছু করিবার যো নাই।

দেবেন্দ্রের সরোজিনী নামে পরমা সুন্দরী স্ত্রী ছিল, একটিমাত্র পুত্রসন্তান,নাম নৃত্যগোপাল,অতি সুবোধ; কিন্তু স্ত্রী-পুত্রের প্রতি তাহার কোন যত্ন ছিল না। বিশেষতঃ সরোজিনী, অভিসম্পাত কুড়াইতে বারণ করায় একরূপ তাহার সহিত আলাপ রহিত হইয়াছে।

এই সমস্ত দেবেন্দ্রের নী। আজ মাসাবধি হইল, একদিন আশুতোষ আসিয়া যাহার বাড়ী ঠকাইয়া না পড়িলে লোকে কোনও ঔ সে ঐ কোণে বসিয়া করে না। বিপদ্গ্রস্ত ব্যক্তিদি ছিলাম, তাহারা আমাদের বংশাবলীর নিয়ম। কি গা ফুস্‌ফুস্ করে। বিপদের সুযোগ অনুসন্ধান কর, কথ ফেলে। সেই লোভে চেষ্টা করিয়া আপনাকে বিপদগ্র ছোট ছোট মূল্যে জহরতাদি কেনো, হয় তো তাহা মরে নাই, হইতে পারে। এ সমস্ত তোমার ভাল নয় আছে। তাহাতে দেবেন্দ্র কটূক্তি করিয়া বলিল,—"যা গে; যা করেছ,সে সব জুচ্চুরি ক'রে; আপনার প্রা ক্ষ্য কর না, আমায় উপদেশ দিতে এসেছ।" আশুতোষ বিরক্ত হইয়া গেলেন, কিন্তু মনে মনে ভাবিলেন, বড় মন্দ বলে নাই। আমি তো লোকের নিকট টাকা লই, কিন্তু টাকার সম্পূর্ণ কাজটা করা হয় না। এ জজের ঘরে একবার, ও জজের ঘরে একবার বেড়াইয়া কিসে কি অধিক হয়, তাহারই চেষ্টা করিয়া থাকি। সমস্ত বড়লোক আমার মক্কেল, কিন্তু প্রায়ই তাহাদের মকদ্দমা মিথ্যা; অনেক সময়ে গরীব প্রজাপীড়ন। এ কার্য্যটা আর করিব না। তাঁহার সমব্যবসায়ী বন্ধুবর্গ এ সঙ্কল্প বাতুলতা বলিয়া উপহাস করিল এবং সকলেই বলিল,—"মকদ্দমা সত্য মিথ্যা জানা তো আমাদের কার্য্য নয়, মক্কেলের পক্ষসমর্থন করাই আমাদের কার্য। কার্য্য গৌরবের—কার্য্য দোষের নয়, কেন পরিত্যাগ করিবে?" আশুতোষ বলিলেন, "আমার বিজ্ঞান-চর্চ্চা, বিশেষ উদ্ভিদ্‌বিদ্যা-চর্চ্চাই আনন্দপ্রদ। আমি সেই কার্য্যই করিব।"

আশুতোষ কার্য্য পরিত্যাগ করায় দেবেন্দ্র খুব খুসী। দাদা যে ঝুড়ি ঝুড়ি টাকা রোজগার করে, তাহা আর হইবে না, দু' হাতে খরচ করা, দান করা চলিবে না; সখ করিয়া নিত্য নূতন ঘোড়া কেনা বন্ধ হইবে। কিন্তু দুই এক বৎসরে সে আনন্দ নিরানন্দে পরিণত হইল। আশুতোষ ঔষধের বাগান করিয়াছেন। ঔষধ প্রস্তুত করেন, সমস্ত পৃথিবীব্যাপী যশ ও জাহাজ জাহাজ ঔষধ রপ্তানী হয়,—ইহাতে কমা দূরে থাকুক, চতুর্গুণ আয়বৃদ্ধি হইয়াছে। দাদাকে কিরূপে টক্কর দিই, দেবেন্দ্রের মনে এই চিন্তাই দিবারাত্র। এমন সময় এক ব্যক্তি একখণ্ড হীরক বিক্রয় করিতে আসিল। হীরকখানি প্রায় কহিনুরের সম-

বাগহার্ট নাই,—ইটালী দেশ করিয়া দেখা গেল, কৃত্রিম তাঁহারা নাটক দেখিতেই সামান্য। এ কি চোরাই সমালোচনায় কথাই কয়ে সম্পূর্ণ প্রমাণ রহিয়াছে। একবার ভাবিতেন যে রাছে, বিক্রেতা সত্যই তাহার অবস্থা, যাহা হইয়া রঙ্গদেশবাসী, হীরা বিক্রয় করিয়া ইহার অধ্যক্ষেরা নাত্ত বিলম্ব করিতে পারে না। যে কতক কৃতকার্য্য এ হীরা ক্রয় করিতে পারিবে না। হইয়াছে, তাহার। টাকা কে সহজে বা'র করিবে? প্রশংসাপত্রে দান করিয়া ত্রিশ হাজারে সে হীরা ক্রয় যাঁহার চক্ষে ও পূর্ব্বপ্রথামত বন্ধুবান্ধবগণকে নিমন্ত্রণ ন—কারণ, হীরক দেখাইবেন।

বন্ধুগণ আসিলেন, হীরার প্রকৃত মূল্য কত, যাচাই করিবার জন্য তাঁহারা একজন জহুরী সঙ্গে লইয়া আসিলেন। হীরা প্রদর্শিত হইল, কিন্তু জহুরী দেখিবামাত্র শিহরিয়া উঠিল। জহুরী বলিল,—"বাবু, কি সর্ব্বনাশ করিয়াছেন?" সকলে জিজ্ঞাসা করিল,—"কেন, কেন—এ কি সত্য হীরা নয়?" জহুরী বলিল, "সত্যই হীরা, কিন্তু সর্ব্বনেশে হীরা!" সকলে বলিয়া উঠিল, "কেন, কেন?" জহুরী বলিল, "এই হীরার লোভে পারস্যের রাজপুত্র এক ওমরাহ-পুত্রকে জলে ডুবাইয়া মারিয়াছিল। কিন্তু সেই হীরক পরিয়া রাজপুত্র যখন শয়ন করিতে যান, দেখেন—সেই মৃত ওমরাও পুত্র তাঁহার ঘরে আসিয়াছে—হস্ত প্রসারণ করিয়া হীরা চাহিতেছে! দিন দিন এরূপ হওয়ায় পারস্য রাজকুমার হীরা বিক্রয় করিলেন। যাহার নিকট হীরা থাকে, তাহার নিকটই সেই মৃত ওমরাহপুত্র যায়। এক মাস এই হীরা যাহার অধিকারে থাকে, অকস্মাৎ তাহার মৃত্যু হয়।" এ কথায় সকলে উপহাস করিল। জহুরী বলিল, "মহাশয়, উপহাস করিবেন না। এ হীরা শেষ যাহার নিকট ছিল, সে হঠাৎ একদিন পথে পড়িয়া যায়, চিকিৎসালয়ে আনা হয়, অজ্ঞান অবস্থাতেই ছিল, সেই অবস্থাতে বরাবর বকিত। তাহাকে দেখিয়া বোধ হইত, যেন কেহ তাহার নিকট আসিয়াছে এবং সে সভয়ে তাহার প্রতি দৃষ্টি করিতেছে। এইরূপ দুই তিন দিন গত হইলে তাহার মৃত্যুদিবসে চৈতন্য হয়। তখন সে ডাক্তারকে আদ্যোপান্ত সমস্ত বৃত্তান্ত বর্ণনা করিয়াছিল। ডাক্তার তাহা লিখিয়া লইয়াছিলেন। বৃত্তান্ত এই যে, পারস্য রাজকুমার ওমরাহ-পুত্রকে বধ করিয়া হীরা গ্রহণ করেন ও ভয় পাইয়া হীরা বিক্রয় করেন বটে; কিন্তু তাহাতেও তাঁহার নিস্তার নাই, অচিরে তিনি জলমগ্ন হইয়া মারা যান। এইরূপে যার যার নিকট এই হীরা ছিল, তাহারা প্রায় সকলেই সপরিবারে মৃত্যুমুখে পড়ে। শেষ যাহার কাছে ছিল, সে হীরা বিক্রয় করিতে আসে কিন্তু পথে এক বিকটাকার মূর্ত্তি দেখিতে পাইয়া মূর্চ্ছা যায়, তাহার মৃত্যুর পর তাহার ভাই এই হীরা পায় এবং পূর্ব্বোক্তরূপে হাসপাতালে মৃত্যু হইয়াছে। মৃত্যুর পূর্ব্বে সে একজন ডোমকে এই হীরা দিয়াছিল, সেই ডোম তিন টাকায় একজনকে বিক্রয় করে। চোরাইমাল কিনিয়াছে বলিয়া পুলিশ তাহাকে ধরে, কিন্তু আদালতে প্রমাণ হয়, চোরাই মাল নয়। সেই ব্যক্তিই ইহা দেবেন্দ্র বাবুকে বিক্রয় করিয়াছে। সে আমার নিকট বলিয়াছিল যে, যদ্যপি সে ইহা দেবেন্দ্র বাবুকে বিক্রয় করিতে পারে, তাহা হইলে সে আর মরিবে না।"

সকলে জিজ্ঞাসা করিল,—"তোমায় কি নিমিত্ত বলিয়াছিল?"

জহুরী উত্তর করিল, "সে একজন জহুরী, আমি দূষিত হীরা জানায়, তাহাকে হীরা রাখিতে নিষেধ করি। সে জন্য সে আমায় উত্তরে এই কথা বলে। আমি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, 'দেবেন্দ্র বাবুকে বিক্রয় করিতে তাহাকে কে বলিয়াছে?' সে একটী চমৎকার ঘটনা বলিল। বলিল,—'বাসায় শুইয়া আছি, রাত্রি-যোগে স্বপ্ন দেখিলাম, যেন পারস্য উপসাগরে একখানি সজ্জিত নৌকা। নৌকা হইতে কে একব্যক্তি একজনকে জলে নিক্ষেপ করিল। দেখিলাম, সে উঠিয়া তীর হইতে যে তাহাকে জলে নিমগ্ন করিয়াছিল, তাহাকে জল নিমগ্ন করিল। পরে উভয়ে উঠিয়া আসিয়া অনেক স্থানে ভ্রমণ করিতে লাগিল। যথায় যায়, তথায় সকলে মরে। শেষে হাসপাতালে যাইয়া একজনকে মারিল। কিছু পরে দেখি, প্রথমে যে জলমগ্ন হইয়াছিল, সে আমায় বলিল,—আমি কে জানিস্? হাঁসপাতালে হীরার কথা শুনিয়াছিস্—সে হীরা আমারই। হীরা তোর নিকট আছে, তুই যদি দেবেন্দ্র বাবুকে বেচিতে পারিস্, তোর ভাল হইবে। দেবেন্দ্রের শাস্তির সময় উপস্থিত হইয়াছে, আমরা সকলে মিলিয়া তাহাকে শাস্তি দিব।" এ কথায় নানাপ্রকার বাদানুবাদ হইতে লাগিল, কেহ বিশ্বাস করিল, কেহ বিশ্বাস করিল না।

*   *   *

মাস পরে বন্ধুরা শুনিল যে, দেবেন্দ্র পাগল হইয়া সেই হীরাখানি জলে ফেলিয়া দিয়াছে।

দেবেন্দ্র সত্যই পাগল হইয়াছে। দেবেন্দ্রের পুত্র নিত্যগোপাল আশুতোষের নিকট আসিয়া বলিল, "জেঠা মহাশয়, বাবা যেন কিরূপ হইয়া গিয়াছেন, তাই মা আপনাকে বলিতে আসিয়াছেন।" ভ্রাতৃবধূ অন্তরালে থাকিয়া নিত্যগোপালের দ্বারা জহুরীর গল্পের কথা জানাইলেন। এই জহুরীকে দুইবার তিনি চোরাই মাল কেনা অভিযোগ হইতে রক্ষা করেন। জহুরীর কাছে গিয়া জিজ্ঞাসা করায় জহুরী বলিল যে, "মহাশয়, আমি হীরার লোভে মিথ্যা গল্প করিয়াছিলাম, তবে যে হীরাখানি বেচিয়াছিল, সে ডোমের নিকট খরিদ করিয়াছিল সত্য ;— সেই ডোম হাসপাতালে এক ব্যক্তির বিশেষ শুশ্রূষা করে, সেইজন্য মৃত্যুকালে সে ব্যক্তি হীরাখানি দেয়। সে একজন সৈনিক, চীন যুদ্ধে লুঠ করিয়া হীরাখানি পাইয়াছিল। ডোমের নিকট কেনার পর পুলিস-কেস্ হইয়াছিল—সত্য। ডোমের নিকট যে কিনিয়াছিল, তাহার ধারণা ছিল, হীরা প্রকৃত হীরা নয়। আমি অল্প দামে হীরাখানি খরিদ করিব, এইজন্য 'ও ঝুটা হীরা'—এই ধারণা তাহার করিয়া দিই।" আশুতোষ জিজ্ঞাসা করিলেন, "পারস্যের রাজকুমার—এ সব কথা কি?" জহুরী বলিল, "আমি এরূপ একটা গল্প নভেলে পড়িয়া ছিলাম। হীরাখানি দেবেন্দ্র বাবুর নিকট ভয় দেখাইয়া লইব, এই উদ্দেশ্যে এই গল্প করি।"

প্রিয়নাথ নামে আশুতোষের এক সহাধ্যায়ী সুযোগ্য ডাক্তার ছিলেন। তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া ভ্রাতাকে দেখিতে গেলেন। দেখিলেন, দেবেন্দ্রের মূর্ত্তির সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন হইয়াছে। কেবল চর্ম্মাবৃত-দেহ, মুখ পাণ্ডুবর্ণ, বিকট-জ্যোতিযুক্ত চক্ষুদ্বয়, যেন ঠিক্‌রিয়া আসিতেছে। গভীর দুশ্চিন্তাক্রান্ত হইয়া বসিয়া আছে। আশুতোষ জিজ্ঞাসা করিলেন, "দেবেন্দ্র, তোর কি অসুখ হয়েছে?" দেবেন্দ্র বলিল,—"না না কিছু না, আর উপায় নাই, তারা সকলে একত্র হইয়াছে,—আমি কোন রকমে ফাঁকি দিয়া কাটাইতেছি!" জহুরীর গল্পের কথা বলিল। বলিল,—"হীরা ফেলিয়া দিয়াছি, তথাপি সেই ওমরাও পুত্র হীরা চাহিতে আইসে। পারস্য রাজপুত্র তাহার পাশে দাঁড়াইয়া হাসে। আজ মাসাবধি হইল, তাহারা একা আসে না। যাহার বাড়ী ঠকাইয়া লইয়া ছিলাম, সে বুড়ো আসে, সে ঐ কোণে বসিয়া কাসে। যাহার তালুক কিনিয়া ছিলাম, তাহারা মায়ে বেটায় দোরের পার্শ্বে বসিয়া ফুস্‌ফুস্ করে। মাগী ফোঁস ফোঁস করিয়া নিশ্বাস ফেলে। সেই নিঃশ্বাসে সাপের জাওয়ালী সৃষ্টি হইয়া, ছোট ছোট ফণা তুলিয়া ঘর-ময় বেড়ায়! সব মরিয়াও মরে নাই, সকলের চর্ম্ম নাই, মাংস নাই, তবু জীবিত আছে। হাড়ে হাড়ে বাজাইয়া নাচে, হাঃ হাঃ করিয়া হাসে; চক্ষু নাই—তবু চোখের কোঠর দিয়া আমাকে লক্ষ্য করে! এখনি সব আস্‌বে—এখনি সব আস্‌বে— তোমরা পালাও – পালাও!"

আশুতোষ জহুরীকে সঙ্গে আনিয়া ছিলেন। অন্য ঘরে ছিল, ডাকাইলেন। জহুরী মিথ্যা গল্প করিয়াছিল—বলিল। কিন্তু দেবেন্দ্র উচ্চ হাস্য করিল। দেবেন্দ্র বলিল,—"কি মিছে—কি মিছে! ঐ যে তারা দু'জনে আসিয়াছে! ঐ যে সব সিঁড়িতে উঠিতেছে! বলিতেছে,—হীরা গঙ্গাতে ফেলিয়া দিয়াছিস্,—ডুব দিয়ে তোল। ঐ দেখ, ওমরাও পুত্র হাত পাতিয়া বলিতেছে,—'দে হীরা আমায় দে। যা—যা—জলে থেকে তুলিয়া আন্!' শুনিতেছ না— শুনিতেছ না?" আশুতোষ বলিলেন, "তুমি স্থির হও, আমি ডুবুরী দিয়া হীরা উঠাইয়া আনিব।" দেবেন্দ্র বলিল,—"না না—ডুবুরী আনিলে হইবে না, আমাকেই তুলিতে হইবে। হীরা আনিলেও নিস্তার নাই,—এই ওরা সব বাড়ী ফিরিয়া চাহিতেছে, জায়গা-জমী চাহিতেছে—জিনিস পত্র চাহিতেছে।"

আশুতোষ সতর্ক লোকজন নিযুক্ত করিয়া দিলেন। ভাদ্রবধুকে বলিলেন,—"বৌ বিশেষ সতর্ক থাকিবে, যেন কোনরূপে উঠিয়া না যায়।" নিত্য আসিয়া ভাইয়ের তদ্বির করেন। ক্রমে পৈত্রিক-বাটীতে আসিয়া ভ্রাতার তদ্বিরের জন্য রাত্রিযাপন করিতে লাগিলেন। সর্ব্বদাই ভ্রাতার নিকট সতর্ক লোক থাকে। বায়ু সেবনের নিমিত্ত লইয়া যান। এই সকল উপায়ে যেন নিদারুণ ব্যাধির কিঞ্চিৎ উপশম হইতে লাগিল। ক্রমে এতদূর উপশম হইল যে, স্ত্রীর সহিত দেখা সাক্ষাৎ করেন, স্ত্রীর প্রতি তাহার আর পূর্ব্বের উপেক্ষার ব্যবহার নাই, ইহাতে সকলের মনে আশা জন্মিল।

নিত্যগোপাল তখন দশবৎসরের বালক কিন্তু চিন্তাশীল। পিতার অবস্থার কথা চিন্তা করে। একদিন প্রিয়নাথের সহিত আশুতোষের কথায় বুঝিতে পারিল, তাহার পিতার পাপজনিত মস্তিষ্ক বিকার। বালকের প্রতি যদিও দেবেন্দ্রের স্নেহের অভাব ছিল, কিন্তু বালক মাতার দুঃখে দুঃখিত হইয়া পিতার বিষয় ভাবিত। একদিন 'গঙ্গাভক্তি-তরঙ্গিণী' পড়িয়া বালক জানিল যে, ব্রহ্মশাপে সগরবংশ ধ্বংস হওয়ায় গঙ্গা আনিয়া ভগীরথ, বংশের উদ্ধার সাধন করিয়াছিল। বালক ভাবিতে লাগিল, পিতার পাপ মোচনার্থে সে কি কোন কার্য্য করিতে পারে না? আশুতোষের অপেক্ষাও যেন বালক পিতার অবস্থার প্রতি লক্ষ্য রাখিতে লাগিল। সকলের মনে আশার সঞ্চার হইয়াছে, কিন্তু বালকের হৃদয়ে নাই। যে কারণেই হউক, তাহার মনে হইত যে, তাহার পিতার কোনরূপ উপশম হয় নাই; বাহ্যিক উপশমমাত্র। আশঙ্কা পিতৃব্যকে জানাইল, কিন্তু আশুতোষ সান্ত্বনাবাক্যে বলিলেন,—"তুমি বালক, বুঝিতে পারিতেছ না, তোমার পিতা আরোগ্যের পথে আসিয়াছে।" এরূপ আশারও যথেষ্ট কারণ, স্ত্রীর গৃহে শয়ন করিতে দেবেন্দ্র নিত্য যান এবং ভাদ্রবধূর দ্বারা আশুতোষ সংবাদ পান যে, উত্তরোত্তর উন্নতিই বটে, কিন্তু অকস্মাৎ একদিন প্রাতে একটা গোলযোগে আশুতোষের নিদ্রা ভঙ্গ হইল। দেবেন্দ্র হাত মুখ ধুইতে যাইয়া, আর ফিরিয়া আইসে নাই। অনেক অনুসন্ধান হইতে লাগিল। দেবেন্দ্রের তত্ত্ব পাওয়া গেল না। বৈকালে সংবাদ আসিল যে, হেদোয় একটা মড়া ভাসিয়া উঠিয়াছে, মৃতদেহ তীরে তোলা হইয়াছে, সকলেই বলিতেছে—সে দেবেন্দ্র। ব্যগ্রচিত্তে আশুতোষ গিয়া দেখে যে, দেবেন্দ্রই বটে! দৃঢ় মুষ্টিতে কাদা ধরিয়া রহিয়াছে।

দেবেন্দ্রের এইরূপ অপঘাত মৃত্যুর পর সরোজিনীর আর আত্মগ্লানির সীমা রহিল না। তাঁহার স্থির ধারণা জন্মিয়াছিল যে, তাঁহার অসতর্কতাতেই তাঁহার স্বামী বাটী হইতে বহির্গত হইয়া আত্মহত্যা করিয়াছে। এই ঘোর দুশ্চিন্তায় দুই তিন মাস পরে তাঁহারও মৃত্যু হইল।

আশুতোষ নিত্যগোপালকে বাটী লইয়া গেলেন। নিত্যগোপাল সকাতরে জ্যেষ্ঠতাতকে মিনতি করিয়া বলিল, "আমি গয়াধামে পিতা মাতার পিণ্ডদান করিব।" আশুতোষ নিজেই সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইতেন, কিন্তু বিশেষ কার্য্যবশতঃ যাইতে পারিলেন না, উপযুক্ত লোক সমভিব্যাহারে পাঠাইয়া দিলেন। ইহার দুই চারিদিন পরে আশুতোষ নিত্যগোপালের হস্তাক্ষরে একখানি পত্র পাইলেন। পত্র পড়িয়া স্তম্ভিত হইলেন। নিত্যগোপাল লিখিয়াছে যে, তাহার পিতা অপঘাতে মরিয়াছেন, তাহার একমাত্র প্রায়শ্চিত্ত তিনি করিবেন। ভগীরথ পিতৃপুরুষ উদ্ধারার্থে কঠোর তপস্যায় গঙ্গা আনয়ন করিয়াছিলেন। ভগীরথের সার্থকজন্ম। নিত্যগোপাল শুনিয়াছে যে, সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া ব্রহ্মজ্ঞ হইতে পারিলে চতুর্দ্দশ পুরুষ ঊর্দ্ধে ও নিম্নে মুক্ত হয়। তাই পিতৃপুরুষের হিতার্থে নিত্যগোপাল সেই পথ গ্রহণ করিয়াছে এবং তাঁহাকে তাহার বিশেষ অনুরোধ যে, যে সকল ব্যক্তির নিকট মন্দ উপায়ে তাহার পিতা সম্পত্তি অর্জ্জন করিয়াছেন, সে সকল, তাহাদের যে উত্তরাধিকারী আছে, তাহাদিগকে পুনরর্পিত হউক। বক্রী যে বিষয় থাকিবে, সমস্ত যেন সৎকার্য্যে নিয়োজিত হয়। পত্র পাঠে আশুতোষ নিশ্বাস ছাড়িলেন। তিনি বিবাহ করেন নাই, ভাবিয়াছিলেন, সমস্ত সম্পত্তি সুবোধ নিত্যগোপালকেই দিবেন। কিন্তু তাঁহার হৃদয়ে শোকমিশ্রিত আনন্দও জন্মিল, একবিন্দু অশ্রুপাতও হইল। গদগদবচনে বলিলেন, "আমাদের কুল উদ্ধারের নিমিত্ত পিতৃদেবগণের পুণ্যে কে মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করিয়াছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দ।



ভক্তচূড়ামণি ৺ রামচন্দ্র দত্তের কথায়, রামচন্দ্র দত্তের সমভিব্যাহারে বিবেকানন্দ প্রথমে দক্ষিণেশ্বরে যান। রামচন্দ্র দত্ত সুবাদে তাঁহার ভাই এবং বাল্য-কালে শিক্ষক ছিলেন। বিবেকানন্দের সাংসারিক নাম নরেন্দ্র ছিল এবং বীরেশ্বরের মহাদেবকে মানত করিয়া তাঁহার জন্ম হওয়ায়, তাঁহার মাতা ও নিকট আত্মীয়েরা বীরেশ্বর বলিতেন; ক্রমশঃ বীরেশ্বর নাম "বিলে" নামে পরিণত হয়। রামচন্দ্র তাঁহাকে "বিলে" বলিতেন। বিবেকানন্দের মুখে শুনিতাম, একদিন রাম দাদা বলিলেন,—"বিলে, কি এদিক্ ওদিক্ ব্রাহ্মসমাজে ঘুরে বেড়াস্—যদি ধর্ম্ম কর্ম্ম কর্‌বার ইচ্ছে থাকে, দক্ষিণেশ্বরে চল্;—এদিক্ ওদিক্ ঘুরে বেড়ালে কিছু হবে না।" রামবাবুর সহিত বিবেকানন্দ দক্ষিণেশ্বর আসিলেন, তিনি পরমহংসদেবের গৃহে প্রবেশ করিবামাত্র, পরমহংসদেব ব্যস্ত হইয়া, তাঁহার নিকটে আসিলেন এবং বিবে-কানন্দ যেন তাঁহার বহুদিনের পরিচিত, এইরূপ ভাব প্রদর্শন করিলেন। বিবেকানন্দকে ধরিয়া তাঁহার ঘরের পশ্চিমদিকের চাতালে লইয়া গেলেন, বলিতে লাগিলেন, "তোর অপেক্ষায় রহিয়াছি, তুই আসিতে এত দেরী কর্‌লি? গৃহীলোকের সহিত কথা কহিয়া আমার ওষ্ঠ দগ্ধ হইতেছে, এখন তোর সহিত আলাপ করিয়া জুড়াইব!" বিবেকা-নন্দ বলিতেন, "আমি ভাবিতে লাগিলাম, এ কি উন্মাদ! রাম দাদা আমায় কার নিকট আনিল? বুদ্ধি উন্মাদ বলিতেছে, কিন্তু প্রাণ আকৃষ্ট! অদ্ভুত খ্যাপা—অদ্ভুত তাঁহার আকর্ষণ—অদ্ভুত তাঁহার প্রেম! খ্যাপাও ভাবিলাম, মুগ্ধও হইলাম! সে এক অপূর্ব্ব অবস্থা। বিবেকানন্দ যখন বাড়ী ফিরিলেন, পরমহংসদেব তাঁহাকে আসিবার নিমিত্ত পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিতে লাগিলেন। বাড়ী আসিয়া বিবেকানন্দ ঐ খ্যাপার কথাই ভাবেন। এ কি—এরূপ কখনো দেখেন নাই! কিছুই বুঝিতে পারেন না—অথচ আকৃষ্ট!

খ্যাপার কথা রাম দাদাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—পরিচয় পাইলেন,—খ্যাপা কামিনী-কাঞ্চনত্যাগী। এই পরিচয়ে তাঁহার আকর্ষণ শতগুণে বৃদ্ধি পাইল। আশৈশব তিনি কামিনী-বিদ্বেষী; শিশুকালে মৃণ্ময় শ্রীরামমূর্ত্তি কিনিয়া আনিয়া খেলা করিতেন; কিন্তু যে দিন শুনিলেন, তিনি সীতাকে বিবাহ করিয়া গৃহী হইয়াছিলেন, সে দিন হইতে সে পুতুল তাঁহার ভাল লাগিল না। যোগীশ্বর মহাদেবের পুতুল আনিলেন, একটা বড় কল্‌কে কিনিয়া আনিলেন, সেইটা মহাদেবের গাঁজার কলিকা হইল এবং সেই গাঁজার কলিকা লইয়া তিনি গাঁজা টানিবার ভান করিয়া বাল্যখেলা করিতেন। সন্ন্যাসী শিবের প্রতি বাল্যকালে বড়ই শ্রদ্ধা ছিল। তাঁহার পিতামহ সন্ন্যাসী হইয়া গৃহত্যাগ করেন, সেই আদর্শে তাঁহার শৈশব কাল হইতেই সন্ন্যাসী হইবার সাধ জন্মে। পরে ইংরাজী শিক্ষার প্রতাপে যদিচ শিব-উপাসনা পৌত্তলিকতা মনে করিতেন, কিন্তু যোগের প্রতি অনু-রাগের কিছুমাত্র হ্রাস হয় নাই। এই অবস্থায় যখন তিনি শুনিলেন যে, দক্ষিণেশ্বরের পাগল কামিনী-কাঞ্চন-ত্যাগী, তখন সেই পাগলের প্রতি তাঁহার প্রগাঢ় শ্রদ্ধা জন্মিল। তিনি ভাবিতে লাগিলেন, কামিনী-কাঞ্চনত্যাগী পুরুষ কখনই সামান্য ব্যক্তি নন। তাঁহার সহিত মতের বিরোধ হইতে পারে, কিন্তু এ উচ্চত্যাগের আদর্শ আর কোথাও নাই! 'স্বভাবজাত ত্যাগী বিবেকানন্দ' সর্ব্বত্যাগী মহাপুরু-ষের দ্বারা প্রগাঢ়রূপে আকৃষ্ট হইলেন। পুনঃ পুনঃ দক্ষিণেশ্বরে না গিয়া তিনি স্থির থাকিতে পারিতেন না, প্রেমের শৃঙ্খল দিন দিন তাঁহাকে প্রগাঢ়রূপে আবদ্ধ করিতে লাগিল। খ্যাপার অমানুষিক প্রেম—এ প্রেম জগতে তিনি কোথাও পান নাই; গুরুর

প্রেমে বিবেকানন্দ একেবারে আত্মহারা হইয়া গেলেন। এই অবস্থায় দক্ষিণেশ্বরে যাতায়াত করেন। একদা পরমহংসদেব উপদেশ প্রদান করিতেছেন, উপদেশের প্রতি বিবেকানন্দের লক্ষ্য নাই। পরমহংসদেব ডাকিলেন, বলিলেন,—"শোন না, কথা শোন না।" বিবেকানন্দ উত্তর করিলেন—"কথা শুনিতে আসি নাই।" পরমহংস জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তবে, কি করিতে আসিস্?" বিবেকানন্দ উত্তর দিলেন, "তোমাকে ভালবাসি, তোমাকে দেখিতে আসি।" ত্রস্ত পরমহংসদেব উঠিয়া, বিবেকানন্দকে আলিঙ্গন করিলেন, উভয়ে আলিঙ্গনপাশে বদ্ধ হইয়া অনেকক্ষণ স্থির রহিলেন।

এইরূপে গুরুশিষ্যের প্রেমের লীলা চলিতে লাগিল। ঈশ্বরীয় প্রসঙ্গ, বাদানুবাদ, তর্ক-বিতর্ক প্রায়ই হয়! বিবেকানন্দ সমাধি প্রভৃতি মানেন না। সমাধিকে বলেন,—"ও তোমার মাথার ব্যায়রাম!" দেবদৃষ্টিতে পরমহংসদেব যাহা দর্শন করেন, তাহা তার্কিক বিবেকানন্দ বলেন,—"ও তোমার মস্তিষ্কের ভ্রম! অন্ধবিশ্বাসে সাকার মূর্ত্তি মান।" বিবেকানন্দ বলিতেন, এইরূপে তো তর্কবিতর্ক করি। একদিন পরমহংসদেব জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভাল, তুই অন্ধের বিশ্বাস কাকে বলিস্?" (পরমহংসদেব অন্ধ বিশ্বাসকে অন্ধের বিশ্বাস বলিতেন) জিজ্ঞাসা করিলেন, "অন্ধের বিশ্বাস কাকে বলিস্?" গদ গদ হইয়া বিবেকানন্দ বলিতেন, সেই দিন বিষম দায়ে ঠেকিলাম! বলিতেন,—অন্ধ-বিশ্বাস বুঝাইবার চেষ্টা করা দূরে থাক্, আমি স্বয়ং অন্ধ-বিশ্বাস কাহাকে বলে, যত বুঝিবার চেষ্টা করি, ততই দেখি, একটি অর্থহীন কথা ব্যবহার করি মাত্র। অন্ধ-বিশ্বাসের লক্ষণ যতই দিবার চেষ্টা করি, সব লক্ষণ অযৌক্তিক হয়। বিদ্যা-বুদ্ধি যত ছিল, সব নাড়াচাড়া করিতে লাগিলাম, অন্ধ-বিশ্বাসের লক্ষণ আর হয় না। এইরূপে শিক্ষিত বিবেকানন্দ অশিক্ষিত খ্যাপার নিকট আপনাকে পরাজিত জ্ঞান করিতে লাগিলেন।

বৈজ্ঞানিক তর্ক-যুক্তি, সিদ্ধবিশ্বাসের নিকট কোনরূপ অগ্রসর হইতে পারে না। পরাস্ত হইয়া বিবেকানন্দ, গুরুর নিকট যাহা শুনেন, তাহাতেই বিশ্বাস স্থাপন করিতে চান। গুরু বলেন,—"না, এ তোমার পথ নয়,—সমস্ত দেখিয়া শুনিয়া বিশ্বাস করো। আমি বলিয়াছি বলিয়া বিশ্বাস করি না।" কিরূপে দেখিয়া শুনিয়া লইতে হয়, তাহা বিবেকানন্দ জানেন না। দেখিবার শুনিবার উপায় দিন দিন গুরুর নিকট বুঝিতে লাগিলেন। নিত্য নিত্য গুরু দেখাইয়া দেন, নিত্য নিত্য শিষ্য দেখিতে পান যে, সমস্ত প্রত্যক্ষ। জড় বিজ্ঞানে যেরূপ প্রত্যক্ষ করা যায়, আধ্যাত্মিক বৈজ্ঞানিক সত্য ও সেইরূপ প্রত্যক্ষের বিষয়! গুরু উপদেশে ও সাধনার চক্ষু উন্মীলিত হইলেই প্রত্যক্ষ করা যায়। ক্রমে আভাস পাইলেন, সমাধি মস্তিষ্কের বিকার নয়, গুরুর নিকট সমাধিলাভের প্রার্থী হইলেন,—বলিলেন,—"আমায় পরম পদার্থ নির্ব্বিকল্প সমাধি দান করুন। আমি আপনার কৃপায় সমাধিস্থ হইয়া থাকিব!" গুরু তিরস্কার করিয়া বলিলেন,—"এই নির্ব্বিকল্প সমাধি পাইলেই তুমি পরিতৃপ্ত? ইহা তো পূর্ব্বে এক দিন, তুমি দক্ষিণেশ্বরে আসিবার সময়, তোমার বক্ষে হস্ত দিয়া দিতে প্রস্তুত ছিলাম, তুমি ভয় পাইয়া বলিলে,—করো কি গো, আমার যে বাপ আছে, মা আছে!" দক্ষিণেশ্বরের এ ঘটনা কি, পাঠকের জানিতে ইচ্ছা হইতে পারে। বিবেকানন্দের নিকট শুনিয়াছিলাম,—একদিন দক্ষিণেশ্বরে পরমহংসদেব তাঁহার কোমল হস্ত বিবেকানন্দের বক্ষে প্রদানমাত্রেই সমস্ত শূন্যাকার হইয়া যাইতে লাগিল। তিনি মহাভয়ে ব্যগ্র হইয়া বলিলেন,—"করো কি গো! আমার যে বাপ আছে,—মা আছে।"

সমাধি লাভের প্রার্থী হইলে আমরা বলিতেছিলাম, গুরু শিষ্যকে তিরস্কার করিলেন, বলিলেন—"জীবের যাহা পরম বস্তু, তাহা তোমার নয়। তুমি কেবল স্বার্থপর হইয়া আপনার নিমিত্ত জগতে আসো নাই। তবে কেন সমাধিস্থ হইয়া থাকিবে প্রার্থনা করিতেছ? সংসারে আসিয়াছ, সংসারের কার্য্য কর। জীবের নির্ব্বিকল্প সমাধি হইলে পর, তাহার আর ফিরিবার শক্তি থাকে না। একবিংশতিদিবস গতে শরীর ত্যাগ হয়। তুমি শক্তিবান, সমাধিলাভের পরও ফিরিবে, তোমার মহৎ কার্য্য পড়িয়া রহিয়াছে। কার্য্য সমাধা না করিলে জগৎ ত্যাগ করিতে পারিবে না। সমাধি চাও, সমাধি পাইবে।"

অকস্মাৎ একদিন কাশীপুরের বাগানে বিবেকানন্দের একটি অবস্থা হইল, যে সকল ভক্তেরা তাঁহার

ক[illegible] ছিলেন, তাঁহার মৃতবৎ অবস্থা দর্শনে ভীত [illegible]ন। ক্রমে বিবেকানন্দ সংজ্ঞা লাভ করিলেন। [illegible] নিকট সংবাদ গেল, গুরু হাসিতে লাগিলেন। [illegible]বেকানন্দও উপস্থিত হইলেন। গুরু বলিলেন, [illegible]হা চাও তাহা এই, এই নির্ব্বিকল্প সমাধি। [illegible]আমার নিমিত্তই তুলিয়া রাখিলাম, কিন্তু উপস্থিত [illegible]ক্সে আবদ্ধ রহিল, চাবি আমার নিকট থাকিবে। [illegible]র্য্য করো, কার্য্যান্তে পাইবে।"

[illegible]কি কার্য্যে বিবেকানন্দ গুরু কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়াছিলেন তাহা সসাগরা পৃথিবী দেখিয়াছে। বিবেকানন্দ কার্য্য করিতেন, বলিতেন, তাঁহার গুরুর কার্য্য করিতেছেন। কেহ কেহ এ বিষয় সন্দিহানচিত্ত। পরমহংসদেবের ভাবের সহিত বিবেকানন্দের ভাবের পার্থক্য অনুভব করেন। সম্পূর্ণ ভ্রম। এই মাত্র প্রভেদ, পরমহংসদেবের মহা জ্ঞান—সাধারণের চক্ষে মহা ভক্তি আবরণে আবরিত ছিল, বিবেকানন্দের ভক্তি জ্ঞান আবরণে আবরিত। উভয়ের একই ভাব, কার্য্যে ভিন্ন ভাব ধারণ। মহা মহা বৈজ্ঞানিকের সহিত বিবেকানন্দের সংঘর্ষ হইবে, সেই নিমিত্তই তিনি কঠিন জ্ঞান আবরণে আবরিত হইতেন। কিন্তু যদি কেহ ভাগ্যক্রমে তাঁহাকে গান করিতে শুনিয়া থাকেন, তাঁহার চক্ষে প্রেমাশ্রু দেখিয়া থাকেন, কণ্ঠরোধ হইয়া গদ গদ—ভক্তিবিভোর মহাপুরুষ দর্শন করিয়া থাকেন, তিনি হৃদয়ে অনুভব করিবেন, জ্ঞান-ভক্তির পার্থক্য লোকে অজ্ঞানবশত করিয়া থাকে। জ্ঞান ভক্তি এক, জ্ঞান বিবেকানন্দ ভক্ত পরমহংস অভেদ। এই অভেদ জ্ঞান লাভে তিনি বুঝিবেন, পরমহংসদেব বলিতেন যে, "ভাগবত, ভক্ত, ভগবান" তাহা সত্য।

স্বামী বিবেকানন্দের গান।

রাগিণী মালকোষ—তাল যৎ।

তারা উজ্জ্বল পশিল ধরা'পর,
নির্ম্মল গগন বিকাশি।
রত্নগর্ভা নারী রত্ন প্রসবিল
বিভোর বাল সন্ন্যাসী॥
রবিকরকর্ষিত,
কুজ্‌ঝটিকা ঘন
আবরে দিনকর-কান্তি,
মায়াবলম্বন, কায়া প্রকটন,
লীলা আবরণ ভ্রান্তি;
গুরুপদ ধারণ, আত্মসমর্পণ,
মহাহ্রদে নদ মহা সম্মিলন,
দর্শ্যা উচ্ছ্বসিত স্রোত মহান,
দূরিত অশান্তি বিধৌত মেদিনী
জন-মন-মার্জ্জিত শান্তি প্রদান;
সশিষ্য গুরুপদ হৃদে সাধে ধরি
গায় আকিঞ্চন গান,
কৃপা-কণা অভিলাষী॥

রাগিণী বাগেশ্রী—তাল একতালা।

কে রে এ নরেন্দ্রবর বীরেশ্বরদেহধারী।
সিদ্ধ মহাবিদ্যাবলে অবিদ্যাবিনাশকারী॥
তমাচ্ছন্ন বসুমতী, হেরি কি ব্যথিত যতি,
বিলাইতে জ্ঞান-জ্যোতি, কে এনেছে সহকারী॥
রহি পরহিতে রত, শিখাবে কি মহাব্রত,
এসেছ আশ্রিত রত, জন-মন-তাপহারী॥
গুরুপদে বলিদান, জীবন-যৌবন-মান
হয়েছ কি অধিষ্ঠান, সাজিতে দীন-ভিখারী॥

সাহানা—ধামার।

ভুবন ভ্রমণ কর যোগীবর যাঁর ধ্যানে।
তাঁহারি সন্তানগণ চেয়ে আছে পথ পানে॥
উচ্চব্রতে আত্মহারা, ভ্রমি সসাগরা ধরা,
মোহিলে মানব-চিত, প্রভুর গৌরব-গানে।
নানা দেশে নানা ভাষে জয়ধ্বনি এক তানে॥
রামকৃষ্ণ হৃদে ধর, হৃদয় আকৃষ্ট কর,
ইষ্টপূজা পূর্ণ তব, পুলক-আলোক দানে।
জন-মন-পুলকিত, মোহ-নিশা অবসানে॥
